পুরাণসংগ্রহ।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত।

মহাভারত।

সম্ভব পর্ব্বীয় দক্ষ প্রজাপতির বংশ বর্ণন হইতে
আদিপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক মূল
সংস্কৃত হইতে বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত।

"যাদৃশ মোক্ষার্থীরা একমাত্র পারত্রিক শুভ সংকল্পে বৈরাগ্য অবলম্বন করেন, তাদৃশ বিজ্ঞেরা মঙ্গল লাভ প্রত্যাশায় এই পবিত্র ইতিহাসের আশ্রয় লইয়া থাকেন। যেমন সমস্ত জ্ঞাতব্য বস্তুমধ্যে আত্মা ও সকল প্রিয় বস্তুমধ্যে প্রাণ শ্রেষ্ঠ পদার্থ, সেইরূপ এই গ্রন্থ সর্ব্ব শাস্ত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। যেমন অন্নপান ব্যতীত জীবন ধারণের উপায়ান্তর নাই, সেইরূপ এই ইতিহাস, যে সকল সুললিত কথা প্রতিপন্ন করিতেছে, তদ্ব্যতিরিক্ত ভূমণ্ডলে আর কথা নাই।" মহাভারত।

কলিকাতা।

পুরাণসংগ্রহ যন্ত্র।

শকাব্দা ১৭৮২।

PRINTED BY RADHA NAUTH BIDDEARUTTNA.

মহাভারতীয় আদিপর্ব্বান্তর্গত পঞ্চসপ্ততি অধ্যায় অবধি আদিপর্ব্ব সমাপ্তি পর্য্যন্ত প্রকাশিত প্রকরণের সূচিপত্র।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পঙ্‌ক্তি
দক্ষপ্রজাপতির বংশ কথন	১২৭	১	১
যযাতির উপাখ্যান	১২৮	১	১৩
কচশুক্র সম্বাদ	১২৯	২	৩২
শর্ম্মিষ্ঠা ও দেবযানীর বিরোধ	১৩৩	২	৩৬
বৃষপর্ব্ব শুক্র সম্বাদ	১৩৫	২	৩৭
দেবযানীর নিকটে শর্ম্মিষ্ঠার দাসীত্ব	১৩৭	১	১৫
যযাতির সহিত দেবযানীর বিবাহ	১৩৯	২	১৪
শর্ম্মিষ্ঠা যযাতি সংবাদ	১৪০	১	১৪
দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠা সংবাদ	১৪১	২	২২
যযাতির প্রতি শুক্রের অভিসম্পাত	১৪২	১	৩৪
যযাতির স্বর্গগমন	১৪৬	১	২
অষ্টক যযাতি সংবাদ	১৪৭	২	১১
পুরুবংশ কথন	১৫৩	১	১৬
মহাভিষোপাখ্যান	১৬০	১	১৩
গঙ্গাবসু সংবাদ	১৬০	২	৬
প্রতীপোপাখ্যান	১৬১	১	১৭
শান্তনুর উপাখ্যান	১৬২	১	৩
শান্তনুর মৃগয়ার্থে বনে গমন ও স্ত্রীরূপধারিণী গঙ্গাদর্শন	১৬২	১	২৪
গঙ্গার সহিত শান্তনুর বিবাহ	১৬২	২	২০
গঙ্গাকর্ত্তৃক শান্তনুর সপ্ত পুত্রের জলে নিক্ষেপ	১৬৩	১	১৯
বসু স্ত্রী সংবাদ ও বসুগণের বশিষ্ঠহোমধেনুহরণ	১৬৪	১	১৭
বসুগণের প্রতি বশিষ্ঠের অভিসম্পাত	১৬৪	২	২৫
গঙ্গার সহিত শান্তনুর পুনর্দর্শন ও ভীষ্মের সহিত স্বপুরে প্রবেশ	১৬৫	২	৯
শান্তনুর সত্যবতী দর্শন	১৬৭	১	২৫
দাস শান্তনু সংবাদ	১৬৭	২	৫
দাসরাজের নিকট ভীষ্মের সত্যবতী প্রার্থনা	১৬৮	১	৩১
সত্যবতীর গর্ভে শান্তনুর চিত্রাঙ্গদ নামে পুত্রোৎপাদন	১৬৯	২	৭
কাশীশ্বরের দুহিতা হরণার্থে ভীষ্মের বারাণসী গমন	১৭০	১	৯
বিচিত্রবীর্য্য চরিত	১৭২	১	১
সত্যবতী সমীপে ভীষ্মের জামদগ্ন্যোপাখ্যান কথন	১৭৩	২	৩৭
ঔতথ্যোপাখ্যান কথন	১৭৪	১	২১

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পঁক্তি
বলি রাজা ও দীর্ঘতমার উপাখ্যান	১৭৪	২	৯
ভীষ্ম সত্যবতী সংবাদ	১৭৬	১	১৩
ব্যাস সত্যবতী সংবাদ	১৭৭	১	১১
ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের উৎপত্তি	১৭৮	১	৩৫
ধর্ম্মের শাপকারণ জিজ্ঞাসা ও অণীমাণ্ডব্যোপাখ্যান	১৭৯	২	১২
অণীমাণ্ডব্যের শাপে ধর্ম্মের বিদুররূপে উৎপত্তি	১৮০	২	২২
ভীষ্মের যৌবরাজ্য	১৮১	১	১
পাণ্ডুর রাজ্য প্রাপ্তি	১৮২	১	৩
ধৃতরাষ্ট্রের সহিত গান্ধারীর বিবাহ	১৮২	১	৬
কুন্তীচরিত, কৌমার্য্যবস্থায় কর্ণোৎপত্তি ও পাণ্ডুর সহিত বিবাহ	১৮২	২	২৪
মাদ্রীচরিত, মাদ্রীর সহিত পাণ্ডুর বিবাহ	১৮৫	১	৪
পাণ্ডুর দিগ্বিজয়	১৮৫	২	২৪
পাণ্ডুর স্বপুরে প্রত্যাগমন	১৮৬	২	১৯
পাণ্ডুর বনবিহার	১৮৬	২	৩৪
ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের জন্ম বৃত্তান্ত	১৮৭	২	৪
ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের নাম	১৮৯	২	১৭
পাণ্ডুর মৃগয়া, শরদ্বারা মৃগরূপধারী ব্রাহ্মণপুত্রভেদন ও পাণ্ডুর প্রতি ব্রাহ্মণপুত্রের শাপ	১৯০	১	২৫
পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে পাণ্ডুর প্রব্রজ্যাগ্রহণ	১৯২	১	২৯
অপত্যোৎপাদনের নিমিত্ত পাণ্ডুর মন্ত্রণা	১৯৪	২	১৪
ব্যুষিতাশ্বের উপাখ্যান	১৯৫	১	৩৭
উদ্দালকের উপাখ্যান	১৯৭	১	৩
যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতার উৎপত্তি	১৯৮	১	২৮
পাণ্ডুর মৃত্যু	২০২	২	২০
মাদ্রীর স্বামিসহগমন	২০৩	১	১০
কুন্তী ও পঞ্চ পাণ্ডবের হস্তিনায় গমন	২০৩	১	১৪
পাণ্ডুর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া প্রভৃতি	২০৫	২	১১
সত্যবতী প্রভৃতির দেহ ত্যাগ	২০৭	১	৫
পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের বাল্য ক্রীড়া	২০৭	১	২০
পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের জল বিহারার্থ গমন	২০৭	২	৩৫
ভীমের প্রতি বিষ প্রয়োগ	২০৮	১	৩১
ভীমের পাতাল পুরে গমন	২০৮	২	২৫
ভীম ব্যতীত আর সকলের হস্তিনায় প্রত্যাগমন	২০৯	২	১১
হস্তিনায় ভীমের প্রত্যাগমন	২১০	২	৩৩
কৃপাচার্য্যের জন্ম বৃত্তান্ত	২১১	১	১৯
দ্রোণাচার্য্যের জন্মাদি বৃত্তান্ত	২১২	২	১৩

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পঁক্তি
দ্রুপদ দ্রোণ সংবাদ	২১০	২	৩৫
দ্রোণ সমীপে পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের অস্ত্র শিক্ষা	২১৭	২	৫
একলব্যের বৃত্তান্ত	২১৯	১	৩
দ্রোণের শিষ্য পরীক্ষা	২২০	১	২৬
পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের অস্ত্র পরীক্ষা	২২১	২	২৮
রঙ্গভূমিতে কর্ণের প্রবেশ	২২৪	১	৩৫
সশিষ্য দ্রোণের পাঞ্চালাক্রমণ	২২৭	২	৭
যৌব্যরাজ্যে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক	২৩০	২	১৭
ধৃতরাষ্ট্র কণিক সংবাদ	২৩১	২	২৬
জতুগৃহ দাহ বৃত্তান্ত	২৩৬	২	১
পাণ্ডবদিগকে বারণাবত নগরে বিবাসন করিবার মন্ত্রণা	২৩৮	১	১৫
জতুগৃহ নির্ম্মাণ পরামর্শ	২৪০	১	৫
বারণাবতে যুধিষ্ঠিরাদির গমন	২৪০	২	২৭
যুধিষ্ঠিরের প্রতি বিদুরের উপদেশ	২৪১	২	৬
পাণ্ডবসমীপে খনকের আগমন	২৪৩	২	১০
বারণাবত হইতে যুধিষ্ঠিরাদির পলায়ন	২৪৫	১	২৫
পাণ্ডবদিগের বন প্রবেশ	২৪৬	২	২৯
হিড়িম্ব বৃত্তান্ত	২৪৮	২	৩৩
হিড়ম্ব ও ভীমের যুদ্ধ	২৫২	১	৩
হিড়িম্বার সহিত ভীমের গমন ও ঘটোৎকচের জন্ম	২৫৩	২	২৮
পাণ্ডব সমীপে ব্যাসের আগমন ও একচক্রানগরে পাণ্ডবদিগের গমন	২৫৫	২	১
বকবধ বৃত্তান্ত	২৫৬	১	৩০
ব্রাহ্মণ গৃহে ব্রাহ্মণান্তরের আগমন	২৬৬	১	১৩
ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর উৎপত্তি কথন	২৬৬	২	১৯
পাঞ্চাল নগরে পাণ্ডবদিগের প্রস্থান	২৭০	২	৮
পাণ্ডব সমীপে ব্যাসের আগমন	২৭১	১	৯
দ্রৌপদীর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কথন	২৭১	১	২৫
অর্জ্জুন চৈত্ররথ সম্বাদ	২৭১	২	২৯
তপতী সম্বরণোপাখ্যান	২৭৫	১	৩২
বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ বিরোধ	২৮০	১	৩০
কল্মাষপাদ রাজার উপাখ্যান	২৮২	১	৩৬
বশিষ্ঠের পুত্রশোক	২৮৪	১	৮
অযোধ্যায় বশিষ্ঠের গমন ও কল্মাষপাদের সন্তানোৎপাদন	২৮৫	২	২১
বশিষ্ঠ পৌত্র ঔর্ব্বের বৃত্তান্ত	২৮৬	১	১৭
কৃতবীর্য্য চরিত	২৮৬	১	৩৫

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পঁক্তি
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর	২৯১	২	১৭
দ্রৌপদী, কুন্তী ও পাণ্ডবগণের পাঞ্চাল ভবনে গমন	৩০১	২	২৮
দ্রৌপদী, পঞ্চ পাণ্ডব, কৃষ্ণ ও বলদেবের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত	৩০৬	১	২১
দ্রৌপদীর পূর্ব্ব জন্ম বৃত্তান্ত	৩০৮	২	১২
পঞ্চ পাণ্ডবের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ	৩০৯	১	৫
পাণ্ডব সমীপে কৃষ্ণের অলঙ্কার প্রেরণ	৩১০	১	৩০
পাণ্ডবদিগের বিবাহ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধনাদির মন্ত্রণা	৩১০	২	৬
পাঞ্চালনগরে বিদুরের আগমন	৩১৭	২	৮
হস্তিনাপুরে পাণ্ডবদিগের গমন	৩১৮	১	২৭
খাণ্ডবপ্রস্থে পাণ্ডবদিগের গমন	৩১৯	১	৩৬
পাণ্ডবসমীপে নারদের আগমন	৩২০	২	১০
সুন্দোপসুন্দের বিস্তারিত বৃত্তান্ত	৩২১	১	২৮
পাণ্ডদিগের দ্রৌপদী বিষয়ক নিয়ম	৩২৬	১	১৩
অর্জ্জুনের নিয়ম ভঙ্গ	৩২৬	১	৩০
অর্জ্জুনের বন যাত্রা	৩২৮	১	১
নাগকন্যা উলূপীর সহিত অর্জ্জুনের বিবাহ	৩২৮	১	১৬
মণিপুরে অর্জ্জুনের গমন ও চিত্রাঙ্গদার সহিত বিবাহ	৩২৯	১	৩৩
সৌভদ্র তীর্থে অর্জ্জুনের গমন ও পঞ্চ অপ্সরার শাপ মোচন	৩৩০	২	১৩
মণিপুরে পুনরায় অর্জ্জুনের গমন ও বভ্রুবাহন নামক পুত্রের উৎপত্তি	৩৩২	১	৭
প্রভাস তীর্থে অর্জ্জুনের গমন, কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ এবং রৈবতক পর্ব্বতে ও দ্বারকায় গমন	৩৩২	১	১৫
রৈবতক পর্ব্বতে উৎসব ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সুভদ্রাহরণ	৩৩৩	১	১
হরণাহরণ বৃত্তান্ত	৩৩৫	১	২৭
সুভদ্রার সহিত অর্জ্জুনের খাণ্ডব প্রস্থে গমন	৩৩৬	১	৩
পাণ্ডবদিগের পুত্রোৎপত্তি	৩৩৭	১	১৭
যুধিষ্ঠিরের রাজ্য শাসন	৩৩৮	১	১
কৃষ্ণার্জ্জুনের জল বিহার	৩৩৮	২	৭
কৃষ্ণার্জ্জুনের নিকটে অনলের আগমন	৩৩৯	১	১৮
শ্বেতকির উপাখ্যান	৩৩৯	২	১৭
অগ্নি সমীপে বরুণের আগমন	৩৪২	২	১৮
খাণ্ডববন দাহারম্ভ	৩৪৩	২	১৮
কৃষ্ণার্জ্জুনের সহিত ইন্দ্রাদি দেবগণের যুদ্ধ ও ময়াদির পরিত্রাণ	৩৪৫	২	২৩
মন্দপাল ঋষির উপাখ্যান	৩৪৮	১	২৪
কৃষ্ণার্জ্জুনের সমীপে দেবগণের আগমন ও বরদান	৩৪৫	১	১৪

আদিপর্ব্বের সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে পুণ্যাত্মন্! মহারাজ দুষ্মন্ত ও পতিপরায়ণা শকুন্তলার উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে দক্ষ প্রজাপতি, বৈবস্বত মনু, ভরত, কুরু, পুরু, আজমীঢ়, যদু, কৌরব ও ভারত ইহাঁদিগের বংশ কীর্ত্তন করি শ্রবণ করুন। ইহাঁরা সকলেই মহর্ষির ন্যায় তেজস্বী এবং ইহাঁদিগের বংশকীর্ত্তন অতি পবিত্র, আয়ুস্কর ও যশস্কর। প্রচেতার প্রথমতঃ দশ পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই রাক্ষস হইয়া ছিলেন। ভগবান্ প্রচেতাঃ মুখনির্গত অগ্নি দ্বারা সেই মহাতেজস্বী রাক্ষসরূপী পুত্রগণকে দগ্ধ করেন। পরে প্রচেতার দক্ষ নামে অপর এক পুত্র জন্মেন। দক্ষ হইতে এই সমস্ত প্রজা সৃষ্টি হইয়াছে। হে পুরুষসিংহ! এই কারণ বশতঃ লোকে তাঁহাকে পিতামহ বলিয়া নির্দ্দেশ করে। দক্ষ বীরিণীর গর্ভে আত্মসদৃশ সহস্রসংখ্যক পুত্র উৎপাদন করেন। মহর্ষি নারদ সেই সহস্রসংখ্যক দক্ষসন্তানগণকে অত্যুৎকৃষ্ট সাঙ্খ্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়া মোক্ষোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। হে জনমেজয়! অনন্তর প্রজাসিসৃক্ষু প্রজাপতি দক্ষ পঞ্চাশৎ কন্যা উৎপাদন করিলেন। তিনি তাঁহাদিগের সকলকেই পুত্রিকা করিয়া তন্মধ্যে দশটি ধর্ম্মকে, ত্রয়োদশটি কশ্যপকে ও সাতাইশটি চন্দ্রকে সম্প্রদান করেন। কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নীর মধ্যে দাক্ষায়ণী প্রধান ছিলেন। তাঁহার গর্ভে দ্বাদশ আদিত্য উৎপন্ন হয়েন। তৎপরে কশ্যপ হইতে ইন্দ্রাদি দেবতা ও বিবস্বান্ জন্ম গ্রহণ করিলেন। বিবস্বানের দুই পুত্র; বৈবস্বত মনু ও যম। ধীমান্ মনু হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি মানবজাতি উৎপন্ন হয়, এই নিমিত্ত তাঁহারা মানব বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছেন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণেরা সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিলেন। বেন, ধৃষ্ট, নরিষ্যন্ত, নাভাগ, ইক্ষাকু, কারুষ, শর্য্যাতি, ইলা, পৃষধ্রু, এবং নাভাগারিষ্ট; মনুর এই দশ সন্তান ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম-পরায়ণ হইলেন। মনুর আরও পঞ্চাশটি পুত্র জন্মে, কিন্তু আমরা শুনিয়াছি তাঁহারা পরস্পর বৈরভাব অবলম্বন করিয়া বিনষ্ট হয়েন। ইলা হইতে পুরূরবাঃ উৎপন্ন হইয়া ছিলেন। ইলা, তাঁহার পিতা ও মাতা উভয়ই ছিলেন। পুরূরবাঃ মনুষ্য-কলেবর ধারণ করিয়াও সর্ব্বদা দেবগণে বেষ্টিত থাকিতেন, এবং সমুদ্র-পরিবেষ্টিত ত্রয়োদশ দ্বীপের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তিনি বীর্য্যমদে মত্ত হইয়া বিপ্রবর্গের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগের চিরসঞ্চিত বহুমূল্য রত্ন সকল অপহরণ করিতেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহার উপর সমুচিত আক্রোশ প্রকাশ করিয়াও কিছুমাত্র প্রতীকার করিতে পারেন নাই। অনন্তর সনৎকুমার ব্রহ্মলোক হইতে উপস্থিত হইয়া পুরূরবাকে অনুদর্শ যজ্ঞে দীক্ষিত করিলেন। কিন্তু তিনি তাহা স্বীকার করিলেন না। তৎপরে ক্রোধাবিষ্ট মহর্ষিগণের অভিশাপে সেই লোভপরতন্ত্র বলদৃপ্ত নরাধিপ সদ্যই বিনষ্টপ্রায় হইলেন। তিনি যজ্ঞাদিক্রিয়া নির্ব্বাহার্থ গন্ধর্ব্বলোক হইতে ত্রেতাগ্নি ও উর্ব্বশীকে আনয়ন করেন। ইলাপুত্র পুরূরবার উর্ব্বশীর গর্ভে আয়ু, ধীমান্, অমাবসু, দৃঢ়ায়ু, বনায়ু, এবং শতায়ু এই ছয় পুত্র জন্মে। নহুষ, বৃদ্ধশর্ম্মা, রাজিঙ্গয় এবং অনেবস এই চারিটি আয়ুর ঔরসে ও স্বর্ভানবীর গর্ভে উৎপন্ন হয়েন। হে পৃথিবীপাল! ধীমান্ সত্যপরাক্রম নহুষ রাজা ধর্ম্মানুসারে এই পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। নহুষ; পিতৃলোক, দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই সকলকে সমভাবে প্রতিপালন করিতেন। তিনি দস্যুদল এরূপ দমন করিয়া ছিলেন যে,

তাহারা ঋষিদিগকে করপ্রদান ও পৃষ্ঠে বহন করিত। তিনি স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে ও তপোবলে দেবতাদিগকে পরাভব করিয়া ঋষিগণকে ইন্দ্রত্ব ভোগ করাইতেন। তিনি যতি যযাতি সংযাতি আয়াতি অয়তি ও ধ্রুব নামে ছয়টি পুত্র উৎপাদন করেন। তন্মধ্যে যতি যোগবলে মুনি হইয়া চরমকালে পরব্রহ্মে লীন হন। যযাতি স্বীয় বিক্রমপ্রভাবে সম্রাট্ হইয়া এই সসাগরা পৃথিবী শাসন, বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান ও একান্ত ভক্তির সহিত পিতৃ ও দেবগণকে অর্চ্চনা করিয়া সুতনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন।

হে মহারাজ! সত্যপরাক্রম যযাতি সম্রাট্ ছিলেন। তিনি ধর্ম্মতঃ রাজ্যশাসন এবং প্রজাবর্গের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন। মহারাজ যযাতি, সর্ব্বদা যাগ যজ্ঞএবং ভক্তিপূর্ব্বক পিতৃ ও দেবগণের শুশ্রূষা করিতেন। দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠা নামে যযাতির দুই মহিষী ছিলেন। তন্মধ্যে দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু নামে দুই পুত্র জন্মেন। শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্য, অনু ও পূরু নামে তিন পুত্র জন্মেন। তাঁহারা সকলেই মহাধনুর্দ্ধর ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন ছিলেন। মহারাজ যযাতি বহুকাল ধর্ম্মতঃ প্রজাপালন করিয়া অবশেষে শুক্রাচার্য্যের শাপে জরাগ্রস্ত হইলেন। তখন তিনি সেই রূপনাশিনী জরার প্রভাবে ভোগসুখে বঞ্চিত হইয়া পুত্রদিগকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে পুত্রগণ! আমি তোমাদিগের যৌবন দ্বারা যুবতিগণের সহিত বিহার করিতে বাসনা করি, তোমারা তদ্বিষয়ে আমাকে সাহায্য কর। ইহা শুনিয়া দেবযানীর জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু কহিলেন, মহারাজ! আমাদিগের যৌবন দ্বারা আপনার কিরূপ সহায়তা সম্পাদন করিব আজ্ঞা করুন। যযাতি কহিলেন, তুমি আমার জরা গ্রহণ কর, আমি তোমার যৌবন লইয়া ইচ্ছানুরূপ বিষয় সম্ভোগ করিব। দীর্ঘসত্রানুষ্ঠান কালে মহর্ষি উশনার শাপে কামার্থবিনাশিনী জরা আমাকে আক্রমণ করিয়াছে, আমি তজ্জন্য সাতিশয় সন্তপ্ত হইতেছি, অতএব হে পুত্রগণ! তোমাদিগের মধ্যে এক জন আমার জীর্ণ কলেবর লইয়া রাজ্য শাসন কর। যিনি জরা গ্রহণ করিবেন, আমি তাঁহার নবীন তনু আশ্রয় করিয়া বিষয় সম্ভোগ করিব। তাহা শুনিয়া যদু প্রভৃতি চারি জন তাঁহার জরা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। পরিশেষে সর্ব্বকনিষ্ঠ পূরু কহিলেন, মহারাজ! আপনি আমার নবযৌবন-সম্পন্ন সুকুমার কলেবর আশ্রয় করিয়া অভিলাষানুরূপ বিষয় সম্ভোগ করুন, আমি আপনার জরা গ্রহণ করিয়া রাজ্য শাসন করিব। পরে রাজর্ষি যযাতি তপোবলে পুত্রশরীরে স্বকীয় জরা সঞ্চারিত করিলেন। অনন্তর সেই নৃপতি পূরুর বয়োলাভ করিয়া যৌবনশালী হইলেন, এবং পূরু তদীয় বয়ঃপ্রভাবে জরাগ্রস্ত হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। শার্দ্দূলসম বিক্রান্ত রাজা যযাতি, সহস্র বৎসর উভয় পত্নীর সহিত পরমসুখে বিহার করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না। পরে চৈত্ররথ নামক কুবেরোদ্যানে বিশ্বাচী নাম্নী এক অপ্সরার সহিত কিছুকাল বিহার করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না। পরিশেষে মনোমধ্যে এই পৌরাণিকী গাথা অনুধ্যান করিলেন। কাম্যবস্তুর উপভোগে কামের উপশম হওয়া দূরে থাকুক প্রত্যুত ঘৃতসংযুক্ত বহ্নির ন্যায় উহা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। যদি এক জনে এই রত্নগর্ভা পৃথিবীর সমুদায় হিরণ্য, সকল পশু এবং সমস্ত মহিলা উপভোগ করে, তথাপি তাহার তৃপ্তিলাভ হওয়া দুর্ঘট, অতএব শান্তিপথ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ কল্প। লোক যখন কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্টচেষ্টা না করে, তখন ব্রহ্মতুল্য হয়। মহারাজ যযাতি

বৈরাগ্যের স্থিরত্ব ও কামের অসারত্ব আলোচনা করিয়া পুত্র হইতে আপন জরা গ্রহণ করিলেন, ও তদীয় যৌবন তাঁহাকে সম্প্রদান করিলেন। পরিশেষে পুরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমিই যথার্থ পুত্রকার্য্য সম্পাদন করিয়াছ, তোমার দ্বারাই আমার বংশরক্ষা হইবে, অতএব তোমার বংশ পৌরববংশ বলিয়া লোকে বিখ্যাত হইবে। মহারাজ যযাতি এই বলিয়া তপশ্চরণে মনোনিবেশ করিলেন। পরে অনশনব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিয়া সস্ত্রীক স্বর্গারোহণ করিলেন।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! দশম প্রজাপতি যযাতি রাজা আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ। তিনি পরমদুর্লভা শুক্রতনয়া দেবযানীকে কিরূপে লাভ করিলেন? আমি তাহা সবিশেষ শ্রবণ করিতে বাসনা করি। আপনি এই বৃত্তান্ত এবং তাঁহার বংশপরম্পরা কীর্ত্তন করিয়া আমার একান্ত কৌতুকাক্রান্ত চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবরাজসম প্রভাবসম্পন্ন নহুষপুত্র যযাতি রাজাকে শুক্র ও বৃষপর্ব্বা যেরূপে বরণ করেন, এবং তিনি যে প্রকারে দেবযানীকে লাভ করেন, হে মহারাজ! আমি সেই সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে এই সচরাচর বিশ্বরাজ্য লাভার্থে দেবতা ও অসুরদিগের পরস্পর তুমুল সঙ্গ্রাম হইয়াছিল। তৎকালে দেবতারা জীগাষাপরবশ হইয়া বৃহস্পতিকে যজ্ঞানুষ্ঠানে পুরোহিতরূপে বরণ করিয়াছিলেন। অসুরগণ শুক্রাচার্য্যকে তৎকর্ম্মে ব্রতী করিয়াছিলেন। একরূপ কর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন, বলিয়া বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্য ইহাঁরা প্রতিনিয়ত পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা করিতে লাগিলেন। ঐ যুদ্ধে দেবগণ যে সকল অসুর সংহার করিতেন, শুক্র মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যাবলে তাহাদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিতেন; সেই সকল পুনর্জ্জীবিত অসুরেরা উত্থিত হইয়া দেবতাদিগের সহিত সংগ্রাম করিত। কিন্তু অসুরেরা যুদ্ধে যে সকল দেবতার প্রাণনাশ করিত, সুরাচার্য্য বৃহস্পতি আর তাঁহাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিতেন না; কারণ মহর্ষি শুক্রাচার্য্য যে বিদ্যাপ্রভাবে দানবগণকে পুনরুজ্জীবিত করিতেন, বৃহস্পতি তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন। পরে দেবতারা বিষাদাপন্ন ও শুক্রাচার্যের ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্র কচের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে কচ! আমরা তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তোমাকে আমাদিগের এক মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। অমিততেজাঃ শুক্রাচার্য্য যে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা জানেন, তুমি সত্বর তাহা অপহরণ কর। এই কর্ম্ম করিলে তুমি সর্ব্ব বিষয়ে আমাদিগের অংশভাগী হইবে। সম্প্রতি বৃষপর্ব্বার নিকটে তুমি শুক্রাচার্য্যকে দেখিতে পাইবে। তিনি তথায় দানবগণকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন, কিন্তু দেবতাদিগের প্রতি কটাক্ষপাতও করেন না। তুমি অল্পবয়স্ক বালক। তুমিই তাঁহার আরাধনায় সক্ষম হইবে। সেই মহাত্মার দেবযানী নাম্নী এক কন্যা আছেন, তাঁহাকে ও আরাধনা করিতে তোমাভিন্ন অন্য কেহই সমর্থ হইবে না। দয়া দাক্ষিণ্য সুশীলতাদি গুণে দেবযানীকে সন্তুষ্টা করিতে পারিলে তুমি নিশ্চয়ই সেই সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করিবে।

অনন্তর বৃহস্পতিতনয় কচ তথাস্তু বলিয়া বৃষপর্ব্বার সমীপে গমন করিলেন। দেবগণ-প্রেরিত কচ দ্রুত গমনে তথায় উপনীত হইয়া অসুরেন্দ্র বৃষপর্ব্বার সমীপে শুক্রকে দেখিয়া কহিলেন, মহাশয়! আমি মহর্ষি অঙ্গিরার পৌত্র, সাক্ষাৎ বৃহস্পতির পুত্র,

আমার নাম কচ, আপনাকে গুরু স্বীকার করিলাম। আপনি আমার গুরুত্বে বৃত হইলে আমি সহস্র বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিব, আপনি আমাকে অনুমতি করুন। শুক্র কহিলেন, হে কচ! তোমার পিতা বৃহস্পতি অতি পূজনীয়, অতএব আমি তোমার বাক্য অঙ্গীকার করিলাম। এক্ষণে তোমাকে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে অধিকারী করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! কচ ভৃগুপুত্র শুক্রাচার্য্যকর্ত্তৃক আদিষ্ট ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করিলেন, এবং ব্রত কালের অব্যাঘাতে উপাধ্যায়ের ও তৎপুত্রী দেবযানীর আরাধনা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিদিন নৃত্য, গীত, বাদ্য এবং ফলপুষ্পাদি আহরণ দ্বারা অত্যল্প দিবসের মধ্যেই প্রাপ্তযৌবনা দেবযানীর পরিতোষ জন্মাইলেন। দেবযানীও গাত বাদ্য দ্বারা ব্রতধারী কচের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপ ব্রতাচরণ করিতে করিতে কচের পঞ্চশত বর্ষ অতীত হইল। অনন্তর দানবেরা কচের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া উপাধ্যায়ের গোরক্ষণে নিযুক্ত নির্জ্জনকাননস্থ কচকে বিনাশ করিল, এবং তদীয় দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া শৃগাল কুক্কুরগণকে ভক্ষণ করিতে দিল। তখন গো সকল গোপশূন্য হইয়া স্ব স্ব নিবেশনে প্রত্যাগত হইল। পরে দেবযানী কচকে না দেখিয়া পিতার নিকট নিবেদন করিলেন, হে পিতঃ! আপনার অগ্নিহোত্রে আহুতি প্রদান করা হইল, সূর্য্যদেব অস্তে গমন করিলেন, এবং গো সকল গোপশূন্য হইয়া গৃহে আগমন করিল, কিন্তু কচকে প্রত্যাগত দেখিতেছি না, অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, কচ আহত বা কালগ্রস্ত হইয়াছে। আমি সত্য কহিতেছি কচ ব্যতিরেকে জীবন ধারণ করিতে পারিব না। শুক্র কহিলেন, বৎসে! চিন্তা কি? কচ এই মুহূর্ত্তেই আসিবে, আমি মৃত কচকে পুনর্জ্জীবিত করিব, এই বলিয়া সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রয়োগ পূর্ব্বক কচকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। আহূত কচ সঞ্জীবনীবিদ্যা-প্রভাবে পুনর্ব্বার জীবন প্রাপ্ত হইয়া শৃগাল কুক্কুরগণের দেহ বিদীর্ণ করিয়া হৃষ্ট মনে উপাধ্যায়সমীপে উপস্থিত হইলে দেবযানী কহিলেন, কচ! তোমার আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন? কচ উত্তর করিলেন, হে ভাবিনি! আমি সমিৎকুশ এবং কাষ্ঠভার দ্বারা আক্রান্ত ও একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া গোগণের সহিত বিশ্রামার্থ এক বটবৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় লইয়াছিলাম। ইত্যবসরে অসুরগণ তথায় আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল তুমি কে? আমি কহিলাম আমি বৃহস্পতির পুত্র, আমার নাম কচ। এই কথা কহিবামাত্র তাহারা আমাকে বধ করিয়া তদ্দণ্ডে আমার শরীর খণ্ড খণ্ড করত শৃগাল কুক্কুরগণকে ভক্ষণার্থ প্রদান পূর্ব্বক পরম সুখে স্ব স্ব গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইল। এক্ষণে মহাত্মা ভার্গবের বিদ্যাবলে পুনর্ব্বার জীবন পাইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম।

অনন্তর একদা দেবযানী পুষ্পচয়নার্থ কচকে অরণ্যে প্রেরণ করিলেন। দানবেরা কাননস্থ কচের শরীর চূর্ণ করিয়া সমুদ্রজলে মিশ্রিত করিয়া দিল। এদিকে দেবযানী কচের বিলম্ব দেখিয়া পিতার নিকট নিবেদন করিলেন। তখন শুক্র বিদ্যাপ্রভাবে কচকে আহ্বান করিলে কচ পুনর্ব্বার আসিয়া গুরুসন্নিধানে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তৃতীয় বার অসুরেরা কচকে বিনষ্ট ও ভস্মাবশিষ্ট করিয়া শুক্রাচার্য্যের সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া দিল। তখন দেবযানী পুনর্ব্বার পিতাকে নিবেদন করিলেন, হে পিতঃ! আমি পুষ্পাহরণার্থ কচকে প্রেরণ করিয়া ছিলাম কিন্তু এখনও তাহাকে

প্রত্যাগত দেখিতেছি না। বোধ হয় সে আহত বা মৃত হইয়া থাকিবে। হে পিতঃ! আমি নিশ্চয় কহিতেছি, কচ ব্যতীত জীবন ধারণ করিতে পারিব না। শুক্রাচার্য্য কহিলেন, হে পুত্রি! বৃহস্পতির পুত্র কচ নিশ্চয়ই মৃত হইয়াছে। আমি সঞ্জীবনীবিদ্যা-প্রভাবে বারম্বার তাহার জীবন রক্ষা করিতেছি, কি করি, অসুরেরা তথাপি তদ্বিনাশে বিরত হইতেছে না, অতএব হে দেবযানি! তুমি শোক বা রোদন করিও না। তোমার সদৃশী মহিলারা সামান্য মর্ত্ত্য লোকের নিমিত্ত শোক মোহে অভিভূত হন না। দেখ ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণগণ, ইন্দ্রাদি দেবগণ, অষ্টবসু, যমজঅশ্বিনীকুমার, অসুরগণ এবং সমস্ত জগৎ তোমাকে মহাপ্রভাবশালিনী জানিয়া নমস্কার করেন। কচের জীবন রক্ষা করা বৃথা বোধ হইতেছে, যে হেতু অসুরেরা সুযোগ পাইলেই পুনর্ব্বার তাহার প্রাণ সংহার করিবে। দেবযানী কহিলেন, বৃদ্ধতম মহর্ষি অঙ্গিরাঃ যাঁহার পিতামহ, তপোনিধি বৃহস্পতি যাঁহার পিতা, তাঁহার নিমিত্ত কেনই বা রোদন ও শোক করিব না। কচ নিজেও সামান্য লোক নহেন। তিনি ব্রহ্মচারী, তপোধন ও সর্ব্ব কার্য্যে সুনিপুণ। হে তাত! আমি নিরাহারে প্রাণ ত্যাগ করিয়া কচের অনুগামিনী হইব। কচ আমার নিতান্ত প্রিয় পাত্র। আমি তাঁহাকে না দেখিয়া ক্ষণমাত্রও জীবন ধারণ করিতে পারিব না।

মহর্ষি শুক্র দেবযানীকর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া কচকে আহ্বান করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, নিশ্চয়ই অসুরেরা আমার প্রতি বিদ্বেষাপন্ন হইয়াছে, এবং এই নিমিত্তই বারম্বার আমার শিষ্যের প্রাণনাশ করিতেছে। দুর্দ্দান্ত দানবেরা এই পৃথিবীকে ব্রাহ্মণশূন্য করিবার অভিলাষে আমার প্রতি এইরূপ অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ভাল আমি এক্ষণেই তাহাদিগের এই পাপের দণ্ডবিধান করিতেছি। ব্রহ্মহত্যাকৃত পাপ ইন্দ্রকেও দগ্ধ করিতে পারে; এই বলিয়া কচকে বিদ্যাবলে আহ্বান করিতে লাগিলেন। সমাহূত কচ গুরুর ভয়ে ভীত হইয়া জঠর হইতে অল্পে অল্পে উত্তর দিলেন। শুক্রাচার্য্য নিজ জঠর হইতে তাঁহার কথা শুনিতে পাইয়া কহিলেন, কচ! তুমি কি প্রকারে আমার উদরে প্রবিষ্ট হইয়াছ? কচ কহিলেন, আপনকার প্রসাদে বলবতী স্মরণ শক্তি আমাকে পরিত্যাগ করে নাই, এই নিমিত্ত আমার যথাবৎ বৃত্তান্ত স্মরণ হইতেছে। আর আমার তপস্যা কিছুমাত্র ক্ষয় হয় নাই, এই নিমিত্ত এই দারুণ ক্লেশ সহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছি। অসুরেরা আমাকে দগ্ধ ও চূর্ণ করিয়া আপনার সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া দিয়াছিল। আপনি বিদ্যমান থাকিতে আসুরী মায়া কখনই ব্রাহ্মী মায়াকে অতিক্রম করিতে পারিবেনা। শুক্র কহিলেন বৎসে! দেবযানি! অদ্য কি রূপে তোমার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিব? আমি প্রাণ পরিত্যাগ না করিলে কচের প্রাণ রক্ষা হয় না। কচ আমার উদরের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছে। সুতরাং কুক্ষি-বিদারণ ব্যতিরেকে কচ কিরূপে নির্গত হইবে। দেবযানী কহিলেন, তাত! কচের বিনাশ ও আপনার উপঘাত এক্ষণে এই উভয়ই আমার পক্ষে সাক্ষাৎ অগ্নিকল্প বোধ হইতেছে। কচের বিনাশ হইলে আমার জীবন নষ্ট হইবে এবং আপনার বিয়োগে কিরূপেইবা প্রাণ ধারণ করিব? তখন শুক্র উদরস্থ কচকে কহিলেন, হে বৃহস্পতিপুত্র কচ! যে হেতু দেবযানী তোমাকে ভক্ত বলিয়া আদর করেন, অতএব বোধ হয় তুমি কোন সিদ্ধ পুরুষ অথবা কচরূপী ইন্দ্র হইবে। যাহা হউক অদ্য তো-

মাকে এই সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রদান করিব। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কেহ পুনর্জ্জীবিত হইয়া আমার উদর হইতে বহির্গত হইতে পারে না, অতএব অঙ্গীকার করিতেছি, তোমাকে বিদ্যাদান করিব, কিন্তু বৎস! তুমি পুত্ররূপে আমার দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনর্ব্বার বিদ্যাবলে আমাকে জীবিত করিবে। দেখিও এই ধর্ম্ম প্রতিপালনে যেন পরাঙ্মুখ হইও না।

অনন্তর কচ শুক্রসন্নিধানে সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রাপ্তি পূর্ব্বক কুক্ষি ভেদ করিয়া পূর্ণিমা-শশাঙ্কের ন্যায় তৎক্ষণাৎ নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেখিলেন মৃত শুক্রাচার্য্য ভূতলে পতিত আছেন। কচ অবিলম্বে সিদ্ধ বিদ্যা দ্বারা তাঁহাকে জীবিত করিয়া অভিবাদন-পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! যিনি কর্ণে অমৃত নিষেক স্বরূপ মন্ত্র প্রদান করেন, আমি তাঁহাকে পিতামাতাস্বরূপ স্বীকার করি। কোন্ ব্যক্তি এমত মূঢ় যে তাদৃশ হিতৈষী লোকের অনিষ্ট চেষ্টা করিবে? সত্যফলপ্রদ নিধির নিধিস্বরূপ ও পরম পূজনীয় গুরুদেবকে যে ব্যক্তি আদর না করে, সেই পাপিষ্ঠ ইহ লোকে অপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পর লোকে নিরয়গামী হয়। মহানুভাব শুক্র সুরাপান-জনিত অজ্ঞানতা প্রযুক্ত অভিরূপ কচকে সুরা সহকারে উদরস্থ করিয়াছিলেন, এই বলিয়া সুরার প্রতি জাতক্রোধ হইলেন। তিনি বিপ্রগণের প্রিয় সম্পাদনার্থ কহিলেন, অদ্যাবধি যে মূঢ়মতি ব্রাহ্মণ ভ্রান্তিক্রমেও মদ্যপান করিবে, সে অধার্ম্মিক ও ব্রহ্মহা হইয়া ইহকালে ও পরকালে ঘৃণিত ও নিন্দিত হইবে। আমি বিপ্রধর্ম্মের এই সীমা সংস্থাপন করিলাম। গুরুশুশ্রূষা-পরায়ণ ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্য লোক ইহা শ্রবণ করুন। তপোনিধি এই বলিয়া মুগ্ধবুদ্ধি দানবদিগকে আহ্বান করিয়া এই কথা কহিলেন "অরে নির্ব্বোধ দানবগণ! আমার তুল্য প্রভাবশালী মহাত্মা কচ সঞ্জীবনীবিদ্যা-প্রভাবে ব্রহ্মভূত হইয়া আমার নিকট বাস করিবেন" এই কথা কহিয়া তিনি বিরত হইলেন। তৎপরে দানবেরা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া স্ব স্ব নিকেতনে গমন করিল। কচ সহস্র বৎসর গুরুগৃহে বাস করিয়া পরিশেষে তাঁহার অনুমতি লইয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ব্রতপরায়ণ কচ গুরু-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ত্রিদশালয়ে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে, দেবযানী কহিলেন, হে মহর্ষি অঙ্গিরার পৌত্র কচ! তুমি কুল, শীল, বিদ্যা, তপস্যা ও শম দমাদি দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছ। মহাযশাঃ অঙ্গিরা যেমন আমার পিতার মান্য, তোমার পিতা বৃহস্পতি ও আমার সেইরূপ মান্য ও পূজনীয়। এই সকল আলোচনা করিয়া আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে তপোধন! তুমি নিয়মস্থ বা ব্রতনিষ্ঠ হইলে আমি তোমার সবিশেষ শুশ্রূষা করিতাম; এক্ষণে তুমি কৃতবিদ্য হইয়াছ, আমি তোমার প্রতি নিতান্ত অনুরক্তা, অতএব মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক আমার পাণি গ্রহণ কর। কচ কহিলেন, হে শুভে! তোমার পিতা শুক্রাচার্য্য আমার যেরূপ মান্য ও পূজনীয় তুমিও তদ্রূপ পূজনীয়া। হে ভদ্রে! তুমি ভগবান্ ভার্গবের প্রাণ হইতেও প্রিয়তরা কন্যা। তুমি ধর্ম্মতঃ আমার গুরুপুত্রী। সুতরাং আমাকে এরূপ কথাবলা তোমার উচিত হইতেছে না। দেবযানী কহিলেন, তুমি আমার পিতার পুত্র নহ। তুমি পিতার গুরুপুত্রের পুত্র। কেবল এই নিমিত্ত তুমি আমার মান্য ও পূজনীয়। কিন্তু অসুরেরা তোমাকে বারম্বার নষ্ট করিয়াছিল। সেই অবধি আমি তোমাতে একান্ত অনুরক্ত হইয়াছি। তোমার প্রতি আমি

যেরূপ ভক্তি, সৌহার্দ্দ্য ও অনুরাগ করিয়া থাকি তাহার কিছুই তোমার অবিদিত নহে। অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! এখন তুমি এই নিরপরাধিনীকে পরিত্যাগ করিও না। কচ কহিলেন, হে শুভব্রতে! অনিযোজ্য বিষয়ে আমাকে নিয়োগ করা উচিত হইতেছে না। হে বালে! তুমি আমার গুরু হইতেও গুরুতরা। এক্ষণে তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে বিশালাক্ষি! তুমি যে শুক্রের ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছ আমি তাঁহারই উদরে বাস করিয়াছিলাম; সুতরাং তুমি ধর্ম্মতঃ আমার ভগিনী হইলে, অতএব এরূপ কথা আর কহিও না। হে ভদ্রে! এতদিন এই স্থলে সুখে বাস করিলাম, এক্ষণে অনুমতি কর গৃহে গমন করি এবং আশীর্ব্বাদ কর, যেন পথিমধ্যে আমার কোন বিঘ্ন ঘটনা না হয়। কথাপ্রসঙ্গে আমাকে এক এক বার স্মরণ করিও এবং সতত সাবধানে আমার গুরু শুক্রাচার্য্যের পরিচর্য্যা করিও। দেবযানী কহিলেন হে কচ! তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলে তোমার সঞ্জীবনী বিদ্যা ফলবতী হইবে না। কচ কহিলেন, আমি কোন দোষাশঙ্কায় তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছি এমন নহে, গুরুপুত্রী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতেছি; এবং এবিষয়ে গুরুরও অনুমতি নাই, সুতরাং তুমি অকারণে আমাকে অভিসম্পাত করিলে। হে দেবযানি! আমি তোমাকে আর্ষ ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিতেছিলাম; তথাপি তুমি আমাকে অভিশাপ দিলে, ফলতঃ আমি শাপের উপযুক্ত নহি, এবং তোমার এই শাপও ধর্ম্মতঃ নহে, কামতঃ; অতএব আমি তোমাকে প্রতিশাপ প্রদান করিতেছি, তুমি যাহা অভিলাষ করিতেছ তাহা নিষ্ফল হইবে এবং অন্য কোন ঋষিকুমারও তোমার পাণি গ্রহণ করিবেন না। আর তুমি আমাকে অভিসম্পাত করিলে যে তোমার অধীত বিদ্যা সিদ্ধ হইবে না। ভাল তাহা আমি স্বীকার করিলাম, কিন্তু আমি যাহাকে ঐ বিদ্যা অধ্যয়ন করাইব সে তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। কচ দেবযানীকে এইরূপ প্রতিশাপ প্রদান করিয়া সত্বর দেবলোকে উপনীত হইলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ কচকে অভ্যাগত দেখিয়া বৃহস্পতির সমক্ষে তাঁহাকে এই কথা কহিলেন, হে কচ! তুমি আমাদিগের যে পরমাদ্ভুত হিত কার্য্য সম্পাদন করিলে তাহাতে তোমার যশঃ চিরস্থায়ী হইবে এবং তুমি আমাদিগের অংশভাগী হইবে।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কচ কৃতবিদ্য হইয়া দেবলোকে প্রত্যাগমন করিলে দেবগণ অতীব হৃষ্টচিত্তে তাঁহার নিকট সেই সঞ্জীবনী বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া চরিতার্থ হইলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে ইন্দ্রসন্নিধানে গমন করিয়া নিবেদন করিলেন, হে পুরন্দর! তোমার বিক্রমপ্রকাশের উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে শত্রুকুল সংহারের নিমিত্ত প্রস্তুত হও। ইন্দ্র, দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত ও উত্তেজিত হইয়া তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া চৈত্ররথোপম পরম রমণীয় এক কাননে কতকগুলি স্ত্রীলোক দেখিতে পাইলেন। তাহারা স্ব স্ব পরিধেয় বস্ত্র সরোবর-তীরে রাখিয়া জলবিহার করিতেছিল। দেবরাজ এই অবসরে বায়ুরূপ ধারণ করিয়া কন্যাদিগের বস্ত্র সকল একত্র মিশ্রিত করিয়াদিলেন। তৎপরে কন্যাগণ সকলে জল হইতে উত্থিত হইয়া যিনি যে বস্ত্র সম্মুখে পাইলেন তাহাই পরিধান করিলেন। তন্মধ্যে বৃষপর্ব্বদুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা না জানিতে পারিয়া দেবযানীর বস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তদুপলক্ষে তাঁহাদের উভয়ের বিরোধ উপস্থিত হইল। দেবযানী কহিলেন,

রে অসুরকন্যে! তুই আমার শিষ্যা হইয়া কোন্ সাহসে আমার বস্ত্র পরিধান করিতেছিস্। এই অত্যাচারে তোর শ্রেয়োলাভ হইবে না। শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, দেখ দেবযানি! আমার পিতা যখন শয়ান বা উপবিষ্ট থাকেন, তোমার পিতা নিম্নাসনে উপবেশন করিয়া অতি বিনীত ভাবে স্তুতি পাঠকের ন্যায় তাঁহাকে নিয়ত স্তব করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি স্তব, প্রতিগ্রহ ও যাচ্ঞা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তুমি তাঁহারই কন্যা। আর সকলে যাঁহার আরাধনা করিয়া থাকে, যিনি প্রার্থনাধিক অর্থ দান করিয়া যাচকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, আমি তাঁহার কন্যা। তুমি যত পার ক্ষোভ কর, হিংসা কর, দ্বেষ কর বা শাপ দেও, আমি তোমাকে কখনই সমকক্ষ বলিয়া গণনা করিব না।

শর্ম্মিষ্ঠার এইরূপ অতিকঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবযানী ক্রোধে অধীর হইয়া বল-পূর্ব্বক আপনার পরিধেয় বসন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে শর্ম্মিষ্ঠা কোপাক্রান্ত ও কম্পিতকলেবর হইয়া দেবযানীকে সন্নিহিত এক কূপে নিক্ষেপ করিলেন। দেবযানী কূপে পতিত হইয়া নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, এই স্থির করিয়া শর্ম্মিষ্ঠা স্বভবনে গমন করিলেন। মৃগয়া-বিহারী নহুষাত্মজ যযাতি রাজা অশ্বারোহণে সেই অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি মৃগের অনুসরণক্রমে পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া জল অন্বেষণ করিতে করিতে সেই কূপের সন্নিহিত হইলেন। রাজা জল প্রার্থনায় কূপমধ্যে দৃষ্টিপাত করিবা মাত্র অগ্নিশিখার ন্যায় এক কামিনীকে নয়নগোচর করিয়া অতীব বিস্ময়রসে নিমগ্ন হইলেন। তিনি সেই রমণীকে অতি করুণ স্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়া মধুর সান্ত্বনা বাক্যে জিজ্ঞাসিলেন, ভদ্রে! তুমি কে? কাহার কন্যা? কেনইবা এত শোকাকুল হইয়াছ? আর কিরূপেই বা এই অন্ধকূপে পতিত হইয়াছ? দেবযানী কহিলেন, দানবেরা দেবগণ কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হইলে, যিনি সঞ্জীবনীবিদ্যাবলে তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করেন, আমি সেই শুক্রাচার্য্যের কন্যা। আমি যে এই বন মধ্যে একাকিনী অন্ধকূপে পতিত আছি, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। হে মহারাজ! আপনি মহাবংশপ্রসূত, অসামান্য যশস্বী ও শান্তপ্রকৃতি; অতএব আপনি আমার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া আমাকে এই কূপ হইতে উদ্ধার করুন। রাজা যযাতি তাঁহার পরিচয় পাইয়া ব্রাহ্মণী বোধে দক্ষিণ হস্ত ধারণ-পূর্ব্বক কূপ হইতে উদ্ধৃত করিলেন, এবং সাদরসম্ভাষণ-পূর্ব্বক তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া স্বনগরে প্রত্যাগমন করিলেন।

নহুষতনয় রাজা যযাতি নিজরাজধানী প্রস্থান করিলে ঘূর্ণিকানাম্নী এক দাসী সহসা দেবযানীসমীপে উপস্থিত হইল। দেবযানী বাষ্পাকুল লোচনে তাহাকে কহিলেন ঘূর্ণিকে! তুমি সত্বর আমার পিতার নিকট যাইয়া বল, শর্ম্মিষ্ঠা আমার এই দুর্দ্দশা করিয়াছে, আর আমি বৃষপর্ব্ব রাজার নগরে প্রবেশ করিব না। তাঁহার আদেশ প্রাপ্তি মাত্রে ঘূর্ণিকা দ্রুতপদসঞ্চারে অসুরমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া সম্ভ্রমাবিষ্ট চিত্তে শুক্রসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেবযানীবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত নিবেদন করিল। মহর্ষি শুক্র শ্রুতিমাত্রেই উত্থিত হইয়া বনমধ্যে কন্যার অন্বেষণে গমন করিলেন, এবং অবিলম্বেই তথায় উপনীত হইয়া দেবযানীকে দৃষ্টিগোচর করিয়া বাৎসল্য ভাবে আলিঙ্গন পূর্ব্বক গদ্‌গদবচনে কহিলেন, বৎসে দেবযানি! আপনার সুকৃতি ও দুষ্কৃত-অনুসারে সকলে সুখ দুঃখ ভোগ ক-

রিয়া থাকে, বোধ হয় তুমি কোন পাপকর্ম্ম করিয়া থাকিবে তাহারই ফল ভোগ করিতে হইয়াছে। দেবযানী কহিলেন তাত! পাপের ভোগ হউক বা না হউক, এক্ষণে বৃষপর্ব্বতনয়া শর্ম্মিষ্ঠা আমাকে যেরূপ করিয়াছে, তাহা শ্রবণ করুন। এই বলিয়া পিতার নিকট সমস্ত পরিচয় দিলেন। পরিশেষে কহিলেন, শর্ম্মিষ্ঠা যে প্রকার কহিয়াছে, আমি যদি যথার্থই সেইরূপ হই তবে তাহার নিকট আপনার দোষ স্বীকার করা ও ক্ষমা প্রর্থনা করা কর্ত্তব্য, নতুবা তাহার অহঙ্কারের প্রতীকার করিতে হইবে। শুক্র কহিলেন, বৎসে! তুমিত স্তাবক বা প্রতিগ্রহোপজীবীর কন্যা নহ। তোমার পিতা কাহারও চাটুকার নহেন, বরং অন্যে তাঁহার স্তব করিয়া থাকে। বৃষপর্ব্বা, ইন্দ্র এবং নহুষতনয় রাজা যযাতি ইহাঁরা সকলেই জানেন যে, অচিন্ত্য নির্দ্বন্দ পরব্রহ্মই আমার বল। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া আপনি কহিয়াছেন, পৃথিবীতে বা স্বর্গে যে কিছু বস্তু আছে আমিই তাহার ঈশ্বর। আমি তোমাকে সত্য কহিতেছি প্রজাদিগের প্রিয় কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত আমিই বারিবর্ষণ ও ওষধি সকল পুষ্ট করিয়া থাকি। মহানুভাব শুক্র বিষাদমগ্না ক্রোধাকুলা দেবযানীকে এইরূপ মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

একোন অশীতিতম অধ্যায়।

শুক্র কহিলেন, হে দেবযানি! যে ব্যক্তি ক্ষমাগুণে পরের তিরস্কার বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, এই সচরাচর বিশ্ব তাঁহারই আয়ত্ত। সাধু লোকেরা অশ্বরশ্মিগ্রাহীকে সারথি না বলিয়া যিনি উত্তেজিত ক্রোধকে অশ্বের ন্যায় নিগ্রহ করিতে পারেন, তাঁহাকেই যথার্থ সারথি বলিয়া থাকেন। যিনি উদ্রিক্ত ক্রোধানলে ক্ষমাবারি সেচন করিতে পারেন, এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ তাঁহারই জয় করা হয়। যেমন সর্প নির্ম্মোক পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ যিনি ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে পারেন, পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই সৎপুরুষ কহেন। যিনি ক্রোধাবেগ সম্বরণ-পূর্ব্বক তিরস্কারে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন এবং সন্তপ্ত হইয়াও অন্যকে তাপিত করেন না, তাঁহারই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি শতবৎসর ব্যাপিয়া প্রতিমা সেবা বা যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, আর যিনি কাহারও উপর কখনই ক্রুদ্ধ হয়েন না, এই উভয়ের মধ্যে অক্রোধন ব্যক্তিই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট। বালক বালিকারা বিবেকাভাব প্রযুক্ত ক্রোধান্ধ হইয়া পরস্পর বিরোধ করিয়া থাকে, কিন্তু প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সেরূপ করেন না। দেবযানী কহিলেন, তাত! আমি অল্পবয়স্কা বালিকা বটে, কিন্তু ধর্ম্মের মর্ম্ম বিবেচনা করিতে নিতান্ত অসমর্থ নহি এবং ক্রোধ ও ক্ষমা এই উভয়ের বলাবল পরিজ্ঞানেও অক্ষম নহি। কিন্তু যে ব্যক্তি শিষ্য হইয়া অশিষ্যের ন্যায় আচরণ করে, মঙ্গলার্থী ব্যক্তি তাহাকে কিছুতেই ক্ষমা প্রদর্শন করিবেক না। অতএব এই ভ্রষ্টাচার দেশে বাস করিতে আমার অভিলাষ নাই। যে সকল লোকেরা আচার ব্যবহার ও কৌলীন্যাদি লইয়া সর্ব্বদা পরনিন্দা করে, মঙ্গলার্থী ব্যক্তি সেই সকল পাপিষ্ঠ লোকের সংসর্গ করিবেন না। আর যে স্থানে বাস করিলে আচার ব্যবহার ও কৌলীন্যাদির গৌরব থাকে, সেই স্থানে বাস করাই শ্রেয়ঃকল্প। হে তাত! বৃষপর্ব্বতনয়া শর্ম্মিষ্ঠার সেই সকল দুর্ব্বাক্য আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। অধিক কি বলিব, যে হতভাগ্য ব্যক্তি যৎকিঞ্চিৎ লাভ প্রত্যাশায় ধনিগণের উপাসনা করে, বোধ হয় তদপেক্ষা তাহার মৃত্যু হওয়া উত্তম।

অশীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর শুক্র ক্রো-

ধভরে সিংহাসনোপবিষ্ট রাজা বৃষপর্ব্বার নিকট উপস্থিত হইয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে কহিলেন, হে দানবরাজ! অধর্ম্ম আচরণ করিলে সদ্যই তাহার ফল দর্শেনা বটে, কিন্তু পরিণামে সেই পাপপরায়ণ ব্যক্তিকে সমূলে উচ্ছেদ করিয়া থাকে। যদিও অনুষ্ঠানকর্ত্তার তাহার ফলভোগ না হয়, তত্রাপি তাহার পুত্র বা পৌত্রদিগকেও তাহার ফলভোগ করিতে হয়। বৃহস্পতি-তনয় কচ বিদ্যালাভ করিবার নিমিত্ত আমার নিকট আসিয়াছিল। সে ধর্ম্মপরায়ণ সুশীল ও শুশ্রূষাপর। তুমি অন্য দ্বারা নিরপরাধে বারম্বার তাহার প্রাণহিংসা করিয়াছিলে। আজি আবার তোমার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা আমার দেবযানীর প্রাণ নষ্ট করিবার আশয়ে তাহাকে এক গভীর কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিল। এই সকল অত্যাচারে আমি অদ্যই তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিলাম। আমি আর তোমার অধিকারে বাস করিব না। তোমরা আমার কথা প্রলাপ বলিয়া বিবেচনা কর, নতুবা আপন দোষ সংশোধনে প্রতীক্ষা করিতে না। বৃষপর্ব্বা কহিলেন, হে ভার্গব! আমি আপনাকে অধার্ম্মিক বা মিথ্যাবাদী বলিয়া বোধ করি না, প্রত্যুত পরমধার্ম্মিক ও সত্যপরায়ণ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি। তোমার প্রতি আমি কখনই ঘৃণা বা অশ্রদ্ধা করি না, অতএব ক্রোধ সম্বরণ কর এবং আমার প্রতি প্রসন্ন হও। যদি তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন কর, তাহা হইলে আমরা সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিব সংশয় নাই। শুক্র কহিলেন, তোমরা সাগরেই প্রবেশ কর বা দেশান্তরেই যাও, তোমার কন্যা আমার দেবযানীকে যেরূপ অপমান করিয়াছে, তাহা আমি কখনই সহ্য করিব না। আমি দেবযানীকে অতিশয় স্নেহ করিয়া থাকি। যেমন বৃহস্পতি ইন্দ্রের যোগক্ষেমকর আমিও সেইরূপ তোমার যোগক্ষেম সম্পাদন করিয়া থাকি। অতএব যদি আমাকে রাজ্যে রাখিতে বাসনা থাকে, তবে দেবযানীকে প্রসন্ন কর। দেবযানী আমার জীবনস্বরূপ। বৃষপর্ব্বা কহিলেন, ভগবন্! অসুরেরা যে কিছু ধন সম্পত্তি বা গো হস্তী অশ্ব প্রভৃতি অধিকার করে, আপনি তৎসমুদায়ের ও আমার অধীশ্বর, অতএব আপনি প্রসন্ন হউন। শুক্র কহিলেন, আমি দানবদিগের সমুদায় সম্পত্তির ঈশ্বর হই, তাহা হইলেও যদি দেবযানীকে সান্ত্বনা করিতে পারি। দানবরাজ বৃষপর্ব্বা তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাক্যে সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

পরে ভৃগুনন্দন শুক্র দেবযানীর নিকটে গমন করিয়া এই কথা আদ্যোপান্ত অবগত করাইলেন। তখন দেবযানী কহিলেন, হে পিতঃ! তুমি যে অসুরদিগের সকল সম্পত্তির ঈশ্বর তাহা বৃষপর্ব্বা স্বয়ং আমার নিকট অঙ্গীকার করুক, নতুবা আমার বিশ্বাস হয় না। তাহা শুনিয়া দানবরাজ বৃষপর্ব্বা কহিলেন, হে চারুহাসিনি দেবযানি! তোমার যাহা অভিলাষ হয় বল, অতিশয় দুর্লভ বস্তু হইলেও আমি তোমাকে প্রদান করিব। তখন দেবযানী কহিলেন, শর্ম্মিষ্ঠা সহস্র অসুরকন্যার সহিত আমার দাসীভাব অবলম্বন করুক এই আমার অভিলাষ এবং আমি বিবাহিতা হইয়া যৎকালে ভর্তৃগৃহে গমন করিব, তখনও তাহাকে আমার অনুসরণ করিতে হইবে। তাহা শুনিয়া বৃষপর্ব্বা সমীপবর্ত্তিনী এক পরিচারিকাকে আদেশ করিলেন, তুমি যাও শীঘ্র শর্ম্মিষ্ঠাকে আমার নিকট ডাকিয়া আন। দেবযানীর যেরূপ অভিলাষ শর্ম্মিষ্ঠা আসিয়া তাহা অবিলম্বে সম্পাদন করুক। পরিচারিকা রাজার আদেশক্রমে শর্ম্মিষ্ঠার নিকট উপনীত হইয়া নিবেদন করিল, রাজনন্দিনি! মহারাজ তোমাকে

আহ্বান করিতেছেন,চল এবং জ্ঞাতিকুলের শুভ সম্পাদন কর। শুক্রাচার্য্য দেবযানী কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া অসুরকুল পরিত্যাগের উপক্রম করিয়াছেন, এক্ষণে দেবযানীকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তোমাকে তাহার নিদেশানুসারে সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইবে। তাহা শুনিয়া শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন,তিনি যখন যাহা আদেশ করিবেন, আমি বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিব। আর দেবযানীকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত মহর্ষি শুক্রও যাহা আদেশ করিবেন, তাহাতে ও আমার অসম্মতি নাই। আমার দোষে শুক্র ও দেবযানী নগর পরিত্যাগ করিবেন, তাহা কখনই হইবে না। এই বলিয়া শর্ম্মিষ্ঠা শিবিকায় আরোহণ-পূর্ব্বক সহস্র দাসী পরিবৃতা হইয়া সত্বর অন্তঃপুর হইতে নির্গতা হইলেন এবং দেবযানী-সন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিলেন, হে গুরুকন্যে ! আমি সহস্র অসুর কন্যার সহিত তোমার দাস্য কর্ম্ম করিব এবং তুমি পরিণীতা হইয়া যখন পতিগৃহে গমন করিবে, তৎকালেও আমি দাসীভাবে তোমার সমভিব্যাহারে যাইব। দেবযানী কহিলেন, দেখিও তুমি রাজনন্দিনী হইয়া কিরূপে চাটুকার ও ভিক্ষুকের ন্যায় দাসীভাব অবলম্বন করিবে। শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, জ্ঞাতিকুলের বিপদ্ঘটিলে যে কোন উপায় দ্বারা হউক, তাহার প্রতীকার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, এজন্য আমি তোমার দাসীবৃত্তি স্বীকার করিলাম। এইরূপে শর্ম্মিষ্ঠা দাসীভাব অঙ্গীকার করিলে দেবযানী নিজ পিতা শুক্রকে কহিলেন, হে তাত ! আমি ক্রোধসম্বরণ করিয়াছি, চল এক্ষণে নগরে প্রবেশ করি। জানিলাম তোমার বিজ্ঞান ও বিদ্যাবল অমোঘ। মহাযশাঃ শুক্র কন্যা কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত এবং দানবরাজ কর্ত্তৃক সমাদৃত ও সৎকৃত হইয়া হৃষ্টচিত্তে পুনর্ব্বার দেবযানীর সহিত পুরপ্রবেশ করিলেন।

একাশীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! কিয়ৎকাল অতীত হইলে বরবর্ণিনী দেবযানী ক্রীড়াভিলাষে পুনর্ব্বার সেই বনে প্রবেশ করিলেন। তিনি হৃষ্টচিত্তে শর্ম্মিষ্ঠা ও সেই সমস্ত সখীগণ সমভিব্যাহারে যথেচ্ছ বনবিহার করিতেছেন ; কেহ প্রফুল্ল মনে মধুপান করিতেছে, কেহ সুস্বাদ ফল দংশন করিতেছে, কেহ বা অন্যান্য ভক্ষ্য দ্রব্য উপযোগ করিতেছে, ইত্যবসরে মৃগয়াবিহারী নহুষতনয় যযাতি মৃগের অনুসরণক্রমে একান্ত ক্লান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া জলান্বেষণ করিতে করিতে পুনর্ব্বার সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতা কন্যকাগণ-বেষ্টিতা মধুরহাসিনী এক পরমসুন্দরী কামিনী তথায় উপবেশন করিয়া আছেন, এবং পরম সুকুমারী এক রাজকুমারী তাঁহার পদসেবা করিতেছেন।

রাজা ক্রমশঃ তাঁহাদিগের সন্নিহিত হইয়া সমুচিত সমাদর প্রদর্শন-পূর্ব্বক দেবযানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্রে ! তোমরা জন্ম গ্রহণ করিয়া কোন্ বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছ ? তোমার ও তোমার এই পরিচারিকার নাম কি এবং এই সকল সখীগণইবা কে ? দেবযানী কহিলেন, আমি সবিশেষ নিবেদন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। মহারাজ ! আমি দৈত্যগুরু শুক্রের কন্যা। আর আমার এই পরিচারিকা দানবরাজ বৃষপর্ব্বার দুহিতা। ইনি দাসীভাবে সততই আমার অনুগামিনী থাকেন। তাহা শুনিয়া রাজা কৌতূহল-পরতন্ত্র হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, সুন্দরি ! ইনি দানবরাজ বৃষপর্ব্বের কন্যা হইয়া কি কারণে তোমার দাসী হইলেন জানিতে নিতান্ত

ঔৎসুক্য হইতেছে। দেবযানী কহিলেন দৈবনির্ব্বন্ধ কেহই অতিক্রম করিতে পারে না, সুতরাং রাজকন্যা আমার পরিচারিকা হইবে ইহা বড় আশ্চর্য্য নহে, অতএব সে বিষয়ের আর বিশেষ অনুসন্ধান করিবার আবশ্যকতা নাই। মহাশয়! আপনার আকার ও বেশ দেখিয়া রাজা ও বাগ্বিন্যাসপটুতা দেখিয়া পণ্ডিত বোধ হইতেছে, অতএব বলুন আপনি কে? কাহার পুত্র? এবং কোথা হইতে আগমন করিতেছেন? যযাতি কহিলেন আমি শৈশব কালে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া সমস্ত বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়াছি। আমি রাজা ও রাজকুলে উৎপন্ন বটে, আমার নাম যযাতি। দেবযানী কহিলেন মহারাজ! আপনি কি উদ্দেশে এই অরণ্যে আসিয়াছেন শুনিতে অভিলাষ করি। রাজা কহিলেন সুন্দরি! আমি মৃগয়ার্থ নগরী হইতে নির্গত হইয়া মৃগের অনুসরণ ক্রমে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া একান্ত পরিশ্রান্ত ও বলবতী পিপাসায় নিতান্ত অভিভূত হইয়া জলপানাভিলাষে এই প্রদেশে উপস্থিত হইয়াছি, কিন্তু এক্ষণে আমার শ্রান্তি দূর ও পিপাসা নিবৃত্তি হইয়াছে, কথাপ্রসঙ্গে গমনকাল অতিক্রান্ত হইতেছে, অতএব অনুমতি কর প্রস্থান করি। তখন দেবযানী কহিলেন মহারাজ! এই দুই সহস্র কন্যা ও পরিচারিকা শর্ম্মিষ্ঠার সহিত আমি তোমার অধীন হইলাম অদ্যাবধি তুমি আমার সখা ও ভর্ত্তা হইলে।

রাজা সহসা এই অসম্ভাবিত আত্মসমর্পণ-ব্যাপার অবলোকন করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে ও বিনয়বচনে দেবযানীকে কহিলেন, হে শুক্রতনয়ে! এ তোমার শ্রেয়ঃকল্প নহে, দেখ তুমি ব্রাহ্মণকন্যা, আমি ক্ষত্রিয়জাতি, আমি কোন রূপেই তোমার উপযুক্ত পাত্র নহি, আর তোমার পিতা শুক্রাচার্য্য কদাচ এবিষয়ে সম্মতি প্রদান করিবেন না। দেবযানী কহিলেন মহারাজ! ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদাই ক্ষত্রিয়দিগের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া থাকেন এবং ক্ষত্রিয়েরাও কোন কোন সময়ে ব্রাহ্মণের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া থাকেন, সুতরাং এই উভয়ের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহাতে আমাকে ভার্য্যাত্বরূপে অঙ্গীকার করা তোমার পক্ষে নিতান্ত দোষাবহ নহে; বিশেষতঃ তুমি স্বয়ং ঋষি ও ঋষিপুত্র; অতএব এ বিষয়ে কোন সংশয় না করিয়া আমার পাণিগ্রহণ কর। যযাতি কহিলেন হে সুন্দরি! চারি বর্ণই একের অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সত্য বটে, কিন্তু সকল বর্ণের ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার বিষয়ে বিস্তর বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের ধর্ম্মপ্রণালী ও আচারপরম্পরা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সুতরাং ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ বর্ণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, অতএব আমি হীনবর্ণ হইয়া কিরূপে শ্রেষ্ঠ বর্ণের কন্যা গ্রহণ করিব? তখন দেবযানী কহিলেন, মহারাজ! পাণিগ্রহণ করিলেই বিবাহক্রিয়া নির্ব্বাহ হইয়া থাকে এপ্রথা পূর্ব্বাপর প্রচলিত আছে, অতএব বিবেচনা করিয়া দেখুন যৎকালে আমি অন্ধকূপে পতিত হইয়াছিলাম, তখন তুমিই আমার পাণিগ্রহণ করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলে, এই নিমিত্ত তোমাকে পতিত্বে বরণ করিতে এত আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতেছি। সূক্ষ্মবিবেচনা করিয়া দেখিলে তদবধিই তুমি আমার পতি হইয়াছ, অতঃপর আর কেহ আমার পাণিস্পর্শ করিবেক না। তখন যযাতি কহিলেন, হে দেবযানি! মহাবিষ আশীবিষ ও সুতীক্ষ্ণ শর অপেক্ষাও কোপাক্রান্ত-ব্রাহ্মণ সাতিশয় দুর্দ্ধর্ষ, এই কথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। দেবযানী কহিলেন, মহারাজ! কি কারণে এরূপ কহিতেছেন স্থির করিতে পারিতে-

ছিনা। রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, দেখ সর্পাঘাতে ও শস্ত্রপাতে একের প্রাণ বিনষ্ট হইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণ কুপিত হইলে গ্রাম, নগর, বন ও উপবন প্রভৃতি সকলই ভস্মসাৎ করেন। সুতরাং আমার মতে ব্রাহ্মণ নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ। অতএব হে দেবযানি! তোমার পিতা সম্প্রদান না করিলে আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিতে পারি না। তখন দেবযানী কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনাকে স্বয়ং বরণ করিয়াছি, একথা শুনিলে পিতা আসিয়া অবশ্যই আপনকার হস্তে আমাকে সম্প্রদান করিবেন। অযাচিতা বা পিতৃদত্তা কন্যা গ্রহণ করিলে পাণিগ্রহীতার কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই। এই বলিয়া দেবযানী স্বীয় পরিচারিকা ঘূর্ণিকা দ্বারা পিতৃসন্নিধানে আপন অভিপ্রায় নিবেদন করিয়া পাঠাইলেন। মহর্ষি শুক্র ধাত্রীমুখে আদ্যোপান্ত সমস্ত অবগত হইয়া রাজদর্শনার্থ সেই কাননে উপনীত হইলেন। রাজা যযাতি শুক্রাচার্য্যকে তথায় আগত দেখিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। এই অবসরে দেবযানী পিতাকে কহিলেন, হে তাত! ইনি নহুষতনয় রাজা যযাতি। আমি অন্ধকূপে পতিত হইলে এই মহাত্মা আমার পাণিগ্রহণ করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন। সুতরাং ইনি তাহাতেই আমার পাণিগ্রহীতা হইয়াছেন, অতএব আপনি এই সৎপাত্রে আমাকে সম্প্রদান করুন আমি আর অন্য ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করিব না। তখন শুক্রাচার্য্য রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে নহুষনন্দন! আমার কন্যা তোমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে, অতএব আমি প্রসন্নমনে সম্প্রদান করিতেছি, তুমি ইহাকে মহিষীরূপে গ্রহণ কর। যযাতি কহিলেন, ভগবন্! ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণনন্দিনীর পাণিগ্রহণ করিলে বর্ণসঙ্কর-জনিত দোষে পরিলিপ্ত হইতে হয়, এই ভয়ে আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত নহি। শুক্র কহিলেন, মহারাজ! তুমি অভিলাষানুরূপ বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে অধর্ম্ম হইতে মোচন করিব, এ বিষয়ে তোমার কোন আশঙ্কা নাই, সত্যই আমি তোমার পাপাপনোদন করিব, তুমি বিধানানুসারে দেবযানীর পাণিগ্রহণ কর, প্রার্থনা করি তোমাদের উভয়ের অতিমাত্র সদ্ভাব হউক। কিন্তু এই অসুররাজকুমারী শর্ম্মিষ্ঠা তোমার পূজনীয়া হইবেন; তুমি কদাচ ইহাঁকে পরিণয় করিও না।

রাজা যযাতি এইরূপ আদিষ্ট হইয়া হৃষ্টমনে শুক্রকে প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক বিধানানুসারে দেবযানীর পাণিগ্রহণ করিলেন। অনন্তর তিনি মহর্ষি শুক্র ও দানবগণ-কর্ত্তৃক সমাদৃত ও সৎকৃত হইয়া সেই দুই সহস্র কন্যার সহিত শর্ম্মিষ্ঠা ও দেবযানীকে সমভিব্যাহারে লইয়া নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যযাতি স্বনগরে প্রত্যাগত হইয়া পরম সমাদরে দেবযানীকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইলেন এবং তাঁহার নিদেশ ক্রমে অশোকবনসন্নিধানে এক গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া বৃষপর্ব্বতনয়া শর্ম্মিষ্ঠাকে তথায় বাস করিতে আদেশ দিলেন। রাজা গ্রাসাচ্ছাদন প্রদানপূর্ব্বক শর্ম্মিষ্ঠাকে প্রতিপালন ও দেবযানীর সহিত পরমসুখে যৌবনসুখ চরিতার্থ করিতে লাগিলেন। কালক্রমে দেবযানীর ঋতুকাল উপস্থিত হইল, তিনি রাজসহযোগে গর্ভবতী ও যথাকালে পুত্রবতী হইলেন। এইরূপে সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইলে, একদা শর্ম্মিষ্ঠা আপন নব যৌবন ও গর্ভাধানকাল আবির্ভূত দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,

আমারত ঋতুকাল উপস্থিত, কিন্তু অদ্যাপি বিবাহ হইল না, এক্ষণে কি করি,কি উপায়েই বা স্বীয় মনোরথ সম্পাদন করি। দেবযানী একটি পুত্র প্রসব করিয়া স্বকীয় বাসনা চরিতার্থ করিয়াছে, কিন্তু আমার যৌবনকাল বুঝি নিষ্ফল হইল। দেবযানী যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছে, আমিও সেই রূপে মহারাজকে পতিত্বে বরণ করিয়া চরিতার্থ হইব। আমি সন্তানকামনায় নির্জ্জনে তাঁহার সহযোগ প্রার্থনা করিলে বোধ করি তিনি কখনই তাহাতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। এই অবসরে রাজা যযাতি অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে অশোক-বনসন্নিধানে আগমন করিলেন। সুচারুহাসিনী শর্ম্মিষ্ঠা রাজাকে নির্জ্জনে পাইয়া প্রত্যুদ্গমন-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! ইন্দ্র, চন্দ্র, বিষ্ণু, যম ও বরুণের অন্তঃপুরে কিম্বা আপনার অন্তঃপুরে যে সকল স্ত্রীলোক বাস করে তাহাদিগকে কেহই নয়নগোচর করিতে পাননা। হে রাজন্! আমার কুল, শীল, রূপ, যৌবন প্রভৃতি কিছুই আপনার অবিদিত নহে। সম্প্রতি আমি বিনয় পূর্ব্বক প্রার্থনা করি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার ঋতুরক্ষা করুন। যযাতি কহিলেন হে সুন্দরি! তুমি অতি সুশীলা, সৎকুলোদ্ভবা এবং তোমার রূপ কোন অংশেই নিন্দনীয় নহে, কিন্তু দেবযানীর পাণিগ্রহণকালে শুক্র আমাকে কহিয়াছেন, এই বৃষপর্ব্বতনয়া শর্ম্মিষ্ঠাকে তুমি কদাচ শয্যায় আহ্বান করিও না। শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, মহারাজ! পরিহাসপ্রসঙ্গে, স্ত্রীর মনোরঞ্জনের নিমিত্তে, বিবাহকালে, প্রাণসঙ্কটে ও সর্ব্বস্বনাশকালে মিথ্যাব্যবহার কদাচ পাপাবহ নহে। সাক্ষ্যপ্রদানে বা বিচারস্থলে মিথ্যা কথা কহিলেই মহাপাপে পরিলিপ্ত হইতে হয়।

যযাতি কহিলেন, রাজাই প্রজাদিগের দৃষ্টান্তস্থল, মিথ্যা কহিলে রাজা অবশ্যই বিনষ্ট হন, অতএব আমি অর্থকষ্টেও মিথ্যা কহিতে সম্মত নহি। তখন শর্ম্মিষ্ঠা পুনর্ব্বার কহিলেন, মহারাজ! সখীর পতি ও আপন পতি উভয়ই তুল্য এবং একের বিবাহে অন্যের বিবাহ সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব যখন আমার সখী তোমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন, তখন আমারও বরণ করা হইয়াছে। যযাতি কহিলেন সুন্দরি! অর্থীদিগের প্রার্থনা পরিপূর্ণ করা আমার এক প্রধান ধর্ম্ম ও অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তুমিও আমার নিকট প্রার্থনা করিতেছ, অতএব বল তোমার কি প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, মহারাজ! আমাকে অধর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ করিয়া আমার ধর্ম্মস্থাপন করুন, অতঃপর আমি আপনকার প্রসাদে পুত্রবতী হইয়া পৃথিবীতে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিব। আরও দেখুন ভার্য্যা, দাস ও পুত্র ইহারা যে কিছু ধন উপার্জ্জন করে, সেধনে তাহাদিগের অধিকার নাই, তাহাদিগের প্রভুরই সম্পূর্ণ অধিকার; আমি দেবযানীর দাসী এবং তিনি তোমার বশ্যা অতএব আমাদের উভয়েরই মনোরথ সফল করিবেন, এই অঙ্গীকার করিয়া আমার পাণিগ্রহণ করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ রাজা যযাতি শর্ম্মিষ্ঠার প্রার্থনায় সম্মত হইয়া তাঁহার ঋতুরক্ষা করত পরস্পর প্রিয়-সম্ভাষণ-পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। বৃষপর্ব্বতনয়া শর্ম্মিষ্ঠা রাজার সহযোগে গর্ভবতী হইয়া যথাকালে এক পরম সুন্দর পুত্র প্রসব করিলেন।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠার পুত্রোৎপত্তি সম্বাদ শ্রবণ করিবামাত্র সাতি-

শয় ক্ষুব্ধ হইয়া নানা প্রকার বিতর্ককরিতে লাগিলেন। অনন্তর শর্ম্মিষ্ঠার সন্নিহিতা হইয়া কহিলেন, হে সুভ্রু! তুমি কামান্ধ হইয়া একি পাপানুষ্ঠান করিলে? শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, হে চারুহাসিনি! একদা কোন ধর্ম্মপরায়ণ ও বেদবেদাঙ্গপারগ ঋষি আমার কুটীরে আগমন করিয়াছিলেন। আমি ঋতুরক্ষার্থ প্রার্থনা করাতে, তিনি আমার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করেন। আমি অন্যায়তঃ কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করি নাই। আমি সত্য কহিতেছি, আমার এই সন্তানটি সেই ঋষির ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তখন দেবযানী কহিলেন, শর্ম্মিষ্ঠে! যদি ধর্ম্ম প্রতিপালনার্থে এই কর্ম্ম করিয়া থাক সে উত্তমই হইয়াছে, কিন্তু যদি সেই ঋষির গোত্র নাম ও আভিজাত্য জানিতে পারিয়া থাক তবে বল, শুনিতে আমার নিতান্ত ঔৎসুক্য হইতেছে। শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, সেই ঋষি সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ও তপঃপ্রভাবসম্পন্ন; তাঁহাকে দেখিয়া সে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে আমার সাহস হয় নাই। দেবযানী কহিলেন, যাহা হউক যদি তুমি শ্রেষ্ঠজাতির ঔরসে সন্তানলাভ করিয়া থাক তাহাতে আমার ক্ষোভ বা পরিতাপ নাই। তাঁহারা পরস্পর এইরূপ হাস্য পরিহাস পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিলেন। পরিশেষে দেবযানী এই বৃত্তান্তের প্রতি বিশ্বাস করিয়া স্বীয় আবাসে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর যযাতি দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু নামে দুই পুত্র এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যু অনু ও পূরু নামে তিন পুত্র উৎপাদন করিলেন। কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদা দেবযানী প্রিয়তম সমভিব্যাহারে এক নির্জ্জন বনে গমন করিয়া দেবরূপী তিনটি বালক দেখিতে পাইলেন। তাহারা অসঙ্কুচিতচিত্তে ক্রীড়া করিতেছিল। দেবযানী তাহাদিগের অসামান্য রূপলাবণ্য সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বালকগুলি কোন্ ভাগ্যবানের পুত্র বলাযায় না। ইহারা দেবকুমারতুল্য সুকুমার। ইহাদিগের আকার প্রকারে তোমারই ঔরসজাত বলিয়া বোধ হইতেছে। দেবযানী রাজাকে এইরূপ কহিয়া বালকদিগকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন বৎস! তোমরা কোন্ বংশে উৎপন্ন হইয়াছ, কাহার পুত্র এবং তোমাদিগের পিতার নাম কি? শুনিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। দেবযানী কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে বালকেরা তর্জ্জনী-সঙ্কেত দ্বারা মহারাজ যযাতিকে পিতা নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, আমাদিগের মাতার নাম শর্ম্মিষ্ঠা। এইবলিয়া তাহারা হর্ষোৎফুল্ললোচনে নিজপিতা যযাতির সন্নিহিত হইল। কিন্তু দেবযানীর সমীপে বলিয়া তিনি তাহাদিগকে সমাদর করিতে পারিলেন না। বালকেরা পিতার অনাদরে অভিমান করিয়া রোদন করিতে করিতে জননী-সন্নিধানে গমন করিল। রাজা বালকদিগের কথায় ঈষৎ লজ্জিত হইলেন। দেবযানী; রাজার প্রতি বালকদিগের সদ্ভাব সন্দর্শনে সে বিষয়ের মর্ম্মোদ্ঘাটন-পূর্ব্বক অনতিবিলম্বে শর্ম্মিষ্ঠার নিকট উপস্থিত হইয়া রোষভরে কহিলেন, দেখ শর্ম্মিষ্ঠে! তুমি আমার অধীন হইয়া আমারই অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছ, ইহাতে কি তোমার মনে শঙ্কার উদয় হয় নাই? শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, আমি ঋষির কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম, সেত মিথ্যা নহে। আমি ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ বলিয়াছি; তোমার নিকট আমার ভয়ের বিষয় কি? আরও তুমি মহারাজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছ, তাহাতেই আমারও বরণ করা হইয়াছে, কারণ সখার পতি ধর্ম্মতঃ পতি হইতে পারেন। তুমি ব্রাহ্মণকন্যা, তুমি আমার পূজ্যা ও মান্যা। আর আমি এই

রাজর্ষিকে তোমাহইতেও সম্মান ও পূজা করিয়া থাকি, তাহা কি তুমি জান না। দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠামুখে এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! তুমি আমার অতিশয় অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছ অতএব অদ্যাবধি তোমার আলয়ে আর অবস্থান করিব না, চলিলাম, এই বলিয়া পিতৃগৃহে প্রস্থান করিতে উদ্যতা হইলেন। রাজা দেবযানীকে বাষ্পাকুললোচনে সহসা শুক্রসন্নিধানে গমন করিতে উদ্যত দেখিয়া ব্যথিত মনে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এবং নানাবিধ প্রবোধ বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। রোষরক্ত-লোচনা দেবযানী কিছুতেই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি রাজাকে ভাল মন্দ কিছুই না বলিয়া রোদন করিতে করিতে পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং অভিবাদন-পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজাও দেবযানীর অনুসরণ ক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া বিধানানুসারে শুক্রাচার্য্যের পূজাদি করিয়া অতি বিনীতভাবে একান্তে সমাসীন হইলেন। তদনন্তর দেবযানী শুক্রকে কহিলেন, তাত! অধর্ম্ম ধর্ম্মকে পরাজয় করিয়াছে। নিকৃষ্টেরা মহতের সহিত নীচব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। দেখুন, বৃষপর্ব্বতনয়া শর্ম্মিষ্ঠা আমাকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। রাজা যযাতি তাহার গর্ভে তিনটি পুত্র উৎপাদন করিয়াছেন। আমি দুর্ভগা, আমার দুইটি বৈ পুত্র নহে। হে ভৃগুকুল-তিলক! এই রাজা পরম ধার্ম্মিক বলিয়া বিখ্যাত আছেন। কিন্তু এক্ষণে এইরূপ গর্হিতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হে তাত! আমি সত্য বলিতেছি, সম্প্রতি ইনি শাস্ত্রমর্য্যাদা অতিক্রম করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শুক্র এই সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে রাজা যযাতিকে অভিসম্পাত করিলেন, মহারাজ! তুমি ধার্ম্মিক হইয়া প্রিয়বোধে অধর্ম্মাচরণ করিয়াছ, অতএব দুর্জ্জয় জরা অচিরাৎ তোমাকে আক্রমণ করিবে। রাজা সহসা এই রূপ শাপগ্রস্ত হইয়া শুক্রকে কহিলেন, ভগবন্! শর্ম্মিষ্ঠা ঋতুরক্ষার্থে প্রার্থনা করিয়াছিল, আমি ধর্ম্মসংস্থাপনের নিমিত্ত সেই কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, নিকৃষ্ট বৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশে করি নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত আছে, যে পুরুষ ঋতুরক্ষার্থিনী স্ত্রীলোক-কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া তদীয় ঋতুরক্ষা না করে, সে ভ্রূণহত্যা-পাতকে লিপ্ত হইয়া নিরয়গামী হয়। এই সমস্ত পর্য্যালোনা করিয়া ধর্ম্মলোপের আশঙ্কায় আমি শর্ম্মিষ্ঠার বাসনা সফল করিয়াছিলাম। শুক্র কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমাকে যে কর্ম্ম করিতে প্রতিষেধ করিয়াছিলাম, তাহা কেন করিলে। তুমি জান মিথ্যাবাদী ব্যক্তির ধর্ম্মাচরণকেও এক প্রকার চৌর্য্য বলিলে বলা যাইতে পারে।

যযাতি শুক্র-কর্ত্তৃক এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ জরাক্রান্ত হইলেন। পরে তিনি শুক্রকে কহিলেন, ভগবন্! আমি অদ্যাপি যৌবনসুখ অনুভব করিয়া পরিতৃপ্ত হই নাই, অতএব প্রসন্ন হইয়া যাহাতে জরা হইতে মুক্ত হইতে পারি, এরূপ কোন উপায় অবধারণ করিয়া দিন। শুক্র কহিলেন, মহারাজ! আমার শাপ অন্যথা হইবার নহে। তবে এইমাত্র হইতে পারে, তুমি ইচ্ছা করিলে অন্যের শরীরে স্বকীয় জরা সঞ্চারিত করিতে পারিবে। তখন রাজা কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে এই অনুমতি করুন যে আমার পঞ্চ পুত্রের মধ্যে যে পুত্র মদীয় জরা গ্রহণ করিয়া আমাকে যৌবন প্রদান করিবে, সে রাজ্যাধিকার, পুণ্যাধিকার ও কীর্ত্তিলাভ করিবেক। শুক্র কহিলেন, হে নহুষতনয়! তুমি আমাকে স্মরণ করিয়া অন্যের শরীরে জরা সঞ্চারিত করিতে পারিবে, তাহাতে তুমি পাপভাগী হইবে না। আর

তোমার যে পুত্র জরা গ্রহণ করিয়া তোমাকে যৌবন প্রদান করিবে সে ত্বদীয় সাম্রাজ্য অধিকার-পূর্ব্বক আয়ুষ্মান্, কীর্ত্তিমান্ ও পুত্র-পৌত্রাদিমান্ হইবে।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তৎপরে রাজা যযাতি জরাগ্রস্ত হইয়া নিজ রাজধানী প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র যদুকে কহিলেন, বৎস! শুক্রের শাপপ্রভাবে এই মহাঘোর জরা আমাকে আক্রমণ করিয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি আমি বিষয় ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হই নাই; অতএব তুমি মদীয় পাপ ও জরা গ্রহণ কর। আমি তোমার যৌবন লইয়া ইচ্ছানুরূপ বিষয় ভোগ করি। সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে পুনর্ব্বার তোমার যৌবন তোমাকে সমর্পণ করিয়া আমি পাপের সহিত জরা গ্রহণ করিব। যদু কহিলেন, মহারাজ! জরার অনেক দোষ, তাহাতে পান ভোজনে যথেষ্ট ব্যাঘাৎ জন্মে, শ্মশ্রুজাল শুক্ল এবং মাংস শিথিল ও সঙ্কুচিত হওয়াতে জীর্ণ ব্যক্তি শ্রীভ্রষ্ট, নিরানন্দ ও সর্ব্বকার্য্যে নিরুৎসাহ হয়। আত্মীয় ব্যক্তিরা জরাজীর্ণকে পদে পদে পরাভব করে। অতএব আমি সেই জরা গ্রহণে সম্মত নহি। আপনার আমা হইতেও প্রিয়তর অনেক পুত্র আছে, তাহাদিগকেই জরা প্রদান করুন। যযাতি কহিলেন, তুমি যে হেতু আমার ঔরস পুত্র হইয়া স্বকীয় যৌবন প্রদানে সম্মত হইলে না অতএব তোমার বংশপরম্পরায় কেহই রাজ্যাধিকারী হইবে না। তৎপরে রাজা যযাতি তুর্ব্বসুর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, বৎস! আমার পাপ ও জরা গ্রহণ কর, আমি তোমার যৌবন লইয়া বিষয়োপভোগ করিব। সহস্র বৎসর অতীত হইলে পুনর্ব্বার তোমার যৌবন তোমাকে সমর্পণ করিয়া পাপের সহিত আপন জরা গ্রহণ করিব। তুর্ব্বসু কহিলেন, মহারাজ! রূপনাশিনী জরা মনুষ্যকে ইচ্ছানুরূপ ভোগসুখে বঞ্চিত করে। জরার প্রভাবে বুদ্ধিভ্রংশ ও পদে পদে প্রাণনাশের আশঙ্কা উপস্থিত হয়। অতএব আমি আপনার জরা-গ্রহণে সম্মত নহি। যযাতি কহিলেন, বৎস! তুমি আমার আত্মজ হইয়া আমার প্রার্থনা পূরণে সম্মত হইলে না অতএব আমি শাপ দিতেছি, তুমি নির্ব্বংশ হইবে এবং সঙ্কীর্ণাচারধর্ম্ম-সম্পন্ন, প্রতিলোমজ, রাক্ষস, চাণ্ডাল, গুরুদারনিরত, তির্য্যগ্যোনিজাত, পশুধর্ম্মা ও পাপিষ্ঠদিগের রাজা হইবে।

এইরূপে তুর্ব্বসুকে অভিশাপ দিয়া রাজা যযাতি শর্ম্মিষ্ঠাপুত্র দ্রুহ্যুকে কহিলেন, বৎস! সহস্র বৎসরের নিমিত্ত আমার এই রূপনাশিনী জরা গ্রহণ কর; আমি তোমার যৌবন লইয়া ভোগবাসনা চরিতার্থ করিব। নির্দ্দিষ্ট কাল অতিক্রান্ত হইলেই পুনর্ব্বার পাপের সহিত জরা গ্রহণ করিয়া তোমার যৌবন তোমাকে প্রদান করিব। দ্রুহ্যু কহিলেন, মহারাজ! মনুষ্য জীর্ণ হইলে হস্তী, অশ্ব ও রথে আরোহণ করিতে বা কামিনী-সম্ভোগ করিতে অসমর্থ হয়, এবং জীর্ণ ব্যক্তির বাক্য স্খলিত হয়, অতএব আমি জরা গ্রহণে সম্মত নহি। তাহা শুনিয়া রাজা রোষাবিষ্ট চিত্তে কহিলেন, দ্রুহ্যো! তুমি আমার আত্মজ হইয়া যৌবন প্রদানে পরাঙ্মুখ হইলে অতএব অতঃপর তোমার কোন বাসনা ফলবতী হইবে না। আর যে স্থানে গজ, বাজী, রথ ও শিবিকাদি যানের সমাগম নাই, কেবল উড়ুপ বা সন্তরণ দ্বারা গমনাগমন করিতে হয়, তোমাকে সেই স্থানে যাইয়া বাস করিতে হইবে। তোমার বংশে কেহই রাজা হইবে না। রাজা দ্রুহ্যুকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া অনুকে কহিলেন, বৎস! তুমি আমার পাপ ও জরা গ্রহণ কর; আমি তোমার যৌবন লইয়া এক সহস্র বৎসর বিষয় ভোগ

করিব। অনু কহিলেন, মহারাজ! জীর্ণ ব্যক্তি অশুচি ও বালকের ন্যায় অনিয়ত কালে ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং যথাকালে অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারে না। অতএব আমি জরা গ্রহণ করিব না। তখন রাজা কহিলেন, তুমি আমার ঔরস পুত্র হইয়া জরার দোষোল্লেখ-পূর্ব্বক যৌবন প্রদানে পরাঙ্মুখ হইলে; অতএব আমি তোমাকে অভিশাপ দিতেছি, তুমি অচিরাৎ সেই জরাদোষে লিপ্ত হইবে এবং তোমার সন্তান সন্ততি যৌবন প্রাপ্তিমাত্রেই কালগ্রাসে পতিত হইবে। সর্ব্বশেষে পূরুর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, বৎস পূরো! আমি শুক্রের শাপে জরাগ্রস্ত হইয়াছি; আমার কেশ পলিত ও মাংস লোলিত হইয়াছে; কিন্তু আমি যৌবনসুখ সম্ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হইনাই; অতএব তুমি আমার পাপের সহিত জরা গ্রহণ কর; আমি তোমার যৌবন লইয়া কিছুকাল ইচ্ছানুরূপ বিষয় ভোগ করি। আমি অঙ্গীকার করিতেছি, সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হইলে তোমার যৌবন তোমাকে পুনর্ব্বার প্রদান করিয়া পাপের সহিত আপন জরা গ্রহণ করিব। হে পূরো! তুমি আমার প্রিয়তম পুত্র, এইরূপ করিলে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারিবে। পূরু এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, যে আজ্ঞা, মহারাজ! আপনি যেরূপ অনুমতি করিতেছেন, আমি তাহা পালন করিব। আমি পাপের সহিত আপনার জরা গ্রহণ করিব। আপনি আমার যৌবন লইয়া বাসনানুরূপ বিষয় সম্ভোগ করুন। তখন যযাতি কহিলেন, বৎস! তোমার এইরূপ অচলা ভক্তি ও প্রগাঢ় অনুরাগ সন্দর্শনে আমি যৎপরোনাস্তি প্রীত ও প্রসন্ন হইলাম; এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি, তোমার রাজ্যে প্রজারা সর্ব্বসমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া সর্ব্বকাল পরমসুখে বাস করিবে। এই বলিয়া রাজা শুক্রকে স্মরণ-পূর্ব্বক স্বীয় পুত্র পূরুর শরীরে স্বকীয় জরা সঞ্চারিত করিলেন।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে নহুষতনয় রাজা যযাতি যৌবনসম্পন্ন হইয়া প্রসন্নমনে অভিলাষানুরূপ বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ধর্ম্মের অব্যাঘাতে বাসনা ও উৎসাহের অনুরূপ বিষয় ভোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজ যযাতি যজ্ঞ দ্বারা দেবগণকে, শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃলোককে, অনুগ্রহ দ্বারা দীনব্যক্তিকে, অভিলাষ সম্পাদন দ্বারা দ্বিজগণকে, অন্নপান দ্বারা অতিথিগণকে এবং ধর্ম্মতঃ পরিপালন দ্বারা প্রজাগণকে অনুরঞ্জন করিয়া এবং নিগ্রহ দ্বারা দস্যুদিগকে শাসন করিয়া সাক্ষাৎ সুরেন্দ্রের ন্যায় রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। সেই সিংহবিক্রান্ত ভূপতি ধর্ম্মের অবিরোধে বিষয়বাসনা চরিতার্থ করিতেন। তিনি স্বর্গবিদ্যাধরী বিশ্বাচীর সহিত কখন নন্দন বনে কখন অলকায় কখন বা উত্তর মেরুশৃঙ্গে বিহার করিয়া পরিতৃপ্ত ও নিস্পৃহ হইলেন। পরে প্রতিজ্ঞাত সহস্র বৎসর স্মরণ করিলেন। যখন দেখিলেন, যৌবনসুখে সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, তখন আপন পুত্র পূরুকে কহিলেন, বৎস! পূরো! আমি তোমার যৌবন লইয়া ইচ্ছানুরূপ ও উৎসাহানুরূপ বিষয় ভোগ করিয়া দেখিলাম, কাম্যবস্তুর উপভোগে কামের উপশম না হইয়া প্রত্যুত ঘৃতদানে বহ্নির ন্যায় ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে; এই পৃথিবীতে যে কিছু ধন, ধান্য, হিরণ্য, পশু, ও রমণী প্রভৃতি উপভোগের দ্রব্য আছে, এক ব্যক্তি তৎসমুদায় পাইলেও তাহার পরিতৃপ্তি হয় না, অতএব ভোগতৃষ্ণা পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। দুর্ম্মতি ব্যক্তিরা যে আশাপাশ হইতে মুক্ত হইতে পারে না এবং শরীর জীর্ণ হইলেও যে আশা জীর্ণ

হয় না, সেই প্রাণান্তিক রোগস্বরূপ আশাকে পরিত্যাগ করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। আমি ইচ্ছানুরূপ বিষয় সম্ভোগ করিয়া সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিলাম, তথাপি আমার ভোগতৃষ্ণা উত্তরোত্তর উত্তেজিত হইতেছে। এক্ষণে আমি আশাপিশাচীকে পরিত্যাগ করিয়া তপোবনে প্রবেশ-পূর্ব্বক পরব্রহ্মে মনোনিবেশ করিব। বৎস! তোমার সুশীলতা দর্শনে আমি সাতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি, আশীর্ব্বাদ করি তোমার মঙ্গল হউক। এক্ষণে আপন যৌবন ও মদীয় রাজ্যভার গ্রহণ কর। বৎস! তুমিই আমার প্রিয়কারী পুত্র। আমি তোমা হইতে যথেষ্ট সুখ ভোগ করিলাম।

অনন্তর নহুষতনয় যযাতি পুনর্ব্বার আপন জরা গ্রহণ করিলেন, এবং তৎপুত্র-পূরু যৌবন-সম্পন্ন হইলেন। মহারাজ যযাতি কনিষ্ঠ পুত্র পূরুকে রাজ্যে অভিষেক করিবেন, এই কথা প্রচার করিয়াদিলেন। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারিবর্ণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! দেবযানীগর্ভ-সম্ভূত, শুক্রের দৌহিত্র যদু বিদ্যমান থাকিতে, পূরু কি প্রকারে রাজ্য পাইতে পারেন? যদু আপনকার জ্যেষ্ঠ পুত্র, তৎপরে তুর্ব্বসু জন্মেন। শর্ম্মিষ্ঠার দ্রুহ্যু অনু ও পূরু নামে তিন পুত্র যথাক্রমে উৎপন্ন হয়েন। অতএব হে মহারাজ! আমরা জিজ্ঞাসা করি, জ্যেষ্ঠকে অতিক্রম করিয়া কনীয়ান্ কিরূপে রাজ্যভাগী হইতে পারেন। এক্ষণে যাহা উচিত হয় আপনি করুন। রাজা কহিলেন, হে বর্ণচতুষ্টয়! আমি যে কারণে জ্যেষ্ঠকে রাজ্যে অভিষেক করিব না তাহা সবিশেষ কহিতেছি, শ্রবণ কর। জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু আমার নিদেশ পালন করে নাই, সুতরাং যে পুত্র পিতার প্রতিকূল, সে সাধু-সমাজে পুত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। যে পুত্র পিতা মাতার আজ্ঞাবহ এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহাদিগের হিতসাধন করে, তাহাকেই যথার্থ পুত্র বলা যায়। যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্যু ও অনু ইহারা আমার আজ্ঞাপালন না করিয়া অতিশয় অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছে, কিন্তু পূরু আমার বাক্যরক্ষা ও সম্মানরক্ষা করিয়াছে। পূরু আমার জরা গ্রহণ করিয়া স্বকীয় যৌবন আমাকে সম্প্রদান করিয়াছিল এবং পূরুই আমার মিত্ররূপে সমুদায় অভিলাষ সম্পাদন করিয়াছিল, এই কারণে সে কনিষ্ঠ হইয়াও রাজ্যের অধিকারী হইয়াছে। আর শুক্র আমাকে এই বর প্রদান করেন "যে পুত্র তোমার আজ্ঞাবহ হইবে সেই রাজ্যভাগী হইবে" অতএব তোমাদিগকে অনুনয় করিতেছি, তোমরা পূরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত কর। রাজার এই কথা শুনিয়া প্রজারা কহিল, মহারাজ! যে পুত্র সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন এবং পিতা মাতার হিতকারী সে সর্ব্বকনিষ্ঠ হইলেও সমস্ত কল্যাণের পাত্র হইতে পারে। পূরু আপনকার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, বিশেষতঃ শুক্রের ঐরূপ বর আছে, অতএব এ বিষয়ে আমাদিগের কোন বক্তব্য নাই, সুতরাং পূরুই রাজা হইবেন। পুরবাসী ও জনপদবাসী লোকেরা সন্তুষ্ট মনে এই কথা কহিলে রাজা কনিষ্ঠ পুত্র পূরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি পূরুকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বিষয়বাসনায় জলাঞ্জলি প্রদান-পূর্ব্বক বনবাসের মানসে তপস্বী ব্রাহ্মণগণের সহিত রাজধানী হইতে নির্গত হইলেন। তৎপরে যদু হইতে যাদব, তুর্ব্বসু হইতে যবন, দ্রুহ্যু হইতে বৈভোজ, অনু হইতে মেচ্ছজাতি এবং পূরু হইতে পৌরব বংশ উৎপন্ন হইল। হে মহারাজ! আপনি সেই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই রূপে রাজা যযাতি পূরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত

করিয়া হৃষ্টচিত্তে বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিলেন। অনন্তর তিনি অযত্নসুলভ ফলমূলমাত্র ভোজন-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের সহিত কিছুকাল বাস করিয়া সুরলোকে গমন করিলেন; তথায় কিয়দ্দিন পরমসুখে অবস্থান করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার ভূতলে পাতিত হইলেন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে, স্বর্গভ্রষ্ট যযাতি এক কালে ভূমণ্ডলে পতিত না হইয়া কিছুকাল অন্তরীক্ষে অবস্থান করেন। পরে সেই অন্তরীক্ষ হইতে বসুমান্, অষ্টক, প্রতর্দ্দন ও শিবি রাজার সহিত সমবেত হইয়া পুনর্ব্বার দেবলোকে গমন করেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! কুরুবংশাবতংস মহাতেজাঃ যযাতি মর্ত্ত্যলোকে ও স্বর্লোকে যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, আপনি সভ্যগণ-সন্নিধানে তাহা কীর্ত্তন করুন, এবং তিনি কি কারণে পুনর্ব্বার স্বর্গে গমন করেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বলুন, শুনিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সর্ব্বপাপ-প্রণাশিনী ভূলোক ও দ্যুলোকে বিশ্রুতা তদীয় পরম পবিত্র কথা কীর্ত্তন করিতেছি, অবধান করুন। নহুষতনয় যযাতি হৃষ্টচিত্তে কনিষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া এবং যদু প্রভৃতি পুত্রদিগকে অন্ত্যজ জাতিমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। জিতেন্দ্রিয় জিতক্রোধ রাজা তথায় শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ দ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণকে পরিতৃপ্ত করিলেন। তিনি বানপ্রস্থাশ্রম-সমুচিত বিধানানুসারে জ্বলন্ত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতেন; বন্য ফল মূল ও ঘৃত দ্বারা অতিথি-সৎকার করিতেন, এবং উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিতেন। সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইলে, তিনি মৌনাবলম্বন-পূর্ব্বক ত্রিংশৎ বৎসর কেবল জলাহারী হইলেন। পরে এক বৎসর বায়ুমাত্র ভক্ষণ এবং অপর এক বৎসর পঞ্চাগ্নির মধ্যবর্ত্তী হইয়া অতিকঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অনন্তর ছয়মাস বায়ু মাত্র ভক্ষণ ও একপদে ভূমিস্পর্শ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন দণ্ডায়মান থাকিতেন। এইরূপে তপোনুষ্ঠান-পরায়ণ রাজা প্রভূত পুণ্যসঞ্চয় করিয়া স্বর্গে আরোহণ করেন।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপ শ্রুত আছে, রাজা যযাতি স্বর্গারোহণ-পূর্ব্বক দেবতা, সিদ্ধ, সাধ্য, মরুৎ ও বসুগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত ও সৎকৃত হইয়া সুদীর্ঘকাল তথায় বাস করেন। তিনি কদাচিৎ ব্রহ্মলোকে কদাচিৎ দেবলোকে গমনাগমন করিতেন। মহারাজ যযাতি একদা ইন্দ্রসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। দেবরাজ রাজার কথাবসানে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজন্! পূরু তোমার জরা গ্রহণ করেন; তুমি তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কি উপদেশ দিয়াছিলে সত্য করিয়া বল, আমার শুনিতে নিতান্ত বাসনা হইতেছে। যযাতি কহিলেন, হে দেবরাজ! আমি পূরুকে সমস্ত রাজ্যভার অর্পণ করিয়া কহিলাম, বৎস! গঙ্গা ও যমুনা এই উভয় নদীর অন্তর্গত সমস্ত রাজ্য তোমারই অধিকারভুক্ত হইল; তুমি এই ধরিত্রীর একমাত্র অধীশ্বর হইলে; তোমার ভ্রাতৃগণ তোমারই অধীনে থাকিয়া অন্ত্যজ জাতিমাত্র শাসন করিবে। অক্রোধন ক্রোধপরায়ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; ক্ষমাবান্ অক্ষমী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; অতএব হে বৎস! তোমাকে এই উপদেশ প্রদান করিতেছি শ্রবণ কর, মানুষ অমানুষ হইতে প্রধান; বিদ্বান্ মূর্খ হইতে প্রধান; যে ব্যক্তি আক্রোশ করিবে তাহার উপর আক্রোশ না করিয়া ক্রোধ সম্বরণ করাই কর্ত্তব্য; যে হেতু আক্রোশটা কোপানলে মনে

মনে দগ্ধ হইতে থাকে, কিন্তু অনাক্রোষ্টা তাহার পুণ্যভাগী হয়। লোকের মর্ম্মপীড়ক ও নৃশংসবাদী হওয়া নিতান্ত অবিধেয়। যে কথায় অন্যে উদ্বিগ্ন হয়, এমত কথা উচ্চারণ করা অনুচিত। অর্থহীন ব্যক্তির নিকট প্রচুর অর্থ লওয়া অন্যায্য। যে ব্যক্তি লোকের মর্ম্মপাড়ক, পরুষভাষী ও বাক্যরূপ কণ্টক দ্বারা অন্যের হৃদয় বিদ্ধ করে, তাহাকে অলক্ষ্মীক বলে। তাহার মুখে অলক্ষ্মীর চিহ্ন সকল সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সচ্চরিত্র ব্যক্তি অগ্র পশ্চাৎ ভাবিয়া সাধুদিগের প্রশংসাযোগ্য কর্ম্ম করেন, সর্ব্বদা অসাধু জনের অতিবাদ সহ্য করেন এবং সন্মার্গে চলিয়া থাকেন। অসতেরা আপন মুখ হইতে নির্গত বাক্যরূপ সায়ক দ্বারা অন্যকে আহত করে। আহত ব্যক্তি ঐ সুতীক্ষ্ণ শরাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া অহর্নিশ যন্ত্রণাভোগ করে, অতএব পণ্ডিতেরা তাহা কস্মিন কালেও অন্যের প্রতি নিক্ষেপ করেন না। জীবের প্রতি দয়া, মৈত্রী, দান ও মধুর বাক্য প্রয়োগ, ইহা অপেক্ষা ধর্ম্ম আর লক্ষ্য হয় না। অতএব সর্ব্বদা সান্ত্ব বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, কদাচ কঠোর বাক্য উচ্চারণ করিওনা। পূজ্যব্যক্তির পূজা ও দান করা কর্ত্তব্য, কিন্তু যাচ্ঞা অতিশয় নিষিদ্ধ।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

ইন্দ্র কহিলেন, হে নহুষনন্দন! তুমি সর্ব্ব কর্ম্ম সম্পাদন-পূর্ব্বক গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বনপ্রবেশ করিয়াছিলে, অতএব জিজ্ঞাসা করি, তুমি কাহার তুল্য তপোনুষ্ঠান করিয়াছ। যযাতি কহিলেন, হে দেবরাজ! দেবতা, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষি ইহাঁদিগের মধ্যে কেহই অদ্যাবধি আমার তুল্য তপোনুষ্ঠান করিতে সক্ষম হন নাই। তখন ইন্দ্র কহিলেন, মহারাজ! যে হেতু অন্যের তপঃপ্রভাব না জানিয়া শুনিয়া উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট ও সমকক্ষ লোকের অবমাননা করিলে তন্নিমিত্ত তুমি অদ্যই ক্ষীণপুণ্য হইয়া দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে। যযাতি কহিলেন, হে দেবরাজ! দেবর্ষি গন্ধর্ব্ব ও নরলোকের অবমাননা করিয়া যদি দেবলোকভ্রষ্ট হইতে হইল, তবে যাহাতে সাধুসন্নিধানে পতিত হই এইরূপ অনুকম্পা করুন। ইন্দ্র কহিলেন, মহারাজ! তুমি সাধুসন্নিধানেই পতিত হইয়া, যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিবে; কিন্তু সাবধান যেন এইরূপে আর কাহারও অবমান করিও না।

রাজা যযাতি দেবরাজ-কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট ও স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া ভূমণ্ডলে পতিত হইতেছেন, ইত্যবসরে ধর্ম্মপরায়ণ রাজর্ষি অষ্টক তাঁহাকে অন্তরীক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে যুবক! তুমি কে? তোমার রূপ ইন্দ্রের ন্যায় ও তেজ অগ্নির ন্যায় দেখিতেছি; তোমাকে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় অকস্মাৎ [redacted]মণ্ডল হইতে পরিভ্রষ্ট দেখিয়া আমরা বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে নানা প্রকার বিতর্ক করিতেছিলাম। এক্ষণে তোমাকে সন্নিকৃষ্ট দেখিয়া পতনকারণ জিজ্ঞাসার্থ প্রত্যুদ্গমন করিলাম। অগ্রে তোমার পরিচয় লইতে আমাদিগের সাহস হইতেছে না, এবং তুমিও আমাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিতেছ না, অতএব জিজ্ঞাসা করি তুমি কে? এবং কিনিমিত্তইবা দেবলোকে আগমন করিয়াছিলে? হে মহানুভাব! তোমার ভয় নাই, শীঘ্রই বিষাদ ও মোহ পরিত্যাগ কর। এই সাধুসমাজে বল নামক অসুরের হন্তা ইন্দ্রও তোমাকে পরাভব করিতে সমর্থ নহেন। হে দেবরাজকল্প! সাধুলোকেরা সন্তপ্ত সাধুলোকদিগের আশ্রয়, সম্প্রতি তুমি সাধুসন্নিধানে আসিয়াছ, আর ভয় কি? যেমন তাপদানে অগ্নির, বীজাধানে পৃথিবীর, আলোকদানে সূর্য্যের, প্রভুত্ব আছে, সাধুদিগের নিকট অভ্যাগত ব্যক্তিরও তাদৃশ প্রভুত্ব।

যযাতি কহিলেন, আমি নহুষের পুত্র এবং পুরুর পিতা। আমার নাম যযাতি। আমি ইন্দ্রসন্নিধানে আত্মপ্রশংসা করিয়াছিলাম বলিয়া ক্ষীণপুণ্য ও দেবলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইতেছি। আমি অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক এই নিমিত্ত তোমাদিগকে অভিবাদন করি নাই, কারণ যিনি বিদ্যা, তপস্যা ও জন্ম দ্বারা প্রধান হয়েন, তিনিই পূজনীয়। অষ্টক কহিলেন, মহারাজ! তুমি কহিতেছ যে, যিনি বয়োবৃদ্ধ তিনিই সকলের প্রধান ও পূজ্য কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, যিনি বিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা সকলের প্রধান হয়েন, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও পূজনীয়। যযাতি কহিলেন, সৎকর্ম্মের প্রতিকূলতাই পাপ; পাপাসক্ত হইলেই নিরয়গামী হইতে হয়; সাধু পুরুষেরা কদাচ পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান বা আনুকূল্য করেন না। আমার বিস্তর অর্থ ছিল, এক্ষণে তাহা বিনষ্ট হইয়াছে, আমি এক্ষণে অনুসন্ধান করিলেও তাহা আর পাইব না, এইরূপ অবধারণ করিয়া যিনি আপনার হিতসাধনে প্রবৃত্ত হন, তিনিই যথার্থ সাধু। যিনি বহুবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, যিনি সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী, যিনি বেদাধ্যয়নসম্পন্ন ও তপঃপরায়ণ হইয়া পরিণামে সুরলোকে গমন করেন, তাঁহাকেই মহাধন বলাযায়। বহুধনের অধিপতি হইয়াও অতিমাত্র প্রফুল্ল হওয়া বিধেয় নহে। নিরহঙ্কারচিত্ত হইয়া সর্ব্বদা বেদাধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য, কারণ এই জীবলোকে এবম্বিধ বহুবিধ পদার্থ বিদ্যমান আছে, যাহা চেষ্টার বহির্ভূত, কেবল দৈবপরতন্ত্র; অতএব ধীরব্যক্তি দৈবকে বলবান্ জানিয়া লব্ধ সেই সেই বস্তু কদাচ নষ্ট করিবেন না। সুখ ও দুঃখ সকলই দৈবাধীন, স্বেচ্ছাক্রমে কেহ কখন সুখী বা দুঃখী হইতে পারে না, অতএব দৈবই বলবান্, এই বিবেচনা করিয়া কদাচ দুঃখে বিষণ্ণ বা সুখে উল্লাসিত হইবে না। ধীমান ব্যক্তি দুঃখ সন্তপ্ত বা হর্ষে উন্মত্ত হয়েন না। তাঁহারা সুখ দুঃখ সমজ্ঞান করেন, যেহেতু সুখ দুঃখে দৈবায়ত্ত, উহাতে কখন প্রসন্ন বা বিষণ্ণ হইবে না। হে অষ্টক! বিধাতা যেরূপ বিধান করিয়াছেন, তাহা কদাচ অন্যথা হইবার নহে, এই ভাবিয়া আমি কখন ভয়ে মুগ্ধ হই না, এবং আমার মনে কদাচ সন্তাপের সঞ্চার হয় না। কি স্বেদজ কি অণ্ডজ কি উদ্ভিদ্ কি সরীসৃপ কি কৃমি কি মৎস্য কি প্রস্তর কি তৃণ কি কাষ্ঠ প্রারব্ধ ক্ষয় হইলে সকলেই নষ্ট হয়। হে অষ্টক! সুখ দুঃখের অনিত্যতা বুঝিয়াছি, অতএব আর কি বলিয়া সন্তপ্ত হইব। কি করিব কি করিলেই সন্তপ্ত না হয় এইরূপ নানা প্রকার বিতর্ক করিয়া আমি অপ্রমত্তচিত্তে সন্তাপ বিসর্জ্জন করিয়াছি।

অনন্তর অষ্টক, সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন মাতামহ যযাতির এইরূপ ধর্ম্ম সঙ্গত কথা শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, মহারাজ! আত্মবেদী পুরুষের ন্যায় বহুবিধ ধর্ম্মসংক্রান্ত কথার উল্লেখ করিতেছ, তাহা শ্রবণ করিয়া আমাদিগের কর্ণযুগল চরিতার্থ হইতেছে, অতএব তুমি যতকাল যে রূপে যে সকল লোকে অবস্থিতি করিয়াছিলে, তাহা আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বল। যযাতি কহিলেন, আমি নিজ বাহুবলে সমস্ত দিগ্বিজয় করিয়া এই সসাগরা পৃথিবীর সম্রাট্ হইয়াছিলাম। সহস্র বৎসর পরম সুখে সাম্রাজ্য ভোগ করিয়া পরলোকে গমন করি। পরে শতযোজন-বিস্তীর্ণ সহস্রদ্বার-সংযুক্ত পরম রমণীয় অমরাবতী নগরীতে সহস্র বৎসর অতিবাহিত করি। অনন্তর পরম দুর্জ্জয় ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া তথায় বর্ষসহস্র বাস করি। তৎপরে দেবদেব মহাদেবের বাসভূমি কৈলাসপর্ব্বতে বিহার করিয়া দেবগণ

ও ঈশ্বরগণ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া কিয়ৎকাল বাপন করি। তদনন্তর নন্দনবনে কুসুমগন্ধামোদিত চারুরূপ পর্ব্বত সকল নিরীক্ষণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বিদ্যাধরীগণের সহিত পরমসুখে বিহার করিয়া অযুত শতাব্দী বাস করি। দেবলোক-সুলভ সুখে আসক্ত হইয়া তথায় এই সুদীর্ঘকাল বাস করিলে একদা এক ঘোররূপী দেবদূত আসিয়া প্লুতস্বরে তিন বার কহিল "তুমি সুখভ্রষ্ট হও"! সম্প্রতি আমি ক্ষীণপুণ্য হইয়া নন্দনবন হইতে ভ্রষ্ট হইতেছি এবং দেবগণ অন্তরীক্ষে আমার নিমিত্ত অতিকরুণ স্বরে রোদন করিতেছেন, ইহাও শুনিতেছি। হে নরেন্দ্র! আমি ইহা ব্যতীত আর কিছুই জানিনা। আমি তাঁহাদের "হা! পুণ্যকীর্ত্তি যযাতি তুমি ক্ষীণপুণ্য হইয়া স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইতেছ" এইরূপ বিলাপ শুনিয়া কহিলাম, হে দেবগণ! আমি যাহাতে সাধুসন্নিধানে পতিত হই এমত কোন উপায় বিধান কর। তাঁহারা আপনাদিগের যজ্ঞভূমিতে যাইতে কহিলেন। আমি হবির্গন্ধের অনুসরণ ক্রমে যজ্ঞভূমির অনুমান করিয়া সত্বর আসিতেছি।

নবতিতম অধ্যায়।

অষ্টক কহিলেন, মহারাজ! ইন্দ্রকাননে অযুত শতাব্দী বাস করিয়া কিকারণে তাহা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পৃথিবীতে পুনরাগমন করিলেন? রাজা কহিলেন, হে অষ্টক! যেমন জ্ঞাতি বা সুহৃজ্জন নির্দ্ধন মনুষ্যকে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ ইন্দ্রাদি দেবতারা ক্ষীণপুণ্য ব্যক্তিকে দেবলোক হইতে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। তখন অষ্টক কহিলেন, মহারাজ! আপনি তত্ত্বজ্ঞানী অতএব কলুষদেখি স্বর্গে কি কারণে ক্ষীণপুণ্য হয়, এবং কি পুণ্য করিলে কোন্ ধামে গমন করিতে পারে, এবিষয়ে আমরা অতীব সন্দেহ আছে। যযাতি প্রত্যুত্তর করিলেন, পুণ্য ক্ষয় হইলে মনুষ্যেরা বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে দেবলোক হইতে এই মর্ত্ত্য লোকরূপ ঘোর নরকে পুনরায় পতিত হয়, এবং ভৌমকলেবর পরিগ্রহ-পূর্ব্বক বিবিধ উপভোগে আসক্ত হইয়া শৃগাল কুক্কুরের তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত পুত্র পৌত্রাদিক্রমে বংশ পরিবর্দ্ধিত করিতে থাকে। অতএব যে কর্ম্ম করিলে এই পৃথিবীতে অতিশয় কষ্ট ভোগ করিতে হয়, এমত গর্হিত কার্য্যে নিতান্ত অবজ্ঞা ও একান্ত অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। হে অষ্টক! যাহা কর্ত্তব্য তৎসমুদায়ই বলিলাম, এক্ষণে আর কি শুনিতে বাসনা কর বল। অষ্টক কহিলেন, মহারাজ! স্বর্গচ্যুত হইয়া নরলোকে আগমন করিবার কালে পথিমধ্যে পতঙ্গেরা নরকলেবর ভক্ষণ করিয়া থাকে, তবে কি রূপে তাহারা এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়? আর কেনইবা এই নরলোককে নরক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। রাজা কহিলেন, মনুষ্যেরা জননীজঠর হইতে কর্ম্মারব্ধ দেহ লাভানন্তর এই পৃথিবীতে সঞ্চরণ করে এবং ইহাতেই পতিত হইয়া লক্ষ লক্ষ বৎসর অতিবাহিত করে, এই নিমিত্ত পৃথিবীকে নরক বলিয়া উল্লেখ করিলাম। পৃথিবীতে পতিত হইবার সময়ে তীক্ষ্ণদংষ্ট্র ভয়ঙ্কর ভৌম রাক্ষসগণ পতনোন্মুখ ব্যক্তিকে কষ্টদান করিয়া থাকে। অষ্টক জিজ্ঞাসিলেন, মহারাজ! পাপপ্রভাবে দেবলোকচ্যুত মনুষ্যগণকে যদি ভীমরূপী রাক্ষসগণ পথিমধ্যে গ্রাস করে, তবে তাহারা কিরূপে পুনরায় এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়? কিরূপে ইন্দ্রিয় সম্পন্ন হয়, আর কি প্রকারেইবা তাহারা গর্ভে আবিষ্ট হয়? রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, অশ্রুপ্রবাহে জলতাবাপন্ন মনুষ্যকলেবর রেতোরূপে পরিণত হইয়া পৃথিবীস্থ বনস্পতি, ওষধি, ফল, পুষ্প,

ও পঞ্চভূতে অনুপ্রবিষ্ট হয়। সেই কলাদি ভক্ষণ করিলে রেতঃ জন্মে। সেই রেতঃ স্ত্রী-গর্ভে সিক্ত হইলে গর্ভের সঞ্চার হয়, তাহাতেই চতুষ্পদ্ দ্বিপদ্ প্রভৃতি জন্তুগণ গর্ভে আবির্ভূত হইয়া থাকে। অষ্টক কহিলেন, মহারাজ! গর্ভভূত জন্তু কি শরীরান্তর দ্বারা কিম্বা স্বশরীর দ্বারা গর্ভে অনুপবিষ্ট হয়? আর কিরূপেইবা দেহের ঔন্নত্য চক্ষুঃ-শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গ এবং চৈতন্য লাভ করে? এই বিষয়ে আমাদের মহান্ সংশয় আছে, আপনি তত্ত্বজ্ঞ, অতএব এই সমুদায় বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়া আমাদিগের সন্দেহ ভঞ্জন করুন। রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, ঋতুকালে বায়ু, পুষ্পরসানুপৃক্ত রেতঃ গর্ভযোনিতে আকর্ষণ করে, সেই রেতঃ প্রথমতঃ তন্মাত্ররূপী হইয়া ক্রমশঃ গর্ভকে পরিবর্দ্ধিত করিতে থাকে। তদনন্তর সেই গর্ভ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সম্পন্ন হইয়া পূর্ব্বতন বাসনা অবলম্বন- পূর্ব্বক মনুষ্যরূপে আবির্ভূত হয়। মনুষ্য জাতমাত্রে চৈতন্য লাভ করিয়া শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শব্দ, চক্ষু দ্বারা রূপ, ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা গন্ধ, জিহ্বা দ্বারা রস, ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা শীত উষ্ণ প্রভৃতি স্পর্শ অনুভব করিতে এবং মন দ্বারা সমুদায় ভাব অবগত হইতে পারে। অষ্টক কহিলেন, মহারাজ! মৃত ব্যক্তির কলেবর দগ্ধ, নিখাত বা নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, তবে মরণানন্তর অভাবভূত পুরুষ কিরূপে পুনর্ব্বার চৈতন্য লাভ করে। পুরুষ প্রাণত্যাগ করিয়া স্বকীয় পুণ্য পাপের অনুসারে অচিরাৎ অন্য যোনি আশ্রয় করে। পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা পুণ্যযোনি ও পাপকারী ব্যক্তিরা পাপযোনি প্রাপ্ত হয়। কীট ও পতঙ্গাদি পাপকারী জন্তু এই নিমিত্ত; উহারা পাপযোনির অন্তর্গত। চতুষ্পদ দ্বিপদ ষট্পদ ইহারাও পাপস্বভাব এই নিমিত্ত ইহারাও পাপযোনির অন্তর্গত। হে রাজসিংহ! যাহা বক্তব্য তাহা সবিস্তরে বলিলাম, এক্ষণে আর কি জিজ্ঞাস্য আছে, বল। অষ্টক কহিলেন, মহারাজ! মনুষ্য তপস্যা, বিদ্যা বা যেরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শ্রেষ্ঠ লোক প্রাপ্ত হয়, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তৎসমুদায় আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করুন। যযাতি কহিলেন, হে অষ্টক! তপস্যা, দান, শম, দম, লজ্জা, সরলতা এবং দয়া এই সাতটি স্বর্গের দ্বারস্বরূপ। সাধুলোকেরা কহিয়া থাকেন, মনুষ্যেরা অজ্ঞান কূপে মগ্ন হইয়া অহঙ্কারদোষে সর্ব্বদা বিনষ্ট হয়। অধ্যয়নশীল বা পণ্ডিতাভিমানী যে ব্যক্তি বিদ্যাবলে অন্যের যশোলোপ করে, সে পুণ্যলোক হইতে অচিরাৎ ভ্রষ্ট হয় এবং তাহার সেই অধ্যয়নাদি ব্রহ্মফলপ্রদ হয় না। মানাগ্নিহোত্র মানমৌন মানাধ্যয়ন ও মানযজ্ঞ এই চারিটি কর্ম্ম ভয়ঙ্কর নহে, কিন্তু অনুষ্ঠানের ত্রুটি হইলে ইহা নিতান্ত ভীষণ হইয়া উঠে। মানে হর্ষ প্রকাশ ও অপমানে সন্তাপ করিও না। সাধু ব্যক্তিরা সাধুদিগকে সর্ব্বদা সৎকার করিয়া থাকেন। অসাধুরা কদাচ সাধুবুদ্ধি লাভ করিতে পারে না। "এত দান করিলাম" "এত যজ্ঞ করিলাম" "এত অধ্যয়ন করিলাম" "এবং এত ব্রতানুষ্ঠান করিলাম" এইরূপ অহঙ্কার অতিভয়ঙ্কর, অতএব ইহা যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যে সকল মনীষী সকলের আশ্রয়ভূত তাঁহাদিগের সহিত সঙ্গত হইলে ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে সদ্গতি লাভ হয়।

একনবতিতম অধ্যায়।

অষ্টক কহিলেন, মহারাজ! ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু ইহাঁরা কিরূপ আচরণ করিলে সৎপথে থাকিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে পারেন, এই বিষয়ে নানা প্রকার প্রবাদ আছে, আপনকার মত কি? যযাতি কহিলেন, ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম এই যে, অধ্যাপনাদি গুরুকার্য্যের নিমিত্ত কদাচ গুরুকে

প্রেরণা করিবেন না ; গুরু যখন তাঁহাকে আহ্বান করিবেন, তখন অধ্যয়ন করিবেন ; গুরুর শয়নের পর শয়ন ও গাত্রোত্থানের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিবেন ; এবং মৃদু, দান্ত, সন্তুষ্ট স্বভাব, অপ্রমত্ত ও বেদাধ্যয়নে নিরত থাকিবেন। গৃহস্থের ধর্ম্ম এই যে, ধর্ম্মতঃ ধনোপার্জ্জন করিয়া তদ্দ্বারা যাগদানাদি ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিবেন, অতিথি ভোজন করাইবেন এবং অদত্ত বস্তু প্রতিগ্রহ করিবেন না। বানপ্রস্থের কর্ত্তব্য এই যে, স্বকীয় বীর্য্য উপজীব্য করিয়া জীবন ধারণ করিবেন ; কোন রূপ পাপ কর্ম্মে আসক্ত হইবেন না ; পরকে দান করিবেন ; কাহাকেও কষ্টদান করিবেন না। ভিক্ষুর কর্ত্তব্য এই যে, শিল্প কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন না ; গুণবান্, জিতেন্দ্রিয়, বিষয় বাসনা হইতে বিরক্ত ও বৃক্ষমূলশায়ী হইবেন এবং অধিকদেশ পর্য্যটন করিবেন না। লোকে নিদ্রায় অভিভূত ও কামপরতন্ত্র হইয়া যে রজনী সুখে অতিবাহিত করে, জ্ঞানী ব্যক্তি সংযতচিত্তে অরণ্যে বাস করিয়া সেই রজনী যাপন করিবেন। যিনি এইরূপে অরণ্য বাস আশ্রয় করিয়া তথায় কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি পূর্ব্ব দশ পুরুষ, পশ্চাৎ দশ পুরুষ এবং আপনাকে এই এক বিংশতি পুরুষকে পরিত্রাণ করেন। অষ্টক কহিলেন, মহারাজ ! মুনি ও মৌনব্রতী কয় প্রকার বলুন, শুনিতে আমাদিগের সাতিশয় বাসনা হইতেছে। রাজা কহিলেন, হে অষ্টক ! যিনি পৃষ্ঠভাগে গ্রাম রাখিয়া কিংবা পৃষ্ঠভাগে অরণ্য রাখিয়া গ্রামে বাস করেন, তাঁহাকেই মুনি বলাযায়। অষ্টক কহিলেন, মহারাজ ! যিনি অরণ্যে বাস করেন, তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে অরণ্য থাকে সে কি প্রকার ? রাজা কহিলেন, যিনি অরণ্যে বাস করিয়া গ্রাম্য ফলমূলাদি ভক্ষণ করেন না, তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে গ্রাম; আর যিনি গ্রামে বাস করিয়া অগ্নিহোত্রী নহেন, বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট নাই, অগোত্রচারী ও কৌপীনধারী এবং যতদিন প্রাণ সংযোগ, ততদিন অন্নপানেচ্ছা, তাঁহারই পশ্চাদ্ভাগে অরণ্য। আর যিনি সর্ব্ববাসনাপরিশূন্য হইয়া সর্ব্ব কর্ম্ম বিসর্জ্জন ও ইন্দ্রিয় দমনপূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহাকে মৌনব্রতী কহে ; মৌনব্রতী সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। ধৌতদন্ত, ছিন্ননখ, স্নাত, অলঙ্কৃত, অসিতকলেবর ও শুভকর্ম্মা মুনি সকলের অর্চ্চনীয়। যিনি তপস্যা দ্বারা কর্ষিত, ক্ষীণ, শীর্ণকলেবর, জীর্ণমাংস ও শুষ্কাস্থি হয়েন, সেই মুনি ইহ লোক জয় করিয়া পরলোকও জয় করেন। আর যিনি নির্দ্বন্দ্ব হইয়া মৌনব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক তপশ্চরণ করেন, তিনিও ইহ লোক জয় করিয়া পর লোক জয় করেন। যে মুনি মুখ দ্বারা গোবৎ আহার অন্বেষণ করেন, ইহ লোক ও পর লোক উভয়ই তাঁহার প্রীতিকর হইয়া উঠে।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

অষ্টক যযাতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উক্ত উভয় বিধ ভিক্ষুর মধ্যে অগ্রে কাহার মুক্তি লাভ হইয়া থাকে ? যযাতি কহিলেন, যিনি গৃহস্থাশ্রমে বাস করিয়াও আশ্রমবিবর্জ্জিত এবং কামাচার পরাঙ্মুখ, তিনিই অগ্রে মুক্তি লাভ করেন। যথার্থজ্ঞানী হইয়া পাপাচরণ করিলেও ধারাবাহিক সুখভোগ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি পণ্ডশ্রম মনে করিয়া ধর্ম্মোপাসনা করে তাহার সেই ধর্ম্মাচরণ বিফল, কেবল ক্রূরতা মাত্র।

মহারাজ ! রাজা যযাতির এবম্প্রকার ধর্ম্ম সংগীত শ্রবণ করিয়া, অষ্টক জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ ! আপনি যুবা, মাল্যধারী, তেজস্বী এবং দর্শনীয়, কোন্ ব্যক্তি আপনাকে দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছেন ? এবং আপনি কোথা হইতে আগমন করিলেন

ও কোন্‌দিকে গমন করিবেন? আপনার কি পার্থিব স্থানে গমন করিতে হইবে? যযাতি কহিলেন, আমার পুণ্য ক্ষয় হওয়াতে স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়া এই পৃথিবীরূপ ভৌম নরকে পতিত হইতেছি। আপনাদিগের সহিত কথোপকথন করিয়া অচিরে ভূতলে পতিত হইব, যেহেতু ব্রহ্মলোকরক্ষকেরা আমার ভূলোকপতনের নিমিত্ত ত্বরা করিতেছেন। আর পতনকালে ইন্দ্র আমাকে এইবর দিয়াছিলেন "হে নরেন্দ্র! তুমি সাধুসমাজে পতিত হইবে" তাহাও হইল। অষ্টক কহিলেন তুমি পতিত হইও না, হে রাজন্! যদি আমার অন্তরীক্ষ্য বা দিব্য কোন লোক থাকে, আমি তোমাকে তাহার অধিকারী করিলাম। যযাতি কহিলেন, মহারাজ! যতদিন পৃথিবীতে গবাশ্বপ্রভৃতি জীবজন্তু আছে, ততদিন আপনকার স্বর্লোকে অধিকার আছে। অষ্টক কহিলেন, আমার দিব্য বা অন্তরীক্ষ্য যে কোন লোক থাকে, তাহা তোমাকে প্রদান করিলাম, তুমি অচিরাৎ সেই স্থানে গমন কর। যযাতি প্রত্যুত্তর করিলেন হে রাজশ্রেষ্ঠ! বেদবিৎ ব্রাহ্মণেরাই প্রতিগ্রহ করিয়া থাকেন, মাদৃশ ক্ষত্রিয়েরা কদাচ যাচ্ঞাদৈন্য স্বীকার করেন না। বরং ব্রাহ্মণভিন্ন অন্যজাতির, অভাবে প্রাণত্যাগ করা কর্ত্তব্য, তথাপি যাচ্ঞা জনিত লঘুতা স্বীকার করা অনুচিত।

পরে অষ্টকের সমভিব্যাহারী প্রতর্দ্দন কহিলেন, হে দর্শনীয়! আমি প্রতর্দ্দন, তুমি তত্ত্বজ্ঞানী, অতএব যদি অন্তরীক্ষে বা স্বর্গে আমার কোন স্থান থাকে আমি তোমাকে তাহার অধিকারী করিলাম। যযাতি কহিলেন হে নরেন্দ্র! আপনার অতি উৎকৃষ্ট বহুসংখ্যক লোক আছে। সেই সকল লোক আপনাকে প্রতীক্ষা করিতেছে, উহা এত অধিকসংখ্যক, যে প্রতি সপ্তাহে এক এক লোক ভোগ করিলেও নিঃশেষিত হয় না। প্রতর্দ্দন কহিলেন আমি তোমাকে সেই সকল লোক প্রদান করিলাম। তুমি মোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শীঘ্র তথায় গমন কর। রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন সমতেজস্ক শ্রেষ্ঠ রাজারা অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন না। ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ধর্ম্ম্য, মান্য ও যশস্কর কর্ম্ম যত্নপূর্ব্বক সম্পাদন করিয়া থাকেন, কিন্তু আপনি যেরূপ বলিতেছেন, মাদৃশ লোক এরূপ কৃপণ কর্ম্ম করিতে সম্মত নহেন। মদ্বিধ লোকের কর্ত্তব্য যে, যাহা অন্যে না করিয়াছে তদ্রূপ অপূর্ব্ব কর্ম্ম সম্পাদন করে। রাজা যযাতি এইরূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে মহারাজ বসুমান্ তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

বসুমান্ কহিলেন, মহারাজ! আমি উষদশ্বের পুত্র, আমার নাম বসুমান্। যদি স্বর্গে বা অন্তরীক্ষে আমার ভোগ্য কোন স্থান থাকে তাহা আমি তোমাকে প্রদান করিলাম। রাজা কহিলেন, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, দিক্ এবং যে সকল লোক সূর্য্যদেবের তাপে উত্তপ্ত হয়, তাদৃশ বহু সংখ্যক লোক আপনকার গমন প্রতীক্ষা করিতেছে। বসুমান্ প্রত্যুত্তর করিলেন, মহারাজ! আর ভূমণ্ডলে নিপতিত হইতে হইবে না, আমি সেই লোক আপনাকে প্রদান করিতেছি, উহা আপনারই ভোগ্য হউক; যদি প্রতিগ্রহ করা আপনারপক্ষে নিতান্ত দূষণীয় হয় তবে তৃণ দ্বারা উহা ক্রয় করুন। রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, হে নরেন্দ্র! তুমি সাধু ব্যক্তিদিগকে কদাচ অবমাননা কর নাই অতএব তোমার বিদ্যুৎ প্রায় অনন্ত লোক বিদ্যমান আছে। শিবি কহিলেন, মহারাজ! যদি এই সকল লোক ক্রয় করা আপনকার অনভিমত হয় তবে তাহা আপনাকে সমর্পণ করিতেছি, আপনি তাহা গ্রহণ

করুন। আমি দান করিয়া পুনরায় তাহা গ্রহণ করিব না, যে হেতু বিদ্বান্ ব্যক্তিরা দান করিয়া কদাচ অনুতাপ করেন না। যযাতি কহিলেন, হে নরদেব! আপনি দেবরাজ তুল্য প্রভাব সম্পন্ন এবং আপনার ভোগ্য লোকও অনন্ত বটে, কিন্তু আমার অদ্যাপি অন্যদত্ত লোকে স্পৃহা হয় নাই অতএব আপনার দান আমার অভিমত নহে। তখন অষ্টক কহিলেন, মহারাজ! যদি অস্মদ্দত্ত এক একটি লোক স্বীকার না করেন, তবে আমরা আপনাকে সমুদায় প্রদান করিয়া বরং নরকে গমন করিব। রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, আমার পক্ষে যাহা উপযুক্ত বোধ হয় তাহা সম্পাদন করিতে যত্নবান্ হউন; কারণ সাধু ব্যক্তিরা স্বভাবতঃ সত্যপরায়ণ হইয়া থাকেন, কিন্তু যাহা আমার অদৃষ্টলভ্য নহে তদ্বিষয় ভোগ করিতে আমি কখনই সম্মত হইতে পারি না। অষ্টক কহিলেন, মহারাজ! যে সকল সুবর্ণময় রথ আরোহণ করিয়া লোকে শাশ্বত লোকে গমন করিতে অভিলাষ করে, তদ্রূপ পাঁচখানি রথ দেখা যাইতেছে, উহা কাহার? রাজা কহিলেন ঐ সকল সুবর্ণময় রথ তোমাদিগকে বহন করিবে। উহা জ্বলন্ত অগ্নিশিখারন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতেছে। অষ্টক কহিলেন মহারাজ! তুমি ঐ রথে আরোহণ করিয়া অন্তরীক্ষে গমন কর এবং নির্দ্দিষ্ট কাল উপস্থিত হইলে আমরাও তোমার অনুসরণ করিব। রাজা কহিলেন আমরা কর্ম্মফলে সকলেই স্বর্গলোক জয় করিয়াছি অতএব চল, সকলে সমবেত হইয়া তথায় গমন করিব। এই আমাদিগের দেবলোকে প্রস্থান করিবার নিষ্কণ্টক পথ দেখাইতেছে।

অনন্তর ধর্ম্মশীল ভূপালগণ রথারোহণপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় প্রভাপুঞ্জ দ্বারা নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। এই অবসরে অষ্টক কহিলেন আমি মনে করিয়াছিলাম মহাত্মা ইন্দ্র আমার সখা, আমিই অগ্রে তাঁহার নিকট গমন করিব, কিন্তু উশীনরতনয় শিবি মহাবেগে অশ্বগণকে অতিক্রম করিয়া গমন করিতেছেন ইহার অভিপ্রায় কি? যযাতি প্রত্যুত্তর করিলেন উশীনরপুত্র যত ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। সমুদায়ই দেবলোকে সমর্পণ করিয়াছেন, অতএব শিবিরাজ আমাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অসামান্য বুদ্ধিসম্পন্ন শিবিরাজ দান, তপস্যা, সত্য, ধর্ম্ম, লজ্জা, ক্ষমা ও বিধিৎসা প্রভৃতি প্রভূতগুণে অলঙ্কৃত; বিশেষতঃ শিবিরাজ অতিশয় সুশীল ও সৌম্য, এই কারণে শিবি সর্ব্বাগ্রে গমন করিতেছেন। অনন্তর অষ্টক সকৌতুকচিত্তে পুনর্ব্বার মাতামহকে জিজ্ঞাসিলেন মহারাজ! জিজ্ঞাসা করি, আপনি কোথা হইতে আগমন করিতেছেন এবং কাহার পুত্র? আর আপনি যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন তাদৃশ অন্য কোন ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ তদ্রূপ কর্ম্ম করিতে পারেন না কেন? এই সমুদায় যথার্থরূপে বর্ণন করুন। রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন আমি নহুষতনয়, আমার নাম যযাতি। আমি পৃথিবীরাজ্যের সম্রাট্ ছিলাম, আমি তোমাদিগের সমক্ষে সমুদায় রহস্য প্রকাশ করিতেছি। আমি তোমাদিগের মাতামহ। আমি সমস্ত অবনীমণ্ডল জয় করিয়াছি, ব্রাহ্মণদিগকে একশত সুরূপ পবিত্র অশ্ব ও বস্ত্র দান করিয়াছি এবং শত অর্ব্বুদ গো বাহন সুবর্ণ ও ধনের সহিত এই সসাগরা ধরিত্রী বিপ্রসাৎ করিয়াছি। পৃথিবী ও স্বর্গে আমার সত্যের প্রভাব দেদীপ্যমান আছে। সত্য প্রভাবেই মনুষ্যলোকে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে। আমি যাহা কহিয়া থাকি সকলই সত্য। আমার বাক্য কদাচ বিফল হয় না যেহেতু সাধুলোকেরা সত্যের

সম্মান করিয়া থাকেন। হে অষ্টক! আমি সত্যই কহিতেছি উষদশ্বের পুত্র প্রতর্দ্দন, এই সমস্ত নরলোক মুনি ও দেবগণ ইহাঁরা সত্য প্রভাবেই সকলের পূজনীয় ও মান্য হইয়াছেন। আমরা স্বীয় পুণ্যবলে সুরলোক জয় করিয়াছি অতএব যেব্যক্তি আমাদিগের নিকট অকপটে স্বকীয় রহস্য ভেদ করিবেন এবং বিপ্রগণের প্রতি অসূয়াশূন্য হইবেন, তিনি উত্তরকালে আমাদিগের সালোক্য লাভ করিতে পারিবেন। এইরূপে রাজা যযাতি স্বীয় দৌহিত্রগণ দ্বারা তারিত হইয়া মহীয়সী কীর্ত্তি সংস্থাপন পূর্ব্বক পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া ত্রিদশালয়ে গমন করিলেন।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! পুরুবংশাবতংস ভূপতিগণ কিরূপ শৌর্য্য, বীর্য্য, পরাক্রম, সদাচার ও সদ্ব্যবহারাদিসম্পন্ন ছিলেন, তৎসমুদায় সবিস্তর বর্ণন করুন। সেই সুশীল সুবিখ্যাত মহাবল পরাক্রান্ত বিজ্ঞানশালী মহীপালগণের জীবনচরিত সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইতে আমার সাতিশয় অভিলাষ হইতেছে। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পুরুবংশ সমুদ্ভূত মহাবল, মহাতেজাঃ, সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত ভূপালগণের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পৌষ্টীর গর্ভে পুরুরাজের তিন পুত্র জন্মে। প্রবীর, ঈশ্বর এবং রৌদ্রাশ্ব। রাজকুমারেরা সকলেই মহারথ ছিলেন। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ প্রবীরের ভার্য্যা শূরসেনী; তাঁহার গর্ভে মনস্যু নামে এক পুত্র জন্মে। মহাবল মনস্যু স্বীয় বাহুবলে অরাতিকুল নির্ম্মূল করিয়া অতিবিস্তীর্ণসাগরাম্বরা ধরিত্রীর একাধিপতি হইয়াছিলেন। সৌবীরীর গর্ভে মনস্যুর অভয়গ ভানুপ্রভৃতি তিন পুত্র জন্মে। অপ্সরা মিশ্রকেশীর গর্ভে রৌদ্রাশ্বের দশ পুত্র জন্মে। ঋচেয়ু, ঋক্ষেয়ু, কৃকণেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, বনেয়ু, জলেয়ু, তেজেয়ু, সত্যেয়ু, ধর্ম্মেয়ু ও সন্নতেয়ু। তাঁহারা সকলেই সুপণ্ডিত, ধর্ম্মপরায়ণ, যাগশীল ও অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ ছিলেন। তন্মধ্যে অনাধৃষ্টি অসাধারণ বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া পৈতৃক সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। মহীপাল অনাধৃষ্টির মতিনার নামে এক পুত্র জন্মে। পরম ধার্ম্মিক মতিনার রাজসূয় ও অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কালক্রমে তাঁহার চারিপুত্র হইল। তংসু, মহান, অতিরথ এবং দ্রুহ্যু। মহাবলপরাক্রান্ত তংসু সমস্ত বসুন্ধরা জয় করিয়া ভূমণ্ডলে নির্ম্মল যশোরাশি বিস্তার করিয়াছিলেন। তংসুর ঈলিন নামে এক মহাবল পুত্র জন্মে। তিনিও সমুদায় পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। মহারাজ ঈলিন স্বীয় পত্নী রথন্তরীর গর্ভে দুষ্মন্ত, শূর, ভীম, প্রবসু এবং বসু এই পাঁচপুত্র উৎপাদন করেন। তন্মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ দুষ্মন্ত সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। তিনি শকুন্তলার গর্ভে ভরত নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। সেই শকুন্তলাতনয়ভরতদ্বারাই ভরতবংশের এত দুর গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। মহারাজ ভরতের তিন মহিষী। তাঁহাদিগের গর্ভে রাজার নয় পুত্র জন্মে। কিন্তু পুত্রেরা কেহই তাঁহার অনুরূপ হন নাই, এই নিমিত্ত তিনি স্বীয় সন্তানগণকে যথাযোগ্য সমাদর করিতেন না। মহিষীগণ রাজার অসন্তোষের কারণ জানিতে পারিয়া ক্রোধপরবশ হইয়া তৎক্ষণাৎ পুত্রদিগকে বিনষ্ট করিলেন। এইরূপে ভরতের অপত্যোৎপাদন বৃথা হইয়াগেল। অনন্তর তিনি পুত্রার্থী হইয়া বহুবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করাতে মহর্ষি ভরদ্বাজের অনুগ্রহে ভুমন্যু নামে এক পুত্র লাভ করিলেন। ভুমন্যু প্রাপ্তবয়স্ক হইলে রাজা তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। মহিষী পুষ্করিণীর গর্ভে ভুমন্যুর ছয় পুত্র জন্মে। সুহোত্র, দি-

বিরথ, সুহোতা, সুহবিঃ, সুজয়ু এবং ঋচীক। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সুহোত্র গজবাজিসমাকীর্ণ ও বহুরত্নসমাকুল রাজ্য লাভ করিলেন এবং রাজসূয় অশ্বমেধ প্রভৃতি বহুবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ন্যায়পরায়ণ সুহোত্র ধর্ম্মতঃ প্রজাপালন করিতে আরম্ভ করিলে, হস্ত্যশ্বরথসম্পূর্ণা ও জনতাসমাকুলা বসুন্ধরা ভারাক্রান্তা হইয়া যেন রসাতলে নিমগ্না হইতে লাগিলেন। তিনি রাজা হইলে শস্যবৃদ্ধি, প্রজাবৃদ্ধি ও পৃথিবী স্থানে স্থানে চৈত্য ও যূপস্তম্ভে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। ঐক্ষাকীর গর্ভে সুহোত্রের তিন পুত্র জন্মে। অজমীঢ়, সুমীঢ় এবং পুরুমীঢ়। তন্মধ্যে অজমীঢ় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার তিন পত্নী; ধূমিনী, নীলী এবং কেশিনী। ইহাঁদিগের গর্ভে অজমীঢ়ের ছয় পুত্র হয়; ঋক্ষ, দুষ্মন্ত, পরমেষ্ঠী জহ্নু, ব্রজন এবং ঋপিণ। ধূমিনীর গর্ভে ঋক্ষ, নীলীর গর্ভে দুষ্মন্ত ও পরমেষ্ঠী, কেশিনীর গর্ভে জহ্নু, ব্রজন ও ঋপিণ জন্ম গ্রহণ করেন। দুষ্মন্ত ও পরমেষ্ঠী হইতে পাঞ্চালবংশ সমুদ্ভূত হইয়াছে এবং অমিততেজাঃ জহ্নু হইতে কুশিকান্বয় বিস্তৃত হইয়াছে। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ঋক্ষ, রাজা ছিলেন। ঋক্ষের পুত্র সম্বরণ। তিনি রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করিলে প্রজামণ্ডলীর ক্ষয় হইতে লাগিল এবং অন্যান্য বিষয়েরও বিনাশ হওয়াতে ক্রমশঃ জনপদ উৎসন্নপ্রায় হইয়া উঠিল। শত শত লোক ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া অকালে কালকবলে পতিত হইতে লাগিল এবং অনাবৃষ্টি ও ব্যাধিতে লোক সকল পঞ্চত্ব পাইতে লাগিল। এই সময়ে পঞ্চালরাজ চতুরঙ্গিনী সেনা সমভিব্যাহারে রাজা সম্বরণকে আক্রমণ করিয়া পরাজয় করিলেন। অনন্তর রাজা সম্বরণ ভীত হইয়া পুত্র, কলত্র, অমাত্য ও বন্ধুবর্গের সহিত পলায়ন করিয়া সিন্ধুনদীর তীরবর্ত্তী এক নিবিড় নিকুঞ্জমধ্যে বাস করিলেন। সেই নিকুঞ্জ নদীতট অবধি পর্ব্বতসমীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই দুর্গমধ্যে তাঁহারা বহু কাল অতিবাহিত করিলেন। প্রায় সহস্র বৎসর অতীত হইলে, একদিবস, ভগবান্ বশিষ্ঠ তথায় আগমন করিলেন। ভারতেরা মহর্ষিকে সমাগত দেখিয়া, পরমযত্নে প্রত্যুদ্গমন ও অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহাকে অর্ঘ দান করিলেন এবং অনাময়প্রশ্নপূর্ব্বক তাঁহার যথাবিধি সৎকার করিলেন। মুনিবর আসনে উপবিষ্ট হইলে, রাজা প্রার্থনা করিলেন ভগবন্! আপনাকে আমাদিগের পৌরোহিত্য গ্রহণ করিতে হইবে। আপনি পুরোহিত হইলে আমরা রাজ্যের নিমিত্ত যত্ন করিতে পারি। মহর্ষি বশিষ্ঠ তথাস্তু বলিয়া রাজার প্রার্থনায় সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অনন্তর অচিরকালমধ্যে তাঁহাকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। মহারাজ সম্বরণ রাজ্যলাভানন্তর যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে তৎপর হইলেন। অনন্তর সম্বরণের মহিষী তপতী এক পুত্র প্রসব করিলেন। ঐ পুত্রের নাম কুরু। তিনি অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ হওয়াতে প্রজাদিগের সাতিশয় প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। মহাতপাঃ কুরু কুরুজাঙ্গলে তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া, ঐ প্রদেশ পবিত্র ও কুরুক্ষেত্র নামে বিখ্যাত হইল। কুরুর পাঁচ পুত্র অবিক্ষিত, অভিষ্যন্ত, চৈত্ররথ, মুনি এবং জনমেজয়। অবিক্ষিতের আট সন্তান; পরীক্ষিৎ, শবলাশ্ব, আদিরাজ, বিরাজ, শাল্মলি, উচ্চৈঃশ্রবা, ভঙ্গকার ও জিতারি। পরীক্ষিতের সাত পুত্র; জনমেজয়, কক্ষসেন, উগ্রসেন, চিত্রসেন, ইন্দ্রসেন সুষেণ ও ভীমসেন। জনমেজয়ের আট পুত্র; ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বাহ্লীক, নিষধ, জাম্বূনদ, কুণ্ডোদর, পদাতি ও বসতি। রাজকুমারেরা সকলেই বুদ্ধিমান্, সুশীল,

ধর্ম্মপরায়ণ ও দয়ালু ছিলেন। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। তাঁহার দশ পুত্র; কুন্তিক, হস্তী, বিতর্ক, ক্রাথ, কুণ্ডিল, হবিশ্রবা, ইন্দ্রাভ, ভুমন্যু, অপরাজিত, প্রতীপ, ধর্ম্মনেত্র এবং সুনেত্র। তন্মধ্যে প্রতীপ ভূয়সী প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁহার তিন পুত্র; দেবাপি, শান্তনু এবং বাহ্লীক। তন্মধ্যে দেবাপী ধর্ম্মোপার্জ্জন বাসনায় প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিলেন। শান্তনু ও বাহ্লীক রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। হে নরেন্দ্র! এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বহুসংখ্যক রাজা পবিত্র মনুবংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! উদারচরিত পূর্ব্ব পুরুষদিগের সংক্ষেপ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শ্রবণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হইল না, অতএব অনুগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার মনু অবধি রাজর্ষিগণের বিশুদ্ধ বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সবিস্তার বর্ণন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে দ্বৈপায়নের নিকট যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম, অবিকল বর্ণন করিতেছি, মনোনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ করুন। দক্ষের পুত্র অদিতি, অদিতির পুত্র বিবস্বান্, বিবস্বানের পুত্র মনু, মনুর পুত্র ইলা, ইলার পুত্র পুরূরবাঃ, পুরূরবার পুত্র আয়ুঃ, আয়ুর পুত্র নহুষ, নহুষের পুত্র যযাতি। যযাতির দুই ভার্য্যা, শুক্রের কন্যা দেবযানী ও বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা। দেবযানীর গর্ভে দুই পুত্র হয়, যদু এবং তুর্ব্বসু। শর্ম্মিষ্ঠার তিন সন্তান, দ্রুহ্য, অনু এবং পুরু। যদু হইতে যদুবংশ এবং পুরু হইতে পুরুবংশ বিস্তৃত হইয়াছে। যে পুরু তিনবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এবং পরিশেষে বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পুরুর মহিষী কৌশল্যা। তাঁহার গর্ভে জনমেজয়ের জন্ম হয়। জনমেজয় মাধবী নামে এক কামিনীর পাণিগ্রহণ করেন। মাধবীর গর্ভে জনমেজয়ের প্রাচিন্বান্ নামে এক পুত্র জন্মে। তিনি সূর্য্যোদয়ের মধ্যে পূর্ব্ব দিক্ জয় করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার নাম প্রাচিন্বান্ হইল। তিনি যদুকুলসম্ভূতা অশ্মকীর পাণিগ্রহণ করেন। অশ্মকীর গর্ভে প্রাচিন্বানের সংযাতি নামে এক পুত্র হয়। দৃষদ্বতের দুহিতা বরাঙ্গী সংযাতির সহধর্ম্মিণী। তিনি এক সন্তান প্রসব করেন, তাঁহার নাম অহংযাতি। তিনি কৃতবীর্য্যনন্দিনী ভানুমতীকে বিবাহ করেন। ভানুমতীর গর্ভে তাঁহার এক পুত্র হয়, তাঁহার নাম সার্ব্বভৌম। সার্ব্বভৌম জয়লব্ধা কেকয়রাজদুহিতা সুনন্দাকে বিবাহ করিয়া এক পুত্র উৎপাদন করেন, তাঁহার নাম জয়ৎসেন। জয়ৎসেন বিদর্ভরাজদুহিতা সুশ্রবার পাণিপীড়ন করেন। সুশ্রবার গর্ভে অবাচীনের জন্ম হয়। তিনিও বিদর্ভদেশীয় মর্য্যাদা নাম্নী এক কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া অরিহ নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। অরিহ অঙ্গরাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ভে মহাভৌম নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। মহাভৌমের ধর্ম্মপত্নী সুযজ্ঞা। তিনি অযুতনায়ী নামে এক পুত্র প্রসব করেন। যিনি অযুতসংখ্যক পুরুমেধ যজ্ঞ করিয়া অযুতনায়ী এই নাম লাভ করিয়াছিলেন। অযুতনায়ী পৃথুশ্রবার দুহিতা কামার পাণিগ্রহণ করিয়া অক্রোধন নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। অক্রোধন, কলিঙ্গদেশসম্ভূতা করম্ভাকে বিবাহ করেন। করম্ভার গর্ভে দেবাতিথির জন্ম হয়। দেবাতিথি বিদেহদেশোদ্ভবা মর্য্যাদা নাম্নী কন্যার পাণিপীড়ন করিয়া অরিহনামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। অরিহ সুদেবাকে বিবাহ করেন। ঋক্ষ নামে তাঁহার এক পুত্র হয়। ঋক্ষ তক্ষকদুহিতা জ্বালার পাণিগ্রহণ করিয়া ম-

তিনার নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। মতিনার সরস্বতীকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত দ্বাদশবার্ষিক এক যজ্ঞ আরম্ভ করেন. সেই যজ্ঞ সমাপন হইলে সরস্বতী অভিগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন। অনন্তর সরস্বতীর গর্ব্ভে মতিনারের এক পুত্র হইল তাঁহার নাম তংসু। তংসু কালীর গর্ভে ঈলিন নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। ঈলিনের দুষ্মন্ত প্রভৃতি পাচ পুত্র হয়। দুষ্মন্ত বিশ্বামিত্রদুহিতা শকুন্তলাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে সুবিখ্যাত ভরতের জন্ম হয়।

শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান কালে রাজা দুষ্মন্তের প্রতি এই দৈববাণী হইয়াছিল "মহারাজ! শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না. ইনি যাহা কহিতেছেন, সমুদায়ই সত্য, বালকটি আপনার ঔরস, ইহা দ্বারা আপনার চরমে পরম ফল স্বর্গফল লাভ হইবে, অতএব যত্নপূর্ব্বক আত্মজের ভরণ পোষণ করুন'। ভরণ করুন এই দৈববাণী হইয়াছিল বলিয়া কুমারের নাম ভরত রহিল। ভরতভার্য্যা সুনন্দা ভুমন্যু নামে এক পুত্র প্রসব করেন। ভুমন্যুর জায়া বিজয়া সুহোত্রের প্রসূতি। সুহোত্র ইক্ষাকুবংশীয়া সুবর্ণার পাণিগ্রহণ করেন। সুবর্ণার গর্ভে সুহোত্রের এক পুত্র হয়। তাঁহার নাম হস্তী। তিনি এক নগর স্থাপন করেন। সেই নগর প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে হস্তীনাপুর নামে বিখ্যাত হইল। হস্তী যশোধরার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ভে বিকুণ্ঠন নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। বিকুণ্ঠনের পত্নীর নাম সুদেবা এবং পুত্রের নাম অজমীঢ়। অজমীঢ়ের চারি মহিষী; কৈকেয়ী, গান্ধারী, বিশালা ও ঋক্ষা। তাঁহাদিগের গর্ভে রাজার চতুর্ব্বিংশতিশত পুত্র হয়। তাঁহাদিগের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বংশের উৎপত্তি হইল। কেবল সম্বরণ হইতে পিতৃকুলের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি তপতীর পাণিগ্রহণ করিয়া কুরুনামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। যদুবংশোদ্ভবা শুভাঙ্গী কুরুর মহিষী। তিনি বিদুরথ নামে পুত্র প্রসব করেন। বিদুরথের পত্নী সুপ্রিয়ার গর্ভে অনশ্বার জন্ম হয়। অনশ্বা অমৃতার গর্ভে পরীক্ষিৎকে উৎপাদন করেন। পরীক্ষিতের পত্নী সুযশা। তাঁহার গর্ভে ভীমসেনের জন্ম হয়। ভীমসেনের পত্নী কুমারী। তৎপুত্র প্রতিশ্রবা। প্রতিশ্রবার পুত্র প্রতীপ। প্রতীপের তিন পুত্র; দেবাপি, শান্তনু এবং বাহ্লীক। তন্মধ্যে দেবাপি শৈশবাবস্থাতেই বনপ্রযান করেন। শান্তনু প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তিনি জরাজীর্ণ ব্যক্তিকে স্পর্শ করিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ যুবার ন্যায় সবল হইয়া উঠিত, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম শান্তনু হইল। শান্তনু গঙ্গাকে বিবাহ করেন। জাহ্নবীর গর্ভে দেবব্রত নামে তাঁহার এক পুত্র হয়। যাঁহাকে লোকে ভীষ্ম বলিয়া সম্বোধন করিত। ভীষ্ম পিতার প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া সত্যবতীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। পূর্ব্বে অনূঢ়াবস্থায়-পরাশর সহযোগে সত্যবতী গর্ভবতী হয়েন। তাহাতেই দ্বৈপায়নের জন্ম হয়। অধুনা সেই সত্যবতীর গর্ভে রাজা শান্তনুর দুই পুত্র হইল, একের নাম বিচিত্রবীর্য্য, অপরের নাম চিত্রাঙ্গদ। তন্মধ্যে চিত্রাঙ্গদ যৌবনসীমায় উত্তীর্ণ না হইতেই গন্ধর্ব্বহস্তে নিহত হইলেন। বিচিত্রবীর্য্য রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অম্বিকা ও অম্বালিকা নাম্নী দুই মহিষী ছিলেন, কিয়ৎকালপরে রাজা আত্মজের বদননিরীক্ষণসুখে বঞ্চিত হইয়া লোকান্তর গমন করিলেন। অনন্তর, সত্যবতী বংশরক্ষার নিমিত্ত চিন্তাকুল হইয়া ব্যাসদেবকে স্মরণ করিবা মাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ জননীর সম্মুখীন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, মাতঃ! কি নিমিত্ত স্ম-

রণ করিয়াছেন, আজ্ঞা করুন। সত্যবতী কহিলেন, বৎস! তোমার ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্য পুত্রবিহীন হইয়া সুরলোকে গমন করিয়াছেন, এক্ষণে তুমি তাঁহার সাত পুত্র উৎপাদন করিয়া বংশ রক্ষা কর। দ্বৈপায়ন মাতার আজ্ঞায় বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর এই তিন পুত্র উৎপাদন করিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র হইবে বলিয়া বরদান করিলেন।

অনন্তর দ্বৈপায়নের বরপ্রভাবে গান্ধারীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র হইল। তন্মধ্যে দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ এবং চিত্রসেন এই চারিজন সর্ব্বপ্রধান। পাণ্ডুর দুই ভার্য্যা, কুন্তী ও মাদ্রী। কুন্তীর আর একটি নাম পৃথা। এক দিবস, পাণ্ডুরাজ মৃগয়ার্থ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, এক মহর্ষি কন্দর্পশরে বিদ্ধ হইয়া এক মৃগীতে আসক্ত হইয়াছেন। রাজা সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব অদ্ভুত ব্যাপার নয়ন গোচর করিয়া বিস্মৃত ও চমৎকৃত হইলেন এবং ঋষির কামক্রীড়ার সমাপ্তি ও পরিতৃপ্তি না হইতেই তাঁহাকে শরাঘাত করিলেন। ঋষি বাণাহত হইয়া পাণ্ডুকে অভিসম্পাত করিলেন "তুমি অভিজ্ঞ হইয়াও আমাকে কামরসাস্বাদে বঞ্চিত ও বিনষ্ট করিলে, এই অপরাধে অচিরকাল মধ্যে তোমাকেও এই অবস্থায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে হইবে"। রাজা শাপভয়ে ভীত ও বিবর্ণ হইয়া ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন এবং তদবধি মহিষীদিগের সহবাস পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর এক দিবস কুন্তীর নিকট সমস্ত মৃগয়াবৃত্তান্ত ও আপনার অবিমৃষ্যকারিত্ব সবিস্তর বর্ণন করিয়া কহিলেন, রাজ্ঞি! আমি শুনিয়াছি অপুত্র ব্যক্তি নিরয়গামী হয়, অতএব তুমি অপত্যোৎপাদন করিয়া আমার আরতির শুভবিধান কর।

কুন্তী স্বামীর আজ্ঞা পাইয়া ধর্ম্ম, মারুত এবং ইন্দ্র এই তিন জন দ্বারা যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীমসেন এবং অর্জ্জুন এই তিন পুত্র উৎপাদন করিলেন। রাজা পুত্রদর্শনে পরমপ্রীত হইয়া কুন্তীকে কহিলেন, তোমার সপত্নীও অপত্যবিহীনা অতএব যাহাতে তাঁহার সন্তান হয় তদ্বিষয়েও যত্ন করা কর্ত্তব্য। কুন্তী যে আজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ মাদ্রীকে আকর্ষণী বিদ্যা প্রদান করিলেন। মাদ্রী সপত্নীদত্তবিদ্যাবলে অশ্বিনীকুমারনামক দুই দেবতাকে স্মরণ করিবা মাত্র তাঁহারা উপনীত হইয়া তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর মাদ্রী নকুল ও সহদেব এই দুই পুত্র লাভ করিলেন। একদা পাণ্ডু স্বীয় মহিষী মাদ্রীর রূপলাবণ্যে মোহিত এবং শাপবাক্য বিস্মৃত হইয়া মদনানল নির্ব্বাণ করিবার নিমিত্ত যেমন তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন অমনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তদ্দর্শনে মাদ্রী অত্যন্ত শোকার্ত্তা ও দুঃখিতা হইয়া স্বামীর সহগমনে সংকল্প করিলেন। তিনি চিতাগ্নিতে আরোহণ করিবার সময় নকুল ও সহদেবকে কুন্তীর হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিলেন, ইহাদিগের প্রতি অযত্ন না করিয়া যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন করিবেন, আমি এজন্মের মত বিদায় হইলাম। তদনন্তর কতিপয় তাপস পাণ্ডবদিগকে কুন্তীসমভিব্যাহারে হস্তিনাপুরে লইয়া গিয়া ভীষ্ম ও বিদুরের সমীপে তাঁহাদিগের পরিচয় প্রদান-পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দেবতারা দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবেরা সাদরে পরিগৃহীত হইয়া ভীষ্মাদির নিকট পিতার নিধনবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন এবং তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া যথাবিধি সমাপন করিয়া তথায় স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। তৎকালে দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের কোন প্রকার অনিষ্ট চেষ্টা করিত না। এইরূপে পাণ্ডবগণের

শৈশবাবস্থা অতীত হইল। পরে দুরাত্মা দুর্য্যোধন দুর্ব্বুদ্ধিপরতন্ত্র হইয়া তাঁহাদিগের অনিষ্ট করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার কৌশল করিতে লাগিল; কিন্তু, নিরপরাধী পাণ্ডবদিগের সৌভাগ্যক্রমে সেই দুর্ব্বৃত্তের সমুদায় আয়াস নিষ্ফল হইল। অনন্তর, ধৃতরাষ্ট্র ছলনা করিয়া তাঁহাদিগকে বারণাবত নগরে প্রেরণ করিলেন। পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন তত্রাপি ক্ষান্ত হইল না। সে পাণ্ডবগণকে জতুগৃহে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত অশেষবিধ চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু, বিদুরের মন্ত্রণাবলে নৃসংশের অসদভিসন্ধিসমুদায় বিফল হইল। পাণ্ডবগণ নিরন্তর অনিষ্টাশঙ্কায় ভীত হইয়া বারণাবত নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক একচক্রাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে হিড়িম্বের প্রাণ সংহার করিয়া একচক্রায় উত্তীর্ণ হইলেন। তথায় বকনামক এক দুর্দান্ত নিশাচরের প্রাণ সংহার করিয়া পঞ্চালনগরে গমন করিলেন এবং দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক প্রত্যেকে এক একটি সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত পুত্র উৎপাদন করিলেন। যুধিষ্ঠিরের পুত্র প্রতিবিন্ধ্য, বৃকোদরের পুত্র সুতসোম, অর্জ্জুনের পুত্র শ্রুতকীর্ত্তি, নকুলের পুত্র শতানীক, সহদেবের পুত্র শ্রুতকর্ম্মা। পরে যুধিষ্ঠির গোবাসনের দুহিতা দেবিকাকে স্বয়ম্বরে লাভ করিয়া তাঁহার গর্ভে যৌধেয়নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। ভীমসেন কাশীশ্বরকুমারী বলন্ধরার পাণিপীড়ন করিয়া তদ্গর্ভে সর্ব্বগ নামে পুত্র উৎপাদন করেন। অর্জ্জুন, দ্বারবতীতে গমন করিয়া প্রিয়বাদিনী বাসুদেবভগিনী সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক অভিমন্যু নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। অভিমন্যু কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। নকুল, করেণুমতীর পাণিগ্রহণ করিয়া নিরমিত্রনামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। সহদেব মদ্রাধিপতির কন্যা বিজয়াকে স্বয়ম্বরে লাভ করিয়া তাঁহার গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করেন, তাহার নাম সুহোত্র। ভীমসেন পূর্ব্বে হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচ নামে অপর এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। এইরূপে পাণ্ডবগণের একাদশ পুত্র হইল। তন্মধ্যে অভিমন্যু বংশকর হইয়াছিলেন। তিনি বিরাটের দুহিতা উত্তরার পাণিগ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে অভিমন্যুর সহযোগে উত্তরার গর্ভসঞ্চার হইল, কিন্তু, তিনি দুর্ভাগ্যক্রমে যন্মা সেই এক মৃত সন্তান প্রসব করিলেন। ভগবান বাসুদেব পৃথাকে আদেশ করিলেন, তুমি এই পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ কর, আমি উহাকে জীবিত করিতেছি। বাসুদেবের তেজঃপ্রভাবে সেই মৃত পুত্র পুনর্জীবিত ও তৎপ্রদত্ত বল, বীর্য্য ও পরাক্রমে প্রবলপরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন। ফলতঃ, বাসুদেবের অনুগ্রহে তাঁহার অকালজন্মনিবন্ধন বলবীর্য্যপ্রভৃতি কোন বিষয়েরই ন্যূনতা রহিল না। সেই পুত্র কুলের ক্ষীণাবস্থায় জন্মিয়াছিলেন বলিয়া, বাসুদেব তাঁহার নাম পরীক্ষিৎ রাখিলেন। পরীক্ষিৎ মাদ্রীকে বিবাহ করেন। মহারাজ! আপনি সেই পরীক্ষিতের ঔরসে মাদ্রীগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আপনার ভার্য্যা বসুষ্টমা শতানীক ও শঙ্খকর্ণ নামে দুইটি পুত্র প্রসব করিয়াছেন। বৈদেহীর গর্ভে শতানীকের এক পুত্র জন্মে, তাঁহার নাম অশ্বমেধদত্ত। মহারাজ! পরমধর্ম্মা ও পরমপবিত্র পুরু ও পাণ্ডবদিগের বংশের ইতিবৃত্ত আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ব্রাহ্মণদিগের, নিয়মবিশিষ্ট হইয়া, ইহা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য, স্বধর্ম্মনিরত প্রজাপালনতৎপর রাজাদিগের শ্রোতব্য, বৈশ্যদিগের শ্রোতব্য ও বোদ্ধব্য এবং ত্রিবর্গশুশ্রূষু শূদ্রদিগেরও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা পরস্পর নির্ম্মৎসর ও মিত্রভাবাপন্ন হইয়া এই পরম পবিত্র ইতিহাস সমস্ত শ্রবণ করান

কিংবা করেন, তাঁহারা স্বর্গধামে গমন করেন এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ ও মনুষ্যগণের পরমপূজনীয় ও মাননীয় হন সন্দেহ নাই। ভগবান্ ব্যাসদেব কহিয়াছেন, ব্রাহ্মণাদি বর্ণসকল পরস্পর নির্মৎসর ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই পরম পবিত্র ভারত শ্রবণ করিলে সুকৃতিলাভপূর্ব্বক সুরলোকে গমন করিতে পারিবেন। এই মহাভারত পরমপবিত্র, পরমোৎকৃষ্ট, পরমরমণীয় ও বেদস্বরূপ; ইহা আয়ুস্কর ও যশস্কর। অতএব ইহা অবশ্যই শ্রোতব্য।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ইক্ষ্বাকুবংশজাত রাজা মহাভিষ সত্যবাদী ও সত্যপরাক্রম ছিলেন। তিনি সহস্র অশ্বমেধ ও শতসংখ্যক রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনপূর্ব্বক দেবরাজকে প্রসন্ন করিয়া চরমে পরম ফল স্বর্গফল লাভ করিয়াছিলেন। অনন্তর একদিবস দেবগণ, ভগবান্ কমলযোনির আরাধনা করিতেছেন; বহুসংখ্যক রাজর্ষি ও মহারাজ মহাভিষ তথায় উপবিষ্ট আছেন; এমন সময়ে সরিদ্বরা গঙ্গা ব্রহ্মার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইলেন। বায়ুবেগে সহসা তাঁহার অঙ্গবস্ত্র উড্ডীন হইল, তদ্দর্শনে দেবতারা লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন, কিন্তু রাজা মহাভিষ অসঙ্কুচিতচিত্তে তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ব্রহ্মা সন্দিহান হইয়া কিয়ৎক্ষণ তাঁহার বিষয় চিন্তা করিয়া কহিলেন, তুমি দেবলোকের উপযুক্ত পাত্র নহ। অতএব মর্ত্ত্য লোকে গিয়া জন্ম গ্রহণ কর। কিন্তু পুনর্ব্বার তোমার স্বর্গ লাভ হইবে। রাজা এই প্রকার দণ্ডিত হইয়া কাহার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিবেন তদ্বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি অনেক রাজর্ষি এবং মহর্ষিকে চিন্তা করিয়া রাজা প্রতীপের পুত্র হইতে মানস করিলেন। সরিদ্বরা মহাভিষকে অত্যন্ত অধৈর্য্য দেখিয়া তাঁহাকে মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। পথিমধ্যে দেখিলেন বসু নামক দেবগণ মুর্চ্ছিত ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া পতিত রহিয়াছেন।

অনন্তর তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি নিমিত্ত এরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছ? তোমাদিগের কি কোন অনিষ্ট ঘটনা হইয়াছে? তাঁহারা কহিলেন, সরিদ্বরে! অতি সামান্য অপরাধে মহর্ষি বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত আমরা এরূপ হইয়াছি-একদিবস সায়ং কালে ভগবান্ বশিষ্ঠ প্রচ্ছন্নবেশে উপবিষ্ট ছিলেন, আমরা অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত মহর্ষির যথাবিধি সম্মান না করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলাম, এই অপরাধে তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া আমাদিগকে "মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হও" বলিয়া অভিসম্পাত করিয়াছেন। তিনি সামান্য ব্যক্তি নহেন, সেই ব্রহ্মবাদীর বাক্য কদাপি অন্যথা হইবার নহে, অতএব আপনি নরকলেবর ধারণপূর্ব্বক ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগের সৃষ্টি বিধান করুন; নতুবা সামান্য মানুষীর গর্ভে আমরা জন্ম গ্রহণ করিতে পারিব না। গঙ্গা বসুগণের প্রার্থনায় সম্মতা হইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, মর্ত্যলোকে কোন্ মহাপুরুষ তোমাদিগের জনক হইতে পারেন? তাঁহারা কহিলেন। প্রতীপ রাজার ঔরসে শান্তনু-নামে এক সুবিখ্যাত ভূপাল ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিবেন তিনিই আমাদিগের জনক হইবেন। গঙ্গা কহিলেন, তোমরা যাহা বলিলে উহা আমারও অভিমত বটে, অতএব তোমাদিগের অভিলষিত এবং সেই রাজার প্রিয় কার্য্য আমি অবশ্যই সম্পাদন করিব। বসুগণ পুনর্ব্বার কহিলেন, হে ত্রিপথগে! আপনার পুত্র জন্মিবা মাত্র সলিলে নিক্ষেপ করিবেন, অধিক কাল যেন, আমাদিগকে

ভূলোকযন্ত্রণা সহ্য করিতে না হয়। গঙ্গা কহিলেন তোমরা যাহা বলিলে আমি তাহাই করিব, কিন্তু, যাহাতে রাজার একটি পুত্র জীবিত থাকে তাহার কোন উপায় স্থির কর, কারণ, সেই পুত্রার্থী ভূপতির, মৎসহবাস নিতান্ত নিষ্ফল হওয়া কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। তখন বসুগণ কহিলেন আমরা স্ব স্ব বীর্য্যের চতুর্থ ভাগের অর্দ্ধাংশ প্রদান করিব তাহাতেই তাঁহার পুত্র লাভ হইবে। কিন্তু সেই পুত্রের মর্ত্য লোকে সন্তানসন্ততি হইবে না, অতএব হে ত্রিপথগামিনি! আপনার সেই মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র অপুত্র হইবেন। বসুদেবতারা, সরিদ্বরা গঙ্গার নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া নিজ নিজ অভীষ্ট প্রদেশে গমন করিলেন।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সর্ব্বভূতহিতৈষী প্রতীপ পৃথিবীর অধিরাজ হইলেন। তিনি, যে স্থান হইতে ভাগীরথী প্রবাহিত হইতেছেন, তথায় গমন করিয়া তপোনুষ্ঠান দ্বারা অনল্পকাল অতিবাহিত করিলেন। একদা সুরধুনী রাজার রূপ ও গুণে মোহিত হইয়া স্ত্রীরূপ ধারণপূর্ব্বক জলমধ্যহইতে গাত্রোত্থান করিয়া ধ্যানপর রাজর্ষির দক্ষিণ উরুদেশে উপবেশন করিলেন। মহীপাল প্রতীপ সেই বরবর্ণিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন কল্যাণি! তুমি কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছ? তোমার, কি প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে? তিনি কহিলেন মহারাজ! আমি অন্য কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করি না, কেবল আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন, প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী রমণীকে প্রত্যাখ্যান করা অতি গর্হিত কর্ম্ম। প্রতীপ কহিলেন হে বরবর্ণিনি! আমি ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছি, অতএব পরপরিগ্রহে অথবা সবর্ণা স্ত্রীতে গমন করিতে পারিব না, তাহা করিলে আমাকে অধর্ম্মস্পৃষ্ট হইতে হইবে। দেবী কহিলেন মহারাজ! আমি অগম্যা অথবা নিন্দনীয়া নহি, আমাহইতে কোন প্রকার অনিষ্টাশঙ্কা করিবেন না, আমি দিব্যাঙ্গনা, আপনার প্রণয়পাশে আকৃষ্ট হইয়া অভিগমন করিয়াছি, অতএব আমাকে ভজনা করুন; পর কলত্রবোধে প্রত্যাখ্যান করিবেন না। প্রতীপ কহিলেন, তুমি প্রিয়বোধে যে বিষয়ে আমাকে উৎসাহ দিতেছ, আমি তাহাতে নিবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে যদি তোমার প্রবর্ত্তনাপরতন্ত্র হইয়া সেই অসাধু কার্য্যে প্রবৃত্ত হই তাহা হইলে ধর্ম্মবিপ্লব আমাকে উৎসন্ন করিবে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ, তুমি কামিনীভোগ্য বামোরু পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুত্র ও পুত্রবধূসেব্য দক্ষিণ উরুদেশে উপবেশন করিয়া আমার পুত্রবধূস্থানীয় হইয়াছ, অতএব কিরূপে তোমাকে পত্নী বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। তুমি শুশ্রূষাভোগ্য দক্ষিণোরু আশ্রয় করিয়াছ এই নিমিত্ত আমার পুত্রবধূ হইলে। আমি অঙ্গীকার করিতেছি আমার পুত্রের সহিত তোমার বিবাহ দিব। এক্ষণে পরিণয়ার্থ বরণ করিয়া রাখিলাম। স্ত্রী কহিলেন মহারাজ! আপনি সসাগরা বসুন্ধরার অধীশ্বর। পৃথিবীস্থ সমস্ত রাজমণ্ডল আপনকার অধীন। ত্বদীয় সদ্গুণাবলি শত শত বৎসর নিরন্তর কীর্ত্তন করিলে তাহার অবধি লাভ হয় না। অতএব আপনার আজ্ঞা সর্ব্বতোভাবে অলংঘনীয়। কেবল আপনার প্রতি অবিচলিত ভক্তি ও প্রীতিনিবন্ধন আমি ভরতকুলের কামিনী হইতে বাসনা করিয়াছি। কিন্তু মহারাজ! আমি যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব তদ্বিষয়ে আপনার পুত্র বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন না। যদ্যপি তিনি আমার সহিত এই রূপ ব্যবহার করেন তাহা হইলে আমি তাঁহার প্রীতিবর্দ্ধনপূর্ব্বক কাল যাপন করিব এবং তিনিও আমার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিয়া

পরিশেষে স্বর্গ প্রাপ্ত হইবেন। এই কথা বলিয়া স্ত্রীরূপধারিণী গঙ্গা অন্তর্হিতা হইলেন।

মহারাজ প্রতীপ পুত্রজন্মপ্রতীক্ষায় কাল ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ক্ষত্রিয়াগ্রণী প্রতীপ সস্ত্রীক হইয়া অনুরূপ পুত্র লাভার্থ তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। উল্লিখিত মহাভিষ সেই বৃদ্ধ দম্পতির পুত্র হইলেন। শান্তিপর রাজার সন্তান হইল বলিয়া তাঁহার নাম শান্তনু হইল। শান্তনু জন্মান্তরীণ অক্ষয় স্বর্গ স্মরণ করিয়া নিরন্তর কেবল সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানেই তৎপর হইলেন। তিনি তরুণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে প্রতীপ তাঁহাকে আদেশ করিলেন, বৎস! পূর্ব্বে এক দিব্যাঙ্গনা তোমার উৎপাদনার্থে মৎসকাশে আগমন করিয়াছিলেন, যদি সেই রূপলাবণ্যবতী বরবর্ণিনী পুত্রার্থিনী হইয়া তোমার নিকট আগমন করেন, তাহা হইলে তুমি কোন বিচার না করিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করিও, আমি অনুমতি করিতেছি। আর, তোমাকে তাঁহার চিত্তানুবর্ত্তন করিতে হইবে। তিনি যখন যে কার্য্য করিবেন তাহা বাস্তবিক গর্হিত হইলেও তুমি কিঞ্চিন্মাত্র রোষ বা অসন্তোষ প্রকাশ করিও না।

প্রতীপ স্বীয় পুত্র শান্তনুকে এইরূপ উপদেশ প্রদানানন্তর তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া অরণ্যে গমন করিলেন। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন রাজা শান্তনু অত্যন্ত মৃগয়াশীল হইয়া উঠিলেন এবং মৃগয়াসক্ত হইয়া নানা বন ও উপবন পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিদিন অরণ্যানী প্রবেশপূর্ব্বক মৃগমহিষপ্রভৃতি নানাজাতীয় বন্য পশুর প্রাণ সংহার করিয়া পরিশেষে একাকী সিদ্ধচারণগণপরিষেবিত ভাগীরথীতীরে উপনীত হইতেন। এক দিবস মৃগয়াহইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় উজ্জ্বলতনু পরমসুন্দরী এক রমণীকে তরঙ্গিনীতীরে নিরীক্ষণ করিলেন। সেই কামিনীর সুলক্ষিত নবযৌবন, রমণীয় দশনচ্ছদ, মনোহর বেশভূষা, সূক্ষ্ম পরিধেয় বস্ত্র ও পদ্মোদরসদৃশ রুচির বর্ণ নয়নগোচর করিয়া রাজা বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। কণ্টকিত কলেবর হইয়া সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে বারংবার তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার নয়নযুগল পরিতৃপ্ত হইল না। তিনি ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই বিলাসিনীও তদীয় প্রণয়াসক্ত হইয়া অবিতৃপ্ত নয়নে রাজার প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা তাঁহাকে মধুরবাক্যে প্রিয়সম্ভাষণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কৃশাঙ্গি! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, পন্নগ ও মনুষ্য ইহার মধ্যে তুমি কোন্ জাতিকে অলঙ্কৃত করিয়াছ? আমার বাসনা হয়, তোমার পাণিগ্রহণপূর্ব্বক তোমার সহবাসে যৌবন কাল চরিতার্থ করি।

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই হৃদয়ানন্দদায়িনী প্রমদা রাজার সস্মিত মৃদু মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং বসুগণের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনকার মহিষী হইয়া চিত্তানুবর্ত্তন করিব, কিন্তু যে সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, তাহা ভালই হউক বা মন্দই হউক, তদ্বিষয়ে আমাকে নিবারণ করিতে পারিবেন না এবং তন্নিমিত্ত আমার প্রতি কোন অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিতে পারিবেন না। যদি এইরূপ ব্যবহারে কাল যাপন করিতে সম্মত হয়েন, তবে আপনার সহবাস করিব, মৎকৃতকার্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইলে অথবা আপনি তন্নিমিত্ত বিরক্ত হইয়া অপ্রিয় কথা বলিলে তৎক্ষণাৎ আপনাকে পরিত্যাগ করিব সন্দেহ নাই। রাজা এই নিয়মে সম্মত ও

অঙ্গীকৃত হইলেন। গঙ্গা শান্তনুকে এইরূপে বচনবদ্ধ করিয়া পরম পরিতুষ্টা হইলেন। মহীপতিও সেই অলোকসামান্য সৌন্দর্য্যসম্পন্ন স্ত্রীরত্ন লাভে যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া পূর্ব্বকৃত নিয়মানুসারে কাল যাপন করিতে লাগিলেন এবং নানাবিধ উপচার দ্বারা নিরন্তর তাঁহার সন্তোষোৎপাদনে যত্নবান্ হইলেন। ত্রিপথগামিনী গঙ্গা রমণীয় কলেবর ধারণপূর্ব্বক পরম ভাগ্যবান্ শান্তনু রাজার মহিষী হইয়া মনোহর হাব,ভাব, বিলাস ও সম্ভোগাদি দ্বারা নরেন্দ্রের মন মোহিত করিলেন। ফলতঃ, রাজা রাজমহিষীর সদ্‌গুণে এমন আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, যে ক্ষণকালও তাঁহার অদর্শনক্লেশ সহ্য করিতে পারিতেন না। রাজ্ঞীর সম্ভোগসুখে কত কত সম্বৎসর, ঋতু ও মাসাদি, মুহূর্ত্তবৎ অতীত হইত, তিনি কিছুমাত্র জানিতে পারিতেন না।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে, রাজমহিষী ক্রমে ক্রমে অমরসদৃশ আটটি পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। পুত্রেরা ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে স্রোতে নিক্ষিপ্ত করিতেন; তৎকালে রাজাকে এই বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিতেন, যে "আমি আপনাকে প্রসন্ন করিব"। রাজা তদ্দর্শনে সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কি জানি, পাছে গঙ্গা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যান,এই ভয়ে ভীত হইয়া বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিতেন না।

অনন্তর অষ্টম পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে মহিষী হাসিতে লাগিলেন। রাজা পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন, অতএব এবার পুত্রটি জীবিত থাকে, এই আশয়ে পত্নীকে কহিলেন, পুত্র বিনষ্ট করিও না; তুমি কে? কি নিমিত্ত আত্মজদিগের প্রাণবধ করিতেছ? হে পুত্রঘাতিনি! পুত্রহিংসা অপেক্ষা আর গুরুতর পাপ কিছুই নাই; শাস্ত্রে কথিত আছে উহা মহাপাতক, অতএব এই গর্হিত নিষ্ঠুরাচরণে ক্ষান্ত হও।

তখন সেই স্ত্রী কহিলেন, হে পুত্রকাম! আমি, তোমার পুত্র বিনষ্ট করিব না, এক্ষণে পূর্ব্বকৃত নিয়ম স্মরণ কর, আমি অদ্যাবধি তোমার সহবাস পরিত্যাগ করিলাম। আমি মহর্ষি জহ্নুর কন্যা, আমার নাম গঙ্গা। ঋষিগণ সর্ব্বদাই আমার সেবা করিয়া থাকেন। কেবল দেবকার্য্য সাধনার্থ তোমার ভার্য্যা হইয়াছিলাম। আর এই সমস্ত সন্তানগুলিকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করিও না, ইহাঁরা মহাতেজা বসুগণ, মহর্ষি বশিষ্ঠের অভিশাপে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তোমা ভিন্ন পৃথিবীতে আর কোন পুরুষ ইহাঁদিগের পিতা হইবার যোগ্য হইতে পারেন না এবং আমা ব্যতীত অপর কোন স্ত্রীও ইহাঁদিগের জননী হইবার যোগ্য নহে; এই নিমিত্ত আমি মানুষী হইয়া ইঁহাদিগকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম। আর তুমিও ইঁহাদিগের জনক হইয়া অক্ষয় লোক সকল জয় করিয়াছ। আমি ইঁহাদিগের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে, আমার গর্ভে পুত্র জন্মিবা মাত্র আমি সেই পুত্রকে মনুষ্য লোক হইতে মুক্ত করিব। ইঁহারা মহাত্মা বশিষ্ঠের অভিসম্পাতহইতে মুক্ত হইলেন, এবং আমিও প্রতিজ্ঞাসাগরহইতে উত্তীর্ণ হইলাম, অতএব এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান করি,আপনার মঙ্গল হউক। মদ্গর্ভজাত এই পুত্রটিকে গঙ্গাদত্ত বলিয়া গ্রহণ ও পালন করুন। আমি এইরূপেবসুগণের সন্নিধানে বাস করিয়াছিলাম।

নবনবতিতম অধ্যায়।

শান্তনু জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সুরনদি! বশিষ্ঠ কে? বসুদেবতারা কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা মহর্ষি বশিষ্ঠের শাপে মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইলেন, এবং আপনা-

কর্ত্তৃক প্রদত্ত এই পুত্র কি অপরাধ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে যাবজ্জীবন মনুষ্যলোকে বাস করিতে হইবে? আর বসুগণইবা সর্ব্বলোকের অধীশ্বর হইয়া কি নিমিত্ত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইলেন? তাহা সবিশেষ বর্ণন কর। জাহ্নবী কহিলেন, মহারাজ শ্রবণ করুন! মহর্ষি বশিষ্ঠ বরুণ দেবের পুত্র। তাঁহার আর একটি নাম আপব। তিনি গিরিবর সুমেরুর সন্নিহিত এক পরম রমণীয় অরণ্যে তপস্যা করিতেন। সেই তপোবন সকল ঋতুতেই নানা জাতীয় কুসুমসমূহে বিকসিত হইয়া থাকে, এবং পশু পক্ষিগণ অসঙ্কুচিত চিত্তে সর্ব্বদাই ইতস্ততঃ বিচরণ করে। সেই আশ্রমপদ স্বচ্ছজল জলাশয়ে অলঙ্কৃত এবং অশেষপ্রকার সুস্বাদ ফলমূলে পরিপূর্ণ।

দক্ষ প্রজাপতির সুরভীনাম্নী এক নন্দিনী ছিলেন। সেই সর্ব্বকামপ্রদা সুরভী জগতের হিতার্থে গোরূপ ধারণ করিয়া কশ্যপের ঔরসে ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়া মহাতপা বশিষ্ঠের হোমধেনু হয়েন। তিনি, মুনিজনসেবিত সেই পরম রমণীয় তপোবনে নির্ভয়ে বিচরণ করিতেন। একদা পৃথুপ্রভৃতি বসুদেবতারা বনবিহারার্থে সস্ত্রীক হইয়া তথায় আগমন করিলেন। তাঁহারা স্বস্বপত্নীসমভিব্যাহারে তত্রত্য সুরম্য পর্ব্বতে ও বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে কোন বসুপত্নী তথায় ভ্রমণ করিতে করিতে সেই নন্দিনীনাম্নী ধেনুকে নয়নগোচর করিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। পরে দ্যুনামক বসুকে সর্ব্বলক্ষণাক্রান্তা, পীনোধ্নী, সুদোগ্ধ্রী, সুন্দরবালধি ও বিচিত্রখুরবিশিষ্টা সেই ধেনু দর্শন করাইলেন। দ্যু নন্দিনীকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার অশেষপ্রকার গুণ কীর্ত্তনপূর্ব্বক দেবীকে কহিলেন, দেবি! যে মহর্ষির এই তপোবন, নন্দিনী সেই বারুণির হোমধেনু। মর্ত্ত্যলোকনিবাসী যে ব্যক্তি এই ধেনুর সুস্বাদ দুগ্ধ পান করেন, তিনি দশ সহস্র বৎসর স্থিরযৌবন হইয়া জীবিত থাকেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া বসুপত্নী আপন স্বামীকে কহিলেন, মহাভাগ! মর্ত্ত্যলোকে জিতবতী নাম্নী আমার এক প্রিয়সখী আছেন। সেই রূপবতী যুবতি রাজা উশীনরের দুহিতা। তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্য পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বত্র সুবিখ্যাত আছে। আমি অভিলাষ করি, আপনি সত্বর হইয়া তাঁহার নিমিত্ত বৎসের সহিত ঐ ধেনুটি আনয়ন করুন। তিনি উহার দুগ্ধ পান করিয়া যাবজ্জীবন অজরা ও অরোগিণী হইয়া থাকিবেন, ইহার পর আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে। হে নাথ! আমার অভিলষিত সম্পাদনে তৎপর হওয়া আপনার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। দ্যু, পত্নীবাক্য শ্রবণ করিয়া পৃথুপ্রভৃতি ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে সেই ধেনু ও তাহার বৎস অপহরণ করিলেন। ভার্য্যার প্রবর্ত্তনাপরতন্ত্র হইয়া মহর্ষির অসামান্য তপঃপ্রভাব সবিশেষ পর্য্যালোচনা না করিয়া ধেনু অপহরণ করিলেন বটে, কিন্তু তন্নিমিত্ত যে ঘোরতর অনিষ্টাপাত হইবে, তাহা কিঞ্চিন্মাত্রও বিবেচনা করিলেন না।

অনন্তর তপোধন বারুণি ফলমূল আহরণ করিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় ধেনু ও তাহার বৎসকে না দেখিয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কুত্রাপি দেখিতে পাইলেন না। পরিশেষে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, অদ্য বসুদেবতারা এই বনে বিহার করিতে আসিয়া তাঁহার ধেনু অপহরণ-পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছেন। তখন ঋষি ক্রোধপরবশ হইয়া বসুগণকে অভিসম্পাত করিলেন, "যেহেতু তোমরা আমার সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত ধেনু অপহরণ করিয়াছ, অতএব মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইবে।" মহাপ্রভাব ব্রহ্মর্ষি সাতিশয় ক্রো-

ধাবিষ্ট হইয়া বসুগণকে এই প্রকার শাপ প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার তপঃসাধনে মনোনিবেশ করিলেন। এদিকে বসুদেবতারা আপন আশ্রমে উপস্থিত হইয়া, মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন, ইহা জানিতে পারিলেন। পরে তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ তাঁহার সন্নিধানে গমন করিলেন। ঋষির ক্রোধানল নির্ব্বাণ করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিলেন না। মহর্ষি কহিলেন, আমি ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া যাহা কহিয়াছি তাহার অন্যথা করিতে পারিব না, তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, তোমরা সকলেই প্রতিসম্বৎসরে শাপমুক্ত হইবে, কিন্তু যাঁহার নিমিত্ত অভিশপ্ত হইয়াছ, তাঁহাকে স্বকৃত দুষ্কর্ম্মের ফল ভোগ করিবার নিমিত্ত যাবজ্জীবন মনুষ্যলোকে কাল যাপন করিতে হইবে। তাঁহাকে সামান্য মনুষ্যের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না। তিনি পরম ধার্ম্মিক, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও পিতৃহিতৈষী হইয়া অকিঞ্চিৎকর দারপরিগ্রহপ্রভৃতি পার্থিবসুখসম্ভোগে পরাঙ্মুখ হইবেন। ঋষি এই কথা বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলে বসুগণ আমার নিকট আসিয়া প্রার্থনা করিলেন, "গঙ্গে! আপনি আমাদিগকে গর্ব্ভে ধারণ করুন, আর আমরা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র আপনি আমাদিগকে সলিলে নিক্ষেপ করিবেন"। অতএব হে মহারাজ! অভিশপ্ত বসুদেবতাদিগকে মনুষ্যলোকহইতে ঝটিতি মুক্ত করিবার নিমিত্ত আমি পুত্রহত্যারূপ অকার্য্য সম্পাদন করিয়াছি। কেবল এক মাত্র দ্যু সেই মহর্ষির শাপে যাবজ্জীন মনুষ্য লোকে বাস করিবেন। দেবী এই কথা বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। রাজা তৎপ্রদত্ত পুত্র লইয়া শোকার্ত্ত ও বিষণ্ণ মনে ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

সেই পুত্রের নাম দেবব্রত ও গাঙ্গেয় হইল। দেবব্রত, পিতা অপেক্ষা অধিকতর গুণসম্পন্ন হইলেন। আমি সেই মহাপুরুষের গুণরাশি কীর্ত্তন করিব এবং মহাত্মা ভরত ভূপতির সৌভাগ্য বর্ণন করিব, যাঁহার ইতিহাস পবিত্র মহাভারত নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা শান্তনু পরম প্রাজ্ঞ, পরম ধার্ম্মিক ও পরম ধীমান্ ছিলেন। জিতেন্দ্রিয়তা দয়ালুতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল তাঁহাকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল। মহারাজ শান্তনু দেবর্ষি ও রাজর্ষিগণের সম্মান-ভাজন, ধীরপ্রকৃতি, ক্ষমাবান্, দানশীল ও সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন এবং সেই সর্ব্বগুণাস্পদ, ধর্ম্মার্থকুশলী, রাজা ভরতবংশের ও অন্যান্য জনগণের পরিরক্ষক ছিলেন। চক্রবর্ত্তীর সমুদায় লক্ষণ তাঁহার অঙ্গে লক্ষিত হইত। তিনি অদ্বিতীয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক রাজা কখন কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তদানীন্তন লোকেরা সেই কীর্ত্তিমানের সদাচার ও সদ্ব্যবহার দর্শন করিয়া অর্থ ও কাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল একমাত্র ধর্ম্মোপাসনা-ব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন। নৃপগণ শান্তনুর লোকাতিশায়িনী ধার্ম্মিকতা দেখিয়া তাঁহাকে সম্রাট্‌পদে অভিষিক্ত করিলেন, এবং তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের শোক, ভয় ও গ্রহপীড়া প্রভৃতির আশঙ্কা ছিল না। তাঁহারা সুস্বপ্নে নিশাবসান করিয়া শয্যা হইতে পরম সুখে গাত্রোত্থান করিতেন। সেই দেবেন্দ্র-প্রতিম রাজেন্দ্রের দৃষ্টান্তে নৃপতিগণ সকলের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতে লাগিলেন এবং বদান্য ও যাগশীল হইয়া উঠিলেন। শান্তনু-প্রমুখ রাজগণ নিয়মতন্ত্র হইয়া সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক রাজ্যশাসন

করিতে আরম্ভ করিলেন। লোকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির ক্রমশঃ উন্নতি হইতে লাগিল; ক্ষত্রিয়েরা বিপ্রসেবায় তৎপর হইলেন; বৈশ্যেরা ক্ষত্রিয়সেবায় দীক্ষিত হইলেন; এবং শূদ্রেরা ব্রাহ্মণ বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় তিনবর্ণের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। রাজা শান্তনু কৌরবদিগের সুরম্য রাজধানী হস্তিনাপুরে অবস্থান-পূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তিনি ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যবাদী, ঋজুস্বভাব, বদান্য, তর্পোনিরত, রাগদ্বেষশূন্য, পরমসুন্দর ও প্রিয়দর্শন ছিলেন। তিনি প্রতাপে তপনের ন্যায়, বেগে বায়ুর ন্যায়, কোপে যমের ন্যায় এবং সহিষ্ণুতায় পৃথিবীর ন্যায় ছিলেন। সেই সর্ব্বগুণাকর ভূপাল সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলে লোকের জিঘাংসা প্রবৃত্তি সম্যক্‌রূপে নিবৃত্তি পাইয়াছিল এবং বৃথা হিংসা এককালে রহিত হইয়াছিল। তিনি পক্ষপাত-পরিশূন্য ও কামরাগপরিবর্জ্জিত হইয়া অতি বিনীত ভাবে সেই ধর্ম্মোত্তর রাজ্যে সকল প্রাণীকে নির্ব্বিশেষে শাসন করিতে লাগিলেন; দেবর্ষি ও পিতৃলোকের তৃপ্ত্যর্থে যাগাদি ক্রিয়াকলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন; দীন দরিদ্র অনাথপ্রভৃতির ও নিকৃষ্ট প্রাণিগণের পিতা স্বরূপ ছিলেন। সেই কুরুপতি রাজ্যেশ্বর হইলে লোকের মন দানধর্ম্মে প্রবণ হইল এবং বাক্য একমাত্র সত্যকে আশ্রয় করিল। তিনি পত্নীসহবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক চত্বারিংশৎ বৎসর বনবাস করিয়াছিলেন। গঙ্গাগর্ভ-সম্ভূত তৎপুত্র দেবব্রত, রূপ গুণ, আচার, ব্যবহার, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতি কোন বিষয়েই পিতা অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। তিনি সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ, মহাবলপরাক্রান্ত, মহাসত্ত্ব ও মহারথ ছিলেন। একদিবস দেবব্রত একটি মৃগকে বাণবিদ্ধ করিয়া তাহার অনুসরণ ক্রমে ভাগীরথীতীরে উপনীত হইয়া শরজালে নদীর জল শুষ্কপ্রায় করিয়া ফেলিলেন। রাজা শান্তনু সরিদ্বরার এইরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব গতিরোধ দর্শনে চিন্তা করিতে লাগিলেন; "অদ্য গঙ্গা পূর্ব্বের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছেন না কেন"। অনন্তর কারণজিজ্ঞাসু হইয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিলেন, দেবরাজ-সদৃশ এক পরম রূপবান্ কুমার তীক্ষ্ণধার অসংখ্য দিব্যাস্ত্র দ্বারা গঙ্গাকে আচ্ছন্ন করিয়া দণ্ডায়মান আছেন। এই অলৌকিক ব্যাপার নয়নগোচর করিয়া রাজা বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তাঁহাকে অতীব শৈশবাবস্থায় দেখিয়াছিলেন, সুতরাং এক্ষণে আত্মজ বলিয়া চিনিতে পারিলেন না। দেবব্রত পিতাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু কি জানি পাছে রাজা তাঁহাকে স্বীয় পুত্র বলিয়া জানিতে পারেন এই আশঙ্কায় তিনি তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন।

রাজা শান্তনু এই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে আপন পুত্র বিবেচনায় গঙ্গাকে দেখাইতে কহিলেন। গঙ্গা মনোহর রূপ ধারণ করিয়া কুমারের দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক রাজাকে দর্শন করাইলেন। পরম রমণীয় বেশভূষায় ভূষিতা ও পরিষ্কৃতবস্ত্রে সংবৃতাঙ্গী গঙ্গা দৃষ্টপূর্ব্বা হইলেও রাজা তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না।

গঙ্গা কহিলেন, মহারাজ! আপনি পূর্ব্বে আমার নিকট যে অষ্টম পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইনিই সেই মহাপুরুষ। অধুনা ইনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছেন। আমি ইহাঁকে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছি। এক্ষণে পুত্রকে গৃহে লইয়া যাউন। ইনি বশিষ্ঠের নিকট বেদ বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়াছেন। এই মহাবল পরাক্রান্ত কুমার কৃতাস্ত্র, অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর ও ইন্দ্রের ন্যায় যোদ্ধা হইয়াছেন। ইনি সুরাসুরগণের পরম প্রণয়াস্পদ। দৈত্যকুলগুরু শুক্রাচার্য্য যে সকল শাস্ত্র অধ্য-

য়ন করিয়াছেন, তৎসমুদায় ইহাঁর কণ্ঠস্থ। সুরাসুরনমস্কৃত বৃহস্পতি যে সকল শাস্ত্র পরিজ্ঞাত আছেন, ইনিও তৎসমুদায় অধ্যয়ন করিয়াছেন। শত্রুবর্গের দুরাক্রম্য মহাবল প্রবলপ্রতাপ মহর্ষি জামদগ্ন্য যে সকল অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন, এই পুত্র তৎসমুদায়ে সুশিক্ষিত হইয়াছেন এবং রাজধর্ম্মে ও অর্থচিন্তায় সুনিপুণ হইয়াছেন, অতএব মৎপ্রদত্ত এই অশেষগুণ-সম্পন্ন পুত্র সমভিব্যাহারে গৃহে গমন করুন।

রাজা গঙ্গাকর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ পুত্রকে লইয়া স্বনগরে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজা শান্তনু পুত্রসমভিব্যাহারে অমরাবতীসদৃশ নিজ রাজধানীতে উপনীত হইয়া চরিতার্থ ও কৃতার্থম্মন্য হইলেন। অনন্তর, বন্ধুবান্ধবগণকে আহ্বান করিয়া রাজ্যের কুশলের নিমিত্ত, সেই সর্ব্বগুণান্বিত পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। যুবরাজ সদ্ব্যবহার প্রদর্শন দ্বারা পিতাকে, কৌরবদিগকে এবং জনপদস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে যৎপরোনাস্তি প্রীত করিলেন। রাজা প্রীতমনে পুত্রের সহিত চারি বৎসর পরমসুখে কালযাপন করিয়া পরিশেষে এক দিবস যমুনানদীর উভয়পার্শ্বস্থিত এক অরণ্যে গমন করিলেন। তথায় অকস্মাৎ সৌরভের আঘ্রাণ পাইলেন, কিন্তু, কোথাহইতে সেই সুরভি গন্ধ সঞ্চারিত হইতেছে, সবিশেষ না জানিতে পারিয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনন্তর অসিতলোচনা দেবরূপধারিণী এক ধীবরকন্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভীরু! তুমি কে? কাহার পত্নী? এবং কি নিমিত্তই বা এখানে আসিয়াছ? সে কহিল, মহাশয়! আমি ধীবরকন্যা, পিতার আদেশে তরণী বাহন করিয়া থাকি। রাজা শান্তনু ধীবরকন্যার অনুপম রূপমাধুরী সন্দর্শনে ও অঙ্গসৌরভ আঘ্রাণে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার মানসে তাঁহার পিতার নিকট গমনপূর্ব্বক আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

দাসরাজ কহিলেন, হে প্রজানাথ! যখন কন্যা জন্মিয়াছে, অবশ্যই তাহাকে পাত্রসাৎ করিতে হইবে, আপনি সত্যবাদী, যদ্যপি এই কন্যাটি ধর্ম্মপত্নীরূপে প্রার্থনা করেন তবে আমি আপনাকে সম্প্রদান করিব, কিন্তু আমার একটি অভিলাষ আছে, তাহা পূর্ণ করিব বলিয়া অগ্রে স্বীকার করিতে হইবে। শান্তনু কহিলেন, হে ধীবর! তোমার অভিলাষ শ্রবণ না করিয়া কিরূপে তাহাতে সম্মত হইতে পারি। যদি অভিলষিত বিষয় দানযোগ্য হয়, নিশ্চয়ই প্রদান করিব, কিন্তু অদেয় হইলে কোন ক্রমেই দিতে পারিব না। ধীবর কহিলেন মহারাজ! এই কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, আপনার অবর্ত্তমানে সেই পুত্র রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে, অন্য কেহ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইতে পারিবে না; এই আমার অভিলাষ। রাজা প্রদীপ্ত মদনানলে দগ্ধ হইয়াও ধীবরকে বর দান করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি অনঙ্গশরে বিচেতনপ্রায় হইয়া ধীবরকুমারীর অনুপম রূপলাবণ্য চিন্তা করিতে করিতে হাস্তিনপুরে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর, এক দিবস দেবব্রত পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে শোকার্ত্ত ও চিন্তাকুল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাত! আপনার সর্ব্বত্র কুশল ও সমুদায় রাজমণ্ডল আপনার অধীন, তথাপি কিনিমিত্ত নিরন্তর আপনাকে এরূপ শোকার্ত্ত ও দুশ্চিন্তিত দেখিতেছি? সর্ব্বদাই যেন শূন্যহৃদয়ে রহিয়াছেন, আমাকে পুত্র বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছেন না, অশ্বারোহণপূর্ব্বক ভ্রমণ করেন না, কেবল দিন দিন মলিন পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইতেছেন, অতএব আপনার কি রোগ হইয়াছে,

আজ্ঞা করুন, আমি তাহার প্রতীকার করিব।

পুত্রের কথা শ্রবণ করিয়া শান্তনু কহিলেন, বৎস! আমি যে নিমিত্ত এত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি তাহা শ্রবণ কর। আমাদিগের বংশে তুমিই একমাত্র পুত্র তুমি অস্ত্রশস্ত্রে সুশিক্ষিত ও পুরুষকারবিশিষ্ট হইয়াছ। কিন্তু হে পুত্র! মনুষ্যের কিছুই চিরস্থায়ী নহে। ইহা বড় আক্ষেপের বিষয়! কারণ যদি তোমার কোন অনিষ্টঘটনা হয়, তাহা হইলে আমাদিগের কুল নির্ম্মূল হইবে, সন্দেহ নাই। তুমি একশত পুত্র অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, অতএব আর বৃথা দার পরিগ্রহ করিতে আমার অভিলাষ নাই, কিন্তু ধর্ম্মবাদীরা কহিয়া থাকেন, যাঁহার এক পুত্র, তিনি অপুত্রমধ্যেই পরিগণিত। ত্বদীয় অনিষ্ট শান্তির নিমিত্ত নিরন্তর পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি তোমার মঙ্গল বিধান করুন; অগ্নিহোত্র, ত্রয়ী এবং নিখিল শাস্ত্র, কিছুই সন্তানের ষোড়শাংশেরও তুল্য নহে। তুমি মহাবলপরাক্রান্ত, সর্ব্বদা সশস্ত্র ও অমর্ষপরিপূরিত; অতএব রণক্ষেত্র ব্যতিরেকে বৃত্রাপি তোমার নিধন হইবে না; কিন্তু বৎস! অধিক কি বলিব, আমি তোমার নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি সংশয়ারূঢ় হইয়াছি, অন্তঃকরণ কিছুতেই সুস্থির হয় না, তন্নিমিত্ত আমি এই অপার দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছি। মহানুভাব দেবব্রত, রাজার বিষাদকারণ সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া ক্ষণকাল বিবেচনা করিলেন। অনন্তর, পিতার পরমহিতৈষী বৃদ্ধ সচিবের সন্নিধানে সত্বর গমনপূর্ব্বক রাজার শোকবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। মন্ত্রিবর কৌরবশ্রেষ্ঠ দেবব্রতকে ধীবরকুমারীবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন। দেবব্রত মন্ত্রিপ্রমুখাৎ সমুদায় শ্রবণ করিয়া ক্ষত্রিয়গণসমভিব্যাহারে ধীবরসমীপে গমনপূর্ব্বক পিতার নিমিত্ত স্বয়ং তদীয় কন্যারত্ন প্রার্থনা করিলেন। দাসরাজ রাজকুমারকে যথোচিত সমাদর ও অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে আসন প্রদান করিলেন। রাজপুত্র আসনে উপবেশন করিলে ধীবর সমাগতরাজগণ-সমক্ষে কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! আপনি, মহারাজ শান্তনুর কুলপ্রদীপ, আপনার ন্যায় পুত্র আর দৃষ্টিগোচর হয় না। আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, ঈদৃশ শ্লাঘ্য সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলে কোন্ ব্যক্তি না দুঃখিত হয়, সাক্ষাৎ ইন্দ্রও এ সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। যিনি আপনার সমান গুণবান্ যাঁহার ঔরসে বরবর্ণিনী সত্যবতীর জন্ম হয়, তিনি বারম্বার আমার নিকট ত্বদীয় পিতার গুণকীর্ত্তন পূর্ব্বক কহিয়াছেন যে, সেই ধর্ম্মজ্ঞ রাজাই সত্যবতীর পাণিগ্রহণ করিবার উপযুক্ত পাত্র। মহর্ষি পরাসর সত্যবতীর নিমিত্ত অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত না হইয়া সেই অসিতাঙ্গ মুনীন্দ্রকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। আমি কন্যার পিতা, অতএব একটি কথা বলিব। হে পরন্তপ! বোধ হইতেছে এই পরিণয় সম্পন্ন হইলে অতিভয়ঙ্কর বৈরানল প্রজ্বলিত হইবে, কিন্তু আপনি ক্রুদ্ধ হইলে, কি সুর, কি অসুর, কি গন্ধর্ব্ব, যেকুলসম্ভূত হউক না কেন, সমস্ত শত্রুগণ অচিরকালমধ্যে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। হে রাজকুমার! কেবল এইমাত্র দোষ দৃষ্ট হইতেছে, নতুবা এবিষয়ে আর কোন সংশয় নাই।

পিতৃভক্ত গাঙ্গেয় ধীবরবাক্য শ্রবণ করিয়া সমাগতরাজগণ-সমক্ষে যথাযুক্ত প্রত্যুত্তর করিলেন; হে সত্যবাদিন! আমার সত্যব্রত শ্রবণ কর। আমি নিশ্চয় বলিতেছি তুমি যাহা কহিবে, অবিকল সেইরূপ কার্য্য করিব। যিনি ইহাঁর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিবেন, তিনি আমাদিগের রাজা হইবেন। অনন্তর জালজীবী কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! আপনি রাজ্যের হিতার্থে অ-

তিশয় দুষ্কর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অতএব আপনি কন্যার প্রভু হইলেন, সুতরাং ইহার দানেও আপনারই সম্পূর্ণ অধিকার হইল, কিন্তু, আমার আর একটি কথা শ্রবণ এবং তদনুরূপ কার্য্য করিতে হইবে। আপনার নিকট ঈদৃশ প্রস্তাব করাতে আমার নিতান্ত বালকত্ব প্রকাশ পাইবে বটে, তথাপি সন্দিহান হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি। তুমি সত্যবতীর নিমিত্ত ভূপতিগণসমক্ষে যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা তোমার অনুরূপ নহে; অতএব আমি তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ করিনা, কিন্তু যিনি তোমার সন্তান হইবেন, তাঁহার প্রতি আমার অত্যন্ত সন্দেহ হইতেছে। পিতার প্রিয়চিকীর্ষু দেবব্রত ধীবরের অভিসন্ধি জানিয়া তত্রত্য ভূপতিগণ ও ধীবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আমি ইতিপূর্ব্বেই সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছি এবং অধুনা প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অদ্যাবধি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিব। আমি অপুত্র হইলেও আমার অক্ষয় স্বর্গ লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। দাসরাজ দেবব্রতের প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষে পুলকিত হইয়া কহিলেন, "তোমার পিতাকেই কন্যাদান করা কর্ত্তব্য"। অনন্তর দেবতা ও অপ্সরোগণ অন্তরীক্ষ হইতে রাজকুমারের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাকে "ভীষ্ম" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। পিতৃভক্ত ভীষ্ম সেই যশস্বিনীকে কহিলেন, মাতঃ! রথোপরি আরোহণ করুন; আমরা গৃহে গমন করি। অনন্তর রথারোহণপূর্ব্বক হস্তিনাপুরে আগমন করিয়া রাজা শান্তনুকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজগণ সমবেত ও পৃথক্ পৃথক্ হইয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহার এই দুরূহ কার্য্যের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাকে ভীষ্ম বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। রাজা শান্তনু ভীষ্মের অসাধারণ ক্ষমতা ও কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাপারে দৃঢ়তর অধ্যবসায় দর্শনে সাতিশয় আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে এই বর প্রদান করিলেন, হে মহাত্মন্! স্বেচ্ছা ব্যতিরেকে তোমার মৃত্যু হইবে না।

একাধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর, রাজা শান্তনু সেই পরমসুন্দরী কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আপন আলয়ে রাখিলেন। কিয়দ্দিনপরে মহিষী গর্ভবতী হইলেন। সেই গর্ভে রাজার এক পুত্র জন্মে, তাঁহার নাম চিত্রাঙ্গদ। তিনি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাবলপরাক্রান্ত ও সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিলেন। অনন্তর বিচিত্রবীর্য্য নামে তাঁহার অপর একটি পুত্র জন্মিল। মহাবীর্য্য বিচিত্রবীর্য্য তরুণবয়স্ক না হইতেই রাজা মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। শান্তনু স্বর্গারোহণ করিলে ভীষ্ম সত্যবতীর মতানুসারে চিত্রাঙ্গদকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অমিতবিক্রম চিত্রাঙ্গদ স্বীয়বাহুবলে সমুদায় রাজমণ্ডল পরাজয় করিয়াছিলেন। তিনি শৌর্য্যবীর্য্যে কাহাকেও আপন সদৃশ জ্ঞান করিতেন না। চিত্রাঙ্গদ নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত গন্ধর্ব্বরাজ ছিলেন। তিনি সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে সুরাসুরবিজয়ী চিত্রাঙ্গদকে আক্রমণ করিলেন। কুরুক্ষেত্রে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সরস্বতী শ্রোত্বতীর তীরে ক্রমাগত তিন বৎসর তাঁহাদের উভয় পক্ষের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। অবিশ্রান্ত অস্ত্রবর্ষণে রণক্ষেত্র সমাকুল ও পরস্পর গাত্রবিমর্দ্দে তুমুল হইয়া উঠিল। মায়াবী গন্ধর্ব্ব মায়াবলে চিত্রাঙ্গদের প্রাণ সংহারপূর্ব্বক স্বর্গমার্গে প্রস্থান করিলেন। সেই অমিততেজাঃ নরেন্দ্র যুদ্ধে নিহত হইলে ভীষ্ম তাঁহার সমুদায় প্রেতকার্য্য সম্পাদন করাইলেন এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক বিচিত্রবীর্য্যকে

রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। বিচিত্রবীর্য্য, পৈতৃক সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রকুশল ভীষ্মের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার আদেশানুসারে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। মহামতি ভীষ্মও তাঁহাকে পরমযত্নে প্রতিপালন করিতে ত্রুটি করিতেন না।

দ্ব্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে কৌরবনন্দন! চিত্রাঙ্গদ নিহত হইলে বিচিত্রবীর্য্যের বাল্যাবস্থায় ভীষ্ম সত্যবতীর নিদেশানুবর্ত্তী হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বিচিত্রবীর্য্যকে তরুণবয়স্ক দেখিয়া মহামতি ভীষ্ম তাঁহার বিবাহ দিবার মানস করিলেন। এই সময়ে কাশীপতির তিন কন্যা স্বয়ম্বরা হইবেন, এই কথা ভীষ্মের কর্ণগোচর হইল। মহারথ ভীষ্ম মাতার অনুমতি লইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক বারাণসী নগরীতে গমন করিলেন। তথায় দেখিলেন ভূপতিগণ বিবাহার্থী হইয়া নানা দিগ্‌দেশ হইতে সেই স্বয়ম্বরসভায় সমাগত হইয়াছেন এবং সেই কন্যারাও উপবিষ্ট আছেন। অনন্তর রাজাদিগের নাম কীর্ত্তিত হইলে, ভীষ্ম ভ্রাতার নিমিত্ত স্বয়ং সেই কন্যাদিগকে প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহাদিগকে রথে আরোহণ করাইয়া অতিগম্ভীরস্বরে মহীপালদিগকে কহিতে লাগিলেন, কেহ কন্যাকে বিচিত্র বস্ত্রালঙ্কারে আচ্ছাদিত করিয়া ধনদানপূর্ব্বক গুণবান্ পাত্রে সমর্পণ করেন। কেহ কেহ গোমিথুনপ্রদানপূর্ব্বক কন্যাকে পাত্রসাৎ করেন। কেহবা প্রতিজ্ঞাতধনদানপুরঃসর কন্যা সম্প্রদান করেন। কেহ বলপূর্ব্বক বিবাহ করিয়া থাকেন। কেহ বা প্রণয়সম্ভাষণে রমণীর মনোরঞ্জনপূর্ব্বক তদীয় পাণিপীড়ন করেন। কেহ প্রমত্তা নারীর পাণিগ্রহণ করেন। কেহ বা আর্ষ বিধির অনুসারে দার পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ কন্যার পিতা মাতাদিগকে বিপুল অর্থ দানপূর্ব্বক বিবাহ করেন। ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতেরা এই অষ্টবিধ বিবাহবিধি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। স্বয়ম্বরও উত্তমবিবাহমধ্যে পরিগণিত। রাজারা স্বয়ম্বর বিবাহেরই অধিক প্রশংসা করেন। পরাক্রমপ্রদর্শনপূর্ব্বক অপহৃত কন্যার পাণিগ্রহীতাকে ধর্ম্মবাদীরা ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। অতএব হে মহীপালগণ! আমি বলপূর্ব্বক ইহাদিগকে অপহরণ করি, তোমরা যুদ্ধ অথবা অন্য যে কোন উপায় দ্বারা পার, ইহাদিগের উদ্ধারসাধনে যথাসাধ্য যত্ন কর। আমি যুদ্ধার্থে প্রস্তুত আছি। বারাণসীশ্বর ও অন্যান্য রাজাদিগকে এই কথা বলিয়া, মহাবল ভীষ্ম সেই কন্যাদিগকে গ্রহণপূর্ব্বক আপন রথে আরোহণ ও সকলকে আমন্ত্রণ করিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন। তদ্দর্শনে ভূপালগণ কোপে কম্পান্বিতকলেবর হইয়া দশনে দশনে দৃঢ়তর নিষ্পীড়নপূর্ব্বক বাহুবাস্ফোটন করিতে লাগিলেন। সকলে ব্যস্ত হইয়া সত্বর অলঙ্কার উন্মোচন ও কবচ ধারণকরাতে রাজসভা ঘোরতর সমাকুল হইয়া উঠিল। বর্ম্ম ও আভরণ সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়াতে বোধ হইল যেন অন্তরীক্ষ হইতে তারকাসকল ভূতলে পতিত হইতেছে। প্রবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষেরা নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জীভূত হইয়া রোষকষায়িত ও ভ্রূকুটীকুটিল নয়নে ক্ষিপ্রজবঘোটকসংযুক্ত ও সুতসুরক্ষিত রথে আরোহণপূর্ব্বক আয়ুধসকল উত্তোলন করিয়া শান্তনবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন।

অনন্তর একাকী ভীষ্মের সহিত সেই বহুসংখ্যক বীর পুরুষের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সেই সমরসাগরের ভীষণতা দর্শনে গাত্র রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। বিপক্ষেরা যুগপৎ দশ সহস্র বাণ

তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভীষ্ম অবলীলাক্রমে সেই সমস্ত শরজাল প্রচণ্ড শরবর্ষণ দ্বারা মধ্যস্থলেই শতধা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। যেমন বর্ষাকালের জলদমালা পর্ব্বতোপরি মুষলধারে জল বর্ষণ করে, তদ্রূপ বিপক্ষেরা চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া ভীষ্মের উপর অনবরত বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি শরজাল দ্বারা শত্রুবর্গের বাণ বর্ষণ অপবারিত করিয়া পরিশেষে তিন তিনটি বাণ দ্বারা সকলকে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারাও ভীষ্মের প্রতি পাঁচ পাঁচটি শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল ভীষ্ম পরাক্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে দুই দুই বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। দেবাসুরসংগ্রামের ন্যায় সেই যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর ও অস্ত্রশস্ত্রে সমাকুল হইল। মহারথ ভীষ্ম শত শত ও সহস্র সহস্র ব্যক্তির ধনু, ধ্বজাগ্র, বর্ম্ম ও মস্তক ছেদন করিলেন। তাঁহার অসাধারণ রণনৈপুণ্য ও যুদ্ধস্থলে আত্মরক্ষা দর্শনে শত্রুপক্ষীয়েরাও ভূরি ভূরি ধন্যবাদ করিতে লাগিল।

অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ ভীষ্ম ক্রমে ক্রমে সকলকে পরাজয় করিয়া কন্যাদিগের সমভিব্যাহারে নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে মহারথ শাল্ব রাজা, বিজিগীষু হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। যেমন কোন যূথাধিপ মাতঙ্গ, দন্তাঘাত দ্বারা বারণান্তরের জঘনদেশ বিদীর্ণ করিয়া মাতঙ্গীর প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ কামিনীকাম মহাবল পরাক্রান্ত মহাবাহু শাল্ব মহীপতি ঈর্ষা ও ক্রোধপরবশ হইয়া ভীষ্মকে "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" এই কথা বলিলেন। অরাতিকুলনিহন্তা পুরুষব্যাঘ্র ভীষ্ম তাঁহার গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া ক্রোধে ব্যাকুলিত ও বিধূম অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি অশঙ্কিত ও অসঙ্কুচিতচিত্তে ক্ষত্রধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ ধারণ ও ভ্রুকুটী বন্ধন করিয়া তৎক্ষণাৎ রথবেগ সম্বরণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। তদ্দর্শনে অন্যান্য রাজগণ সমুৎসুক হইয়া ভীষ্ম ও শাল্বের সমরসমারোহ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যেমন কোন গাবীকে লক্ষ্য করিয়া মহাবল বৃষভদ্বয় গভীর নিনাদ করত পরস্পরের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ মহাবল পরাক্রান্ত সেই বীরযুগল ক্রোধভরে মহাড়ম্বরপূর্ব্বক তর্জ্জনগর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শাল্বরাজ ভীষ্মের প্রতি উপর্য্যুপরি সহস্র সহস্র বাণ বর্ষণ করাতে, শান্তনব প্রথমতঃ সাতিশয় পীড়িত হইলেন; তদ্দর্শনে তত্রত্য ভূপতিগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া শাল্বরাজের ভূরি ভূরি প্রশংসা ও বারম্বার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন।

শান্তনব শাল্বরাজের প্রতি ক্ষত্রিয়গণের সাধুবাদ শ্রবণানন্তর ক্রোধভরে "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" এই কথা বলিয়া সারথিকে আজ্ঞা করিলেন, "যেখানে শাল্বরাজা আছে, শীঘ্র তথায় রথ চালনা কর; আমি অদ্যই তাহাকে শমনভবনে প্রেরণ করিব। অনন্তর মহাবীর ভীষ্ম বারুণাস্ত্র দ্বারা শাল্বের রথসংযুক্ত ঘোটকচতুষ্টয় বিনষ্ট করিলেন এবং স্বীয় অস্ত্র দ্বারা সপক্ষের অস্ত্রশস্ত্রসকল নিবারণপূর্ব্বক তদীয় সারথির মস্তকচ্ছেদন করিলেন। পরে ঐন্দ্রাস্ত্র দ্বারা অপরাপর উত্তমোত্তম অশ্বদলও বিনষ্ট করিলেন। এইরূপে নৃপবরকে পরাজয় করিয়া জীবিতাবস্থায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। রাজা শাল্বও প্রাণ পাইয়া স্বীয় রাজধানী প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রমাণ রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। যে সমস্ত রাজগণ স্বয়ম্বর দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও স্ব স্ব রাজ্যে গমন করিলেন। তদনন্তর মহাবীর ভীষ্ম জয়লব্ধ সেই সকল কন্যারত্ন লইয়া হাস্তিনপুরে

প্রস্থান করিলেন। তথায় ধর্ম্মাত্মা বিচিত্রবীর্য্য রাজা ছিলেন। তিনি স্বীয় পিতা নৃপোত্তম শান্তনুর ন্যায় ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন করিতেন। অমিতবিক্রম গঙ্গাসুত অরাতিকুল সমূলে উন্মূলনপূর্ব্বক অচিরে নদ, নদী, বন, উপবন ও ভূধরপ্রভৃতি নানা স্থান অতিক্রম করিয়া ভ্রাতার নিমিত্ত কাশীশ্বর দুহিতাদিগকে আনয়ন করিলেন। তিনি সেই কামিনীদিগকে স্নুষার ন্যায়, অনুজার ন্যায় এবং দুহিতার ন্যায় পরমযত্নে আনয়ন করিয়া কৌরবগণসমীপে গমন করিলেন এবং ভ্রাতাকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত বিক্রমাহৃত সর্ব্বগুণযুত সেই কন্যাদিগকে যবিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

ভীষ্ম এই সমস্ত দুরূহ কার্য্য সম্পাদনান্তে গোপনে সত্যবতীর সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া ভ্রাতার বিবাহের উদ্যোগ করিতেছেন, এই অবসরে কাশীপতির জ্যেষ্ঠা কন্যা হাসিতে হাসিতে কহিলেন, আমি ইতিপূর্ব্বে মনে মনে শালরাজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি এবং তিনিও আমাকে প্রার্থনা করিয়াছেন, আর এবিষয়ে আমার পিতারও সম্পূর্ণ অভিলাষ আছে; অধিক কি বলিব, আমি স্বয়ম্বর সভায় মনে মনে মহীপতি শালের করে করার্পণ করিয়াছি; ইহা বিবেচনা করিয়া আপনার ধর্ম্মতঃ যেরূপ অভিরুচি হয়, তাহা সম্পাদন করুন। ভীষ্ম ব্রাহ্মণসমাজে সেই কন্যার এবম্প্রকার উক্তি শ্রবণে সাতিশয় চিন্তাকুল হইলেন। অনন্তর বেদপারগ ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া সর্ব্বজ্যেষ্ঠা অম্বাকে স্বেচ্ছানুরূপ কার্য্য করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন এবং অম্বিকা ও অম্বালিকাকে স্বীয় যবিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের সহিত বিবাহ দিলেন। তরুণবয়স্ক পরমসুন্দর বিচিত্রবীর্য্য সেই কামিনীযুগলের পাণিগ্রহণ করিয়া এককালে কুসুমায়ুধের অধীন হইলেন। সেই নিবিড়নিতম্বিনীদ্বয়ের পয়োধরযুগল পীন, কটিদেশ ক্ষীণ ও নখসকল রক্তবর্ণ ছিল। তাঁহাদিগের ঘন বিকুঞ্চিত শ্যামল কেশপাশে কি অনির্ব্বচনীয় শোভা হইয়াছিল' তাহা বর্ণনাতীত। তাঁহারা আপনাদিগকে অনুরূপভর্ত্তৃভাগিনী জানিয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে পতিসেবা করিতে লাগিলেন। অশ্বিনীকুমারসদৃশ রূপবান্ দেবতুল্য পরাক্রমশালী ও প্রমদাজনমনোহারী ভূপতি বিচিত্রবীর্য্য মহিষীদিগের সহিত ক্রমাগত সাতবৎসর নিরন্তর বিহার করিয়া যৌবনকালেই যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ সুবিচক্ষণ চিকিৎসক দ্বারা তদীয় পীড়ার নানাপ্রকার প্রতীকার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সকলই বিফল হইল। যেমন দিননাথ নিয়তিক্রমে অস্তাচলে গমন করেন, তদ্রূপ সেই তরুণবয়স্ক প্রজানাথ শমনসদনে গমন করিলেন। ভীষ্ম ভ্রাতৃশোকে নিতান্ত কাতর ও একান্ত বিষণ্ণ হইয়া জ্ঞাতিবর্গ ও ঋত্বিক্‌গণ সমভিব্যাহারে তাঁহার প্রেতকার্য্যসমুদায় সম্পাদন করিলেন।

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সত্যবতী পুত্রশোকে কাতর হইয়া পুত্রবধূদিগের সহিত সন্তানের প্রেতকার্য্য সম্পাদন করিলেন। পরে শুষাদিগকে ও ভ্রাতৃবৎসল ভীষ্মকে নানাপ্রকার প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া ধর্ম্মরক্ষা ও বংশরক্ষার নিমিত্ত সবিশেষ পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক ভীষ্মকে কহিলেন, হে মহাভাগ! মহাযশাঃ ধর্ম্মপরায়ণ শান্তনুকে জলপিণ্ড প্রদান করে এমন লোক তোমা ব্যতীত আর লক্ষ্য হয় না, কেবল তুমিই তাঁহার অদ্বিতীয় আশাভাজন। তোমাতে ধর্ম্ম অবিচলিতরূপে নিত্য বিরাজমান রহিয়াছেন। তুমি ধর্ম্মের যথার্থতত্ত্বজ্ঞ ও

নিখিলবেদবেদাঙ্গপারদর্শী। মহর্ষি শুক্র ও অঙ্গিরার ন্যায় তোমার ধর্ম্মনিষ্ঠতা, কুলাচারের অভিজ্ঞতা এবং দুরূহ কার্য্যে মহীয়সী সহিষ্ণুতা আছে; অতএব হে ধর্ম্মাত্মন্! আমি ফলসিদ্ধির আশায় তোমাকে কোন কার্য্যে নিয়োগ করিতে ইচ্ছা করি, অগ্রে শ্রবণ করিয়া তৎসম্পাদনে যত্নবান্ হও; হে পুরুষর্ষভ! তোমার প্রিয়তম ভ্রাতা পুত্রবিহীন হইয়া অকালে পরলোক যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার পরমরূপবতী ও সম্পূর্ণ যৌবনবতী মহিষীদ্বয় অতিমাত্র পুত্রার্থিনী হইয়াছেন। অতএব আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি বংশ রক্ষার নিমিত্ত তাঁহাদিগের গর্ভে অপত্যোৎপাদন কর; তাহাতে তোমার পরম ধর্ম্ম লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রজাপালনে তৎপর হও এবং দারপরিগ্রহ করিয়া পিতার বংশরক্ষা কর।

ধর্ম্মাত্মা ভীষ্ম মাতার ও সুহৃদ্বর্গের এবম্প্রকার অনুরোধ বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর প্রদান করিলেন, মাতঃ! আপনি ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন, যথার্থ বটে, কিন্তু অপত্যোৎপাদন বিষয়ে আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছেন? আমি দারপরিগ্রহবিষয়ে পূর্ব্বে আপনার নিকট যে সংকল্প করিয়াছি তাহা আপনি পরিজ্ঞাত আছেন, তথাপি আবার এক্ষণেও পুনর্ব্বার সত্যপ্রমাণ দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিতেছি, শ্রবণ করুন, আমি ত্রৈলোক্য পরিত্যাগ করিতে পারি, ইন্দ্রত্ব পরিত্যাগ করিতে পারি এবং ইহা অপেক্ষাও যদি কিছু অভীষ্টতম বস্তু থাকে তাহাও পরিত্যাগ করিতে সম্মত আছি; কিন্তু কদাচ সত্য পরিত্যাগ করিতে পারিব না। যদি পৃথিবী গন্ধ পরিত্যাগ করে, জল যদি মধুর রস পরিত্যাগ করে, জ্যোতিঃ যদি রূপ পরিত্যাগ করে, বায়ু যদি স্পর্শ গুণ পরিত্যাগ করে, সূর্য্য যদি প্রভা পরিত্যাগ করেন, অগ্নি যদি উষ্ণতা পরিত্যাগ করেন, আকাশ যদি শব্দগুণ পরিত্যাগ করে, শীতরশ্মি যদি শীতাংশুতা পরিত্যাগ করেন, ইন্দ্র যদি পরাক্রম পরিত্যাগ করেন এবং ধর্ম্মরাজ যদি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তথাপি আমি সত্য পরিত্যাগ করিতে পারিব না।

সত্যবতী, মহাতেজাঃ ভীষ্মের এইরূপ কঠোর প্রতিজ্ঞা শুনিয়া কহিলেন, হে সত্যপরাক্রম! সত্যের প্রতি তোমার যে অবিচলিত ভক্তি ও যথার্থ প্রীতি আছে তাহা আমার অবিদিত নহে এবং তুমি ইচ্ছা করিলে যে স্বীয়তেজঃপ্রভাবে নূতন ত্রিলোকের সৃষ্টি করিতে পার তাহাও আমি বিলক্ষণ পরিজ্ঞাত আছি, আর তুমি আমার নিমিত্ত পূর্ব্বে যে সত্য করিয়াছ তাহাও বিস্মৃত হই নাই, কিন্তু বৎস! তোমাকে আপদ্ধর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পৈতৃক ভার বহন করিতে হইবে। হে পরন্তপ! যাহাতে তোমার বংশপরম্পরা রক্ষা পায়, ধর্ম্মের উচ্ছেদ না হয় এবং বন্ধুবান্ধবগণের সন্তোষ জন্মে, তাহার অনুষ্ঠান কর। সত্যবতী পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া এইরূপে নিরন্তর বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন এবং পুত্রের আকাঙ্ক্ষায় সাধুবিগর্হিত অধর্ম্ম্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে পুনঃ পুনঃ প্রবর্ত্তনা করিতেছেন, দেখিয়া ধর্ম্মপরায়ণ ভীষ্ম কহিলেন, মাতঃ! ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, আমাদিগকে বিনষ্ট করিও না, ক্ষত্রিয়ের সত্যভঙ্গ অতীব নিন্দনীয়, অসত্যসন্ধ ক্ষত্রিয়ের অধর্ম্মের অবধি থাকে না; অতএব যাহাতে রাজা শান্তনুর বংশপরম্পরা ধরামণ্ডলে অক্ষয়রূপে দেদীপ্যমান থাকিবে তাহার উপায়স্বরূপ সনাতন ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন; আপদ্ধর্ম্মকুশল প্রাজ্ঞ পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে উক্ত ধর্ম্মানুসারে কার্য্যারম্ভ করিবেন।

চতুরধিকশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, যিনি পিতৃবধামর্ষে

প্রদীপ্ত হইয়া তীক্ষ্ণধার কুঠার দ্বারা হৈহয়াধিপতির প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন, যিনি মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্যের ভুজবনচ্ছেদন করিয়াছিলেন, যিনি শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক অনবরত মহাস্ত্র বর্ষণ করিয়া এক বিংশতিবার পৃথ্বীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন, এবং অরাতিশোণিত জলে পিতৃলোকদিগের তর্পণ করিয়াছিলেন, সেই মহর্ষি জামদগ্ন্য পরিশেষে বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা অপত্যোৎপাদন করাইয়া বিনাশোন্মুখ ক্ষত্রিয়কুল পুনর্ব্বার রক্ষা করিয়ছেন।

বেদে এরূপ প্রমাণ আছে যে ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপন্ন হইলে সেই পুত্র পাণিগ্রহীতারই হইয়া থাকে, এই সনাতন ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া ক্ষত্রিয়পত্নীরা ব্রাহ্মণগণ সমীপে অভিগমন করিতেন, এবং ক্ষত্রিয়দিগের পুনর্ভবিধি লোকেও দৃষ্ট হইতেছে। ক্ষত্রিয়কুল এইরূপে পুনর্ব্বার বদ্ধমূল হইয়াছে। হে রাজ্ঞি! এই বিষয়ে আর একটি অতি প্রাচীন ইতিহাস আছে, বলিতেছি শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে উতথ্য নামে এক সুবিখ্যাত মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার মমতা নাম্নী এক সহধর্ম্মিণী ছিলেন। একদা মহর্ষি উতথ্যের যবিষ্ঠ ভ্রাতা দেবপুরোহিত মহাতেজাঃ বৃহস্পতি মদনাতুর হইয়া মমতার নিকট উপস্থিত হইলেন। মমতা দেবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাভাগ! আমি তোমার জ্যেষ্ঠের সহযোগে অন্তর্বত্নী হইয়াছি, অতএব রমণেচ্ছা সম্বরণ কর। আমার গর্ভস্থ উতথ্যকুমার কুক্ষিমধ্যেই ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন। তুমিও অমোঘরেতাঃ, এক গর্ভে দুই জনের সম্ভব নিতান্ত অসম্ভব; অতএব অদ্য এই দুর্ব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হও। বৃহস্পতি মদনবাণে নিতান্ত আহত ও সাতিশয় অধীর হইয়াছিলেন, সুতরাং স্বীয় চঞ্চলচিত্তকে কোন ক্রমেই স্থির করিতে না পারিয়া মমতার অসম্মতি থাকিলেও তিনি বলপূর্ব্বক তাঁহাতে আসক্ত হইলেন।

অনন্তর গর্ভস্থ ঋষিকুমার বৃহস্পতিকে কামক্রীড়ায় আসক্ত দেখিয়া কহিলেন, ভগবন্! মদনবেগ সম্বরণ করুন। স্বল্পপরিসর কুক্ষিতে উভয়ের সম্ভব অত্যন্ত অসম্ভব। আমি পূর্ব্বে এই গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিযাছি, অতএব অমোঘরেতঃপাত দ্বারা আমাকে পীড়িত করা আপনার নিতান্ত অযোগ্য কর্ম্ম হইতেছে, সন্দেহ নাই। বৃহস্পতি বালকবাক্যে কর্ণপাতও না করিয়া স্বীয় নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে লাগিলেন। গর্ভস্থ মুনিকুমার বৃহস্পতির এই রূপ অসাধু ব্যবহার দর্শনে অসহিষ্ণু হইয়া পাদদ্বারা তদীয় শুক্রের পথ রোধ করিলেন। রেতঃ প্রবেশমার্গ না পাইয়া প্রতিহত হইয়া সহসা ভূতলে পতিত হইল। তন্নিরীক্ষণে ভগবান্ বৃহস্পতি রোষপরবশ হইয়া গর্ভস্থ উতথ্যনন্দনকে ভৎর্সনাপূর্ব্বক অভিসম্পাত করিলেন "যেহেতু সর্ব্বভূতের অভিলষিত ঈদৃশ সময়ে আমাকে এমন কথা বলিলে এই অপরাধে তুমি যাবজ্জীবন অন্ধত্ব প্রাপ্ত হইবে"। বৃহস্পতির শাপপ্রভাবে উতথ্যতনয় অন্ধ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন, তাহাতেই তাঁহার নাম দীর্ঘতমা হইল। সেই জন্মান্ধ বেদবিৎ প্রাজ্ঞ ঋষি, স্বীয় বিদ্যাবলে প্রদ্বেষীনাম্নী এক পরমরূপলাবণ্যবতী যুবতী ব্রাহ্মণতনয়ার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে তিনি গৌতমপ্রভৃতি কতিপয় সুবিখ্যাত পুত্র উৎপাদন করিয়া মহর্ষি উতথ্যের বংশ রক্ষা করিলেন। অনন্তর বেদবেদাঙ্গপারগ ধর্ম্মাত্মা দীর্ঘতমা, সৌরভেয়ের নিকট নিখিল গোধর্ম্ম অধ্যয়ন করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে তদাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর তাঁহাকে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট দেখিয়া তত্রত্য সমস্ত মহর্ষিগণ ক্রোধান্ধ হইয়া কহিলেন, যে ব্যক্তি স্বীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে, সে আমাদিগের আশ্রমের নিতান্ত অযোগ্য, অতএব এই পাপিষ্ঠের সহবাস পরিত্যাগ করাই উচিত।

তাঁহারা পরস্পর এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া মহর্ষি দীর্ঘতমাকে আর সাদর সম্ভাষণ বা তাঁহার সন্তোষজনক কার্য্য করিতেন না এবং তাঁহার পত্নীও এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় সমাদর ও শুশ্রূষাদিদ্বারা তদীয় সন্তোষ বর্দ্ধন করিতেন না। দীর্ঘতমা পত্নীর এই রূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব অভক্তি দর্শনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কিনিমিত্ত আমার প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতেছ। প্রদ্বেষী কহিলেন, স্বামী ভার্য্যার ভরণপোষণ ও প্রতিপালন করেন বলিয়া, তাঁহাকে ভর্ত্তা এবং পতি বলিয়া থাকে, কিন্তু তুমি জন্মান্ধ, তাহার কিছুই করিতে পার না, প্রত্যুত, আমি তোমার ও স্বদীয় পুত্রগণের চির কাল ভরণপোষণ করিয়া নিতান্ত শ্রান্ত ও একান্ত পীড়িত হইয়াছি, অতএব অতঃপর আমি তোমাদিগের আর ভার বহন করিতে পারিব না। মহর্ষি পত্নীবাক্য শ্রবণানন্তর ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, এই অর্থ গ্রহণ কর; বলবতীঅর্থস্পৃহানিবন্ধন তোমাকে ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। প্রদ্বেষী কহিলেন, হে বিপ্রেন্দ্র! দুঃখের নিদানভূত স্বৎপ্রদত্তধনে আমার অভিলাষ নাই, তোমার যেমন অভিরুচি হয়,কর। আমি পূর্ব্বের ন্যায় তোমার ও তোমার সন্তানবর্গের ভরণপোষণ করিতে পারিব না। দীর্ঘতমা পত্নীর সগর্ব্ব বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন; আমি অদ্যাবধি পৃথিবীতে এই নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিলাম, যে স্ত্রীজাতিকে যাবজ্জীবন একমাত্র পতির অধীন হইয়া কালযাপন করিতে হইবে। পতি জীবিত থাকিতে অথবা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে,নারী যদি পুরুষান্তর ভজনা করেন, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই পতিত হইবেন, সন্দেহ নাই। আর পতিবিহীনা নারীগণের সর্ব্বপ্রকার সমৃদ্ধি থাকিলেও তাহা ভোগ করিতে পারিবে না। বিষয় ভোগ করিলে অকীর্ত্তি ও পরিবাদের পরিসীমা থাকিবে না। ব্রাহ্মণী স্বামীর এই সমুদায় বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত কুপিতা হইয়া গৌতমপ্রভৃতি পুত্রগণকে আদেশ করিলেন, ইহাকে গঙ্গায় নিক্ষেপ কর। লোভ ও মোহাভিভূত পাষাণহৃদয় পুত্রেরা তাঁহাকে উড়ুপে বন্ধনপূর্ব্বক গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়া স্বচ্ছন্দে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। অন্ধ সেই উড়ুপ মাত্র অবলম্বন করিয়া স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে নানা দেশ অতিক্রম করিয়া চলিলেন। পরম ধার্ম্মিক বলিরাজ গঙ্গাস্নানে গমন করিয়াছিলেন। তিনি তরঙ্গোপরি ভাসমান দীর্ঘতমাকে দেখিবামাত্র গ্রহণ করিলেন, এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন, মহাভাগ! কৃপা করিয়া আপনাকে মদীয় পত্নীর গর্ভে ধর্ম্মার্থকুশল পুত্র উৎপাদন করিতে হইবে। মহাতেজা ঋষি এই প্রার্থনায় সম্মত হইলে পর,রাজা স্বীয় মহিষী সুদেষ্ণাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। রাজমহিষী ঋষিকে অন্ধ ও বৃদ্ধতম দেখিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন না। তিনি আপন ধাত্রেয়িকাকে বৃদ্ধের নিকট প্রেরণ করিলেন। ঋষি সেই শূদ্রযোনিতে কাক্ষীবৎপ্রভৃতি একাদশ পুত্র উৎপাদন করিলেন। অনন্তর রাজা সেই সকল পুত্রদিগকে অধ্যয়নানুরক্ত অবলোকন করিয়া ঋষিকে কহিলেন, ইহারা আমার পুত্র। ঋষি কহিলেন, মহারাজ! ইহারা আপনার পুত্র নহে, রাজমহিষী আমাকে অন্ধ ও বৃদ্ধতম দেখিয়া অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার ধাত্রেয়িকাকে আমার নিকট প্রেরণ করেন, আমি সেই শূদ্রযোনিতে কাক্ষীবৎপ্রভৃতি এই একাদশ পুত্র উৎপাদন করিয়াছি, অতএব ইহারা আমার পুত্র। তখন রাজা মুনিকে প্রসন্ন করিয়া পুনর্ব্বার মহিষী সুদেষ্ণাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। দীর্ঘতমা রাজমহিষীর অঙ্গস্পর্শ করিয়া কহিলেন, তোমার গর্ভে অঙ্গ,বঙ্গ,কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম এই পাঁচ পুত্র হইবে। তাহারা সূর্য্যের ন্যায়

তেজস্বী হইবে এবং তাহাদিগের অধিকৃত দেশসকল অধিকারীর নামানুসারে কথিত হইবে। অঙ্গের অধিকৃত দেশের নাম অঙ্গ, বঙ্গের বঙ্গ, কলিঙ্গের কলিঙ্গ, পুণ্ড্রের পুণ্ড্র এবং সুহ্মের অধিকৃত দেশের নাম সুহ্ম হইবে। এইরূপে মহর্ষিদীর্ঘতমাদ্বারা বলিরাজের বংশ বিস্তৃত হইল এবং ব্রাহ্মণগণদ্বারা পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়কুল পুনর্ব্বার বদ্ধমূল হইল। হে মাতঃ! এই সমস্ত শ্রবণ করিলেন, এক্ষণে আপনার যে অভিরুচি হয়, অনুষ্ঠান করুন।

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, মাতঃ! ভরতবংশ রক্ষার উপায়ান্তর নিবেদন করি, শ্রবণ করুন। কোন গুণবান্ ব্রাহ্মণকে ধনদানদ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া গৃহে আহ্বান করুন। তিনি বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে প্রজা উৎপন্ন করিবেন। সত্যবতী লজ্জাবতী হইয়া সহাস্য আস্যে গদ্‌গদস্বরে ভীষ্মকে কহিলেন, মহাবাহো! তুমি যাহা কহিতেছ, তাহা যথার্থ বটে, কিন্তু বৎস! তোমার বিশ্বাসের নিমিত্ত আমি কোন কথা কহিতেছি, সবিশেষ অবগত হইয়া কার্য্য করিলে, তাহাতে বংশ রক্ষা পাইতে পারে। তুমি ধর্ম্মজ্ঞ তোমার নিকটে তাদৃশ আপদ্ধর্ম্ম কদাচ প্রত্যাখ্যেয় হইবে না। তুমি আমাদের কুলধর্ম্ম, তোমাকে সত্যস্বরূপ জ্ঞান করি, তোমা ব্যতীত আমাদের আর কোন গত্যন্তর নাই। অতএব আমার বক্তব্য সত্য বৃত্তান্ত অগ্রে শ্রবণ কর, অনন্তর যে রূপ বিবেচনা হয় করিও। আমার পিতার এক খানি তরণী ছিল। তিনি ধর্ম্মার্থী হইয়া বিনাশুল্কে সকলকে সেই নৌকাদ্বারা নদী উত্তীর্ণ করিয়া দিতেন। একদা পিতার আদেশক্রমে লোকদিগকে নদীপার করিবার নিমিত্ত আমি তথায় গমন করিয়াছিলাম। তৎকালে আমার যৌবনোদ্ভেদ হইয়াছিল। অনন্তর মহর্ষি পরাশর যমুনা নদী উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত সেই তরীর নিকট আগমন করিলেন। মুনীন্দ্র, নৌকারোহণপূর্ব্বক নদী উত্তীর্ণ হইবার সময়ে আমার রূপলাবণ্যে মোহিত ও কামার্ত্ত হইয়া সান্ত্বপূর্ব্ব মধুরবাক্যে আমাকে কত কথাই বলিলেন এবং অতি দুর্ল্লভ বর দান করিবেন বলিয়া, আমার নিকট অঙ্গীকার করিলেন, আমি পিতার তিরস্কার ও মহর্ষির শাপভয়ে ভীত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে অসমর্থা হইলাম। তিনি তপঃপ্রভাবে আমায় বশীভূত এবং চতুর্দ্দিক্ কুজ্ঝটিকায় আবৃত করিয়া নৌকামধ্যেই আপন অভীষ্টসিদ্ধিতৎপর হইলেন। পূর্ব্বে আমার সর্ব্বাঙ্গহইতে দুর্গন্ধ মৎস্যগন্ধ নির্গত হইত, তৎকালে মহর্ষি পরাসর সেই জুগুপ্সিত গন্ধের নিরাকরণপূর্ব্বক আমার শরীরে পরম রমণীয় সৌগন্ধ সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। অনন্তর, সেই মুনি আমাকে আদেশ করিলেন, তুমি এই যমুনাদ্বীপে গর্ভ মোচন করিয়া পুনর্ব্বার আপন কন্যকাবস্থা প্রাপ্ত হইবে। আমি মুনির আজ্ঞাক্রমে যমুনাদ্বীপে এক পুত্র প্রসব করিলাম। সেই মহাযোগী পরাশরাত্মজ, দ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার নাম দ্বৈপায়ন হইল, চতুর্ব্বেদের বিভাগকর্ত্তা বলিয়া, তাঁহার নাম বেদব্যাস হইল এবং অসিত বর্ণ বলিয়া তাঁহার নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইল। তিনি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পিতার সহিত গমন করিলেন। সেই সত্যবাদী শমপর মহাতাপসকে অনুরোধ করিলে, তিনি অবশ্যই ভ্রাতার ক্ষেত্রে পুত্র উৎপাদন করিবেন। তিনি গমনকালে আমাকে কহিয়াছিলেন "মাতঃ! সঙ্কটে পড়িলে আমাকে স্মরণ করিও" অতএব যদি তোমার মত হয়, তাহা হইলে আমি এক্ষণে সেই মহাতপাকে স্মরণ করি। তুমি অনুমতি করিলে তিনি বিচিত্র বীর্য্যের ক্ষেত্রে অপত্যোৎপাদন করিবেন, সন্দেহ নাই। ভীষ্ম মহর্ষি ব্যাসদেবের নাম

শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, যে ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এবং বুদ্ধিদ্বারা ধর্ম্ম ও ধর্ম্মানুবন্ধ অর্থ ও অর্থানুবন্ধ এবং কাম ও কামানুবন্ধ পর্য্যালোচনা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান্; আপনি যেরূপ অনুমতি করিতেছেন, ইহা ধর্ম্মযুক্ত, মঙ্গলাস্পদ এবং আমাদিগের কুলের পরম হিতকর বটে, অতএব এবিষয়ে আমার সম্পূর্ণ মত আছে।

তদনন্তর সত্যবতী দ্বৈপায়নকে স্মরণ করিলেন। বেদপ্রণেতা ভগবান্ ব্যাস, জননী স্মরণ করিয়াছেন জানিয়া, তৎক্ষণাৎ অবিদিতরূপে আবির্ভূত হইলেন। সত্যবতী বহুদিবসের পর, পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া যথাবিধি সম্মান ও বাহুযুগলদ্বারা আলিঙ্গনপূর্ব্বক স্নেহনিঃসৃত স্তন্যদুগ্ধদ্বারা তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন এবং অবিরল বিগলিত আনন্দসলিলে তদীয় হৃদয় প্লাবিত হইতে লাগিল। মহর্ষি ব্যাসও দুঃখিত জননীকে নয়নজলে অভিষিক্ত করিয়া প্রণিপাতপুরঃসর নিবেদন করিলেন, ভগবতি! আপনার অভিপ্রেত কার্য্য সাধনের নিমিত্ত আমি আসিয়াছি, এক্ষণে অনুমতি করুন, কি প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে? তদনন্তর পুরোহিত আসিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক মহর্ষির যথাবিধি সপর্য্যা সমাধান করিলেন। ঋষিবর পূজা গ্রহণ করিলেন। ব্যাসদেব পূজিত হইয়া প্রীতমনে আসনে উপবেশন করিলে, সত্যবতী তদীয় কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন; বৎস! পুত্র পিতামাতা উভয়েরই সাধারণ ধন, পুত্রের প্রতি পিতার যেরূপ প্রভুত্ব, মাতারও তদপেক্ষা ন্যূন নহে। তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, বিচিত্রবীর্য্য কনিষ্ঠ। ভীষ্ম যেমন পিতৃসম্বন্ধে বিচিত্রবীর্য্যের ভ্রাতা, তুমিও তদ্রূপ মাতৃসম্বন্ধে তাঁহার ভ্রাতা। সত্যসন্ধ ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তিনি দার পরিগ্রহ ও রাজ্য শাসন করিবেন না। অতএব হে অনঘ! ভীষ্ম এবং আমি তোমাকে কোন বিষয়ে নিযোগ করিতেছি; যদি তুমি ভ্রাতার প্রতি অনুকূল, ও পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি দয়াবান্ হইয়া, আমাদিগের বংশরক্ষার্থ সেই নিয়োগবাক্য রক্ষা কর, তাহা হইলে অতীব প্রীত হই, রূপযৌবনসম্পন্না তোমার ভ্রাতৃজায়ারা সাতিশয় পুত্রার্থিনী হইয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগের গর্ভে অনুরূপ পুত্র উৎপাদন করিয়া তাঁহাদিগের মনোরথ সিদ্ধ কর। ব্যাসদেব কহিলেন, হে প্রাজ্ঞে! তুমি বিশেষরূপে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত আছ এবং ধর্ম্মের প্রতি তোমার প্রগাঢ় ভক্তি ও একান্ত অনুরাগ আছে, এই নিমিত্ত তোমার অভিলষিত কার্য্য ধর্ম্মমূলক বিবেচনা করিয়া আমি তদনুষ্ঠানে সম্মত হইলাম। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, ভ্রাতার ক্ষেত্রে মিত্রাবরুণসদৃশ পুত্র উৎপাদন করিব। সম্প্রতি দেবীরা সম্বৎসরকাল নিয়মবতী হইয়া আমার নির্দ্দিষ্ট ব্রতোপাসনা করুন। তাহা হইলে তাঁহারা পবিত্র হইতে পারিবেন। ব্রতবর্জ্জিতা অপবিত্র রমণী কাদাপি আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

সত্যবতী কহিলেন, বৎস! যাহাতে দেবীরা অচিরকালমধ্যে গর্ভবতী হয়েন, এরূপ অনুষ্ঠান কর, কারণ, জনপদ অরাজক হইলে প্রজামণ্ডলী অনাথা ও উৎসন্না হইবে, সুতরাং, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম্ম্য ক্রিয়াকলাপ বিনষ্ট হইবে। তাহা হইলে যজ্ঞাংশভাগী দেবগণের পরিতৃপ্তি ও পৃথিবীতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বারিবর্ষণ কিরূপে সম্ভাবিত হইবে। ফলতঃ, অরাজক রাজ্যের ভার গ্রহণ করা কাহারও সাধ্য নহে। অতএব, হে পুত্র! তুমি অবিলম্বে ইহাঁর গর্ভাধান কর। অনন্তর ভীষ্ম তাহার রক্ষ-

ণাবেক্ষণ করিবেন। ব্যাসদেব কহিলেন, যদি আপনার পুত্রবধূ, পরমব্রতস্বরূপ আমার বিরূপতা সহ্য করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি অকালিক পুত্র প্রদান করিব। যদি কৌশল্যা আমার বিকটমূর্ত্তি, ভয়ানক বেশ ও অসহ্যগন্ধ সহ্য করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি অদ্যই গর্ভবতী হইবেন। ভগবান্ ব্যাস সত্যবতীকে এইপ্রকার আদেশ দিয়া এবং কৌশল্যা শুচি বস্ত্র পরিধান ও রমণীয় বেশভূষা সমাধানপূর্ব্বক শয়নাগারে আমার প্রতীক্ষা করুন, এই আজ্ঞা করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর, সত্যবতী নির্জ্জননিবাসিনী পুত্রবধূর নিকট গমন করিয়া কহিলেন, বৎসে কৌশল্যে! পরম হিতকর ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করি, শ্রবণ কর, আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ ভরতকুল উৎসন্নপ্রায় হইল, এজন্য যে আমি কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি, তাহা বলিতে পারিনা এবং তোমার পিতৃবংশও সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। মহামতি ভীষ্ম আমাদিগকে দুঃখিত ও বিষাদসাগরে নিমগ্ন দেখিয়া, সেই দুঃসহ দুঃখ নিবারণার্থ বংশরক্ষার যে উপায় স্থির করিয়া দিয়াছেন, তাহা তোমারই অধীন, অতএব এক্ষণে তুমি সেই ভীষ্মনির্দ্দিষ্ট যুক্তির অনুবর্ত্তিনী হইয়া বিনাশোন্মুখ ভরতবংশের পুনরুদ্ধার কর। বৎসে! তুমি দেবরাজসদৃশ পুত্র প্রসব করিবে, তিনিই আমাদিগের রাজ্যভার গ্রহণ করিবেন। সত্যবতী এবম্বিধ নানাপ্রকার অনুনয়বাক্যে বহু প্রযত্নে সেই ধর্ম্মপরায়ণা ভামিনীর মন প্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ, অতিথি, ও দেবর্ষিপ্রভৃতিকে ভোজন করাইতে লাগিলেন।

ষড়ধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর সত্যবতী ঋতুস্নাতা পুত্রবধূকে যথাকালে শয্যায় শয়ন করাইয়া মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, বৎসে! তোমার এক দেবর আছেন, অদ্য নিশীথসময়ে তিনি তোমার নিকট আগমন করিবেন, অতএব তুমি অপ্রমত্তা হইয়া দেবরের আগমনকাল প্রতীক্ষা কর। অম্বিকা শ্বশ্রূর নিদেশবর্ত্তিনী হইয়া পরম রমণীয় শয্যায় শয়ন করিয়া ভীষ্ম ও অন্যান্য কৌরবদিগকে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই সময়ে ভগবান্ ব্যাস পূর্ব্বকৃত সত্য প্রতিপালনার্থ, প্রথমতঃ অম্বিকার শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন। তদীয় বাসভবন প্রদীপ্ত দীপশিখায় আলোকময় ছিল। অম্বিকা সেই কৃষ্ণবর্ণ মহর্ষির উজ্জ্বল নয়নযুগল, পিঙ্গলবর্ণ-জটাভার, বিশালশ্মশ্রুপ্রভৃতি অতি ভয়ঙ্কর আকার নিরীক্ষণে ভীত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিলেন। ব্যাসদেব মাতার সন্তোষার্থে তাঁহার সহবাস করিলেন। অম্বিকা ভয়ক্রমে দেবরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারিলেন না। অনন্তর দ্বৈপায়নের বহির্গমনসময়ে তাঁহার মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, ইনি গুণবান্ পুত্রপ্রসব করিবেন? অতীন্দ্রিয়জ্ঞানসম্পন্ন ভগবান্ ব্যাস মাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ইনি অলৌকিকধীশক্তিসম্পন্ন, অযুতনাগেন্দ্রসদৃশ বলবান্, সুবিদ্বান্, মহাবীর্য্য, মহাভাগ, পুত্র প্রসব করিবেন, এবং সেই মহাত্মার এক শত পুত্র হইবে, কিন্তু তিনি স্বয়ং মাতৃদোষে জন্মান্ধ হইবেন। সত্যবতী পুত্রের কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে তপোধন! অন্ধ নৃপতি কুরুবংশের অননুরূপ; অতএব এমন আর একটি পুত্র প্রদান কর, যাঁহাদ্বারা বংশরক্ষা ও রাজ্যের মঙ্গল হইতে পারে। ব্যাসদেব "তথাস্তু" বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর অম্বিকা যথাকালে এক অন্ধ পুত্র প্রসব করিলেন। সত্যবতী পুত্রবধূর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিয়া পুনর্ব্বার ব্যাসদেবকে আহ্বান করিলেন। তিনি পূর্ব্বের

ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়া জননীর নিয়োগক্রমে অম্বালিকার নিকট আগমন করিলেন। রাজমহিষী দ্বৈপায়নের সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব ভীষণ মূর্ত্তি সন্দর্শনে ভীতা ও পাণ্ডুবর্ণা হইলেন। সত্যবতীপুত্র অম্বালিকাকে বিষণ্ণা ও বিবর্ণা দেখিয়া কহিলেনন "ভদ্রে! তুমি আমার বিরূপত্ব সন্দর্শনে পাণ্ডুবর্ণা হইয়াছ, অতএব তোমার পুত্রও পাণ্ডুবর্ণ হইবে এবং তাহার নামও পাণ্ডু হইবে। মহর্ষি এই কথা বলিয়া বহির্গমন করেন, ইত্যবসরে সত্যবতী আসিয়া পুত্রবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, ব্যাসদেব কহিলেন, পুত্রটি পাণ্ডুবর্ণ হইবে এবং তাহার নাম পাণ্ডু হইবে। ইহা শ্রবণ করিয়া সত্যবতী পুনর্ব্বার অপর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুত্র প্রার্থনা করিলেন। মহর্ষি "তথাস্তু" বলিয়া মাতাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অম্বালিকা যথাকালে পরম সুন্দর পাণ্ডুবর্ণ এক পুত্র প্রসব করিলেন। সেই পাণ্ডুর যুধিষ্ঠিরাদি পাঁচ পুত্র জন্মে। অনন্তর জ্যেষ্ঠা বধূর পুনর্ব্বার ঋতুকাল উপস্থিত হইলে দ্বৈপায়নের সহযোগ করিবার নিমিত্ত সত্যবতী তাঁহাকে আদেশ করিলেন, কিন্তু অম্বিকা ঋষির মূর্ত্তি ও উগ্রগন্ধ চিন্তা করিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া শ্বশ্রূর আজ্ঞায় সম্মত হইলেন না। অনন্তর তিনি অপ্সরোপমা এক দাসীকে স্বীয় অলঙ্কারদ্বারা বিভূষিত করিয়া ঋষির নিকট প্রেরণ করিলেন। দাসী ঋষির নিকট গমন ও তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক তদীয় আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া পরমভক্তিসহকারে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। মহর্ষি তাঁহার সহযোগে পরম প্রীত হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কহিলেন, হে শুভে! "তুমি দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবে এবং তোমার গর্ভজাত পুত্র অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ও পরম ধার্ম্মিক হইবে। সেই দাসীগর্ভসম্ভূত দ্বৈপায়নাত্মজ বিদুর নামে বিখ্যাত হইলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্র ও মহাত্মা পাণ্ডুর ভ্রাতা। মহাতপা মাণ্ডব্য মুনির শাপে ধর্ম্মরাজ বিদুররূপী হইয়া শূদ্রার গর্ভে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মহর্ষি দ্বৈপায়ন স্বীয় প্রলম্ভ ও শূদ্রার পুত্রজন্মবৃত্তান্ত সত্যবতীকে নিবেদন করিয়া ধর্ম্মের নিকট অঋণী হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপে দ্বৈপায়নের ঔরসে ও বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু এবং বিদুরের জন্ম হয়।

সপ্তাধিক শততম অধ্যায়।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! ধর্ম্মরাজ কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলেন যে, তিনি শাপগ্রস্ত হইলেন এবং কোন্ ব্রহ্মর্ষির শাপেই বা তিনি শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হইলেন? বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! শ্রবণ করুন। মাণ্ডব্যনামে এক সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, তপোনিরত, পরম ধার্ম্মিক, ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেই মৌনব্রতাবলম্বী, মহাতপা, আশ্রমের দ্বারদেশস্থ বৃক্ষমূলে উপবেশনপূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া যোগাভ্যাস করিতেন। এইরূপে বহু কাল অতীত হইলে এক দিবস লোপ্তাহারী কতিপয় দস্যু মাণ্ডব্যের আশ্রমে প্রবিষ্ট হইল। তস্করেরা নগরপালদিগের ভয়ে ভীত হইয়া তথায় স্তেয় ধন লুক্কায়িত করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। অনন্তর অনুগামী নগরপালসকল তথায় উপস্থিত হইয়া ঋষিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে দ্বিজোত্তম! তস্করেরা কোন্ পথ দিয়া পলায়ন করিয়াছে, শীঘ্র আজ্ঞা করুন, আমরা সেই দিকে তাহাদিগের অন্বেষণ করি। ঋষি মৌনব্রতাবলম্বী ছিলেন, সুতরাং ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। অনন্তর রাজপুরুষেরা ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে লুক্কায়িত স্তেয় ধন আশ্রমে দেখিতে পাইল। তখন ঋষির প্রতি তাহাদিগের বি-

লক্ষণ সন্দেহ হওয়াতে তাহারা সেইঋষিকে ও দস্যুদলকে রুদ্ধ করিয়া রাজগোচরে আনয়ন করিল। রাজা নগরপালদিগের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ঋষি ও তস্করগণের প্রাণবধরূপ দণ্ড বিধান করিলেন। রাজপুরুষেরা আজ্ঞা পাইবামাত্র তপোধনকে শূলে আরোপিত করিয়া হৃত ধন গ্রহণপূর্ব্বক রাজসমীপে প্রত্যাগমন করিল। তপোনিষ্ঠ মুনিবর আপন দুরবস্থার বিষয় কিছুই জানিতে পারিলেন না, এবং তাঁহার তপস্যারও ভঙ্গ হইল না। তিনি শূলবিদ্ধ আহারবিহীন হইয়াও বহু কাল পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। একদা রজনীযোগে কতিপয় মহর্ষি পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক মাণ্ডব্যের তাদৃশী দুরবস্থা দর্শনে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দ্বিজোত্তম! আপনি এমন কি পাপ করিয়াছেন, যে শূলবিদ্ধ হইলেন? বলুন, শুনিতে আমাদিগের নিতান্ত বাসনা হইতেছে।

অষ্টাধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর মুনিবর সমাগত তপোধনদিগকে কহিলেন, আমি কাহার উপর দোষারোপ করিব? কেহই আমার অপরাধ করে নাই। ইহা শুনিয়া মুনিগণ প্রস্থান করিলেন। মহামুনি মাণ্ডব্য তদবস্থায় কাল যাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহু কাল অতীত হইলে, এক দিবস নগরপালেরা মহর্ষিকে তদবস্থায় নিরীক্ষণ করিয়া রাজসমীপে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। রাজা নগরপালের মুখে সমুদায় শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া শূলস্থ ঋষিকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত অশেষপ্রকার যত্ন করিতে লাগিলেন। তিনি অতি বিনীতভাবে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি মোহান্ধতাপ্রযুক্ত যে গুরুতর দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি, তন্নিমিত্ত এক্ষণে ক্ষমা প্রার্থনা করি; আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না, প্রসন্ন হউন। ভূপতির বিনয়ে মুনীন্দ্র প্রসন্ন হইলেন। পরে রাজা তাঁহাকে শূলহইতে অবতরণ করাইয়া, শূল বহির্গত করিবার নিমিত্ত অনেক যত্ন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরিশেষে শূলের মূলচ্ছেদ করিয়া দিলেন। ঋষি সেই অন্তর্গত শূল বহন করত সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিতে লাগিলেন এবং কঠোর তপস্যাদ্বারা অসুলভ লোক সকল জয় করিলেন। তদবধি তিনি ভূমণ্ডলে অণীমাণ্ডব্য বলিয়া প্রথিত হইলেন। একদা তিনি যমসদনে গমনপূর্ব্বক সিংহাসনোপবিষ্ট ধর্ম্মরাজকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্ম! আমি যে পাতকের ফল ভোগ করিতেছি, ইহা কোন্ দুষ্কর্ম্মের পরিণাম, শীঘ্র বল, আমি এই মুহূর্ত্তেই আমার তপোবল প্রকাশ করিতেছি।

ধর্ম্ম কহিলেন, তপোধন! আপনি পতঙ্গের পুচ্ছদেশে তৃণ প্রবিষ্ট করিয়াছিলেন, সেই দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। অণীমাণ্ডব্য কহিলেন, ধর্ম্ম! তুমি আমার লঘু পাপে গুরু দণ্ড বিধান করিয়াছ, এই নিমিত্ত তোমাকে মনুষ্য হইয়া শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হইতে হইবে। আর আমি অদ্যাবধি পাপ পুণ্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেছি; চতুর্দ্দশ বর্ষের অনধিক বয়ঃক্রমে কেহ পাপপুণ্যের ফলভাগী হইবে না, পঞ্চদশ বর্ষ অবধি কার্য্যানুসারে ফল লাভ হইবে। ধর্ম্মরাজ স্বীয় অপরাধে মহাত্মা অণীমাণ্ডব্য কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া বিদুররূপে শূদ্রযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি ধর্ম্মার্থচিন্তায় কুশল, লোভশূন্য, জিতক্রোধ, বহুদর্শী, শমপর ও কৌরবগণের পরম হিতৈষী ছিলেন।

নবাধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর এই তিন কুমার জন্ম গ্রহণ করিলে, কুরুজাঙ্গল, কুরব এবং কুরুক্ষেত্র এই তিনটি জনপদ অতীব সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিল; পৃথিবী সরস ও সুস্বাদ শস্যে পরিপূর্ণা হইল; পর্জন্য যথাকালে জল বর্ষণ করিতে লাগিল; পাদপসকল সুরস ফলকুসুমে সুশোভিত হইল; গবাশ্বাদি বাহনসকল প্রহৃষ্ট, মৃগযূথ ও পক্ষিগণ সানন্দ, কুসুমমালা সুগন্ধি এবং ফলরাশি রসপূর্ণ হইল; নগর, ব্যবসায়ী ও শিল্পিগণে পরিব্যাপ্ত হইল এবং জনপদস্থ সমস্ত লোক মহাবল পরাক্রান্ত, কৃতবিদ্য, সচ্চরিত্র ও পরম সুখী হইল। তৎকালে দস্যুতস্করের কিছুমাত্র প্রাদুর্ভাব রহিল না; অধর্ম্মাচার লোকের অন্তরহইতে এক কালে অন্তর্হিত হইল। প্রজাগণের রীতি, নীতি, সদাচার ও সদ্ব্যবহার সন্দর্শনে সেই সময়কে সত্যযুগ বলিয়া প্রতীয়মান হইত। প্রজামণ্ডলী ধর্ম্মনিরত, যজ্ঞশীল, সত্যপরায়ণ, ব্রতনিষ্ঠ ও পরস্পর প্রণয়পর হইয়া স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিত। সকল লোকই অভিমানশূন্য, জিতক্রোধ ও লোভবিহীন হইল। দিন দিন তাহাদিগের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিল। জলপূরিত জলনিধির ন্যায় সেই জনাকীর্ণ নগর মেঘাকার তোরণকলাপ দ্বারা অনির্ব্বচনীয় শোভমান হইল। শত শত সুরম্য হর্ম্ম্য দ্বারা মহেন্দ্রনগরী অমরাবতীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। বিলাসী নগরবাসিসকল তত্রত্য নদ,নদী, সরোবরপ্রভৃতি জলাশয়ে এবং পরম রমণীয় বন, উপবন ও ক্রীড়াশৈলে মনের সুখে বিহার করিয়া বিপুল আনন্দ অনুভব করিতে আরম্ভ করিল। দাক্ষিণাত্য কুরুগণ উদীচ্য কুরুদিগের সর্ব্বদাই স্পর্দ্ধা করিতেন। সেই সুরম্য জনপদে কেহই কৃপণস্বভাব ছিলেন না; পতিবিহীনা কামিনী নেত্রগোচর হইত না; লোকহিতার্থে স্থানে স্থানে কূপ, বাপী, আরাম ও সভাসকল প্রতিষ্ঠিত ছিল; সুসমৃদ্ধ বিপ্রভবনসকল অবিরত উৎসবময় পরিলক্ষিত হইত; ধর্ম্মাত্মা ভীষ্মের পরিরক্ষিত সেই জনপদের ঐশ্বর্য্য ও রমণীয়তার আর পরিসীমা রহিল না। চৈত্য ও যূপকাষ্ঠ তত্রস্থ জনগণের যাগশীলতার প্রমাণস্বরূপ লক্ষিত হইত। সেই সকল দেশ অন্যান্য রাজ্যের সাহায্য ব্যতিরেকেও পরিবর্দ্ধিত হইত; ধর্ম্মাত্মা ভীষ্ম তথায় ধর্ম্মচক্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; রাজকুমারেরা নিরন্তর সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন; পৌর ও জানপদসকল তাঁহাদিগের আচরিত প্রণালী অবলম্বন করিবার নিমিত্ত সাতিশয় উৎসুক হইয়াছিলেন। তত্রত্য কুরুপ্রধানদিগের ও নগরবাসিগণের ভবনে "দীয়তাং ভুজ্যতাং" এই বাক্যই সর্ব্বদা শ্রুতিগোচর হইত; মহাত্মা ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু এবং মহামতি বিদুর ইহাঁদিগকে জন্মাবধি পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন; তিনি তাঁহাদিগকে জাতক্রিয়াপ্রভৃতি সমস্ত সংস্কারে সংস্কৃত করিয়াছিলেন; উপযুক্ত শিক্ষকের সন্নিধানে নিযুক্ত করিয়া অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন, এবং পরিশ্রমে ও ব্যায়ামে সুনিপুণ করিয়াছিলেন। রাজতনয়েরা তরুণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ধনুর্ব্বেদ,গদাযুদ্ধ, অসিচর্ম্ম প্রয়োগ, গজশিক্ষা, নীতিশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ, বেদাঙ্গপ্রভৃতি সমস্ত অধ্যেতব্য বিষয়ে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। তন্মধ্যে পাণ্ডু অদ্বিতীয় ধানুষ্ক ও ধৃতরাষ্ট্র অসাধারণ বলবান্ ছিলেন। বিদুরের ন্যায় ধার্ম্মিক ত্রিভুবনমধ্যে দৃষ্টিগোচর হইত না। প্রনষ্টপ্রায় শান্তনুবংশ পুনরুদ্ধৃত হইলে, সর্ব্বত্র সত্যের সমাদর ও গৌরব বৃদ্ধি হইল। মহারাজ! তৎকালে সমস্ত বীরপ্রসবিনী রমণীগণের মধ্যে কাশীশ্বর নন্দিনী, দেশের মধ্যে কুরুজাঙ্গল, ধার্ম্মিকের মধ্যে

বিদুর এবং নগরের মধ্যে হস্তিনাপুর শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিল। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন, বিদুর পারসব, সুতরাং পাণ্ডুই সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন।

দশাধিক শততম অধ্যায়।

একদা ভীষ্ম বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত নরেন্দ্রকুল অপেক্ষা অস্মৎকুল সমধিক গুণভূয়িষ্ঠ ও সুপ্রসিদ্ধ। ইহা পূর্ব্বতন সুধার্ম্মিক নরেন্দ্রগণ-কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। অধুনা ইহার উচ্ছেদ নিতান্ত দুর্ব্বিষহ বিবেচনা করিয়া ভগবতী সত্যবতী, মহাত্মা দ্বৈপায়ন এবং আমি এই তিন জনে মিলিত হইয়া যুক্তিযুক্ত ও শাস্ত্রসিদ্ধ উপায়োদ্ভাবনপূর্ব্বক তোমাদিগকে উৎপাদন করাইয়া পুনর্ব্বার ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিলাম। অতএব এক্ষণে যাহাতে আমাদিগের বংশের ক্রমশঃ উন্নতি হয়, তাহার উপায় বিধান করা আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই। শুনিয়াছি, মদ্রেশ্বর ও সুবলের পরম সুন্দরী এক এক কুমারী আছে, তাহারা আমাদিগের কুলের অনুরূপা; অতএব সেই কুলীনা কামিনী-দ্বয়ের সহিত ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর সম্বন্ধ স্থির করাই উচিত। এই কুলের স্থায়িতার নিমিত্ত আমি তাহাদিগকে বরণ করিতে অভিলাষ করি, তোমার অভিপ্রায় কি? বিদুর কহিলেন, মহাশয়! আপনি আমাদিগের পিতৃতুল্য ও পরম গুরু; অতএব যাহা উচিত হয় স্বয়ং বিচারপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করুন। অনন্তর কুরুপিতামহ ভীষ্ম বিপ্রগণপ্রমুখাৎ শ্রবণ করিলেন, সুবলাত্মজা গান্ধারী, ভগবান্ ভবানীপতিকে আরাধনা করিয়া বর লাভ করিয়াছেন যে, তিনি এক শত পুত্রের জননী হইবেন, সেই কন্যার প্রার্থনায় গান্ধাররাজের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন, গান্ধাররাজ সুবল, প্রথমতঃ ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলিয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন, পরিশেষে সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া সুবিখ্যাত কুল, মহতী খ্যাতি, ও সদ্বৃত্তজামাতার অভিলাষে তাঁহাকেই কন্যা দান করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। যখন গান্ধারী শ্রবণ করিলেন যে, পিতা মাতা তাঁহাকে নয়নবিহীন পাত্রে সম্প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, তখনই সেই পতিপরায়ণা সান্দ্র বস্ত্র দ্বারা স্বীয় নেত্রযুগল বন্ধন করিলেন, এবং মনে মনে সংকল্প করিলেন যে, পতি অন্ধ বলিয়া তাঁহাকে কদাপি অশ্রদ্ধা বা অসূয়া করিব না। গান্ধাররাজতনয় পিতৃ আজ্ঞায় অভিনব যৌবনবতী ও লক্ষ্মী-যুক্তা ভগিনী লইয়া কৌরব সমীপে উপনীত হইলেন। তদনন্তর ভীষ্মের অনুমতিক্রমে তাঁহাকে ধৃতরাষ্ট্রহস্তে সম্প্রদান করিলেন, এবং তিনি ভীষ্মকর্ত্তৃক যথোচিত পূজিত হইয়া স্বনগরে প্রত্যাগমন করিলেন। বরারোহা গান্ধারী সদাচার, সদ্ব্যবহার ও সুশীলতা প্রদর্শন দ্বারা সমস্ত কৌরবগণের পরম সন্তোষ জন্মাইতে লাগিলেন। তিনি গুরুশুশ্রূষা ও সকলকে প্রিয় সম্ভাষণ করিতেন এবং কদাপি কাহারও অকীর্ত্তি বা নিন্দা করিতেন না।

একাদশাধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যদুবংশাবতংস শূরনামা নৃপতি বসুদেবের জনয়িতা ছিলেন। প্রথমে তাঁহার পৃথানাম্নী পরম রূপবতী তনয়া জন্মিয়াছিল। শূর, অনপত্য পিতৃস্বসৃপুত্র কুন্তিভোজের নিকট পূর্ব্বাবধি প্রতিজ্ঞারূঢ় ছিলেন যে, আমার প্রথম সন্ততি তোমাকে প্রদান করিব; এক্ষণে তদনুসারে নির্ম্মম হইয়া পরম মিত্র কুন্তিভোজকে সেই কন্যা প্রদান করিলেন। কুন্তিভোজ কন্যারত্ন লইয়া ঔরসবৎ পরম যত্নে লালন পালন করিতে লাগিলেন। পৃথা পিতৃগৃহে দিনে দিনে দ্বিতীয়া চন্দ্রকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন; কুন্তিভোজের পালিত বলিয়া সকলে তাঁহাকে কুন্তী নামে আহ্বান করিত।

কুন্তী কন্যাবস্থায় ব্রাহ্মণসেবায় ও অতিথি পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন এবং সর্ব্বপ্রযত্ন-সহকারে পরিচর্য্যাদ্বারা অভ্যাগতদিগকে পরিতুষ্ট করিতেন। একদা ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য মহাতেজস্বী জিতেন্দ্রিয় মহর্ষি দুর্ব্বাসা কুন্তিভোজের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিলেন। আতিথেয়ী কুন্তী ভক্তিযোগসহকারে ও পরম সমাদরে তাঁহার সেবাবিধি নির্ব্বাহ করিলে, মহর্ষি পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক মহামন্ত্র প্রদান করিলেন এবং কহিয়া দিলেন, বৎসে! আমি তোমার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে এই মহামন্ত্র প্রদান করিলাম, তুমি ইহা পাঠ করিয়া যে যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, তাঁহাদের প্রভাববলে তোমার গর্ভে এক এক পুত্র উৎপন্ন হইবে। মুনিবর এই বলিয়া প্রস্থান করিলে পর, কুন্তী বালস্বভাব-সুলভ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া মহর্ষিদত্ত মন্ত্র দ্বারা সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিলেন। মন্ত্রবলে অশেষ ভুবনদ্বীপদীপক ভগবান্ তৎক্ষণাৎ আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, সুন্দরি! তোমার অভিপ্রায়ানুসারে উপস্থিত হইয়াছি, বল, কি করিতে হইবে? কুন্তী এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! এক ব্রাহ্মণ আমাকে বিদ্যা ও বর প্রদান করিয়া যান, আমি তৎপরীক্ষাবাসনায় আপনাকে আহ্বান করিয়া অতিমূঢ়ের কার্য্য করিয়াছি, আমার অপরাধ হইয়াছে, ভগবন্! এক্ষণে চরণে ধরিয়া বিনয়পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি, কৃপাময়! কৃপা প্রকাশ করিয়া অপরাধ মার্জ্জনা করুন! স্ত্রীলোক সহস্র অপরাধে অপরাধিনী হইলেও তাহাকে ক্ষমা করা মহতের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সূর্য্যদেব কুন্তীর কাতরোক্তি শুনিয়া মধুরবচনে কহিলেন, সুন্দরি! মহর্ষি দুর্ব্বাসা তোমাকে যে বর ও বিদ্যা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, আমি তৎসমস্ত অবগত আছি, তুমি ভীত হইও না, অসন্দিগ্ধচিত্তে আমার ভোগাভিলাষ পূর্ণ কর; দেখ, শুভে! তুমি আমাকে আহ্বান করিয়াছ, আমি তাহাতেই আসিয়াছি, এক্ষণে আমার মনোরথ ব্যর্থ করা কোনক্রমেই উচিত নহে; আর, যদি তুমি একান্তই অসম্মত হও, তাহা হইলে অবশ্যই দোষভাগিনী হইবে, সন্দেহ নাই। সূর্য্যদেব এইরূপ নানাপ্রকার বুঝাইলেও কুন্তী কন্যাবস্থা ও লজ্জাভয়ের অনুরোধে স্বীকার পাইলেন না! তখন সূর্য্যদেব পুনর্ব্বার কহিলেন, হে বরবর্ণিনি! তোমার কিছুমাত্র শঙ্কা নাই, আমি কহিতেছি, আমার প্রসাদবলে ইহাতে তোমার কোন দোষই হইবেক না; এই বলিয়া কুন্তীকে সম্মত করিয়া তাঁহার সহিত সহবাসে প্রবৃত্ত হইলেন। সূর্য্যদেবের সহযোগে কুন্তী গর্ভবতী হইলেন। এবং তৎক্ষণাৎ সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা, কবচকুণ্ডলধারী, পরম রূপবান্ এক পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন, ঐ পুত্র ভুবনতলে কর্ণ নামে বিশ্রুত হইয়াছিল। ভগবান্ সূর্য্যদেব তুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার কুন্তীকে কন্যাত্ব প্রদান করিয়া অম্বরতলে আরোহণ করিলেন। কুন্তী সদ্যোজাত নবকুমার দর্শনে বিষণ্ণমনে ভাবিতে লাগিলেন, এখন কি করি? এ বিষয় কি গোপনে রাখিব? না প্রকাশ করিব? পরিশেষে বন্ধুজনভয়ে আত্মদোষ গোপন করাই শ্রেয়ঃকল্প স্থির করিয়া সেই মহাবল পরাক্রান্ত সদ্যঃপ্রসূত কুমারকে লইয়া সলিলে নিক্ষেপ করিলেন। যশস্বী রাধাভর্ত্তা সেই নবকুমারকে জলে ভাসমান দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে গৃহানয়নপূর্ব্বক পুত্রত্বে পরিগ্রহ করিলেন, এবং ঐ কুমার, বসু অর্থাৎ কবচকুণ্ডলরূপ ধনের সহিত জন্মিয়াছে বলিয়া, উহার নাম বসুষেণ রাখিলেন। বসুষেণ ক্রমে ক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক ও সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ হইয়া উঠিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালহইতে সন্ধ্যা-

পর্য্যন্ত সূর্য্যের আরাধনা করিতেন; সেই সময়ে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার নিকট যাহা প্রার্থনা করিতেন, অতি দুষ্প্রাপ্য হইলেও তিনি তৎপ্রদানে পরাঙ্মুখ হইতেন না। একদা দেবরাজ ইন্দ্র অর্জ্জুনের হিত সাধনার্থে ব্রাহ্মণবেশ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার অঙ্গস্থ কবচ ভিক্ষা চাহিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ শরীরহইতে নৈসর্গিক কবচ মোচন করিয়া বিপ্ররূপধারী ইন্দ্রের হস্তে প্রদান করিলেন। সুরপতি কবচ গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে প্রীতিদায়স্বরূপ এক শক্তি অস্ত্র প্রদান করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমার অসাধারণ কার্য্য দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়াছি, এই একপুরুষঘাতিনী শক্তি দিতেছি, গ্রহণ কর, ইহাতে তোমার বিশেষ উপকার দর্শিবে; কি সুর, কি অসুর, কি নর, কি বানর, কি গন্ধর্ব্ব, কি ভুজঙ্গ, কি রক্ষ, কি যক্ষ; যাহার প্রতি এই অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে, তাহার আর নিস্তার নাই, সে অবশ্যই ইহাতে নিপাতিত হইবে; এই বলিয়া কবচ লইয়া অমররাজ অমরাবতী প্রস্থান করিলেন। বসুষেণ স্বীয় শরীর ভেদ করিয়া ইন্দ্রকে কবচ প্রদান করিলেন বলিয়া, তদবধি ক্ষিতিতলে কর্ণ ও বৈকর্ত্তন নামে বিখ্যাত হইলেন।

দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এদিকে কুন্তী কুন্তিভোজালয়ে থাকিয়া ক্রমে ক্রমে নবযৌবনাবস্থায় আরূঢ় হইলেন। লোকমুখে তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্যের বিষয় অবগত হইয়া নানাদিগ্‌দেশস্থ ভূপতিগণ পাণিগ্রহণাভিলাষে কুন্তিভোজসকাশে দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন। কুন্তিভোজ অনেককেই কন্যার পরিণয়াকাঙ্ক্ষী দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি করি! কাহাকে কন্যা প্রদান করা উচিত। পরিশেষে, স্বয়ম্বরানুষ্ঠানই কর্ত্তব্য স্থির করিয়া সকল রাজগণকে স্বভবনে আসিতে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা সকলে মনোহর বেশভূষা ধারণ করিয়া নিরূপিত দিবসে স্বয়ম্বর স্থলে উপস্থিত হইলেন। মনস্বিনী কুন্তী পিতার আদেশক্রমে পতি মনোনীত করিতে হস্তে পুষ্পমালা লইয়া রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন, তথায় ভরতবংশাবতংস মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু সূর্য্যসদৃশ অনুপম স্বীয় শরীরপ্রভা দ্বারা সমস্ত ভূপতিগণের প্রভা আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার প্রতাপ সিংহসম, বক্ষ দেশ কপাটোপম এবং নয়নযুগল বিকচকমলসদৃশ; দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয়, যেন পুরন্দর স্বপুর পরিত্যাগ করিয়া কুন্তীকামনায় সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। বরবর্ণিনী কুন্তিভোজদুহিতা নরপতির সেই মোহনমূর্ত্তি নিরীক্ষণে স্মরশরে জর্জ্জরিতকলেবর হইয়া লজ্জানম্রমুখে তাঁহার কণ্ঠদেশে বরমাল্য প্রদান করিলেন। কুন্তী পাণ্ডু নরবরে বরত্বে বরণ করিলেন দেখিয়া, অন্যান্য ভূপতিগণ নিজ নিজ বাহনে আরোহণপূর্ব্বক স্ব স্ব দেশে প্রস্থান করিলেন। কুন্তিভোজ শুভলগ্নে পাণ্ডু নৃপতির সহিত কন্যার বিবাহবিধি নির্ব্বাহ করিলেন। বরকন্যা একত্র সঙ্গত হইয়া শচীসখ সহস্রাক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

বেদবিধানানুসারে উদ্বাহক্রিয়া সমাধা হইল। কুন্তিভোজ নানা ধনসম্পত্তি যৌতুক দিয়া পাণ্ডুকে কন্যার সহিত স্বনগরে পাঠাইয়া দিলেন। কুরুকুলপ্রদীপ মহীপতি পাণ্ডু ধ্বজপতাকাশালিনী মহতী পতাকিনী সমভিব্যাহারে মহর্ষিগণ ও দ্বিজগণের আশীর্ব্বচন শ্রবণ করিতে করিতে স্বপুরে প্রবেশ করিলেন এবং রাজভবনে প্রণয়িনী

সহধর্ম্মিণী কুন্তীকে রাখিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, নরপতি পাণ্ডুর আর এক বিবাহ দিতে মনস্থ করিয়া প্রধান অমাত্য, ব্রাহ্মণ ও মহর্ষিগণ সঙ্গে লইয়া চতুরঙ্গিনী সেনা সমভিব্যাহারে মদ্রাধিপতির নগরে গমন করিলেন। মদ্ররাজ শল্য ভীষ্মের আগমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র সত্বর হইয়া স্বয়ং প্রত্যুদ্গমনপুরঃসর সাদর সম্ভাষণে ও পরমসমাদরসহকারে তাঁহাকে পুরপ্রবেশ করাইলেন, এবং বসিবার আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, মধুপর্কাদি প্রদান করিয়া যথোচিত সম্মান করিলেন। পরে আগমনকারণ জিজ্ঞাসিলে, কুরুকুল তিলক ভীষ্ম কহিলেন, মদ্রপতে! শুনিলাম, পরম রূপবতী মাদ্রীনাম্নী তোমার ভগিনী আছে, তুমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুর সহিত তাহার বিবাহ দাও; এই মানসে তোমার দেশে আসিয়াছি, দেখ, তোমাদের ও আমাদের যে বংশ, উভয়ই পবিত্রতাদিগুণে সমান, কোন অংশে বৈলক্ষণ্য নাই, অতএব পাণ্ডুকে ভগিনী দান করিয়া আমাদিগের সহিত কুটুম্বিতা কর। ভীষ্মবাক্য শ্রবণ করিয়া মদ্ররাজ বিনয়গর্ভবচনে কহিলেন, মহাশয়! আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহাতে আমার কদাচ অসম্মতি নাই, শুনিয়া আমার পরম পরিতোষ জন্মিল; কুরুবংশ পরিত্যাগ করিয়া আর কোথায় ভগিনীদান করিব? আপনাদের কুলগতা হইলে ভগিনীর অনেক সৌভাগ্য মানিতে হইবে, কিন্তু মহাশয়! আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে এক বিষম নিয়ম স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, আপনি তাহা সবিশেষ জ্ঞাত আছেন; ভালই হউক বা মন্দই হউক আমি তাহা লঙ্ঘন করিতে পারিব না; আপনাকেও সেই নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে, কারণ, উহা আমাদিগের কুলধর্ম্ম। ভীষ্ম কহিলেন, মদ্ররাজ! তুমি চিন্তিত হইওনা, স্বয়ং প্রজাপতি শুল্ক গ্রহণপূর্ব্বক কন্যাদানের নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তোমার কুলধর্ম্ম নির্দ্দোষ ও সাধুসম্মত, অবশ্যই প্রতিপালিত হইবে। এই বলিয়া ভীষ্ম শল্যকে রথ, গজ, তুরগ, বসন, ভূষণ ও মণি মুক্তা প্রবালপ্রভৃতি দ্রব্যজাত শুল্কস্বরূপ প্রদান করিলেন। শল্য তৎসমুদায় গ্রহণপূর্ব্বক পরম প্রীত হইয়া অলঙ্কৃত স্বীয় ভগিনী মাদ্রীকে লইয়া ভীষ্ম হস্তে সমর্পণ করিলেন।

ভীষ্ম মাদ্রীকে লইয়া হস্তিনানগরে গমনপূর্ব্বক রাজবাটীতে রাখিয়া দিলেন এবং কিয়দ্দিনপরে শুভ লগ্ন দেখিয়া পাণ্ডুর সহিত তাহার পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। উদ্বাহ সমাপ্তি হইলে পর, মহারাজ পাণ্ডু পরম রমণীয় হর্ম্ম্যমধ্যে নবপ্রণয়িণীর বাসস্থান নিরূপিত করিলেন। কুন্তী ও মাদ্রীর পরস্পর বিলক্ষণ সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল। পাণ্ডু তাঁহাদিগের উভয়কে লইয়া স্বেচ্ছাবিহারে পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ত্রয়োদশ নিশা অন্তঃপুরে বিহার করিয়া দিগ্বিজয়বাসনায় বাটীহইতে বহির্গত হইলেন এবং ভীষ্মপ্রভৃতি বৃদ্ধগণ ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে অভিবাদন করিয়া ও অন্যান্য কুরুপ্রধান ব্যক্তিদিগকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক সকলের অনুমতি লইয়া চতুরঙ্গ সৈন্য সমভিব্যাহারে দিগ্বিজয়ার্থ যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে নগরাঙ্গনারা নানাবিধ মঙ্গলাচরণ ও ব্রাহ্মণগণ আশীর্ব্বচন করিতে লাগিলেন। কুরুকুলের কীর্ত্তিকর পাণ্ডু নরবর প্রথমতঃ দশার্ণদেশে প্রয়াণপূর্ব্বক পূর্ব্বাপরাধী দশার্ণ পতিকে সমরে পরাজয় করিলেন। অনন্তর হস্ত্যশ্বরথপদাতিসঙ্কুল বিপুল বলবৃন্দ সঙ্গে লইয়া

মগধদেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় অনেকানেক ভূপতিদিগের অপকারী বলদর্পসমন্বিত মগধরাজকে সংহার করিয়া তাঁহার কোষস্থ ধনসমুদায় ও বাহনচয় আত্মসাৎ করিলেন। পরে মিথিলায় যাইয়া বিদেহদিগকে সংগ্রামে পরাভব করিলেন। তাহারা তাঁহার একান্ত বশম্বদ হইল। পরিশেষে কাশী, সুহ্ম, পুণ্ড্রপ্রভৃতি অপরাপর দেশে প্রয়াণপূর্ব্বক তত্রস্থ সমস্ত ভূপতিবর্গকে পরাজয় করিয়া কুরুকুলের অক্ষয় কীর্ত্তি সংস্থাপিত করিলেন। এইরূপে শত্রুকুলান্তক পাণ্ডু অনলবৎ অস্ত্রশিখায় নরপতিদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডুর তেজঃপ্রভাবে বলরাজি বিধ্বংসিত হইলে ভূপালেরা বশীভূত হইয়া কুরুকুলের মঙ্গলকর ব্যাপারে ব্যাপৃত হইল; আর মহাবীর পাণ্ডুকে আপনাদিগের একাধিপতি জ্ঞান করিয়া বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সমীপে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে মণি, মুক্তা, প্রবাল, সুবর্ণ, রজত, গো, অশ্ব, রথ, হস্তী, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, মহিষ, কম্বল, অজিন, রাঙ্কব, আস্তরণপ্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যজাত উপহার প্রদান করিল। মহারাজ পাণ্ডু সেই সমস্ত রাজদত্ত বস্তুজাত লইয়া পরমাহ্লাদে হস্তিনানগরাভিমুখে গমন করিলেন। রাজসিংহ শান্তনু ও ধীমান্ ভরতের যশোজনিত শব্দ বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, এক্ষণে পাণ্ডুর প্রভাবে তাহা পুনরুদ্ধৃত হইল। যাহারা পূর্ব্বে কুরুদিগের রাজ্য এবং ধন হরণ করিয়াছিল, হস্তিনাধিপতি পাণ্ডু তাহাদিগের নিকটহইতে করগ্রহণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডুর বীর্য্যবলাকৃষ্ট হইয়া ধন্যবাদ প্রদান করিতে করিতে মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে অন্যান্য রাজগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। পাণ্ডু শ্রবণসুখাবহ তৎসমস্ত শ্রবণ করিয়া প্রফুল্লমনে হস্তিনানগরের সমীপবর্ত্তী হইলেন। ভীষ্ম লোকমুখে পাণ্ডুর আগমনবার্ত্তা শ্রবণে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া পৌর, জানপদ ও অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে প্রত্যুদ্গামন করিলেন। কৌরবেরা ভীষ্মের সহিত হস্তিনানগরহইতে কিয়দ্দূর গমন করিয়া, পাণ্ডুর সেনারা বিচিত্ররত্নপরিপূর্ণ অসংখ্য যান, হস্তী, অশ্ব, রথ, গো, উষ্ট্র, মেষপ্রভৃতি জয়লব্ধ বস্তুজাত লইয়া আসিতেছে, দর্শন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। তাহারা ক্রমে সন্নিহিত হইলে কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন পাণ্ডু ভীষ্মের পাদবন্দন করিয়া অন্যান্য পৌর ও জানপদদিগের সমুচিত সম্মান করিলেন। ভীষ্ম অশেষরাষ্ট্রবিজয়ী প্রত্যাগত পাণ্ডুকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দাশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। তূর্য্য, শঙ্খ, দুন্দুভিপ্রভৃতি নানাবিধ বাদ্য যন্ত্র বাদিত হইতে লাগিল। পৌরগণের আনন্দের সীমা রহিল না। ভীষ্ম পাণ্ডুকে লইয়া হস্তিনা নগরে প্রবেশ করিলেন।

চতুর্দ্দশাধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডু হস্তিনাপুরে গমন করিয়া স্ববাহুবলবিজিত ধন দ্বারা ভীষ্ম, সত্যবতী, মাতা কৌশল্যা ও বিদুরকে সন্তুষ্ট করিলেন। ইন্দ্রাণী যেমন জয়ন্তকে আলিঙ্গন করিয়া আহ্লাদিত হন, কৌশল্যা অপ্রতিমতেজাঃ পুত্র পাণ্ডুকে আলিঙ্গন করিয়া ততোধিক আনন্দিত হইলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহাবীর পাণ্ডুর প্রভাবে বহুদক্ষিণ শত শত অশ্বমেধ যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিলেন।

কিয়দ্দিন অতীত হইলে মহারাজ পাণ্ডু সুরম্য হর্ম্ম্য ও বিচিত্র শয়নীয়সমুদয় ত্যাগ করিয়া পত্নীদ্বয় সঙ্গে বনবিহারবাসনায় বন প্রস্থান করিলেন, তথায় সর্ব্বদা মৃগয়ানুষ্ঠান করিয়া প্রিয়তমাদের সহিত পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। কখন হিমালয়ের দক্ষিণপার্শ্ববর্ত্তী উপ-

ত্যকায় ভ্রমণ করিতেন, কখন গিরিপৃষ্ঠে সুখসঞ্চার করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন, কখন কখন বা মহাশালবনে অবস্থিতি করিতেন। করেণুদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী হইলে গজরাজ ঐরাবত যেরূপ শোভিত হয়। পত্নীদ্বয় সঙ্গে থাকায় বনচর নৃপবর পাণ্ডু ও সেই রূপ শোভিত হইয়াছিলেন। বনবাসিগণ, ভার্য্যাদ্বয়-সমবেত খড়্গহস্ত ধনুর্ব্বাণধারী বিচিত্র-কবচযুক্ত অস্ত্রকোবিদ পাণ্ডুকে দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিত। তাঁহার যখন যাহা আবশ্যক হইত, ধৃতরাষ্ট্রপ্রেরিত ভৃত্যগণ তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিত। এইরূপে পাণ্ডু মহীপাল প্রণয়িণীদ্বয় সমভিব্যাহারে পরম সুখে কাননমধ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, মহীপতি দেবকের পরম সুন্দরী যুবতী পারসবী তনয়াকে আনয়নপূর্ব্বক বিদুরের সহিত বিবাহ দিলেন। বিদুর তাঁহার গর্ভে স্বসদৃশ-বিনয়সম্পন্ন পুত্রগণ উৎপাদন করিলেন।

পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারীগর্ভে শত পুত্র ও বৈশ্যাপত্নীর গর্ভে এক পুত্র জন্মে এবং ধর্ম্মপ্রভৃতি পঞ্চ দেবহইতে কুন্তী ও মাদ্রীর গর্ভে পাণ্ডুর মহারথ পঞ্চ পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের হইতে এই কুরু বংশ রক্ষা পাইয়াছে।

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! গান্ধারীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র কিরূপে জন্মিল ও কত দিন পরেই বা তাহাদের আয়ুঃশেষ হইল? আর বৈশ্যার গর্ভেই বা ধৃতরাষ্ট্র কিরূপে পুত্রোৎপাদন করিলেন? তিনি অনুকূলকারিণী ধর্ম্মচারিণী প্রণয়িণী গান্ধারীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেন? এবং দেবহইতে কিরূপে শাপগ্রস্ত মহাত্মা পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র উৎপন্ন হইল, এই সমস্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া আমার অপরিতৃপ্ত চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, একদা মহর্ষি দ্বৈপায়ন সাতিশয় ক্ষুৎপিপাসায় শ্রমান্বিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের ভবনে সমুপস্থিত হইলে, গান্ধারী পরম সমাদরে তাঁহার শুশ্রূষা করিলেন। মহর্ষি সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রদান করিতে চাহিলে, গান্ধারী কহিলেন, যদি অনুকূল হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, যেন আমার গর্ভে আমার ভর্ত্তার সমানগুণশালী শত পুত্র জন্মে। ব্যাস "তথাস্তু" বলিয়া প্রস্থান করিলেন। কিয়দ্দিনানন্তর ধৃতরাষ্ট্রের সহযোগে গান্ধারী গর্ভবতী হইলেন। তাঁহার গর্ভধারণের পর দুই বৎসর অতীত হইল, তথাপি তিনি সন্তান প্রসব করিলেন না। একদিন গান্ধারী শুনিলেন, যে কুন্তীর বালসূর্য্যসমপ্রভ একপুত্র জন্মিয়াছে। তৎশ্রবণে তিনি সাতিশয় ঈর্ষান্বিতা হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের অজ্ঞাতসারে আপনার গর্ভপাত করিলেন। ঐ গর্ভে সংহতা লোহষ্ঠীলার ন্যায় এক দ্বিবর্ষসম্ভৃতা মাংসপেশী জন্মিল। গান্ধারী তদ্দর্শনে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া সেই মাংসপেশী পরিত্যাগ করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমত সময়ে ভগবান্ ব্যাস তথায় উপস্থিত হইয়া মাংসপেশী দর্শনপূর্ব্বক গান্ধারীকে কহিলেন, সৌবলেয়ি! এ কি করিয়াছ! গান্ধারী মহর্ষির সমীপে আপনার অভিপ্রায় গোপন না করিয়া কহিলেন, মহাত্মন্! অগ্রে কুন্তীর পুত্র জন্মিয়াছে শুনিয়া আমি সাতিশয় দুঃখিত হইয়া এই গর্ভপাত করিয়াছি। আপনি আমাকে পূর্ব্বে বর প্রদান করিয়াছেন, আমার গর্ভে শত পুত্র জন্মিবে; এক্ষণে এই মাংসপেশীহইতে শত পুত্র উৎপন্ন করুন। ব্যাস কহিলেন, সৌবলেয়ি! আমার বাক্য কখন মিথ্যা হইবার নহে। মাংসপেশী নষ্ট করিও না। ইহাহইতে অবশ্যই তোমার শত পুত্র

উৎপন্ন হইবে। তুমি গুপ্ত প্রদেশে ঘৃতপূর্ণ শতসংখ্যক কুম্ভ প্রস্তুত করিয়া এই মাংসপেশীর উপর জল সেচন কর। গান্ধারী ব্যাসের বচনানুসারে কুম্ভ প্রস্তুত করিয়া মাংসপেশীর উপর জল সেচন করিতে লাগিলেন। জলসেকের পর কিয়ৎক্ষণমধ্যে মাংসপেশী একাধিক শত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল। উহার এক এক খণ্ড অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বপরিমিত হইল। অনন্তর গান্ধারী সেই সকল খণ্ড পূর্ব্বপ্রস্তুত কুম্ভসকলের মধ্যে গূঢ়রূপে স্থাপিত করিয়া সাবধানে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ ব্যাস, গান্ধারীকে কহিলেন, হে সৌবলেয়ি! আর দুই বৎসরের পর এই সকল কুম্ভ উদ্ঘাটন করিও। ইহা বলিয়া মহর্ষি তপস্যা করিবার নিমিত্ত হিমাচলে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর দুই বৎসর অতীত হইলে, প্রথমতঃ দুর্য্যোধন জন্মিল, ঐ দিবসেই মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনের জন্ম হয়। যুধিষ্ঠির জন্মানুসারে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হইলেন। দুরাত্মা দুর্য্যোধন জাতমাত্র গর্দ্দভের ন্যায় কর্কশ ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল; গর্দ্দভ, গৃধ্র, গোমায়ু, বায়সপ্রভৃতি অমঙ্গলসূচক জন্তুগণ সেই ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভয়ানকস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। সেই সময়ে বায়ু প্রবলবেগে বহিতে লাগিল; দিগ্দাহ আরম্ভ হইল; ফলতঃ তৎকালে অশেষবিধ অমঙ্গলসূচক ঘটনা উপস্থিত হইল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র তদ্দর্শনে সাতিশয় ভীত ও ব্যাকুল হইয়া বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, ভীষ্ম, বিদুর, অন্যান্য সুহৃদ্গণ ও কুরুগণকে ডাকাইয়া কহিলেন, মহাশয়েরা সকলে উপস্থিত আছেন, রাজপুত্র যুধিষ্ঠির সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও গুণবান্, অতএব এ রাজ্য তিনিই পাইবেন, তদ্বিষয়ে আমার কিছুই বক্তব্য নাই; এক্ষণে এই জিজ্ঞাস্য, যে আমার এই জ্যেষ্ঠ পুত্র যুধিষ্ঠিরের পর রাজ্যভাক্ হইবে কি না? আপনারা কি বিবেচনা করেন বলুন্। ধৃতরাষ্ট্রের বাক্যাবসান হইলে ভয়ঙ্কর ক্রব্যাদ্গণ ডাকিতে লাগিল, অমঙ্গলসূচক শিবাগণ কর্কশ ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। ব্রাহ্মণগণ ও ধীমান্ বিদুর সেই সমস্ত দুর্নিমিত্ত লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, রাজন্! আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র জন্মিবামাত্র এই সকল দুর্নিমিত্ত উপস্থিত হইল, অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, এই দুরাত্মাহইতেই কুরুকুল ধ্বংস হইবে। আমাদের মতে ইহাকে পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য; রাখিলে মহান্ অনর্থ ঘটিবে। মহীপাল! যদি বংশ রক্ষা করিবার বাসনা থাকে, তবে এই দুরাত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া অপর একোনশত পুত্রের সহিত সুখে কাল যাপন করুন। ইহাকে পরিত্যাগ করিলেই তোমার বংশের ও জগতের মঙ্গল করা হয়। শাস্ত্রকারেরা কহিয়া গিয়াছেন, যদি এক জনকে পরিত্যাগ করিলে কুল রক্ষা হয়, তাহা অবশ্যই করিবে; যদি কুল পরিত্যাগ করিলে গ্রাম রক্ষা হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য; গ্রাম পরিত্যাগ দ্বারা যদি জনপদ রক্ষা হয়, তাহা করা উচিত এবং সমস্ত পৃথিবী পরিত্যাগ করিলেও যদি আত্মরক্ষা হয়; তাহাও বিধেয়। তাঁহারা সেই সদুপদেশ প্রদান করিলেও রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্নেহবশতঃ তাঁহাদের বাক্যানুসারে কার্য্য করিলেন না। দুর্য্যোধনের জন্মের কিয়দ্দিন পরে ধৃতরাষ্ট্রের অপর ঊনশত পুত্র ও এক কন্যা জন্মিল। ফলতঃ এক মাসের মধ্যেই ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র ও এক কন্যা সমুৎপন্ন হইল।

যৎকালে গান্ধারী গর্ভবতী ছিলেন, তখন তিনি গর্ভভারাক্রান্ত হইয়া নিতান্ত ক্লিশ্যমান হন। সেই সময় এক জন বৈশ্যা ধৃতরাষ্ট্রের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল। ঐ বৈশ্যা ধৃতরাষ্ট্রের সহযোগে গর্ভবতী হয় এবং যথাকালে এক পুত্র সন্তান প্রসব করে; ঐ পুত্রের যুযুৎসু নাম হইয়াছিল।

হে রাজন্! এইরূপে ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্রের,

[illegible] বং [illegible] । [illegible] শ্রবণ [illegible] মহর্ষি শত- [illegible] সবিশেষ শ্রবণ [illegible] হিলেন, গান্ধারীর গর্ভে [illegible] এক কন্যা জন্মে, তন্মধ্যে শতপুত্র [illegible] বেদব্যাসের বরে জন্মিল। কিন্তু কন্যাটি কিরূপে জন্মিল, বিশেষ কহিলেন না। অমিততেজাঃ মহর্ষি গান্ধারী-প্রসূত মাংসপেশী শত খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন এবং গান্ধারীও আর কখন গর্ভ ধারণ করেন নাই, তবে কিপ্রকারে দুঃশলা-নাম্নী শতাধিকা কন্যার জন্ম হইল ? শ্রবণার্থ সাতিশয় কৌতুক জন্মিয়াছে, মহাশয় ! বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন, শ্রবণ করুন। মহাতপাঃ ভগবান্ ব্যাস শীতল জল সেচন দ্বারা সেই মাংসপেশীকে এক এক ভাগ করিলেন। ধাত্রী সেই সকল ভাগ লইয়া একে একে এক এক ঘৃতকুম্ভমধ্যে রাখিতে লাগিল। সেই সময় গান্ধারী মনে মনে চিন্তা করিলেন, মহর্ষিবাক্য কখনই মিথ্যা হইবার নহে, অবশ্যই আমার এক শত পুত্র হইবে। কিন্তু যদি আমার এক কন্যা জন্মিত, তাহা হইলে পরম পরিতোষের বিষয় হইত, আমার পতি দৌহিত্রজনিত লোক প্রাপ্ত হইতেন, আমিও পুত্র দৌহিত্র লইয়া সুখস্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া কৃতকৃত্য হইতাম। আমি যদি কখন তপস্যা, দান, হোম বা গুরুজনসেবা করিয়া থাকি, তাহা হইলে সেই পুণ্যবলে যেন আমার এক কন্যা হয়। গান্ধারী এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে মহর্ষি ব্যাস তাঁহার আন্তরিক ভাব বুঝিয়া সেই সকল ভাগ গণনা করিয়া দেখিলেন, শতাপেক্ষায় এক ভাগ অধিক হইয়াছে। তখন তিনি গান্ধারীকে কহিলেন, বৎসে ! এই শত ভাগ তোমার শতপুত্ররূপে পরিণত হইবে; আর এই যে এক ভাগ অবশিষ্ট রহিল, ইহাতে তুমি এক কন্যাও উৎপন্ন দেখিবে এবং তাহার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে তদ্দ্বারা তোমাদের দৌহিত্রজনিত লোক প্রাপ্তি হইবে। এই বলিয়া মহর্ষি আর এক ঘৃতপূর্ণ কুম্ভ আনাইয়া তন্মধ্যে সেই কন্যা-ভাগ রক্ষা করিলেন। হে মহারাজ ! এই দুঃশলার জন্মবৃত্তান্ত কথিত হইল; অতঃপর কি বর্ণন করিতে হইবে, বলুন।

সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে বিপ্রর্ষে ! জ্যেষ্ঠানুজ্যেষ্ঠতাক্রমে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের নাম আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! শ্রবণ করুন, দুর্য্যোধন, যুযুৎসুরাজা, দুঃশাসন, দুঃসহ, দুঃশল, জলসন্ধ, সম, সহ, বিন্দ, অনুবিন্দ, দুর্দ্ধর্ষ, সুবাহু, দুষ্প্রধর্ষণ, দুর্ম্মর্ষণ, দুর্ম্মুখ, দুষ্কর্ণ, কর্ণ, বিবিংশতি, বিকর্ণ, শল, সত্ত্ব, সুলোচন, চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক্ষ, চারুচিত্র, শরাসন, দুর্ম্মদ, দুর্ব্বিগাহ, বিবিৎসু, বিকটানন, ঊর্ণনাভ, সুনাভ, নন্দ, উপনন্দক, চিত্রবাণ, চিত্রবর্ম্মা, সুবর্ম্মা, দুর্ব্বিমোচন, অয়োবাহু, মহাবাহু, চিত্রাঙ্গ, চিত্রকুণ্ডল, ভীমবেগ, ভীমবল, বলাকী, বলবর্দ্ধন, উগ্রায়ুধ, সুষেণ, কুণ্ডধার, মহোদর, চিত্রায়ুধ, নিষঙ্গী, পাশী, বৃন্দারক, দৃঢ়বর্ম্মা, দৃঢ়ক্ষত্র, সোমকীর্ত্তি, অনূদর, দৃঢ়সন্ধ, জরাসন্ধ, সত্যসন্ধ, সদ, সুবাক্, উগ্রশ্রবাঃ, উগ্রসেন, দুষ্পরাজয়, অপরাজিত, কুণ্ডশায়ী, বিশালাক্ষ, দুরাধর, দৃঢ়হস্ত, সুহস্ত, বাতবেগ, সুবর্চ্চাঃ, আদিত্যকেতু, বহ্বাশী, নাগদত্ত, অগ্রযায়ী, কবচী, ক্রথন, কুণ্ড, ধনুর্দ্ধর, উগ্র, ভীমরথ, বীরবাহু, অলোলুপ, অভয়, অনাধৃষ্য, কুণ্ডভেদী, বিরাবী, চিত্রকুণ্ডল,

প্রমথ, প্রমাথী, দীর্ঘরোম, দীর্ঘবাহু, ব্যূঢোরু, কনকধ্বজ, কুণ্ডাশী, বিরজাঃ এই এক শত পুত্র ও দুঃশলানাম্নী কন্যা ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভে জন্মে। ইহাদের নামধেয় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তিত হইল। পুত্রগণ সকলেই অতিরথ, শূর, যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ, বেদবেত্তা ও সর্ব্বাস্ত্রনিপুণ হইয়াছিল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র যথাকালে নানা দেশ হইতে পরীক্ষিত পরম সুন্দরী কামিনীগণ আনাইয়া তাহাদের সহিত নিজপুত্রগণের বিবাহ দিলেন; এবং দুঃশলাকন্যা সিন্ধু দেশাধিপতি জয়দ্রথকে সম্প্রদান করিলেন।

অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! ব্যাসবরজনিত ধৃতরাষ্ট্রসন্তানগণের জন্ম ও তাহাদের প্রত্যেকের নাম আনুপূর্ব্বিক আপনার নিকট শ্রবণ করিলাম; এক্ষণে পাণ্ডবদিগের জন্ম বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন, আপনি দেবগণের অংশাবতরণ বর্ণন সময়ে কহিয়াছেন যে, ইন্দ্রসম পরাক্রান্ত মহাত্মা পাণ্ডবগণ দেব অংশে জন্ম গ্রহণ করেন, এক্ষণে সেই মহাত্মাদিগের জন্মবৃত্তান্ত সবিশেষ কীর্ত্তন করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! শ্রবণ করুন, একদা মৃগয়াবিহারী মহীপাল পাণ্ডু মৃগব্যালসেবিত মহারণ্যমধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে দেখিতে পাইলেন, এক মৃগযূথপতি তথায় মৃগীর সহিত ক্রীড়ারসে ব্যাপৃত রহিয়াছে। তিনি মৃগ ও মৃগীকে এক বারে প্রমত্ত দেখিয়া তাহাদের উপর উপর্য্যুপরি পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ! ঐ মৃগ প্রকৃত মৃগ নহে, মহাতেজাঃ এক ঋষিপুত্র; ঋষিতনয় ভার্য্যার সহিত মৃগরূপ পরিগ্রহ করিয়া পরম সুখে ক্রীড়া করিতেছিলেন, পাণ্ডুর বজ্রসম শরাঘাতে ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া তৎক্ষণাৎ ধরা-

ত[illegible] ক[illegible] লেন, মহারাজ [illegible] প[illegible] স[illegible] ও [illegible] পরাঙ্মুখ হয়, [illegible] অকলঙ্ক কুলে জন্ম [illegible] করিলে। রাজন্ [illegible] নাশ হয় না, কিন্তু বিধি দ্বারা তৎকাল [illegible] হইয়া থাকে, অতএব বিধিবিরুদ্ধ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা ভবাদৃশ প্রাজ্ঞ লোকের কর্ত্তব্য নহে। পাণ্ডু কহিলেন, রাজাদিগের শক্রবধ যেমন কর্ত্তব্য, মৃগবধও সেই রূপ কর্ত্তব্য; প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্যই হউক, মৃগ পাইলেই বধ করিবে। দেখ, মহর্ষি অগস্ত্য যজ্ঞানুষ্ঠানজন্য মৃগয়া করিয়াছিলেন। মৃগবসা দ্বারা তাঁহার হোমকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছিল; অতএব আমাকে আর বৃথা তিরস্কার করিও না। মৃগ কহিল, রাজন্! যাহা কহিলেন, যথার্থ বটে, কিন্তু ব্যসনসময়ে শত্রুর উপর শর নিক্ষেপ করা প্রাজ্ঞ লোকের কর্ত্তব্য নহে; ন্যায়যুদ্ধেই শক্র বধ করিবার বিধি প্রদান করিয়াছেন। পাণ্ডু কহিলেন, মত্ত ভীত বা পলায়িত শক্রকে বধ করাই অবিধেয়, কিন্তু ভবাদৃশ মৃগ বধ করা কোন ক্রমেই অবিধেয় নহে। মৃগ কহিল, মহারাজ! তুমি আমাকে যে মৃগভ্রমে বধ করিয়াছ, তাহাতে তোমাকে দোষ দিতে কদাচ পারি না, কিন্তু আমার বিহারবিরতিকাল প্রতীক্ষা করা তোমার অবশ্যই উচিত ছিল। কোন্ ভদ্র লোক অসময়ে ইন্দ্রিয়াসক্ত মৃগকে বধ করিয়াছে? হে রাজেন্দ্র! আমি পুরুষার্থ-ফললিপ্সু হইয়া এই মৃগীতে আসক্ত হইয়া ছিলাম, তুমি আমাকে তদ্বিষয়ে নিতান্ত নিরাশ ও একান্ত বঞ্চিত করিলে। মহারাজ! তুমি অনিন্দ্যকর্ম্মা পৌরবদি-

গের নির্জনস্থলে করিয়াছ, তোমার এতাদৃশ নৃশংস, লোকবিগর্হিত, অস্বর্গ্য, অযশস্কর, অধার্ম্মিক কর্ম্ম করা কোন ক্রমেই সঙ্গত ও উচিত হয় নাই। তুমি শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ ও স্মৃতিকোবিদ; তোমার ঈদৃশ দুষ্কর্ম্ম করা অত্যন্ত অবিধেয় হইয়াছে। হে পার্থিবেন্দ্র! নৃশংসাচারী পাপপরায়ণ ধর্ম্মার্থকামবিহীন দুরাচারগণের দণ্ড বিধান করা তোমার কর্ত্তব্য, তাহা না করিয়া এই অসদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া স্বয়ংই দণ্ডার্হ হইলে। হেনরনাথ! আমি ফলমূলাহারী অরণ্যবাসী নিরপরাধ মুনি, মৃগবেশ ধারণ করিয়া বিহার করিতেছিলাম, আমাকে মারিয়া তুমি কি দুষ্কর্ম্ম করিলে। হেরাজন্! তুমি যেমন আমাকে ভার্য্যার সহিত অপবিত্র সময়ে বধ করিলে, আমিও শাপ দিতেছি, তোমারও ঈদৃশ অপবিত্র সময়ে মৃত্যু হইবে। আমি তপোনিরত মুনি; আমার নাম কিন্দম, আমি লোকলজ্জাভয়ে মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক গহনবনে আসিয়া এই মৃগীতে আসক্ত হইয়াছিলাম, তুমি আমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতে পার নাই। মৃগভ্রমেই আমার উপর শর নিক্ষেপ করিয়াছ, এনিমিত্ত তোমার ব্রহ্মহত্যার পাপ হইবে না, কিন্তু সংগমসময়ে আমাকে বধ করাতে তোমার যে পাপ হইয়াছে, তাহার ফল অবশ্যই তোমাকে ভোগ করিতে হইবে। তুমি যে সময়ে স্ত্রীসংসর্গ করিবে, সেই সময়েই তোমার মৃত্যু হইবে। তুমি যে স্বস্ত্রীর সহিত সংসর্গ করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইবে, তিনি ভক্তিভাবে তোমার সহগামিনী হইবেন। হেরাজন্! তুমি যেমন সুখের সময় আমাকে দুঃখদিলে, সেই রূপ তোমাকেও সুখকালে দুঃখ পাইতে হইবে।

হে কুরুবংশাবতংস জনমেজয়! মৃগরূপধারী মুনি পাণ্ডুকে এই প্রকার শাপ প্রদান করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। নরপতি পাণ্ডু তদ্দর্শনে সাতিশয় দুঃখিত হইলেন।

উনবিংশত্যধিক শততমঅধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডু স্বীয় বান্ধবের ন্যায় সেই মৃগরূপী তপোধনকে পরিত্যাগ করিয়া দুঃখিতচিত্তে ভার্য্যার সহিত নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইল যে, যথেচ্ছাচারী দুরাত্মারা সদ্বংশে জন্ম গ্রহণ করিলেও আপন কর্ম্মদোষে অশেষবিধ দুর্গতি ভোগ করে। শুনিয়াছি, আমার পিতা পরম ধর্ম্মাত্মার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন, তিনি নিতান্ত কামপরায়ণতাপ্রযুক্ত বাল্য কালেই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। বাচংযম ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সেই কামাত্মা নরপতির ক্ষেত্রে আমাকে উৎপাদন করিয়াছেন। হায়! সেই মহাত্মার পুত্র হইয়াও দুর্ব্বুদ্ধিক্রমে অতিগর্হিত মৃগয়া ব্যসনের নিমিত্ত বনে বনে ভ্রমণ করিতেছি। সম্প্রতি ব্যাসপ্রণীত সুবৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া মোক্ষধর্ম্ম আচরণ করিব, যেহেতু সংসারবন্ধন অপেক্ষা ক্লেশকর আর নাই। আমি অদ্যাবধি কঠোর তপস্যায় মনোনিবেশ করিব। ভার্য্যা ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণ পরিত্যাগ করিয়া একাকী আশ্রমে আশ্রমে পরিভ্রমণ করিব। ইষ্টানিষ্ট পরিত্যাগপূর্ব্বক ধূলিধূসরিত কলেবর হইয়া শূন্যগৃহে বা বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া থাকিব। কি শোক কি হর্ষ কিছুরই বশম্বদ হইব না। নিন্দা ও প্রশংসা উভয়কেই সমান জ্ঞান করিব। কাহারও আশীর্ব্বাদ বা নমস্কার গ্রহণেচ্ছু হইব না। সুখদুঃখের বশীভূত হইব না, কাহাকেও উপহাস বা ভ্রুকুটী প্রদর্শন করিব না। সর্ব্বদা প্রসন্নবদন ও সর্ব্বভূতের হিতকার্য্যে তৎপর থাকিব। কি স্থাবর কি জঙ্গম কাহারও হিংসা করিব না। সকল প্রাণিগণকে আপনার সন্তানের ন্যায় সে-

থিব। জীবন ধারণের নিমিত্ত বৃক্ষসকলের নিকট ভিক্ষা চাহিব। যদি তাহারা ভিক্ষা না দেয়, তবে এক কালে পাঁচ জন গৃহস্থের বাটীতে উর্দ্ধসংখ্যা দশজনের গৃহে ভিক্ষা করিব। তাহাতে যাহা প্রাপ্ত হইব, অতি অল্প হইলেও তদ্দ্বারাই জীবন ধারণ করিব। অধিক লাভের আশয়ে দশ গৃহের অধিক স্থলে ভিক্ষা করিব না। যে দিবস দশ গৃহে ভিক্ষা করিয়াও কিছুই পাইব না, সে দিন উপবাস করিয়া থাকিব। ক্ষতি ও লাভ সমান জ্ঞান করিব। বাস্পবারি দ্বারা এক বাহু সিক্ত করিব। অন্য বাহুতে চন্দন লেপন করিব। কি মঙ্গল, কি অমঙ্গল কিছুই চিন্তা করিব না। কোন মাঙ্গলিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিব না। ধর্ম্মার্থলিপ্সা পরিত্যাগ করিব। সকল পাপহইতে বিমুক্ত হইব। সমুদায় বন্ধন অতিক্রম করিব। কাহারও বশীভূত হইব না। স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত নিস্তেজ লোকের মত কাহারও সেবা করিব না, কারণ, উপাসনা দ্বারা বশীকৃত লোকের নিকটহইতে অতি সম্মানপূর্ব্বক অভিলষিত দ্রব্য লাভ করিলেও শ্ববৃত্তি অবলম্বন করা হয়। ফলতঃ এক্ষণে আমার এই স্থির নিশ্চয় যে, অতি অকিঞ্চিৎকর অচিরস্থায়ী বিষয়ভোগসুখে এক কালে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক মুক্তিপথ অবলম্বন ও মানসিক ভূমানন্দ অনুভব করিয়া ক্রমে মুক্তিপদ লাভ করিব।

পাণ্ডু সাতিশয় দুঃখিতচিত্তে এই প্রকার বিলাপ করত কুন্তী ও মাদ্রীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, তোমরা হস্তিনানগরে গমনপূর্ব্বক কৌশল্যা, বিদুর, বন্ধুবর রাজা ধৃতরাষ্ট্র, আর্য্যা সত্যবতী, ভীষ্ম, রাজপুরোহিতগণ, সোমপায়ী সংশিতব্রত, মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ, ও আমাদের আশ্রিত পৌরবর্গকে অনুনয় করিয়া এই কথা কহিবে, যে আর্য্য পাণ্ডু [illegible] পরিত্যাগ করিয়া [illegible]

করিয়াছেন; আর গৃহে আসিবেন না। স্বামীর বনবাসে একান্ত অভিলাষ জানিয়া কুন্তী ও মাদ্রী তৎকালোচিত বিনয়বচনে কহিলেন, মহারাজ! সন্ন্যাসাশ্রম ব্যতীত অন্যান্য অনেক আশ্রম আছে, যাহাতে সস্ত্রীক হইয়াও ধর্ম্মাচরণ করিতে পারা যায়; আপনি তাহার মধ্যে কোন আশ্রম আশ্রয় করিয়া আমাদিগের সহিত তপস্যা করুন; পরিশেষে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করত তথায় আধিপত্য করিতে পারিবেন। আমরাও আপনার সহিত ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযমনপূর্ব্বক ভোগাভিলাষে জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক ভর্ত্তৃলোক প্রাপ্ত্যাশয়ে কঠোর তপস্যা করিব। আর যদি আপনি তাহা না করিয়া নিতান্তই আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে অদ্যই আমরা প্রাণ পরিত্যাগ করিব, সন্দেহ নাই।

পাণ্ডু কহিলেন, যদি তোমাদের আমার সঙ্গে বাস করিয়া তপস্যা করিতে নিতান্তই বাসনা হইয়া থাকে, তবে অদ্যাবধি গ্রাম্যসুখ পরিত্যাগ, বল্কল ধারণ, ফলমূল ভক্ষণ, উভয় সন্ধ্যায় হোম ও স্নান, পরিমিতাহার, চীর চর্ম্ম ও জটা ধারণ, শীতবাতাতপক্লেশসহ, ক্ষুৎপিপাসায় অনবধান, ইন্দ্রিয়সংযমন, এবং বন্য ফল, জল ও মন্ত্রদ্বারা দেবগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করত দুষ্কর তপোনুষ্ঠান দ্বারা শরীর শুষ্ক করিতে থাক। কি বানপ্রস্থগণ, কি আত্মীয় বান্ধবগণ, কি অন্যান্য গ্রামবাসিগণ, কাহারও সহিত সাক্ষাৎকার বা কাহার কোন অপ্রিয়াচরণ করিবে না; এইরূপে কঠোর আরণ্য শাস্ত্রবিধান অবলম্বনপূর্ব্বক যাবজ্জীবন কাল যাপন করিবে।

মহারাজ পাণ্ডু ভার্য্যাদ্বয়কে এই কথা বলিয়া চূড়ামণি, নিষ্ক, অঙ্গদ, কুণ্ডল, বহুমূল্য বসন ও স্ত্রীদিগের আভরণপ্রভৃতি সমুদায় দ্রব্য বিপ্রগণকে প্রদানপূর্ব্বক কহি-

লেন, আপনারা হস্তিনাপুরে গমন করিয়া কহিবেন যে, পাণ্ডু বনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন, আর তথা হইতে প্রত্যাগমন করিবেন না। তাঁহাদিগকে এই প্রকার আদেশ করিয়া নরপতি পাণ্ডু অর্থ, কাম, রতি, সুখপ্রভৃতি সমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে লইয়া তথাহইতে প্রস্থান করিলেন। অনুচর ও পরিচারকগণ তাঁহার বিবিধ করুণ বাক্য শ্রবণে সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিতে লাগিল। পরে তৎপ্রদত্ত সমুদায় ধন গ্রহণপূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণনয়নে হস্তিনানগরে গমন করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে সমুদায় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিল এবং তদ্দত্ত সমুদায় সম্পত্তি সমর্পণ করিল। ভূপতি ধৃতরাষ্ট্র তাহাদের মুখে পাণ্ডুর বনবাসবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া একান্তে বিষণ্ণমনাঃ হইয়া আহার বিহার, শয়নপ্রভৃতি সমুদায় সুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক দিনযামিনী কেবল চিন্তা সাগরে নিমগ্ন রহিলেন।

এদিকে মহীপতি পাণ্ডু কেবল বন্য ফলমূলমাত্র আহার দ্বারা কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিয়া পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে নাগশত নামা পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। তৎপরে নাগশতহইতে চৈত্ররথ, তথাহইতে কালকূট, তথাহইতে হিমালয় ও হিমালয়হইতে গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করিলেন। পাণ্ডুনৃপতি মহাভূত, সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া সমবিষমস্থলে বাস করত এক স্থানহইতে স্থানান্তরে গমন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি গন্ধমাদনহইতে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে ও তথাহইতে হংসকূটে গমন করিলেন। পরে, হংসকূট অতিক্রম করিয়া শতশৃঙ্গে গমন করত তথায় অনন্যমনা হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন।

বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা পাণ্ডু শুশ্রূষু, অনহঙ্কৃত, সংযতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সেই শতশৃঙ্গপর্ব্বতে কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি সিদ্ধচারণগণের প্রিয়পাত্র ও তপোবলে সশরীরে স্বর্গে গমন করিতে সমর্থ হইলেন। শতশৃঙ্গবাসী সিদ্ধচারণগণ, কেহ তাঁহাকে পরম সুহৃৎ, কেহ বা সোদর ভ্রাতা, কেহ বা পুত্র বলিয়া জ্ঞান করিতেন। পাণ্ডু এইরূপে তথায় বহু কাল তপোনুষ্ঠান করিলেন, তপস্যাদ্বারা তাঁহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইল এবং তিনি মহাপ্রভাবশালী ব্রহ্মর্ষির তুল্য হইয়া উঠিলেন।

একদা শতশৃঙ্গবাসী শংসিতব্রত মহর্ষিগণ একত্র হইয়া ভগবান্ ব্রহ্মাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মলোকে গমন করিতেছিলেন, এমত সময়ে পাণ্ডু তাঁহাদিগের নিকটে গিয়া কহিলেন, মহাশয়েরা কোথা গমন করিতেছেন? মহর্ষিগণ কহিলেন, অদ্য অমাবস্যা, ব্রহ্মলোকে দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণের মহান্ সমবায় হইবে; আমরা সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মাকে দর্শন করিতে তথায় যাইতেছি। পাণ্ডু মহর্ষিগণের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তাঁহাদের সহিত স্বর্গোপরি গমন করিবার নিমিত্ত সাতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পত্নীদ্বয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া তাঁহাদের সহিত উত্তরমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

মহর্ষিগণ পাণ্ডুকে স্বর্গলোকে গমনোন্মুখ দেখিয়া কহিলেন, হে মহারাজ! আমরা এই পর্ব্বতের উপর্য্যুপরি ক্রমিক উত্তরমুখে গমন করিয়া দেখিয়াছি, ইহার কোন কোন স্থানে অনেকানেক দুর্গ ও দেশসকল শোভা পাইতেছে। কোন কোন স্থলে দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাদিগের বিহারভূমি আছে; কোথাও বা শত শত বিমান সংস্থাপিত রহিয়াছে; কোন কোন স্থলেও সংগীতশাস্ত্রবিশারদ গায়কগণ নিয়ত বীণা, সপ্তস্বর, মৃদঙ্গ-

প্রভৃতি মধুর যন্ত্রসকল সংবাদনপূর্ব্বক গান করিতেছেন; কোথাও কুবেরোদ্যান, কোথাও মহানদী, কোথাও বা গিরিগহ্বরসকল বিরাজমান রহিয়াছে। এই পর্ব্বতে স্থানে স্থানে দুর্গম গিরিগহ্বর, স্থানে স্থানে বহুসংখ্যক দুর্গ আছে। মধ্যে মধ্যে এমত অনেকানেক প্রদেশ আছে, যাহাতে পশু পক্ষী বৃক্ষ লতাপ্রভৃতি কিছুই নাই। হে ভরতকুল প্রদীপ! এই সকল ভয়ানক প্রদেশে অন্যান্য জন্তুর কথা দূরে থাকুক, পক্ষীও যাইতে পারে না। কেবল বায়ু ও সিদ্ধ মহর্ষিগণই গমনাগমন করেন। এই সুকুমারাঙ্গী, অদুঃখোচিতা রাজপুত্রীরা কিপ্রকারে এই দুর্গম পর্ব্বত অতিক্রম করিবেন। হে মহাত্মন্! নিবৃত্ত হও, আমাদিগের সহিত গমন করিও না।

পাণ্ডু মহর্ষিগণের বাক্য শ্রবণে তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, হে মহাভাগগণ! অপত্যবিহীন লোকের স্বর্গে অধিকার নাই; আমি অনপত্য, পিতৃলোকের ঋণহইতে মুক্তহইতে পারি নাই, এনিমিত্ত আমার মন সর্ব্বদা দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছে; আমার জীবন বিড়ম্বনা মাত্র। মনুষ্য জন্মিবামাত্র দেবঋণ ঋষিঋণ পিতৃঋণ ও মনুজঋণ, এই চতুর্ব্বিধ ঋণে ঋণবান্ হয়। এই সমস্ত ঋণ যথাকালে পরিশোধ করা কর্ত্তব্য। যজ্ঞ দ্বারা দেবঋণহইতে, বেদাধ্যয়ন ও তপস্যা দ্বারা ঋষিঋণহইতে, পুত্রোৎপাদন ও শ্রাদ্ধ তর্পণাদি দ্বারা পিতৃঋণ হইতে এবং অনৃশংসাচরণ দ্বারা মনুজঋণ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি এই সকল ঋণ পরিশোধ করিতে অসম্মত হয়, তাহার সদ্গতি লাভ হয় না। হে তাপসগণ! আমি দেবঋণ, ঋষিঋণ ও মনুজঋণ পরিশোধ করিয়াছি, কিন্তু পিতৃঋণহইতে অদ্যাপি মুক্ত হইতে পারি নাই। অতএব জিজ্ঞাসা করি, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যে বলে আমার পিতার ক্ষেত্রে আমাকে উৎপাদন করিয়াছেন, সেইরূপে আমার ক্ষেত্রে কি অপত্য উৎপাদনের কোন উপায় আছে? তাপসগণ কহিলেন, হে ধর্ম্মাত্মন্! আমরা দিব্য চক্ষু দ্বারা দেখিতেছি, তোমার দেবতুল্য পরম সুন্দর পুত্র হইবে। তুমি পুত্রলাভার্থ প্রযত্ন কর, অবশ্যই তোমার ক্ষেত্রে অশেষগুণসম্পন্ন অপত্য জন্মিবে।

পাণ্ডু তাপসগণের বাক্য শ্রবণানন্তর অপত্যোৎপাদনশক্তির বিনাশকর মৃগশাপ স্মরণ করিয়া সাতিশয় ব্যাকুল হইলেন। অনন্তর যশস্বিনী ধর্ম্মপত্নী কুন্তীকে নির্জ্জনে ডাকিয়া কহিলেন, হে কুন্তি! তুমি এই আপৎকালে অপত্যোৎপাদনে যত্নবতী হও। ধর্ম্মবাদী পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন, অপত্য বংশের প্রতিষ্ঠা; কি দান, কি তপঃ, কি বিনয়, অনপত্য ব্যক্তির কিছুই সফল হয়না, আমি সন্তান বিহীন, আমার শুভ লোক প্রাপ্তি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। হে চারুহাসিনি! তুমি জ্ঞাত আছ, যে মৃগশাপে আমার পুত্রোৎপাদনশক্তি প্রনষ্ট হইয়াছে, সুতরাং অন্য উপায় দ্বারা অপত্যোৎপাদনে যত্ন করিতে হইবে। হে পৃথে! ধর্ম্মশাস্ত্রমতে ছয় প্রকার বন্ধুদায়াদ ও ছয় প্রকার অবন্ধুদায়াদ পুত্র আছে, স্বয়ংজাত, প্রণীত, পরিক্রীত, পৌনর্ভব, কানীন, স্বৈরিণীজ, দত্ত, ক্রীত, কৃত্রিম, স্বয়মুপাগত, সহোঢ়, জ্ঞাতিরেতা এবং হীনযোনিধৃত, এই দ্বাদশ প্রকার পুত্র। ইহার মধ্যে স্বয়ংজাতাভাবে প্রণীত, তদভাবে পরিক্রীত, তদভাবে পৌনর্ভব ইত্যাদিক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকারের অভাবে পর পর প্রকার স্বীকার করা শাস্ত্র সম্মত। এতদ্ভিন্ন আপৎকাল উপস্থিত হইলে দেবর দ্বারাও পুত্র উৎপাদন করিয়া লইতে পারা যায়। আর স্বায়ম্ভুব মনু কহিয়াছেন, ঔরস পুত্র অপেক্ষা প্রণীত পুত্র জ্যেষ্ঠ ও ধর্ম্মফলদ। হে কুন্তি! আমি স্বয়ং পুত্রোৎ

পাদনে অসমর্থ; অতএব তোমাকে তুল্যজাতি বা অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠজাতি দ্বারা পুত্রোৎপাদন করিতে অনুজ্ঞা করিতেছি। দেখ, পূর্ব্বে শরদণ্ডায়ন স্বীয় পত্নীকে পুত্রোৎপাদনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী শারদাণ্ডায়নী স্নান সমাপন করিয়া বিচিত্র পুষ্পমাল্য ধারণপূর্ব্বক রজনীযোগে চতুষ্পথে উপস্থিত হইলেন। তথায় এক সিদ্ধ দ্বিজবরকে বরণপুরঃসর অনলে পুংসবন হোম সম্পাদন করিলেন। হোমক্রিয়া সমাপ্ত হইলে ঐ বৃত ব্রাহ্মণ দ্বারা দুর্জ্জয়াদি মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ পুত্রত্রয় উৎপাদন করিয়া লইলেন। হে কল্যাণি! তুমিও আমার নিয়োগানুসারে তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ হইতে শীঘ্র অপত্যোৎপাদন করিতে যত্নবতী হও।

একবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! কুরুকুলতিলক পাণ্ডু মহীপতির এই উপদেশবাক্যে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পতিপ্রাণা কুন্তী কহিলেন, হে ধর্ম্মাত্মন্! আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী, বিশেষতঃ তোমাতেই অনুরক্ত, অতএব তোমার আমাকে এরূপ অনুমতি করা অতীব অসঙ্গত ও অনুচিত হইতেছে। হে মহাবাহো! তুমি স্বয়ং আমার গর্ভে অপত্যোৎপাদন করিতে পার, ধর্ম্মেরও অণুমাত্র হানি হয় না; অতএব হে কুরুবংশাবতংস! তুমি অপত্যোৎপাদনের নিমিত্ত আমার সহিত সহবাস কর, তাহা হইলে আমি তোমার সহিত স্বর্গে যাইতে পারিব। হে মহাত্মন্! আমি তোমাভিন্ন অন্য পুরুষকে কদাচ মনেও করি না, তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নর জগতীতলে আর কে আছে? হে মহাত্মন্! আমি এ বিষয়ে একটি পৌরাণিকী কথা উল্লেখ করিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া তাহা শ্রবণ করুন।

পূর্ব্ব কালে পুরুবংশীয় পরম ধার্ম্মিক ব্যুষিতাশ্ব নামে এক নরপতি ছিলেন। মহাত্মা ব্যুষিতাশ্ব যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণ ও দেবর্ষিগণ আগমন করিয়াছিলেন। ইন্দ্র সোমরসপানে মত্ত ও ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণালাভে পরিতৃপ্ত হন। দেবগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ স্বয়ং যজ্ঞকর্ম্ম করেন। ঐ যজ্ঞ অবসান হইলে মহারাজ ব্যুষিতাশ্ব গ্রীষ্ম কালের দিবাকরের ন্যায় প্রখরপ্রতাপশালী হইয়া উঠিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে প্রাচ্য, উদীচ্য, পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য সমস্ত দেশ জয় করিয়া তত্রত্য ভূপতিগণকে আপনার বশীভূত করিলেন, এবং তত্তদ্দেশাহৃত নানাপ্রকার ধনসম্পত্তি দ্বারা পুনর্ব্বার এক যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইল। তৎকালে ব্যুষিতাশ্ব দশ হস্তীর বল প্রাপ্ত হইলেন। এই রূপে রাজা মহাবল পরাক্রান্ত হইয়া নিজভুজবলে সসাগরা ধরা জয় করিয়া ঔরসবৎ প্রজাপালন, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান, দ্বিজাতিদিগকে প্রার্থনাধিক দান ও যজ্ঞে সোমরসপান ইত্যাদি নানাবিধ ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

পরম রূপবতী ভদ্রানাম্নী কক্ষীবানের তনয়া ব্যুষিতাশ্বের মহিষী হইয়াছিলেন। তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্যগুণে পরম বিজ্ঞ মহীপতি অল্প দিনেই একান্ত বশীভূত হইলেন। এমন কি, রাজকার্য্য পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া দিনযামিনী সেই কামিনীর সহিত অন্তঃপুরে বিহার করিতে লাগিলেন। অপরমিত ইন্দ্রিয়াসক্তিবশতঃ অল্পকালমধ্যেই যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হইয়া কৃতান্তের করাল কবলে নিপতিত হইলেন। রাজাকে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত দেখিয়া অপুত্রা ভদ্রা সাতিশয় দুঃখিত হইয়া করুণ স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, এবং নানাপ্রকার বিলাপসহকারে মৃত পতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! পতি বিনা নারীর আর গত্যন্তর নাই; বিধবার জীবন ধারণ কেবল

বিড়ম্বনা মাত্র; মৃত্যু হইলেই মুক্তিপদ প্রাপ্তি হয়। হে নাথ! আমি তোমার সহগমন বাসনা করি; আমি তোমা বিনা এক ক্ষণও বাঁচিতে পারিব না; তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাকে সমভিব্যাহারিণী কর। হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! কি সম স্থলে কি বিষম স্থলে তুমি যেখানে গমন করিবে, আমি তোমার প্রিয়কারিণী ও বশবর্ত্তিনী হইয়া ছায়ার ন্যায় অনুগমন করিব। হে রাজন্! অদ্যাবধি হৃদয়শোষক মনোদুঃখ সাতিশয় প্রবল হইয়া আমাকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট প্রদান করিবে। হে নরনাথ! বোধ হয়, আমি পূর্ব্ব জন্মে অনেকানেক প্রণয়িনীর প্রিয়বিচ্ছেদ করিয়াছিলাম, তন্নিমিত্তই এক্ষণে তোমার সহিত আমার বিচ্ছেদ হইল। হে রাজন্! পতিবিহীন হইয়া নারীর মুহূর্ত্তমাত্র মর্ত্ত্য লোকে বাস নিতান্ত ক্লেশকর। না জানি, পূর্ব্ব জন্মে আমি কতই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলাম, তন্নিমিত্তই এক্ষণে আমাকে তোমার অনিবার্য্য বিয়োগানলে দগ্ধ হইতে হইল। আমি অদ্যাবধি কুশসংস্তরশায়িনী হইয়া ভবদীয় মোহন মূর্ত্তি দর্শনমানসে অতি কষ্টেই কালাতিপাত করিব। হে নরশ্রেষ্ঠ! এক বার অনুগ্রহ করিয়া এই অনাথা অশরণা বিলাপকারিণী দীনাকে দর্শন প্রদান কর।

ভদ্রা মৃত পতিকে আলিঙ্গন করিয়া পুনঃ পুনঃ এই রূপ বিলাপ করিতেছিলেন, এমত সময়ে আকাশবাণী শুনিতে পাইলেন, হে বরারোহে! বিলাপ করিওনা, গাত্রোত্থান করিয়া গমন কর; হে চারুহাসিনি! আমি তোমাকে বর প্রদান করিতেছি, তুমি চতুর্দ্দশী বা অষ্টমীতে ঋতুস্নান করিয়া আমার সঙ্গে নিজ শয্যায় শয়ান থাকিবে, তাহা হইলেই আমি স্বীয় শবে আবির্ভূত হইয়া তোমার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিব। এই অমৃতময় বচনপরম্পরা শ্রবণে পতিব্রতা ভদ্রা কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া পুত্রকামনায় যথোক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠানে তৎপর হইলেন এবং সেই শবসংসর্গে তিন জন শাল্ব ও চারি জন মদ্র প্রসব করিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যেমন পরলোকগত ব্যুষিতাশ্ব স্বীয় সহধর্ম্মিণীর করুণ বাক্য শ্রবণে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া আপনার বংশ রক্ষার্থ তাঁহার গর্ভে সন্তানোৎপাদন করিয়াছিলেন, সেই রূপ তুমিও আমার গর্ভে আপনার মানসপুত্র সমুৎপন্ন করিয়া নিজ বংশ ও আমার সতীত্ব রক্ষা করিতে পার।

দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুন্তী ধর্ম্মজ্ঞ পাণ্ডুকে ব্যুষিতাশ্ববৃত্তান্ত শ্রবণ করাইলে তিনি ধর্ম্মযুক্ত বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, হে কুন্তি! তুমি যাহা কহিলে তাহা যথার্থ বটে। রাজা ব্যুষিতাশ্ব দেবতুল্য মনুষ্য ছিলেন। তাঁহাতে সকলই সম্ভবে। তাদৃশ অসম্ভব কার্য্য মাদৃশ লোক হইতে হওয়া অতীব দুর্ঘট। ধর্ম্মবিৎ মহাত্মা মহর্ষিগণ যাহা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে আমি সেই পুরাণ ধর্ম্মতত্ত্ব তোমাকে কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে বরাননে! হে চারুহাসিনি! পূর্ব্ব কালে মহিলাগণ অনাবৃত ছিল। তাহারা ইচ্ছামত গমন ও বিহার করিতে পারিত। তাহাদিগকে কাহারও অধীনতায় কাল ক্ষেপ করিতে হইত না। কৌমারাবধি এক পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে আসক্ত হইলেও তাহাদের অধর্ম্ম হইত না। ফলতঃ, তৎকালে ঈদৃশ ব্যবহার ধর্ম্ম বলিয়া প্রচলিত হইয়াছিল। তির্য্যগ্যোনিগত কামদ্বেষবিবর্জ্জিত প্রজাগণ অদ্যাপি ঐ ধর্ম্মানুসারে কার্য্য করিয়া থাকে। তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন মহর্ষিগণ এই প্রামাণিক ধর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকেন। উত্তরকুরুতে অদ্যাপি এই ধর্ম্ম প্রচলিত রহিয়াছে। হে চারুহাসিনি! এই অঙ্গনানুকূল নিত্য ধর্ম্ম যে নিমিত্ত এই প্রদেশে রহিত

হইয়াছে, তদ্বিষয় সবিশেষ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্ব কালে উদ্দানক নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম শ্বেতকেতু। একদা তিনি পিতামাতার নিকট বসিয়া আছেন, এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার জননীর হস্ত ধারণপূর্ব্বক কহিলেন, আইস আমরা যাই। ঋষিপুত্র পিতার সমক্ষেই মাতাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে দেখিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। মহর্ষি উদ্দানক পুত্রকে তদবস্থ দেখিয়া কহিলেন, বৎস! ক্রোধ করিও না; ইহা নিত্য ধর্ম্ম, গাবীগণের ন্যায় স্ত্রীগণ সজাতীয় শত সহস্র পুরুষে আসক্ত হইলেও উহারা অধর্ম্মলিপ্ত হয় না। ঋষিপুত্র পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়াও ক্ষান্ত হইলেন না, প্রত্যুত পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া মনুষ্যমধ্যে বলপূর্ব্বক এই নিয়ম স্থাপন করিয়া দিলেন যে, অদ্যাবধি যে স্ত্রী পতিভিন্ন পুরুষান্তর সংসর্গ করিবে এবং যে পুরুষ কৌমারব্রহ্মচারিণী বা পতিব্রতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, ইহাদের উভয়কেই ভ্রূণহত্যাসদৃশ ঘোরতর পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হইবে। আর স্বামী পুত্রোৎপাদনার্থে নিয়োগ করিলে যে স্ত্রী, তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে, তাহারও ঐ পাপ হইবে। হে ভীরু! পূর্ব্ব কালে উদ্দানপুত্র শ্বেতকেতু এইপ্রকার ধর্ম্মানপেত নিয়ম সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আরও দেখ; কল্মাষপাদ রাজার পত্নী মদয়ন্তী, ভর্ত্তৃনিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের নিকট গমনপূর্ব্বক পতির প্রিয়কামনায় তাঁহার ঔরসে অশ্মকনামা পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। হে কমললোচনে! মহর্ষি বেদব্যাস কুরুবংশ রক্ষার্থ আমার পিতার ক্ষেত্রে যে আমাদিগকে উৎপাদন করিয়াছেন, তুমি তাহাও অবগত আছ। অতএব হে অনিন্দিতে! তুমি এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমার বাক্য প্রতিপালন কর। হে রাজপুত্রি! বেদবিৎমহাত্মারা কহিয়া গিয়াছেন, যে ঋতুকালে পতি পরিত্যাগপূর্ব্বক পুরুষান্তর সংসর্গ করিলেই স্ত্রীদিগের অধর্ম্ম হয়, কিন্তু অন্য সময়ে তাহারা যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে, তাহাতে তাহাদের কোন পাপ নাই। তাঁহারা আরও কহিয়া গিয়াছেন, যে ভর্ত্তা স্ত্রীকে যাহা আজ্ঞা করিবেন, ধর্ম্মই হউক বা অধর্ম্মই হউক, নারীকে তাহা অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হইবে। অতএব আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা তোমার কদাচ কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ আমি পুত্রমুখ দর্শনে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি, কিন্তু স্বয়ং সন্তানোৎপাদনে অসমর্থ; হে সুন্দরি! এজন্য আমি কৃতাঞ্জলিপুটে তোমাকে কহিতেছি, তুমি প্রসন্ন হইয়া তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ হইতে অশেষ গুণসম্পন্ন পুত্রগণ উৎপাদন করিয়া লও, তাহা হইলেই আমি পুত্রবান্দিগের উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারিব।

পাণ্ডু আগ্রহসহকারে এই রূপে বুঝাইলে পতিহিতৈষিণী কুন্তী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে মহারাজ! আমি বাল্যাবস্থায় পিতৃগৃহে অতিথিসৎকারে নিযুক্ত ছিলাম এবং শংসিতব্রত ব্রাহ্মণগণের সতত পরিচর্য্যা করিতাম। দৈবযোগে এক দিন পরম ধার্ম্মিক জিতেন্দ্রিয় মহর্ষি দুর্ব্বসা তথায় আগমন করিয়া আতিথ্য স্বীকার করেন। আমি সাতিশয় যত্নসহকারে ও পরমসমাদরপূর্ব্বক তাঁহার পরিচর্য্যা করিলাম। মহর্ষি আমার ভক্তি দেখিয়া কহিলেন, বৎসে! আমি তোমার পরিচর্য্যায় পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে তোমাকে এক মহামন্ত্র প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। তুমি এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক যে যে দেবকে আহ্বান করিবে, তিনি অকামই হউন বা সকামই হউন, তৎক্ষণাৎ আসিয়া তোমার বশবর্ত্তী হই-

বেন। তুমিও সেই সেই অমরপ্রসাদে পুত্রবতী হইবে। মহর্ষি এই বলিয়া আমাকে বর ও মন্ত্র প্রদানপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। হে নাথ! ব্রাহ্মণের বাক্য অব্যর্থ; দেখুন উক্ত মন্ত্র প্রয়োগের সময় উপস্থিত হইয়াছে; এক্ষণে আজ্ঞা করুন, মন্ত্র পাঠ করিয়া কোন্ দেবের আহ্বান করিব। হে রাজর্ষে! আমি তোমার আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছি। অনুমতি পাইলেই তোমার অভিলষিত সন্তান উৎপাদন করি।

রাজর্ষি পাণ্ডু কুন্তীবাক্য শ্রবণে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, সুন্দরি! দেবতাদিগের মধ্যে ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, লোকমধ্যে তিনিই প্রকৃত পুণ্যভাজন; তাঁহাকেই আহ্বান কর, আমাদের ধর্ম্ম কোনরূপে অধর্ম্মের সহিত সংযুক্ত না হয়, লোকে ইহাই ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করে। ধর্ম্ম দত্ত পুত্র অবশ্যই ধার্ম্মিক হইবে সন্দেহ নাই, তাহার মন কদাচ অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে না, অতএব ধর্ম্ম পুরস্কারেই কর্ম্ম করা আমাদের কর্ত্তব্য; তুমি পরমসমাদরপূর্ব্বক সর্ব্বদেবাগ্রগণ্য ধর্ম্মকে আহ্বান করিয়া তাঁহা দ্বারা পুত্রোৎপাদন কর, পতিপরায়ণা কুন্তী, যে আজ্ঞা বলিয়া স্বামীর অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাঁহার অভিলষিত কার্য্য সাধনে যত্নবতী হইলেন।

ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে কুরুবংশাবতংস জনমেজয়! কুন্তী স্বামীর আদেশানুসারে মন্ত্র পাঠ করিয়া ধর্ম্মকে আহ্বান করিলেন। হে কুরুনন্দন! ধৃতরাষ্ট্রপত্নী গান্ধারী সেই সময়ে গর্ভবতী ছিলেন। যে দিবস কুন্তী ধর্ম্মকে আহ্বান করেন, ঐ দিন তাঁহার সম্বৎসর পূর্ণ হয়। কুন্তী বিবিধোপচারে ধর্ম্মের উদ্দেশে পূজা সাঙ্গ করিয়া মহর্ষিকর্ত্তৃক প্রদত্ত মহামন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। সুরশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সূর্য্যোপম, জ্বলদনলসন্নিভ বিমানে আরোহণ করিয়া তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে কুন্তীকে কহিলেন সুন্দরি! কি নিমিত্ত আমাকে আহ্বান করিলে? বল, তোমাকে কি অভিষ্ট প্রদান করিব? কুন্তী তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, মহাত্মন্! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এক সন্তান প্রদান করুন। ধর্ম্ম তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিয়া তাঁহার গর্ভে সর্ব্বপ্রাণিহিতকর পরম যশস্বী এক পুত্র উৎপাদন করিলেন। ঐ পুত্র ইন্দ্রদৈবত চন্দ্রসংযুক্ত অভিজিৎনামক অষ্টম মুহূর্ত্তে মধ্যাহ্ন সময়ে জন্ম গ্রহণ করিল। সন্তান জন্মিবামাত্র দৈববাণী হইল "এই যে পাণ্ডুর প্রথমজাত পুত্র, ইনি পরম ধার্ম্মিক, বিক্রমশালী, সত্যবাদী, যশস্বী, তেজস্বী ও ব্রতাচারী হইবেন এবং যুধিষ্ঠিরনামে ত্রিভুবনবিশ্রুত নরপতি হইয়া ঔরসবৎ প্রজাবর্গের প্রতিপালন করিবেন"।

রাজর্ষি পাণ্ডু সেই পরম ধার্ম্মিক পুত্র প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার কুন্তীকে কহিলেন, প্রিয়ে! ক্ষত্রিয়কুলে বলবান্ ব্যক্তি অধিকতর প্রশংসনীয়; অতএব তুমি আর একটি অমিতবলশালী পুত্র উৎপাদন কর। কুন্তী স্বামীর আজ্ঞা প্রতিপালনার্থ মহর্ষিদত্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক বায়ুকে আহ্বান করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত বায়ু তৎক্ষণাৎ মৃগারোহণপূর্ব্বক তাঁহার সমীপে উপনীত হইলেন, এবং কহিলেন, কুন্তি! কি নিমিত্ত আমাকে আহ্বান করিলে? তোমাকে কি অভীষ্ট প্রদান করিতে হইবে? লজ্জানম্রমুখী কুন্তী ঈষৎহাস্য করিয়া কহিলেন, হে সুরোত্তম! আপনি অনুকূল হইয়া আমাকে এক মহাবল পরাক্রান্ত মহাকায় দর্পবিনাশকারী পুত্র প্রদান করুন। বায়ু কুন্তীর প্রার্থনানুসারে তাঁহার গর্ভে উক্ত প্রকার পুত্র উৎপাদন করিলেন। এই পুত্রের নাম ভীম; ভীম জন্মিবা মাত্র "বলবীর্য্য সম্পন্ন দিগের অগ্রগণ্য

মহাবীর জন্ম গ্রহণ করিলেন" এই দৈববাণী হইল। এই দৈববাণীর পর, আর এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়াছিল। সদ্যঃপ্রসূত ভীমসেন স্বীয় জননীর উৎসঙ্গে নিদ্রিত ছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার মাতা ব্যাঘ্রভয়ে এরূপ ভীত হইলেন, যে ক্রোড়স্থিত ভীমসেনকে বিস্মৃত হইয়া পলায়নচেষ্টায় সহসা গাত্রোত্থান করিলেন। জননী গাত্রোত্থান করিলে ভীম তাঁহার ক্রোড়হইতে পর্ব্বতের উপর নিপতিত হইলেন। ভীমের বজ্রসম শরীরাঘাতে গিরিবর একে বারে চূর্ণ হইয়াগেল। পাণ্ডু তদ্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। হে ভরতসত্তম! ভীমের জন্মদিবসেই দুর্য্যোধন জন্ম গ্রহণ করেন।

মহাবীর বৃকোদরের জন্ম হইলে পর, পাণ্ডু পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে কি প্রকারে আমার এক সর্ব্বলোকশ্রেষ্ঠ পুত্র জন্মিবে। সমস্ত লোকই দৈব ও পুরুষকার অবলম্বন করিয়া চলে, তন্মধ্যে দৈবকে কালক্রমেই লাভ করিতে পারা যায়। শুনিয়াছি অমররাজ ইন্দ্র সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ ও অপ্রমেয় বলবীর্য্যসম্পন্ন, আমি কায়মনোবাক্যে তপোনুষ্ঠান করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করি। পরিশেষে, তাঁহার নিকটহইতে অমিতবলশালী পুত্র প্রার্থনা করিয়া লইব। ইন্দ্রের বরে অবশ্যই আমার মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র জন্মিবে এবং সেই পুত্র সংগ্রামে সুরাসুর নাগ নর গন্ধর্ব্বপ্রভৃতি সমস্ত প্রাণীকেই জয় করিতে পারিবে। রাজর্ষি পাণ্ডু মনে মনে এই রূপ সংকল্প করিয়া মহর্ষিগণের সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক কুন্তীকে সাম্বৎসরিক ব্রতানুষ্ঠানের আদেশ প্রদান করিলেন এবং আপনিও একাগ্রচিত্তে প্রাতঃকালাবধি সায়ং কাল পর্য্যন্ত এক পদে দণ্ডায়মান থাকিয়া কঠোর তপস্যাচরণ ও দেবরাজের আরাধনা করিতে লাগিলেন। এই রূপে পাণ্ডু পুত্রকামনায় বহু কাল কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিলেন। দেবরাজ তদীয় তপঃপ্রভাবে প্রসন্ন হইয়া তাঁহার সমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজর্ষে! আমি তোমার তপোনিষ্ঠা দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমাকে তোমার মনোমত পুত্রবর প্রদান করিয়া যাইব, আমার অনুগ্রহে তোমার পুত্র জন্মিবে। ঐ পুত্র ত্রিলোকবিশ্রুত, গোব্রাহ্মণহিতকারী, সুহৃদ্গণের আনন্দবর্দ্ধন ও শত্রুদিগের হৃদয়বিদারণ হইবে। দেবরাজ ইহা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন; রাজর্ষি পাণ্ডুও অভীষ্টসিদ্ধি হওয়ায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া কুন্তীর নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, কল্যাণি! আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে, অমররাজ সুপ্রসন্ন হইয়া অভিলাষানুরূপ, অতিমানুষকর্ম্মা, যশস্বী, অরাতিনিসূদন, নীতিশাস্ত্রবিশারদ, মহাত্মা সূর্য্যসম তেজস্বী, দুরাধর্ষ, ক্রিয়াবান্ অদ্ভুতদর্শন পুত্র প্রদানের অঙ্গীকার করিয়াছেন; এক্ষণে তুমি সেই ত্রিদশাধিপতিকে আহ্বান করিয়া তাঁহা হইতে পুত্র উৎপাদন করিয়া লও।

কুন্তী পতির আজ্ঞানুসারে মহর্ষিদত্ত মন্ত্র জপ করিয়া ইন্দ্রদেবের আবাহন করিলেন। কুন্তীর আবাহনে দেবরাজ তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার গর্ভে পাণ্ডুর প্রার্থনানুরূপ পুত্র উৎপাদন করিলেন; ঐ পুত্রের নাম অর্জ্জুন। অর্জ্জুন জন্মিবামাত্র মহাগভীরনির্ঘোষে আকাশবাণী হইল, বনবাসীগণ শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। নভোমণ্ডল শব্দায়মান হইল। কুন্তী একাগ্রচিত্তে ছিলেন, শুনিলেন, "হে পৃথে! তোমার এই পুত্র কার্ত্তবীর্য্যোপম, শিবসম পরাক্রমশালী ও ইন্দ্রবৎ অজয্য হইয়া চতুর্দ্দিকে যশোরাশি বিস্তার করিবেন। যেমন বিষ্ণুহইতে অদিতির প্রীতি বর্দ্ধিত হইয়াছিল, অর্জ্জুন-

হইতে তোমরও সেই রূপ প্রীতি লাভ হইবে। অর্জ্জুন স্বীয় ভুজবলে কুরু, সোম, চেদি, কাশি, করুষপ্রভৃতি নানা জনপদ বশীভূত করিয়া কুরুকুলের শ্রীবৃদ্ধি করিবেন। ইঁহার বাহুবলে ভগবান্ হুতাশন খাণ্ডববনে সর্ব্বভূতের মেদ ভক্ষণ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইবেন। এই মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীর, গ্রাম্য মহীপালগণকে জয় করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত যজ্ঞত্রয় সম্পন্ন করিবেন। হে পৃথে! তোমার এই পুত্র পরশুরামসম তেজস্বী, বিষ্ণুতুল্য পরাক্রান্ত, বলবান্দিগের অগ্রগণ্য ও মহাযশস্বী হইবেন। ইনি সংগ্রামে দেবাদিদেব মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পাশুপতনামে মহাস্ত্র প্রাপ্ত হইবেন। ইনি দেবরাজ ইন্দ্রের আজ্ঞানুসারে দেবগণের পরম শত্রু নিবাতকবচনামক দৈত্যসকলকে বিনাশ করিবেন। ইনি সমস্ত দিব্যাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া বিনষ্ট রাজ্যের প্রত্যুদ্ধার করিবেন”।

হে ভরতবংশাবতংস! এই দৈববাণী শ্রবণে কুন্তী পরমাহ্লাদিত ও সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। শতশৃঙ্গনিবাসী তপস্বিগণের ও ইন্দ্রাদি অমরাকরের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। পুষ্পবৃষ্টি পতিত হওয়ায় দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন ও বাসিত হইল। আকাশে দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। সমস্ত দেবগণ একত্র হইয়া অর্জ্জুনকে স্তব করিতে লাগিলেন। সর্পসমুদায়, বিহঙ্গমকুল, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরাসকল প্রজাপতিগণ, সপ্তর্ষিমণ্ডল, ভরদ্বাজ, কশ্যপ, গৌতম, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, বশিষ্ঠ এবং ভগবান্ অত্রি তথায় আগমন করিলেন। মরীচি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ প্রজাপতি এবং দিব্যমাল্যাম্বরধারী গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরাগণ অর্জ্জুনসমীপে গান করিতে আরম্ভ করিলেন। অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল। মহর্ষিরা চতুর্দ্দিকে তপস্যা করিতে লাগিলেন। ভীমসেন, উগ্রসেন, ঊর্ণায়ু, অনঘ, গোপতি ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্যবর্চ্চাঃ, যুগপ, তৃণপ, কার্ষ্ণি নন্দি, চিত্ররথ, শালিশিরাঃ, পর্য্যন্য, কলি, নারদ, সত্ত্বাবৃহত্ত্বাবৃহক, করাল, বহুগুণশালী ব্রহ্মচারী, সুবর্ণ, বিশ্বাবসু, সুমন্যু, সুচন্দ্র, শরু এবং গীতমাধুর্য্যসম্পন্ন সুবিখ্যাত হাহা ও হুহু ইত্যাদি গন্ধর্ব্বগণ সমভিব্যাহারে শ্রীমান্ তুম্বুরু আসিয়া অর্জ্জুনসমীপে মধুরস্বরে গান করিতে লাগিলেন। নানালঙ্কারভূষিতা বিশালনয়না, অনূচানা, অনবদ্যা, গুণমুখ্যা, গুণবরা, অদ্রিকা, সোমা, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, মরীচি, শুচিকা, বিদ্যুৎপর্ণা, তিলোত্তমা, অম্বিকা, লক্ষণা, ক্ষেমা, রম্ভা, মনোরমা, অসিতা, সুবাহু, সুপ্রিয়া, বপুঃ, পুণ্ডরীকা, সুগন্ধা, সুরসা, প্রমাথিনী, কাম্যা, শারদ্বতী, মেনকা, সহজন্যা, কর্ণিকা, পুঞ্জিকস্থলা, ঋতুস্থলা, ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, পূর্ব্বচিত্তি, উম্লোচা, প্রম্লোচা, উর্ব্বশীপ্রভৃতি অপ্সরাসকল পরমানন্দে নৃত্য ও গান করিতে লাগিলেন। ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান্, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, পর্য্যন্য ও বিষ্ণু, এই দ্বাদশ আদিত্য, ইঁহারা আকাশে থাকিয়া অর্জ্জুনের মহিমা বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। মৃগব্যাধ, সর্প, নির্ঋতি, অজৈকপাদ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, কপালী, স্থাণু ও ভগবান্ ভগ এই একাদশ রুদ্র তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমার, অষ্টবসু, মহাবল মরুদ্গণ, বিশ্বেদেবগণ, ও সাধ্যগণ অর্জ্জুনের চতুর্দিক্ বেষ্টন করিয়া রহিলেন। কর্কোটক, বাসুকি, কচ্ছপ, এবং কুণ্ড ও তক্ষক, ইত্যাদি মহাতপাঃ মহাবল পরাক্রান্ত মহাক্রোধশালী মহোরগগণ এবং তার্ক্ষ্য, অরিষ্টনেমি, গরুড়, আসতধ্বজ, অরুণ, আরুণপ্রভৃতি বৈনতেয়গণ তথায় আগমন করিলেন। বিমান ও গিরি

শৃঙ্গের অগ্রগত ঐ সমস্ত সমভ্যাগত দেবগণকে কেবল তপোবলসম্পন্ন সিদ্ধমহর্ষিগণই দেখিতে পাইলেন, অন্যান্য লোকে নেত্রগোচর করিতে পারিল না। মহর্ষিগণ সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং তদবধি পাণ্ডবগণের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন।

অর্জ্জুনের জন্ম হইলে রাজর্ষি পাণ্ডু অপর এক পুত্রের কামনায় কুন্তীর নিকট প্রার্থনা করিলেন। কুন্তী তাঁহার আশয় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, মহাত্মন্! আর আমাকে পুরুষান্তরসংসর্গের অনুরোধ করিবেন না। শাস্ত্রকারেরা কহিয়া গিয়াছেন, যে স্ত্রীলোক আপৎকাল উপস্থিত হইলে, তিন বার পর্য্যন্ত পর পুরুষ দ্বারা সন্তানোৎপাদন করিতে পারে, তিনবারের অধিক কোন ক্রমেই পুরুষান্তরসংসর্গ করিতে পারে না। যে নারী চারি বার পরপুরুষের সহিত সংসর্গ করে, তাহাকে স্বৈরিণী কহে; পাঁচ বার উক্ত প্রকার কার্য্যে লিপ্ত হইলে বেশ্যাপদবাচ্য হইয়া থাকে; অতএব হে বিদ্বন্! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও কিনিমিত্ত নিতান্ত উদ্ভ্রান্তচিত্তের ন্যায় আমাকে পুনর্ব্বার অপত্যোৎপাদনের অনুমতি করিতেছ?

চতুর্ব্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুন্তীপুত্রগণের ও ধৃতরাষ্ট্রতনয়দিগের জন্ম হইলে মদ্ররাজদুহিতা নির্জ্জনে পাণ্ডুকে কহিলেন, মহারাজ! দুর্ভাগ্যক্রমে আপনি ঋষিশাপে সন্তানোৎপাদনে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাহাতে আমার কোন সন্তাপ নাই, আমি বরার্হা হইয়াও হীনাবস্থায় রহিয়াছি, তাহাতেও আমার পরিতাপ নাই, কিংবা গান্ধারী শত পুত্রের মাতা হইয়াছেন বলিয়া আমার একমুহূর্ত্তের নিমিত্তও ঈর্ষা হয় না; কিন্তু হে মহারাজ! আমার অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, কুন্তী ও আমি এই দুই জনই আপনার ভার্য্যা, উভয়েই সমান; কিন্তু কুন্তী পুত্রবতী হইলেন, আমি পুত্রমুখনিরীক্ষণে বঞ্চিত রহিলাম। হে রাজন্! যদি কুন্তী আমার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলেই আমার পুত্র হয়, আর আপনারও অধিক অপত্য লাভ দ্বারা মহৎ উপকার জন্মে। কিন্তু কুন্তী আমার সপত্নী, আমি কোন ক্রমেই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে পারিব না। তবে যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে অনুরোধ করেন, তাহা হইলেই আমি চরিতার্থ হইতে পারি। রাজর্ষি পাণ্ডু তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! উত্তম বলিয়াছ, ইহা আমার নিতান্ত অভিলষিত, কেবল তোমার মত হয় কিনা এই সন্দেহ প্রযুক্ত তোমাকে বলি নাই; তক্ষণে ইহা তোমার অনুমোদিত জানিতে পারিয়াছি; অবশ্যই আমি তোমার মনোরথ সিদ্ধির নিমিত্ত কুন্তীকে এ বিষয়ে অনুরোধ করিব। কুন্তী কখনই আমার বাক্য উল্লঙ্ঘন করিবেন না।

পাণ্ডু মাদ্রীকে এই কথা বলিয়া কুন্তীর নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে নির্জ্জনে কহিতে লাগিলেন, হে পৃথে! দেখ ইন্দ্র ত্রিদশাধিপত্য লাভ করিয়াও যশোলিপ্সায় যজ্ঞানুষ্ঠান করেন; তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন মন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণগণ কেবল যশের নিমিত্তই গুরুকরণ করিয়া থাকেন এবং রাজর্ষিগণ ও তপোধন ব্রাহ্মণগণ যশোভিলাষে নানাবিধ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হয়েন; অতএব হে প্রিয়ে! তুমি আমার বংশবৃদ্ধির নিমিত্ত, আমার ও পূর্ব্বপুরুষগণের পিণ্ডরক্ষার নিমিত্ত, পতির প্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত, এবং আপনার যশোবর্দ্ধনের নিমিত্ত এক বার মাদ্রীর প্রতি অনুকম্পা করিয়া উহাকে পুত্রবতী কর। হে পৃথে! পুত্রদান দ্বারা মাদ্রীকে পরিত্রাণ কর,

ইহাতে তোমার যশোবৃদ্ধি হইবে। কুন্তী পাণ্ডু নৃপতির বাক্য শ্রবণানন্তর মাদ্রীকে কহিলেন, তুমি কোন দেবতাকে আহ্বান কর, তাহা হইলে অচিরকালমধ্যে তোমার অনুরূপ পুত্রলাভ হইবে, সন্দেহ নাই।

মাদ্রী কুন্তীর আদেশক্রমে কিয়ৎক্ষণ মনে মনে বিচার করিয়া অশ্বিনীকুমারকে স্মরণ করিলেন। অশ্বিনীকুমার তৎক্ষণাৎ তথায় সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার গর্ভে যমজ পুত্র উৎপাদন করিলেন। ঐ পুত্রদ্বয়ের নাম নকুল ও সহদেব। তাঁহারা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র দৈববাণী হইল, "হে কুমারদ্বয়! তোমরা অশ্বিনীকুমার অপেক্ষা সমধিক সত্ত্বসম্পন্ন, রূপবান্, গুণশালী ও তেজস্বী হইয়া পরম সুখে কাল যাপন কর"। শতশৃঙ্গবাসী মহর্ষিগণ যথাবিধি আশীর্ব্বচন বিধানপূর্ব্বক প্রীতমনে তাঁহাদের নামকরণ করিলেন। কুন্তীর পুত্রত্রয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম যুধিষ্ঠির, মধ্যমের নাম ভীম, কনিষ্ঠের নাম অর্জ্জুন হইল। মাদ্রীর পুত্রদ্বয়ের মধ্যে পূর্ব্বজের নাম নকুল, দ্বিতীয়ের নাম সহদেব হইল। পাণ্ডুপুত্রগণ প্রত্যেকে এক এক সংবৎসর অন্তর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদিগকে সমবয়স্ক বোধ হইত। তাঁহারা সকলেই মহাসত্ত্ব, মহাবীর্য্য, মহাবল ও পরাক্রান্ত ছিলেন। রাজর্ষি পাণ্ডু সেই দেবতুল্য রূপবান মহাতেজস্বী পুত্রগণকে দেখিয়া আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন। পাণ্ডুপুত্রগণ ক্রমে ক্রমে শতশৃঙ্গবাসী মুনি ও মুনিপত্নীগণের সাতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

কিয়দ্দিনান্তর রাজর্ষি পাণ্ডু পুনর্ব্বার মাদ্রীর গর্ভে সুতোৎপাদনের নিমিত্ত কুন্তীকে অনুরোধ করাতে তিনি কহিলেন, মহারাজ! মাদ্রী অতিশয় ধূর্ত্ত; সে এক বার দেবতাহ্বান করিয়া দুই পুত্র উৎপাদন করিয়াছে। আমি পূর্ব্বে জানিতাম না যে, দুই জনকে একে বারে আহ্বান করিলে দুই ফল লাভ হয়, তন্নিমিত্ত আমি ঐ ফলে বঞ্চিত হইলাম, অতএব হে মহারাজ! আমি কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতেছি, আর আমাকে ও বিষয়ে অনুরোধ করিবেন না। কুন্তীবাক্য শ্রবণ করিয়া রাজর্ষি পাণ্ডু অগত্যা তাহাতে সম্মত হইয়া নিরস্ত রহিলেন। হে ভরত বংশাবতংস জনমেজয়! এইরূপে দেবদত্ত পাণ্ডুপুত্রগণ হৈমবতপৃষ্ঠে থাকিয়া কিয়দ্দিনের মধ্যে বীর্য্যবান্, যশস্বী, শুভলক্ষণসম্পন্ন, চন্দ্রতুল্য প্রিয়দর্শন, সিংহের ন্যায় দর্পশালী, সর্ব্বধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য ও দেবতুল্য বিক্রমশালী হইয়া উঠিলেন। তত্রত্য মহর্ষিগণ তাঁহাদিগের লক্ষণ, পরাক্রম ও রূপলাবণ্য দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এ দিকে দুর্য্যোধনপ্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ অতি অল্পদিনের মধ্যে জলাশয়স্থ কমলের ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

পঞ্চবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহীপতি পাণ্ডু এইরূপে দেবতুল্য প্রিয়দর্শন পঞ্চ পুত্র লাভ করিয়া পরম সুখে কিয়ৎ কাল অতিবাহিত করিলেন। ইতিমধ্যে সর্ব্বভূতের সম্মোহনকারী ঋতুরাজ বসন্ত আবির্ভূত হইল। রাজা বনবিহার করিতে গমন করিলেন, মদ্ররাজদুহিতা দিব্যাম্বর পরিধানপূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ঐ বন পলাশ তিলক আম্র চম্পক পণরি ভদ্রকপ্রভৃতি ফলপুষ্পসুশোভিত নানাবিধ বৃক্ষজালে সমাকীর্ণ, পদ্ম কুমুদ কহ্লারপ্রভৃতি জলজ পুষ্পদ্বারা সমাবৃত এবং বহুবিধ জলাশয়ে ব্যাপ্ত ছিল। একে বসন্তকাল ও বনের অলৌকিক সৌন্দর্য্য, তাহাতে আবার অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্না রাজীবলোচনা মদ্রাধিপতনয়া একাকিনী সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিতেছেন; এই সমস্ত দর্শন করিয়া রাজার অন্তঃকরণের চাঞ্চল্য হইয়া উঠিল। তিনি ক্রমে

ক্রমে অনঙ্গশরে অবশচিত্ত হইয়া বলপূর্ব্বক মাদ্রীকে আলিঙ্গন করিলেন। মাদ্রী বারংবার নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাজা কোন ক্রমেই নিবৃত্ত হইলেন না। তিনি কামশরে বিমোহিত হইয়া মৃগরূপধারী ঋষিকুমারের শাপ এক বারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। দৈবনির্ব্বন্ধ অখণ্ডনীয়; রাজা বারংবার মাদ্রীকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও কোন ক্রমে নিরস্ত হইলেন না; সুতরাং অনুল্লঙ্ঘনীয় মৃগশাপবশতঃ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। মাদ্রী তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া তাঁহার মৃত দেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। কুন্তী দূরহইতে সেই আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া অতীব আকুলিতচিত্তে স্বীয় পুত্রগণ ও মাদ্রীকুমারদ্বয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া শব্দানুসারে গমন করিতে লাগিলেন। মাদ্রী, অনতিদূরে কুন্তীকে কুমারগণ সমভিব্যাহারে আসিতে দেখিয়া কাতরস্বরে কহিলেন, ভদ্রে! তুমি একাকিনী এই স্থানে আগমন কর। বালকগণ ঐ খানেই থাকুক। কুন্তী মাদ্রীর বচনানুসারে কুমারগণকে রাখিয়া একাকিনী হা হতাস্মি বলিয়া রোদন করিতে করিতে তথায় গমনপূর্ব্বক দেখিলেন, মাদ্রী রাজার মৃত দেহ আলিঙ্গন করিয়া ভূমিতলে শয়ানা আছেন। তখন তিনি শিরে করাঘাত করিয়া বিলাপ করিতে করিতে মাদ্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। আমি রাজাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতাম, ইনি অতিশয় জিতেন্দ্রিয় ছিলেন; তবে ইনি মৃগশাপ জানিয়া শুনিয়াও কি নিমিত্ত তোমাকে বলাৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন? দেখ, আমি যেরূপ ইহাঁকে রক্ষা করিতাম, তোমারও সেই রূপ করা কর্ত্তব্য ছিল, তবে কেন ইহাঁকে নির্জ্জনে আনিয়া প্রলোভিত করিলে? মৃগশাপবিষয়িনী চিন্তা ইহাঁর হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক থাকিত, তন্নিমিত্ত নিয়তই যৎপরোনাস্তি দুঃখিত থাকিতেন; অদ্য তোমাকে নির্জ্জনে পাইয়া কি নিমিত্ত ইহাঁর মন চঞ্চল হইল? মদ্ররাজনন্দিনি! তুমি ধন্যা ও আমাহইতে অধিকতর সৌভাগ্যবতী, যেহেতু তুমি অদ্য মহারাজের প্রসন্ন বদন দেখিয়াছ। মাদ্রী কুন্তীর এই রূপ পরিদেবনবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দেবি! এবিষয়ে আমার কোন অপরাধ নাই। রাজর্ষি বলাৎকারে উদ্যত হইলে, আমি অতিকরুণস্বরে তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদের দুরদৃষ্ট ক্রমেই হউক, বা ঋষিশাপের অনুল্লঙ্ঘনীয়তাপ্রযুক্তই হউক, অথবা দুর্দ্দান্ত মদনের অনিবার্য্যতাবশতই হউক, আমার বাক্যে একবার কর্ণপাতও করিলেন না।

পতিব্রতা কুন্তী মাদ্রীর বচনাবসানে কহিলেন, ভদ্রে! যাহা হইবার হইয়াছে। এক্ষণে তোমার নিকট এক প্রার্থনা করি, শ্রবণ কর। আমি রাজর্ষির জ্যেষ্ঠা ধর্ম্মপত্নী, সুতরাং শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মফল আমারই প্রাপ্য; অতএব আমি পরলোকগত ভর্ত্তার সহগমন করিব, তুমি এবিষয়ে আমাকে নিবারণ করিও না। তুমি গাত্রোত্থান কর। অতি সাবধানে এই সকল সন্তানগুলি প্রতিপালন করিও। আমি মহারাজের মৃতদেহ লইয়া চিতারোহণ করি। মাদ্রী কহিলেন, আর্য্যে! আমি স্বামিসহবাসে অদ্যাপি পরিতৃপ্ত হই নাই, অতএব আমিই ইহাঁর সহগমন করিব। অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এবিষয়ে অনুমতি করিতে হইবে; আরও দেখ, মহারাজ আমাতেই আসক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত যমভবনে গমন করিয়া তাঁহার অভিলাষ পরিপূর্ণ করা আমার প্রধান ধর্ম্ম ও অত্যন্ত অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। বিশেষতঃ যদি আমি জীবিত থাকিয়া আপনার পুত্রদ্বয়ের ন্যায় তোমার পুত্রগণকে স্নেহ করিতে না পারি,

তাহা হইলে অবশ্যই আমাকে ইহ কালে লোকনিন্দায় ও পরকালে ঘোরতর নরকে নিপতিত হইতে হইবে। অতএব সহগমন করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প। এক্ষণে তোমার নিকট আমার এই ভিক্ষা যে, মহারাজের মৃতদেহের সহিত আমার কলেবর দগ্ধ কর। আমার পুত্রদ্বয়কে আপনার পুত্রগণের ন্যায় স্নেহ ও অপ্রমত্তচিত্তে প্রতিপালন করিও, ইহা ব্যতীত আমার আর কিছুই বক্তব্য নাই। মদ্ররাজদুহিতা কুন্তীকে এই কথা বলিয়া রাজার মৃত দেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।

ষড়ুংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এইরূপে রাজর্ষি পাণ্ডু কলেবর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক লোকান্তর গমন করিলে দেবতুল্য মহর্ষিগণ ও মন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণগণ একত্র হইয়া মন্ত্রণা করিলেন, যে, "মহাযশা মহাত্মা মহারাজ পাণ্ডু রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া এ স্থানে আমাদের শরণাগত হইয়া বহু দিবস তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি শিশু পুত্রগণ ও ভার্য্যাকে আমাদিগের নিকটে রাখিয়া সুরলোকে গমন করিয়াছেন, অতএব তাঁহার পুত্র, কলত্র ও মৃতদেহ লইয়া ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে সমর্পণ করা আমাদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য"। মহর্ষিগণ এইরূপ পরামর্শ করিয়া কুন্তী, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ বালক এবং পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃত কলেবর লইয়া হস্তিনা নগরে গমন করিলেন। পুত্রবৎসলা কুন্তী পতিবিহীনা হইয়াও পুত্রমুখ নিরীক্ষণে এবং স্বদেশগমনে নিতান্ত ঔৎসুক্যপ্রযুক্ত সাতিশয় আনন্দিতা হইয়া সর্ব্বাগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অতি অল্প দিনের মধ্যেই কুরুজাঙ্গলে উপনীত হইয়া রজনী প্রভাত হইবামাত্র রাজদ্বারে সমুপস্থিত হইলেন। তখন তাপসগণের বাক্যানুসারে দ্বারবান্ তৎক্ষণাৎ রাজসভায় গিয়া তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিল। হস্তিনাপুর নিবাসী যাবতীয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ তাপসদিগের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং আপন আপন পুত্র ও কলত্রগণ সমভিব্যাহারে বিবিধ যানে আরোহণ করিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে চলিলেন। তাপসদর্শনার্থিনী জনতা রাজমার্গ আচ্ছন্ন করিয়া চলিল। তৎকালে তাঁহাদের সকলেরই অন্তঃকরণ ঈর্ষাশূন্য ও ধর্ম্মপ্রবণ হইল। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, সোমদত্ত, বাহ্লিক, রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, দেবী সত্যবতী, যশস্বিনী কৌশল্যা ও অন্যান্য রাজপত্নীগণে পরিবৃতা গান্ধারী এবং বিচিত্রাভরণবিভূষিত দুর্য্যোধনপ্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রের দায়াদগণ তাপসদর্শনে ব্যগ্রচিত্ত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর পুরোহিতসহিত কৌরবগণ ও অন্যান্য পৌর ও জানপদগণ তপস্বীদিগকে দর্শন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিলেন। পরে, সেই সকল লোক ঋষিদিগের আদেশানুসারে উপবেশন করিলে মহাত্মা ভীষ্ম সমস্ত দর্শনার্থিগণকে নিস্তব্ধ দেখিয়া মহর্ষিদিগকে পাদ্য অর্ঘ দ্বারা যথাবিধি পূজা করত সমস্ত রাজ্য সমর্পণ করিলেন। তখন তাপসগণের মধ্যে পরিণতবয়াঃ এক মহর্ষি গাত্রোত্থান করিয়া অন্যান্য তপোধনের মতগ্রহণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে মান্যবরগণ! যে কৌরবদায়াদ পাণ্ডুনামক নরপতি সমস্ত ভোগসুখে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক শতশৃঙ্গপর্ব্বতে গমন করিয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠা ধর্ম্মপত্নী কুন্তীর গর্ভে সাক্ষাৎ ধর্ম্মের ঔরসে এই যুধিষ্ঠিরনামা পুত্র জন্মিয়াছেন, ভগবান্ বায়ুহইতে এই মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সমুৎপন্ন হইয়াছেন এবং দেবরাজ ইন্দ্রের ঔরসে এই ধনঞ্জয় নামে পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। অর্জ্জুনের

যশোরাশি সমস্ত মেদিনীমণ্ডলে বিস্তীর্ণ হইয়া অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধর বীর পুরুষগণের কীর্ত্তি বিলুপ্ত করিবে। আর, এই যে দুই মহাধনুর্দ্ধর নরশ্রেষ্ঠকে দেখিতেছ, ইহাঁরা সেই রাজর্ষির কনিষ্ঠা ধর্ম্মপত্নী, মাদ্রীর গর্ভে অশ্বিনীকুমারের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। হে কুরুকুলাগ্রগণ্যগণ! এই রূপে পরম ধর্ম্মাত্মা মহাযশস্বী পাণ্ডু মহীপাল বনে বাস করিয়া নষ্টপ্রায় পৈতামহ বংশের পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। তোমরা এই পাণ্ডুপুত্রগণের বেদাধ্যয়নের বিষয় জ্ঞাত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইবে। সেই মনুজসত্তম রাজর্ষি পাণ্ডু অভিলষিত পুত্র লাভ করিয়া অদ্য সপ্তদশ দিবস হইল, পরলোকে গমন করিয়াছেন। পতিব্রতা মাদ্রীও পতির লোকান্তরপ্রাপ্তি দর্শনে সাতিশয় দুঃখিতা হইয়া তাঁহার মৃত দেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া পতিলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তোমরা পাণ্ডু ও মাদ্রীর এই শবশরীরদ্বয় লইয়া কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতার সহিত তাঁহাদিগের অগ্নিকার্য্য, প্রেতক্রিয়া এবং শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন কর"। কুরুগণকে এই কথা বলিয়া তাপসগণ দেখিতে দেখিতে গুহ্যকদিগের সহিত অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহাদের সমাগমে হস্তিনাপুর গন্ধর্ব্বাধিষ্ঠিতের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। এক্ষণে তাঁহারা অন্তর্ধান করাতে পুরের আর সেরূপ শোভা রহিল না। সমাগত পৌর ও জানপদগণ সিদ্ধ মহর্ষিগণ দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

তদনন্তর ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, পাণ্ডু ও মাদ্রীর সমুদায় প্রেতকার্য্য যাহাতে পরমসমারোহ-পূর্ব্বক সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তদ্বিষয়ে তুমি যত্নবান্ হও এবং তাঁহাদের দুই জনের যাবতীয় পশু, বস্ত্র, রত্ন ও ধন আছে, অর্থিগণের প্রার্থনানুসারে তৎসমুদায় প্রদান কর। কুন্তী দ্বারা মাদ্রীর সৎকার করাও। মাদ্রীকে এরূপ সুসম্বৃত করিবে যে, অন্যের কথা দূরে থাকুক, যেন বায়ু বা সূর্য্যও তাঁহাকে দেখিতে না পান। মহারাজ পাণ্ডুর নিমিত্ত আর শোক করিবার আবশ্যকতা নাই, বরং তিনি অতিমাত্র প্রশংসনীয়, যেহেতু সেই মহাত্মা, মহাবল পরাক্রান্ত পঞ্চ পুত্র রাখিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতকুলতিলক জনমেজয়! বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শ্রবণানন্তর "যে আজ্ঞা" বলিয়া ভীষ্মকে সমভিব্যাহারে লইয়া অতি পবিত্র প্রদেশে পাণ্ডুর অগ্নিসংস্কার করিতে চলিলেন। কুরুপুরোহিতগণ পাণ্ডুরাজের আজ্যগন্ধপরিপূত প্রদীপ্ত জাতাগ্নি লইয়া সত্বর গমন করিতে লাগিলেন। অমাত্য, জ্ঞাতি ও বান্ধবগণ একত্র হইয়া বিবিধ গন্ধদ্রব্য ও নানাজাতীয় পুষ্পদ্বারা পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃত কলেবর বিভূষিত করিলেন। পরে, মহার্ঘ বস্ত্রাচ্ছাদিত শিবিকার মধ্যে সেই দুই মৃত শরীর সংস্থাপন করিয়া সকলে স্কন্ধে লইয়া চলিলেন। তৎকালে কেহ বা শ্বেতচ্ছত্র ধারণ কেহ বা চামর ব্যজন করিতে আরম্ভ করিল। চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। শত শত ব্যক্তি পাণ্ডুর পূর্ব্বসঞ্চিত বিবিধ ধনরত্ন লইয়া যাচকগণকে প্রদান করিতে লাগিল। শুক্লাম্বরধারী যাজকগণ প্রদীপ্ত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে করিতে তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র "হায়! কি হইল! মহারাজ! আমাদিগকে অপার দুঃখার্ণবে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিলেন" এই বলিয়া করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তদনন্তর পাণ্ডু ও মাদ্রীর

শিবিকাবাহী পাণ্ডবগণ এবং ভীষ্ম ও বিদুর অশ্রুপূর্ণনয়নে বনোদ্দেশে রমণীয় ভাগীরথীতীরে সমুপস্থিত হইয়া স্কন্ধস্থিত শিবিকা অবতারণ করিলেন এবং তন্মধ্য হইতে মহারাজের মৃত কলেবর বহিষ্কৃত করিয়া তাহাতে কালাগুরু ও চন্দনপ্রভৃতি বিবিধ গন্ধদ্রব্য লেপনপূর্ব্বক সুবর্ণ কলস দ্বারা জলসেচন করিতে লাগিলেন। তৎপরে সেই মৃতদেহে পুনর্ব্বার নানাবিধ গন্ধদ্রব্য লেপন করিয়া স্বদেশীয় শুভ্র বস্ত্র পরিধান করাইলেন। মহারাজ পাণ্ডু শুভ্রবসনাচ্ছন্ন ও চন্দনাদি বিবিধ সুগন্ধ গন্ধদ্রব্যদ্বারা অনুলিপ্ত হওয়াতে জীবিতেরন্যায় পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিলেন। তদনন্তর তাঁহারা যাজকদিগের আজ্ঞানুসারে সমস্ত প্রেতকার্য্য সুসম্পন্ন করণানন্তর মাদ্রীর সহিত রাজাকে ঘৃতাভিষিক্ত করিয়া চন্দনপ্রভৃতি বহুবিধ সুগন্ধি কাষ্ঠদ্বারা দাহ করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা চিতাগ্নিস্থ পুত্র ও পুত্রবধূর মৃত কলেবর দর্শনে শোকে নিতান্ত অধীরা হইয়া হা পুত্র! হা পুত্র। বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে ধরাতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। তাঁহাকে ভূতলে পতিত দেখিয়া রাজভক্তিপরায়ণ প্রজাগণ হায় ! কি হইল ! কি হইল ! বলিয়া করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিল। কুন্তী ধূলিধূসরিতকলেবর হইয়া কাতরস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণে মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, তির্য্যগ্যোনিগত পশুপক্ষীরাও রোদন করিতে লাগিল। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, মহামতি বিদুর ও কৌরবগণ সাতিশয় দুঃখিত হইয়া অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ভীষ্ম, বিদুর, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা ও অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গ এবং সমস্ত কৌরববনিতাগণ একত্র হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে মহারাজ পাণ্ডুর উদকক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। উদককার্য্য সমাপন হইলে রাজ্যস্থ প্রজাগণ পিতৃশোকবিমূঢ়চিত্ত পাণ্ডবগণকে অশেষপ্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। পাণ্ডবগণ শোকে অধীর হইয়া সবান্ধবে ভূতলে শয়ন করিলেন, নগরবাসী ব্রাহ্মণাদি বর্ণেরাও ভূমিশয্যায় শয়ান হইলেন। নগরবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতাপ্রভৃতি সকলেই সেই দিবসাবধি দশ দিন নিতান্ত নিরানন্দ ও শোকসাগরে নিমগ্ন রহিল।

অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর কুন্তী, রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম, বন্ধুগণসমবেত হইয়া বেদবিধানানুসারে পাণ্ডুর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ ও জ্ঞাতিবর্গকে ভোজন করাইলেন এবং প্রধান প্রধান বিপ্রগণকে প্রভূত রত্ন ও উত্তমোত্তম গ্রামসকল প্রদান করিলেন। পরে কৃতশৌচ পাণ্ডবগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া হস্তিনানগরে প্রবেশ করিলেন। পৌরবর্গ ও জানপদগণ পরলোকগত স্বকীয় বান্ধবের ন্যায় রাজর্ষি পাণ্ডুকে স্মরণ করিয়া অনুক্ষণ পরিতাপ করিতে লাগিল।

মহারাজ পাণ্ডুর শ্রাদ্ধ কার্য্য সমাপনানন্তর মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সেই সমস্ত লোকদিগকে দুঃখিত ও স্বীয় জননী সত্যবতীকে শোকসন্তপ্ত দেখিয়া তাঁহাকে কহিলেন, মাতঃ ! সময় অতিশয় দারুণ হইয়া উঠিয়াছে, এক্ষণে সুখের লেশমাত্রও নাই; দিন দিন পাপ বৃদ্ধি হইতেছে; পৃথিবী শস্যশূন্যা ও ফলবিহীনা হইতেছে। বোধ হয়, লোকসকল কালক্রমে নানাবিধ মায়াজালে জড়িত ও নানাদোষসংকীর্ণ হইয়া উঠিবে। প্রায় সকলেই কুকর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হইবে। ধর্ম্ম কর্ম্ম একবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। কুরুদিগের দুর্নীতিপ্রযুক্ত রাজশ্রী তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন। তাহারা অতি

অল্প দিনের মধ্যেই সবংশে কৃতান্তসদনে গমন করিবে; অতএব আপনি স্বচক্ষে স্বীয় বংশের বিনাশ দেখিবার পরিবর্ত্তে বনে গমনপূর্ব্বক যোগানুষ্ঠানে যত্ন করুন।

সত্যবতী ব্যাসের বাক্যে অনুমোদন করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক স্বীয় পুত্রবধূ অম্বিকাকে কহিলেন, অম্বিকে! শুনিতে পাইলাম, তোমার পৌত্রের অত্যাচারবশতঃ অল্প দিনের মধ্যেই আমাদিগের বংশ এক বারে উচ্ছিন্ন হইবে, অতএব যদি তোমার মত হয়, তবে চল, আমরা পুত্রশোকার্ত্তা কৌশল্যাকে সমভিব্যাহারে লইয়া কাননে প্রস্থান করি। অম্বিকা শ্বশ্রূর বাক্য শ্রবণ করিয়া "যে আজ্ঞা" বলিয়া স্বীকার করিলেন। তখন সত্যবতী ভীষ্মকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক স্নুষাদ্বয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া বনে গমন করিলেন। তথায় কঠোর তপস্যা করিতে করিতে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব অভিলষিত মার্গে প্রস্থান করিলেন।

এ দিকে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব, পৈতৃক ভবনে থাকিয়া বিবিধ রাজভোগ উপভোগদ্বারা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের বেদোক্ত সংস্কারসকল সম্পাদিত হইল। তাঁহারা দুর্য্যোধনাদি শত ভ্রাতার সহিত সতত পরম সুখে ক্রীড়া করিতেন। সমস্ত বাল্যক্রীড়াতেই তাঁহাদের বিশেষ তেজস্বিতা প্রকাশ পাইত। স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক সবেগ গমন, লক্ষ্যাভিহরণ ও অন্যান্য ক্রীড়ায় ভীমসেন যাবতীয় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে পরাভূত করিতেন। যখন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ পরমাহ্লাদে ক্রীড়া করিত, বৃকোদর তৎকালে তাহাদের পরস্পরের মস্তকে সংঘট্টন করিয়া দিতেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা শত ভ্রাতা ও মহাবল পরাক্রান্ত, ভীমসেন একাকী, তথাপি তাঁহারে সকলকে অনায়াসে নিগ্রহ করিতেন। তিনি কখন কখন তাঁহাদিগকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া কেশধারণপূর্ব্বক এমন বেগে আকর্ষণ করিতেন যে তাহারা কেহ ক্ষতজানু, কেহ ক্ষতমস্তক, কেহ বা ক্ষতস্কন্ধ হইয়া প্রাণনাশভয়ে পরিত্রাণার্থ আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিত। জলক্রীড়ার সময়ে তিনি এক কালে তাঁহাদের দশ জনকে ধরিয়া জলে মগ্ন হইয়া থাকিতেন, পরিশেষে, তাঁহারা মৃতকল্প হইলে ছাড়িয়া দিতেন। যৎকালে তাঁহারা ফলচয়নার্থ বৃক্ষে আরোহণ করিতেন, ভীমসেন সেই সময়ে পাদাঘাতে সেই বৃক্ষ কম্পিত করিতেন; তাহারা প্রহারবেগ সহ্য করিতে নাপারিয়া ফলের সহিত বৃক্ষহইতে ভূতলে পতিত হইত। ফলতঃ, ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা কি বাহুযুদ্ধ, কি বেগ, কি শস্ত্রাভ্যাস, কিছুতেই ভীমকে পরাস্ত করিতে পারিত না। এই রূপে বৃকোদর সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ে জয়ী হওয়াতে বাল্যকালাবধি তাঁহাদের অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রতনয়দিগের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ দুর্য্যোধন সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রূর, দুর্ম্মতি, পাপাচার ও ঐশ্বর্য্যলুব্ধ ছিল। ঐ দুরাত্মা ভীমসেনের অপরিমিত পরাক্রম দর্শনে সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া মনে মনে চিন্তা করিল, কুন্তীর মধ্যম পুত্র বৃকোদর বলবান্, বিক্রমশালী ও শৌর্য্যযুক্ত; এই দুরাত্মা একাকী আমাদিগের শত ভ্রাতাকে অবলীলাক্রমে পরাজয় করে; অতএব যখন ভীম পুরোদ্যানে নিদ্রিত থাকিবে, তখন ইহাকে ধরিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করিব, তাহা হইলেই ইহার কনিষ্ঠ অর্জ্জুন ও জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে বদ্ধ রাখিয়া অনায়াসেই সসাগরা পৃথিবী শাসন করিতে পারিব। পাপাত্মা দুর্য্যোধন মনে মনে এই রূপ দুষ্ট অভিসন্ধি করিয়া মহাত্মা ভীমসেনের রন্ধ্রান্বেষণে সর্ব্বদা যত্ন করিতে লাগিল।

কিয়দ্দিনপরে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন স্বীয় দুষ্টাভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার আশয়ে জলবিহারার্থ গঙ্গাতীরে বসনবিরচিত ও কদল-

নির্ম্মিত বিচিত্র গৃহসকল প্রস্তুত করাইল। ঐ সকল গৃহ অশেষবিধ ভোগ্যবস্তুদ্বারা পরিপূর্ণ ও অত্যুন্নত পতাকাসমূহে সুশোভিত করিল। তদনন্তর গঙ্গার পুলিনদেশে উদক ক্রীড়নকনামে একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া পাককার্য্যনিপুণ ব্যক্তিদিগকে নানাবিধ চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় দ্বারা ঐস্থান পরিপূর্ণ করিতে আদেশ করিল। তাহারা তাঁহার আদেশানুসারে সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া সম্বাদ প্রদান করিলে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের নিকটে গমনপূর্ব্বক কহিল, চল আমরা সকল ভ্রাতায় একত্র হইয়া উদ্যানবনশোভিত গঙ্গায় জলক্রীড়া করি। সরলান্তঃকরণ যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ তাহার বাক্যে সম্মত হইলেন। তখন অপরিমিতশৌর্য্যশালী কৌরবগণ ও পাণ্ডবগণ কেহ নগরাকার রথে কেহ বা দেশজ অত্যুৎকৃষ্ট গজে আরোহণপূর্ব্বক উদ্যানসমীপে সমুপস্থিত হইয়া, সিংহসমূহ যেমন গিরিগুহায় প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই উদ্যানবনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উদ্যানশোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ উদ্যান সুধাধবলিত রাজযোগ্য গৃহ, বলভী, গবাক্ষ ও জলযন্ত্রসমূহে ব্যাপ্ত; সৌধকারগণ গৃহসকল সম্মার্জ্জিত ও চিত্রকরেরা চিত্রিত করিয়াছে; সুশীতলজলপূর্ণ বৃহতী দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণীসমূহ শোভা পাইতেছে। ঐ উদ্যানের সমুদায় জলভাগ সুকোমল কমলসমূহে ব্যাপ্ত এবং স্থলভাগ বিবিধ স্থলজ পুষ্পে সমাকীর্ণ ছিল।

কৌরব ও পাণ্ডবগণ কিয়ৎক্ষণ সেই উদ্যানের শোভা নিরীক্ষণ করিয়া তথায় উপবেশনপূর্ব্বক তত্রস্থ ভোগ্য বস্তুসকল ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা সকৌতুকমনে আহার করিতে করিতে মিষ্টান্ন লইয়া পরস্পর পরস্পরের মুখে দিতে লাগিলেন। পাপাত্মা দুর্য্যোধন সেই অবসরে ভীমসেনকে বধ করিবার আশয়ে মিষ্টান্নে বিষ মিশ্রিত করিয়া স্বয়ং গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ভ্রাতার ন্যায় পরম সুহৃদের ন্যায় মিষ্টবাক্য কহিতে কহিতে ভীমের বক্ত্রে সেই বিষমিশ্রিত মিষ্টান্ন প্রদান করিল। সরলহৃদয় ভীমসেন, ঐ খাদ্য যে বিষমিশ্রিত, তাহা না জানিতে পারিয়া সাতিশয় প্রীতিপূর্ব্বক সেই মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিলেন। দুরাত্মা দুর্য্যোধন তদ্দর্শনে আপনাকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিল। তদনন্তর যাবতীয় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ও পাণ্ডবগণ একত্রিত হইয়া পরমাহ্লাদে জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ক্রমে ভগবান্ ভাস্কর অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে, তাঁহারা সকলে সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া জলহইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং বিহারগৃহে গমনপূর্ব্বক ধৌত বস্ত্র পরিধান ও বিচিত্র অলঙ্কার ধারণ করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। কেবল একাকী ভীমসেন বিষভক্ষণ ও ব্যায়ামাধিক্যপ্রযুক্ত একান্ত ক্লান্ত হইয়া গঙ্গার কচ্ছ দেশে শয়ন করিবামাত্র নিদ্রায় অচেতন ও মৃতকল্প হইলেন। দুর্য্যোধন সেই অবসরে তাঁহাকে লতাপাশে বদ্ধ করিয়া স্থলহইতে জলে নিক্ষেপ করিল।

ভীমসেন কালকূটপ্রভাবে নিঃসংজ্ঞ হইয়াছিলেন। তিনি জলমগ্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে নাগভবনে সমুপস্থিত ও নাগকুমারগণের উপর নিপাতিত হইলেন। তদ্দর্শনে তত্রস্থ তীব্রবিষ বিষধরগণ ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া তাঁহাকে ভীষণদশনদ্বারা দংশন করিতে লাগিল। সর্পগণের জঙ্গমবিষদ্বারা ভীমশরীরস্থ স্থাবর কালকূট বিষের তেজ এক বারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। সর্পগণের দংশনে ভীমের দৃঢ় কলেবর ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের ত্বক্ এমন কঠিন যে, উহাতে কিছুমাত্রও দশনচিহ্ন হইল না।

এইরূপে ভীমপরাক্রম ভীমসেন নাগগণ

কর্ত্তৃক দষ্ট হওয়াতে কালকূট বিষ হইতে মুক্ত হইয়া সংজ্ঞা লাভপূর্ব্বক সর্পগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। উহাদের মধ্যে যাহারা ভীমের হস্তহইতে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল, তাহারা, বাসবতুল্য প্রভাবশালী নাগরাজ বাসুকির নিকটে সত্বর গমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, "হে নাগেন্দ্র! এক মহাবল পরাক্রান্ত মানব আমাদিগের পাতালপুরে আসিয়া মহা উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিয়াছে, যখন ঐ ব্যক্তি এখানে সমুপস্থিত হয়, তখন হস্তপদে বদ্ধ ও অচেতন, বোধ হয় বিষ পান করিয়াছিল, এখানে আসিয়া আমাদিগের শিশু সন্তানগণের উপর নিপতিত হওয়াতে আমরা ক্রুদ্ধ হইয়া উহাকে দংশন করিলাম, পরে সে চৈতন্য লাভ করিয়া স্বীয় হস্ত পদের বন্ধনচ্ছেদনপূর্ব্বক আমাদিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল; ঐ নর প্রায় আমাদের সকলকেই বিনাশ করিয়াছে, কেবল আমরা কয়েক জনমাত্র কৌশলক্রমে পলাইয়া আসিয়াছি, এক্ষণে আপনি গিয়া তাহার পরিচয় গ্রহণ করুন"।

নাগরাজ বাসুকি সর্পগণের বচনানুসারে তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় গমনপূর্ব্বক মহাবাহু ভীমসেনকে দেখিতে পাইলেন। নাগরাজ দেখিবামাত্র তাঁহাকে স্বদৌহিত্র কুন্তিভোজের দৌহিত্র বলিয়া জানিতে পারিয়া প্রীতিপ্রসন্ন চিত্তে সাদর-সম্ভাষণপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন, এবং তাঁহার উপর সাতিশয় প্রসন্ন হইয়া প্রচুর ধন ও রত্ন প্রদান করিলেন। তখন কোন সর্প কহিল, হে নাগেন্দ্র! যদি ভীমের প্রতি অনুকূল হইয়া থাকেন, তবে যে কুণ্ড রক্ষার নিমিত্ত সহস্র নাগসৈন্য প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই কুণ্ডহইতে তাঁহাকে উদরপূরণ করিয়া অমৃতপান করিতে অনুমতি করুন। নাগরাজ তথাস্তু বলিয়া অনুমতি প্রদান করিলেন। তখন ভীমসেন অন্যান্য নাগগণের আশীর্ব্বাদগ্রহণপুরঃসর শুচি হইয়া পূর্ব্বমুখে উপবেশনপূর্ব্বক অমৃত পান করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি এক এক নিঃশ্বাসে এক এক কুণ্ড অমৃত পান করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আট কুণ্ড পান করিয়া ফেলিলেন। অমৃতপান সমাপ্ত হইলে মহাভুজ বৃকোদর নাগদত্ত দিব্য শয্যায় শয়ন করিয়া পরমসুখে নিদ্রিত হইলেন।

ঊনত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এ দিকে কৌরবগণ ও যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় ক্রীড়াশেষ করিয়া যৎকালে গৃহে প্রত্যাগমন করেন, তখন ভীমসেনকে দেখিতে পাইলেন না, তাহাতে এই বিবেচনা করিলেন, যে তিনি আমাদিগের অগ্রেই গিয়াছেন; ইহা স্থির করিয়া কেহ রথে কেহ গজে কেহ অশ্বে কেহ কেহ বা অন্যান্য যানবিশেষে আরোহণপূর্ব্বক হস্তিনানগরে প্রস্থান করিলেন। পাপাত্মা দুর্য্যোধন বৃকোদরের অদর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত পুর প্রবেশ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির দুরাত্মা দুর্য্যোধনকৃত ব্যাপারের কিছুই জানিতেন না, সুতরাং ভীমের কোন্ অনিষ্টাশঙ্কা না করিয়াই পুরে প্রবেশ করিলেন। তিনি জননীসদনে উপস্থিত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতঃ! বৃকোদর যে গৃহে আসিয়াছে! তাহাকে দেখিতেছি না কেন? তবে সে কোথায় গেল? আমরা তাহার নিমিত্ত উদ্যান ও বন তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিয়াছি। যখন অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে নিতান্ত পাইলাম না, তখন আমাদের বোধ হইল যে, অগ্রেই গৃহে আসিয়াছে। এক্ষণে তাহাকে না দেখিয়া অন্তঃকরণ নিতান্ত ব্যাকুল হইতেছে। সে এখানে আসিয়া আর কোথাও ত গমন করে নাই? আপনি ত তাহাকে কোথাও পাঠান নাই?

কুন্তী যুধিষ্ঠিরের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, হায়! কি হইল বলিয়া সসম্ভ্রমে যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, বৎস! আমি ভীমসেনকে দেখি নাই, সে এপর্য্যন্ত গৃহে আগমন করে নাই, তুমি তোমার অনুজত্রয় সঙ্গে লইয়া শীঘ্র তাহার অন্বেষণ কর। চঞ্চলচিত্তা ভোজরাজদুহিতা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে এইরূপ আদেশ দিয়া বিদুরকে সন্নিধানে আনয়নপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, ক্ষত্তঃ! অদ্য কুমারগণ একত্র হইয়া উদ্যানে বিহার করিতে গিয়াছিল, সকলেই ফিরিয়া আসিয়াছে, কেবল একাকী ভীম এপর্য্যন্ত প্রত্যাগমন করে নাই, সে যে কোথায় রহিয়াছে, কেহই তাহার অনুসন্ধান করিতে পারে নাই। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন তাহাকে দেখিতে পারে না। ঐ দুরাত্মা নিতান্ত ক্রূর, একান্ত ক্ষুদ্র, বিষম রাজ্যলুব্ধ ও সাতিশয় নির্লজ্জ; হয়ত ঐ পাপাত্মাই আমার ভীমকে বিনাশ করিয়াছে; এই ভাবিয়া আমার মন একান্ত ব্যাকুলিত হইতেছে।

মহামতি বিদুর কুন্তীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে কল্যাণি! যদি পরিণামে আপনার মঙ্গল চাও, তবে ও কথা আর মুখে আনিও না, দুরাত্মা দুর্য্যোধন তোমার এ কথার সূত্র শুনিতে পাইলে অতিশয় উপদ্রব করিবে। ভীমসেনের নিমিত্ত তোমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই। মহামুনি বেদব্যাস কহিয়াছেন, তোমার পুত্রগণ দীর্ঘায়ুঃ হইবেন, তাঁহার কথা কখন মিথ্যা হইবার নহে। তুমি ভাবিত হইও না। ভীমসেন অবশ্যই প্রত্যাগমন করিয়া তোমার নয়নদ্বয়ের আনন্দ সম্পাদন করিবেন। বিদ্বান্ বিদুর এই কথা বলিয়া স্বকীয় নিকেতনে গমন করিলেন, কুন্তী পুত্রগণসমভিব্যাহারে ভীমচিন্তায় এক বারে নিমগ্না হইয়া রহিলেন।

ও দিকে ভীমসেন অষ্টমদিবসে জাগরিত হইয়া শয্যাহইতে গাত্রোত্থান করিলেন। ভুজঙ্গমগণ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনাবাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে মহাবাহো! তুমি যে বলোপধায়ক অমৃত পান করিয়াছ, তদ্দ্বারা অযুতগজোপমবলশালী ও যুদ্ধে অধৃষ্য হইবে; এক্ষণে এই দিব্য জলে স্নান করিয়া আপন ভবনে গমন কর; তোমার ভ্রাতৃগণ ও জননী তোমার অদর্শনে একান্ত ব্যগ্র হইয়া সাতিশয় ব্যাকুলিতচিত্তে কাল ক্ষেপ করিতেছেন। নাগগণের বাক্যাবসানে মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদর স্নান সমাপ্তি করিয়া শুক্লাম্বর পরিধান ও শুক্ল মাল্য ধারণপূর্ব্বক বিবিধ বিষঘ্ন সুরভি ঔষধ দ্বারা কৃতকৌতুকমঙ্গল হইয়া নাগদত্ত সুরস পরমান্ন ভোজন করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ভুজঙ্গমগণ তাঁহাকে কেহ বা পূজা কেহ বা আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। দিব্যাভরণভূষিত ভীমসেন নাগগণকে আমন্ত্রণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে নাগলোকহইতে স্বগৃহগমনমানসে গাত্রোত্থান করিলেন। নাগেরা তাঁহাকে জলমধ্যহইতে উত্তোলন করিয়া সেই পূর্ব্বোক্ত বনোদ্দেশে স্থাপন করিয়া দেখিতে দেখিতেই অন্তর্হিত হইলেন।

তখন মহাবল পরাক্রান্ত মহাবাহু ভীমসেন আর বিলম্ব না করিয়া বনোদ্দেশহইতে স্বভবনে গমনপুরঃসর সর্ব্বাগ্রেই জননীর সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন, এবং অগ্রে মাতাকে, তৎপরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিয়া কনিষ্ঠভ্রাতাদিগের মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। পুত্রবৎসলা কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় পরম আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং "দৈব আমাদিগের প্রতি নিতান্ত অনুকূল, এই নিমিত্তই পুনর্ব্বার তোমার সন্দর্শন পাইলাম" এই বলিয়া আনন্দাশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। তৎপরে ভীমপরাক্রম ভীমসেন তাঁহাদের নিকটে দুর্য্যোধনের দুশ্চেষ্টিত অবধি আপনার পাতালপুরহইতে প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত বৃত্ত-

তীর বৃত্তান্ত সবিশেষ কীর্ত্তন করিলেন। অসাধারণবুদ্ধিসম্পন্ন মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভীমের নিকটে দুর্য্যোধনকৃত দুষ্ট ব্যবহার শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! এ কথা আমাদিগের নিকটে যাহা কহিলে, এই পর্য্যন্তই ভাল, আর কাহারও নিকটে মুখে আনিও না; আমরা অদ্যাবধি পরস্পর পরস্পরের রক্ষণবিষয়ে সচেষ্ট থাকিব। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে ইহা বলিয়া তদবধি ভ্রাতৃগণের সহিত সাবধান হইয়া চলিতে লাগিলেন। যে সময়ে পাণ্ডবগণ ক্রীড়াসক্ত থাকিতেন, তৎকালে রাজা ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন, কর্ণ এবং শকুনি নানাবিধ উপায়দ্বারা তাঁহাদিগের হিংসা করিতে চেষ্টা পাইতেন, কিন্তু তাঁহারা সে সকল জানিতে পারিয়াও বিদুরের পরামর্শানুসারে কিছুমাত্র প্রকাশ করিতেন না।

ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আচার্য্য কৃপ কিরূপে শরস্তম্বহইতে জন্ম গ্রহণ করিলেন, এবং কিরূপেই বা অস্ত্রসমুদায় প্রাপ্ত হইলেন, অনুগ্রহ করিয়া তৎসমুদায় বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি গোতমের গৌতম বলিয়া এক পুত্র জন্মেন। তিনি শরের সহিত জন্মিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার নাম শরদ্বান্ হইয়াছিল। ঐ পুত্র বেদাধ্যয়ন অপেক্ষা ধনুর্ব্বিদ্যাভ্যাসে অধিকতর অভিলাষী ও যত্নবান্ ছিলেন। যেমন ব্রহ্মচারিগণ তপোনুষ্ঠানদ্বারা বেদাধ্যয়ন করিতেন, তিনি সেই রূপ তপস্যাচরণ করিয়া সমস্ত অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ধনুর্ব্বেদানুশীলনে ও কঠোর তপোনুষ্ঠানে এরূপ যত্নশালী ছিলেন, যে দেবরাজ ইন্দ্র তদ্দর্শনে অতিশয় ত্রাসিত হইয়া জানপদীনাম্নী দেবকন্যাকে আহ্বান করিয়া তাঁহার তপস্যায় বিঘ্ন জন্মাইতে আদেশ প্রদান করিলেন। জানপদী দেবরাজের আদেশানুসারে ধনুর্ব্বাণধারী শরদ্বানের পরম রমণীয় আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার লোভ জন্মাইবার নিমিত্ত হাবভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অলৌকিক রূপলাবণ্যসম্পন্না একমাত্রবসনা সেই ললনাকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র মহাত্মা শরদ্বানের নয়নদ্বয় বিকসিত হইয়া উঠিল, হস্তহইতে ধনুর্ব্বাণ ভূতলে পতিত হইল এবং বাতচালিত কদলীপত্রের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। এই অসাধারণজ্ঞানসম্পন্ন তপস্বী উক্তপ্রকারে কুসুমশরাহত হইয়াও স্বীয় তপঃপ্রভাবে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিলেন, কিন্তু দুঃসহ মদনবিকারপ্রভাবে তাঁহার রেতঃস্খলন হইল, তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না। তিনি সেই তপোন্তরায়ভূতা অপ্সরার সন্নিধান পরিত্যাগ করিবার মানসে যেমন আশ্রমহইতে প্রস্থান করিতেছিলেন, অমনি তাঁহার স্খলিত রেতঃ শরস্তম্বে নিপতিত হইল। বীর্য্য পতিত হইবামাত্র দুই খণ্ডে বিভক্ত হইল এবং তাহাতে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মিল। এই সময়ে মহারাজ শান্তনু বনে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার এক সৈনিক পুরুষ যদৃচ্ছাক্রমে ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া সেই সদ্যোজাত বিপ্রমিথুনকে দেখিতে পাইল। তথায় ধনুঃশর ও কৃষ্ণাজিন পতিত দেখিয়া কোন ধনুর্ব্বেদপারগ ব্রাহ্মণের অপত্যযুগলবিবেচনায়, মহারাজকে আনিয়া দেখাইলে অবশ্য ইহাদের গত্যন্তর হইতে পারে; স্থির করিয়া সে রাজাকে আনিয়া দেখাইল। রাজা সেই সদ্যোজাত মিথুন দর্শনে যৎপরোনাস্তি অনুকম্পাপরতন্ত্র হইয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন এবং ইহারা আমার সন্তান হইল বলিয়া শরদ্বানের অপত্যদ্বয়কে আপন গৃহে আনয়নপূর্ব্বক অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লা-

দিলেন। মহারাজ শান্তনু কৃপা করিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছেন বলিয়া, পুত্রটির নাম কৃপ ও কন্যাটির নাম কৃপী রাখিলেন।

এ দিকে মহাত্মা শরদ্বান্ আশ্রমান্তর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় ধনুর্ব্বেদানুশীলন ও কঠোর তপোনুষ্ঠান দ্বারা এক জন অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর হইয়া উঠিলেন। তিনি একদা তপোবলে কৃপকৃপীর জন্মবৃত্তান্ত ও তাহারা যথায় যে রূপ বর্দ্ধিত হইতেছে তৎসমস্ত জানিতে পারিলেন। তখন তিনি রাজভবনে আগমনপূর্ব্বক স্বীয় পুত্র কৃপকে তাঁহার গোত্রাদি বলিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে চতুর্ব্বিধ ধনুর্ব্বেদ ও বিবিধ শাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে অধ্যয়ন করাইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে কৃপ অতি অল্প দিনের মধ্যেই এক জন উৎকৃষ্ট ধনুর্ব্বেদাধ্যাপক হইয়া উঠিলেন। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ, পাণ্ডবেরা, যাদবসকল বৃষ্ণিবর্গ ও নানা দিগ্দেশাগত অন্যান্য ভূপতিসমস্ত তাঁহার নিকটে আসিয়া ধনুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা ভীষ্ম বিশেষরূপ বিনয়াধান ও শিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত এক জন বুদ্ধিমান্ নানাশস্ত্রসম্পন্ন দেবতুল্য সত্ত্বশালী অধ্যাপকের হস্তে পৌত্রদিগকে সমর্পণ করিবার মানস করিলেন। পরে বেদবেত্তা ধীমান্ ভরদ্বাজনন্দন দ্রোনাচার্য্যকে স্বভবনে আনয়নপূর্ব্বক পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন, এবং শিক্ষা প্রদানার্থ পৌত্রদিগকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া দিলেন। অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ মহাভাগ দ্রোণাচার্য্য ভীষ্মের সাতিশয় আস্থা দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কুমারগণকে শিষ্যরূপে পরিগ্রহ করিলেন, এবং সাতিশয় যত্ন ও দৃঢ়তর মনোযোগ সহকারে তাহাদিগকে বিশেষরূপে ধনুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। ছাত্রেরা অল্পকালেই বুদ্ধিমান্, অচির কালমধ্যেই সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও অপরিমিততেজস্বী হইয়া উঠিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! ধনুর্ব্বেদপারগ দ্রোণাচার্য্য কিপ্রকারে জন্ম গ্রহণ করিলেন; কিপ্রকারে অস্ত্র বিদ্যায় সুনিপুণ হইলেন; কি নিমিত্ত কুরুদিগের নিকটে আগমন করিয়াছিলেন; তিনি কাহার পুত্র এবং অশ্বত্থামানামে তাঁহার সর্ব্বাস্ত্রবিৎ পুত্রই বা কি প্রকারে জন্ম গ্রহণ করিলেন, এই সকল শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া সবিশেষ কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! ভারতবর্ষের উত্তরসীমায় পৃথিবীর মানদণ্ডস্বরূপ হিমালয়নামে পর্ব্বত আছে, তথা হইতে ভগবতী ভাগীরথী নির্গত হইতেছেন। পূর্ব্ব কালে সেই স্থানে দৃঢ়ব্রত মহর্ষি ভরদ্বাজ তপস্যা করিতেন। তিনি যজ্ঞদীক্ষিত হইয়া একদা মহর্ষিগণসমভিব্যাহারে গঙ্গায় প্রাতঃস্নান করিতে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে অপ্সরোঃগ্রগণ্যা ঘৃতাচী, স্নান করিয়া তীরে উঠিতেছিল। দৈবাৎ বায়ুবেগে তাহার গাত্রবসন উড্ডীন হইল। মহর্ষি সেই সুরূপা নবযৌবনা মদদৃপ্তা অপ্সরাকে বিবসনা দেখিয়া কামশরে জর্জ্জরিতকলেবর হইলেন। দুর্জ্জয় কুসুমায়ুধের দুঃসহ প্রভাবে তপোধনের রেতঃ স্খলিত হইল। তিনি সেই রেতঃ এক দ্রোণ অর্থাৎ কলসের মধ্যে রাখিলেন। কিয়দ্দিনপরে সেই বীর্য্য এক পুত্ররূপে পরিণত হইল। মহর্ষি ভরদ্বাজ, দ্রোণমধ্যে জাত বলিয়া ঐ পুত্রের নাম দ্রোণ রাখিলেন। দ্রোণ ক্রমে ক্রমে সমস্ত বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে প্রতাপশালী অস্ত্রবিদের অগ্রগণ্য মহাত্মা ভরদ্বাজ অগ্নিসম্ভূত অগ্নিবেশনামক তপোধনকে আগ্নেয় অস্ত্র দিয়াছিলেন, [illegible]

ধন সেই আগ্নেয় অস্ত্র গুরুপুত্র দ্রোণকে প্রদান করিলেন।

পৃষতনামা নরপতি মহর্ষি ভরদ্বাজের পরম সখা ছিলেন। তাঁহারও দ্রুপদনামে এক সন্তান জন্মে। দ্রুপদ প্রতিদিন ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন করিয়া দ্রোণের সহিত একত্র ক্রীড়া ও অধ্যয়ন করিতেন। কিয়দ্দিনানন্তর নৃপতি পৃষত পরলোক প্রাপ্ত হইলে মহাবাহু দ্রুপদ সমুদায় উত্তর পাঞ্চালের অধিপতি হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি ভরদ্বাজও কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিলে মহাত্মা দ্রোণ সেই পৈতৃক আশ্রমে থাকিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে সমস্ত বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিলেন। তপোনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার সমস্ত পাপ ধ্বংস হইয়া গেল। কিয়দ্দিন পরে দ্রোণ মহাশয় পিতৃনিয়োগানুসারে পুত্রলাভাকাঙ্ক্ষায় শরদ্বানের কন্যা কৃপীকে বিবাহ করিলেন। এই কামিনী দমগুণযুক্তা, অগ্নিহোত্রনিরতা ও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। ইহাঁর গর্ভে দ্রোণাচার্য্যের অশ্বত্থামা নামে পুত্র জন্মে। ঐ পুত্র জাতমাত্র উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের ন্যায় ধ্বনি করিল। ঐ ধ্বনি শ্রবণানন্তর এই দৈববাণী হইল "এই পুত্র জন্মিবামাত্র অশ্বহেষার ন্যায় গভীরধ্বনিদ্বারা দিগন্তসকল প্রতিধ্বনিত করিল, অতএব ইহার নাম অশ্বত্থামা হইবে"। মহাত্মা দ্রোণ পুত্রলাভে পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

ঐ সময়ে অরাতিতপন সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন সর্ব্বাস্ত্রবিৎ মহাত্মা জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বস্ব প্রদান করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। দ্রোণ উহা অবগত হইয়া রামের নিকটহইতে ধনুর্ব্বেদ, দিব্যাস্ত্রসমুদায় ও নীতিশাস্ত্র গ্রহণ করিতে সাতিশয় সমুৎসুক হইলেন। অনন্তর তিনি ব্রতচারী জিতেন্দ্রিয় শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া মহেন্দ্রপর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক দেখিলেন যে, শক্রতাপী জমদগ্নিকুমার এক কালে সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া তপস্যা বনে অবস্থিতিপূর্ব্বক কাল যাপন করিতেছেন। তখন ভরদ্বাজ শিষ্যগণসমভিব্যাহারে তাঁহার সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহার পাদবন্দন করিলেন এবং কহিলেন, হে মহাত্মন্! আমি মহর্ষি অঙ্গিরার কুলে সমুৎপন্ন, ভরদ্বাজের পুত্র, অযোনিসম্ভূত, আমার নাম দ্রোণ; আমি ধনাকাঙ্ক্ষায় আপনার নিকট আসিয়াছি। দ্রোণের বাক্যাবসানে ক্ষত্রিয়কুলকালান্তক ভগবান্ পরশুরাম তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণে স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! তোমাকে কি ধন প্রদান করিতে হইবে? দ্রোণ কহিলেন, ভগবন্! আমাকে বিবিধ অনন্ত ধন প্রদান করুন। রাম কহিলেন, হে তপোধন! আমার যাবতীয় হিরণ্য ও অন্যান্য ধন ছিল, সমস্তই ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিয়াছি, এই সসাগরা পৃথ্বী স্ববাহুবলে জয় করিয়া মহর্ষি কশ্যপকে দিয়াছি; এক্ষণে কেবল আমার শরীর ও বিবিধ মহার্হ অস্ত্রশস্ত্রমাত্র অবশিষ্ট আছে, ইহার মধ্যে তোমার যাহা ইচ্ছা হয় শীঘ্র প্রার্থনা কর, তাহাই প্রদান করিব। তখন দ্রোণ কহিলেন, হে বিপুলব্রত ভৃগুনন্দন! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে প্রয়োগসংহারসমবেত আপনার অস্ত্রসমুদায় আমাকে প্রদান করুন। পরশুরাম তথাস্তু বলিয়া দ্রোণকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও রহস্যসমবেত ধনুর্ব্বেদ প্রদান করিলেন। দ্বিজসত্তম দ্রোণ এইরূপে পরশুরামের নিকটহইতে অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া পরমপ্রীতমনে প্রিয়সখ দ্রুপদ সমীপে গমন করিলেন।

একত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর মহাপ্রতাপশালী ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণ, মহারাজ দ্রুপদের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া ক-

হিলেন, রাজন্! আমি তোমার সখা। ঐশ্বর্য্যমদমত্ত দ্রুপদ রাজা দ্রোণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কিছুমাত্র আস্থা প্রদর্শন করিলেন না; প্রত্যুত রোষকষায়িতলোচনে ভ্রুকুটী প্রদর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন, ওহে ব্রাহ্মণ! তুমি হঠাৎ আমাকে সখা বলিয়া নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য করিতেছ; ঐশ্বর্য্যশালী ভূপতিগণের সহিত তাদৃশ শ্রীহীন নির্ধন লোকের বন্ধুতা হওয়া নিতান্ত অসম্ভব; বাল্যাবস্থায় তোমার সহিত আমার সখ্য ছিল যথার্থ বটে, কিন্তু এক্ষণে তোমার সহিত সেরূপ বন্ধুত্ব থাকা কোন ক্রমেই উচিত নহে; কাহারও সহিত চির কাল বন্ধুতা থাকে না; হয় সর্ব্বসংহর্ত্তা কৃতান্ত উহা বিলুপ্ত করেন, নয় ক্রোধবশতঃ বিনষ্ট হইয়া যায়; অতএব তুমি সেই পূর্ব্বতন সৌহার্দ্দ এক্ষণে দূরে পরিত্যাগ কর। হে দ্বিজোত্তম! পূর্ব্বে তোমার সহিত আমার যে বন্ধুতা ছিল, তাহা কেবল অর্থ নিবন্ধনমাত্র; যেমন পণ্ডিতের সহিত মূর্খের ও শূরের সহিত ক্লীবের বন্ধুতা কদাচ হইবার নহে; তদ্রূপ ধনবানের সহিত দরিদ্রের সখ্য হওয়া নিতান্ত অসম্ভব; অতএব তুমি কিনিমিত্ত পূর্ব্বতন বন্ধুত্ব প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছুক হইতেছ? হে ব্রাহ্মণ! যাহারা ধনে ও জ্ঞানে আপনার সদৃশ তাহাদিগেরই সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ ও সখ্যসংস্থাপন করা কর্ত্তব্য; তদ্ব্যতীত উৎকৃষ্টের সহিত নিকৃষ্টের বা নিকৃষ্টের সহিত উৎকৃষ্টের মৈত্রী বা বৈবাহিক সম্বন্ধ করা নিতান্ত অনুচিত। হে বিপ্র! যেমন অশ্রোত্রিয়ের সহিত শ্রোত্রিয়ের ও অরথীর সহিত রথীর বন্ধুতা হওয়া একান্ত অসম্ভব, সেইরূপ রাজার সহিত দরিদ্রের কখনই সখ্য হয় না; তবে তুমি কি নিমিত্ত অদ্য পূর্ব্বেচ্ছায় আমার সহিত সখ্য করিতে অভিলাষী হইতেছ?

মহাতেজাঃ দ্রোণ দ্রুপদের এই কটূক্তি শ্রবণে মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইলেন, এবং সেই ক্ষণেই দ্রুপদ রাজার প্রতি তাঁহার নিতান্ত বৈরভাব জন্মিল। তিনি তৎক্ষণাৎ তথাহইতে বহির্গত হইয়া হস্তিনানগরে আগমনপূর্ব্বক নিজ শ্যালক কৃপাচার্য্যের আবাসে প্রচ্ছন্নরূপে বাস করিতে লাগিলেন। যখন কৃপাচার্য্য বালকগণকে শিক্ষা প্রদান করিয়া বিশ্রাম করিতেন সেইসময়ে দ্রোণের পুত্র অশ্বত্থামা কুন্তীনন্দনদিগকে পুনরায় শিক্ষা করাইতেন। কেহই তাঁহাকে দ্রোণপুত্র বলিয়া চিনিতে পারিত না। এইরূপে দ্রোণাচার্য্য পুত্রের সহিত হস্তিনানগরে গূঢ়রূপে বাস করিতে লাগিলেন।

একদা হস্তিনাপুরস্থ বালকগণ নগরহইতে বহির্গমনপূর্ব্বক একত্র হইয়া লৌহগুলিকাদ্বারা ক্রীড়া করিতে ছিল, দৈবাৎ ঐ গুলিকা এক জলশূন্য কূপমধ্যে নিপতিত হইল। কুমারগণ কূপহইতে গুলিকা উদ্ধার করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না। তখন তাহারা সাতিশয় উৎকণ্ঠিত ও যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে দ্রোণাচার্য্য তাহাদিগের নিকট দিয়া গমন করিতে ছিলেন। তাঁহার অঙ্গ কৃশ ও শ্যামবর্ণ, মস্তক পলিত এবং সমভিব্যাহারে অগ্নিহোত্র রহিয়াছে। গুলিকোদ্ধরণে ভগ্নোৎসাহ কুমারগণ ঐ মহাত্মাকে দেখিয়া উহাঁর চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল। দ্রোণ তাহাদিগকে দেখিয়া ঈষৎহাস্য করিয়া কহিলেন, হে বালকবৃন্দ! তোমাদিগকে ধিক্, তোমাদিগের ক্ষাত্র বলে ধিক্, এবং তোমাদিগের অস্ত্রশিক্ষায়ও ধিক্, যে হেতু তোমরা ভরতবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াও এই সামান্য কূপহইতে গুলিকা উদ্ধার করিতে পারিলে

না। আমি ঐ লৌহগুলিকা এবং এই অঙ্গুরীয়ক উভয়ই ঈষীকাদ্বারা উদ্ধার করিব, তোমরা আমাকে ভোজন করাও। এই বলিয়া আপনার অঙ্গুলীস্থিত অঙ্গুরীয়ক ঐ নিরুদক কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তখন যুধিষ্ঠির দ্রোণকে কহিলেন, মহাশয়! যদি আপনি কূপহইতে গুলিকা উদ্ধার করিতে পারেন, তাহা হইলে কৃপাচার্য্যের অনুমতিক্রমে আপনি চির কাল ভিক্ষা পাইবেন। দ্রোণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া হাসিতে হাসিতে একমুষ্টি ঈষীকা হস্তে লইয়া কহিলেন, এই যে ঈষীকামুষ্টি দেখিতেছ, ইহার প্রভাব দেখ, ইহার একটি ঈষীকাদ্বারা কূপমধ্যস্থিত সেই গুলিকা বিদ্ধ করিব, সেই ঈষীকা অপর একটিদ্বারা এবং তাহা অন্য একটি দ্বারা বিদ্ধ করিব; এইরূপে ক্রমে ক্রমে একটিদ্বারা অন্য ঈষীকা বিদ্ধ করিয়া ঐ গুলিকা উত্তোলন করিব।

দ্রোণাচার্য্য তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেই ঈষীকামুষ্টিদ্বারা স্বীয় প্রতিজ্ঞানুরূপ কূপহইতে গুলিকা উত্তোলন করিলেন। বালকেরা তদ্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া কহিল, বিপ্রর্ষে! আপনার অঙ্গুরীয়কটিও শীঘ্র উত্তোলন করুন। তখন মহায়শাঃ দ্রোণাচার্য্য হস্তে ধনুঃশর লইয়া কূপমধ্যে বাণ নিক্ষেপ করিলেন, এবং তদ্দ্বারা সেই অঙ্গুরীয়ক বিদ্ধ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া কুমারগণের সম্মুখে আনিয়া দিলেন। তাহারা অঙ্গুরীয়ক দর্শনে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, হে ব্রহ্মন্! আপনাকে অভিবাদন করি; আপনি যেরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিলেন, ইহা অন্যের সাধ্য নহে, অতএব মহাশয় আপনার পরিচয় প্রদান ও অভীষ্টবিষয়ে আদেশ করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করুন। দ্রোণাচার্য্য কুমারদিগের বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন হে বালকগণ! তোমরা ভীষ্মের নিকটে যাইয়া আমার রূপ ও গুণ বিশেষরূপে বর্ণন করিয়া তাঁহাকে কহিবে যে, সেই মহাতেজাঃ এ স্থানে সমুপস্থিত হইয়াছেন। কুমারগণ দ্রোণের আদেশানুসারে ভীষ্মের নিকটে গমন করিয়া দ্রোণের রূপ ও আশ্চর্য্য কর্ম্ম সবিশেষ বর্ণন করিল। মহাত্মা ভীষ্ম কুমারগণের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র বুঝিতে পারিলেন যে, দ্রোণাচার্য্য আগমন করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি এক জন সুশিক্ষকের হস্তে কুমারগণকে সমর্পণ করিবার মানস করিয়াছিলেন, এক্ষণে ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ দ্রোণাচার্য্য স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহাদিগের অধিকারে আগমন করিয়াছেন শুনিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি স্বয়ং দ্রোণসমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে স্বীয় ভবনে আনয়নপূর্ব্বক যথোচিত সৎকার করিয়া সাদরসম্ভাষণে কুশলপ্রশ্ন ও আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

দ্রোণ ভীষ্মের বচনাবসানে কহিতে লাগিলেন, হে মহাত্মন্! পূর্ব্বে আমি ধনুর্ব্বেদ শিক্ষার্থে মহর্ষি অগ্নিবেশের নিকটে গমন করিয়া ছিলাম। তথায় গিয়া ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ, আত্মসংযম ও জটাধারণপূর্ব্বক গুরুসেবায় নিযুক্ত হইয়া বহু বৎসর বাস করিয়াছিলাম। হে ভীষ্ম! ঐ সময়ে পাঞ্চালদেশীয় রাজপুত্র মহাবল দ্রুপদ ঐ অগ্নিবেশের নিকটে অস্ত্রবিদ্যাভ্যাসার্থ তদীয় আশ্রমে বাস করিত। এইরূপে বাল্যকালাবধি একত্র বাস ও এক গুরুর নিকটে বিদ্যাভ্যাস করাতে দ্রুপদ ক্রমে ক্রমে আমার পরমোপকারী প্রিয় সখা হইয়া উঠিল। সে সর্ব্বদা আমাকে প্রিয় বাক্য বলিত ও আমার প্রিয় কার্য্য করিত। একদা আমাকে কহিল, হে দ্রোণ! আমি পিতার প্রিয়তম পুত্র। তিনি যখন আমাকে পাঞ্চালরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, আমি শপথ করিতেছি, তৎকালে আ-

মার যাবতীয় ভোগ, সম্পত্তি ও সুখ, সমস্তই তোমার অধীন হইবে। দ্রুপদ আমাকে এই কথা কহিয়া কিয়দ্দিনমধ্যে কৃতবিদ্য হইয়া আপনার নিকেতনে গমন করিল। গমনকালে আমি তাহাকে সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া বিদায় দিলাম। কিন্তু তদবধি তাহার ঐ বাক্য আমার হৃদয়মন্দিরে সর্ব্বদা জাগরূক রহিল।

হে শান্তনুতনয়! কিছুদিনপরে আমি পিতৃনিয়োগানুসারে পুত্রলাভাকাঙ্ক্ষায় গোতমনন্দিনী কৃপীকে বিবাহ করিলাম। ঐ কামিনী অনতিদীর্ঘকেশা, পরমপ্রজ্ঞা, মহাব্রতা এবং অগ্নিহোত্র, যজ্ঞ ও দমগুণে সর্ব্বদা নিরতা। কিয়দ্দিনানন্তর কৃপীর গর্ভে আমার অশ্বত্থামানামে মহাবিক্রমশালী আদিত্যসমতেজা এক পুত্র জন্মিল। পিতা যেমন আমাকে পাইয়া প্রীত হইয়াছিলেন, আমিও অশ্বত্থামাকে প্রাপ্ত হইয়া সেইরূপ অতীব আনন্দিত হইলাম। একদা অশ্বত্থামা ধনিকদিগের পুত্রগণকে দুগ্ধ পান করিতে দেখিয়া আমার নিকটে আসিয়া রোদন করিতে লাগিল; তদ্দর্শনে আমার মন নিতান্ত চঞ্চল হইল। তখন আমি ধর্ম্মানপেত প্রতিগ্রহ করিবার বাসনায় বহুতর স্থলে ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু কুত্রাপি দুগ্ধবতী গাবী দেখিতে পাইলাম না, পরিশেষে বিষণ্ণমনে নিজ নিকেতনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। তথায় আসিয়া দেখিলাম, বালকগণ পিষ্টোদক আনয়ন করিয়া "এই দুগ্ধ, ইহা পান কর" বলিয়া অশ্বত্থামাকে লোভ দেখাইতেছে। বালস্বভাব অশ্বত্থামাও উহা পান করিয়া দুগ্ধ পান করিলাম বলিয়া পরমানন্দে নৃত্য করিতেছে। বালকগণ "ধনহীন দ্রোণকে ধিক্, যাহার সন্তান পিষ্টোদক পান করিয়া দুগ্ধ খাইলাম বলিয়া নৃত্য করিতেছে" এই বলিয়া তাহাকে বারম্বার উপহাস করিতেছে। হে গাঙ্গেয়! স্বীয় সন্তানের সেই দুরবস্থা দর্শনে এবং অন্যান্য বালকগণের ঐ পরিহাসবাক্য শ্রবণে আমার মন দুঃখানলে একবারে দগ্ধ হইয়া গেল। আমি মনে মনে আপনাকে তিরস্কার করিয়া চিন্তা করিলাম, আমি ইতিপূর্ব্বে নির্ধনতাজন্য ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক নিন্দিত ও পরিত্যক্ত হইয়া উপবাসে কাল ক্ষেপ করিয়াছি, তথাপি ধনলিপ্সায় কখন পাপজনক পরসেবায় আসক্ত হই নাই। হে ভীষ্ম! মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া দ্রুপদের পূর্ব্ব স্নেহানুসারে পুত্রকলত্রসমভিব্যাহারে পাঞ্চালরাজ্যে গমন করিলাম। পথিমধ্যে শুনিলাম, দ্রুপদ পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন। তৎশ্রবণে প্রিয় বান্ধবের সহবাস ও প্রতিশ্রুত বাক্য স্মরণ করিয়া আমি কৃতার্থম্মন্য হইলাম। পরে অবিলম্বে তাঁহার সমীপে গমনপূর্ব্বক পূর্ব্বতন সখ্য স্মরণ করিয়া কহিলাম, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার সখা, তুমি পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে, আমার সহিত একত্র রাজ্য ভোগ করিবে, আমি তদনুসারে তোমার নিকটে আসিয়াছি। দ্রুপদ আমার সেই কথায় কিছুমাত্র আস্থা প্রদর্শন করিল না, প্রত্যুত, আমাকে হীন লোকের ন্যায় অবজ্ঞা করিয়া কহিল, হে ব্রহ্মন্! তুমি আসিয়া হঠাৎ আমাকে সখা বলিয়া সুবুদ্ধির কার্য্য কর নাই; পূর্ব্বে তোমার সহিত আমার সখ্য ছিল যথার্থ বটে, কিন্তু এক্ষণে আর তুমি আমার বন্ধুর উপযুক্ত নও; অশ্রোত্রিয় কখন শ্রোত্রিয়ের সখা হইতে পারে না; অরথীর সহিত রথীর সখ্য হওয়া নিতান্ত অসম্ভব; সমানে সমানে বন্ধুতা হওয়াই উচিত; অসমানের সহিত বন্ধুতা করা অবিধেয়। সখ্য চির কাল সমভাবে থাকিবার নহে। হয় কাল, নতুবা পরস্পরের ক্রোধ, উহাকে বিনাশ করে। তুমি সেই পুরাতন বন্ধুতা দূরে পরিত্যাগ কর। পূর্ব্বে তোমার সহিত আমার যে সখ্য ছিল, সে [illegible]

মূর্খের সহিত বিদ্বানের ও ক্লীবের সহিত শূরের সখ্য হয় না, তদ্রূপ নির্ধনের সহিত ধনবানের বন্ধুতা হওয়া নিতান্ত দুর্ঘট। অতএব কেন তুমি আমার সহিত পূর্ব্বের ন্যায় বন্ধুতা করিতে আসিয়াছ। হা মন্দাত্মন্! ভবাদৃশ ধনবিহীন হীন লোকের সহিত অতুলধনসম্পত্তিসম্পন্ন মহারাজদিগের বন্ধুতা হওয়া যে নিতান্ত অসম্ভব তাহা কি তুমি জান না? তবে তুমি কি নিমিত্ত পূর্ব্বের ন্যায় আমার সহিত বন্ধুত্ব করিতে বাসনা করিতেছ। তুমি কহিতেছ, আমি তোমার সহিত একত্র রাজ্য ভোগ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কিন্তু তাহার বিন্দুমাত্রও আমার স্মরণ হইতেছে না, এক্ষণে কেবল এক রাত্রির নিমিত্ত তোমাকে ভোজন প্রদান করিতে পারি।

হে শান্তনুতনয়! দ্রুপদের মুখে এইপ্রকার কটূক্তি শ্রবণে আমার মন ক্রোধানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। আমি অবিলম্বে তথাহইতে প্রস্থান করিলাম। হে ভীষ্ম! আগমন কালে আমি যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা অতি ত্বরায় সম্পন্ন করিব, এই মানসে গুণবান্ শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে কুরুদিগের অধিকারে আসিলাম। এক্ষণে তোমাকে সম্বর্দ্ধন করিতে এই সুরম্য হস্তিনানগরে আসিয়াছি। বল তোমার কি প্রিয় কার্য্য করিতে হইবে? মহাত্মা ভীষ্ম দ্রোণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মহাত্মন্! শরাসনের গুণ মোচন করুন; আপনি অনুগ্রহ করিয়া বালকগণকে সম্যক্রূপে অস্ত্র শিক্ষা করান; এবং সতত পূজিত হইয়া প্রীতিপ্রসন্নমনে পরম সুখ ভোগ করুন। কুরুদিগের যাবতীয় ধন ও রাজ্য, সমস্তই আপনার অধীন হইবে। আপনিই রাজা; কুরুগণ আপনারই আজ্ঞাবহ হইবেন। হে দ্বিজসত্তম! আপনি যখন যাহা চাহিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হইবেন। [illegible] কৌ-ভাগ্যবশতঃ যদৃচ্ছাক্রমে এস্থানে আগমন করিয়া যৎপরোনাস্তি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

* দ্বাত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর দ্রোণাচার্য্য, মহানুভব ভীষ্মকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া পরম সমাদরে কুরুগৃহে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তিনি বিশ্রান্ত হইলে ভীষ্মদেব প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া প্রচুর অর্থের সহিত পৌত্রদিগকে শিষ্যরূপে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। এবং তাঁহার বাসের নিমিত্ত পরিচ্ছন্ন ও ধনধান্যসম্পন্ন এক গৃহ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। তৎপরে কৌরব, পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা আচার্য্য দ্রোণকে অভিবাদন করিলে তিনি সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাদিগকে অন্তেবাসী বলিয়া স্বীকার করিয়া নির্জ্জনে কহিলেন, হে শিষ্যগণ! আমি উত্তমরূপে অস্ত্রশিক্ষা প্রদান করিব, কিন্তু পরিশেষে তোমাদিগকে আমার একটি অভিলষিত সম্পাদন করিতে হইবে, এক্ষণে তাহা অঙ্গীকার কর। তাহা শুনিয়া দুর্য্যোধনপ্রভৃতি কুরুনন্দন সকলেই মৌনভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন, কেবল অর্জ্জুন তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনি যাহা আদেশ করিবেন, আমি তাহা পালন করিব, সন্দেহ নাই। আচার্য্য দ্রোণ অর্জ্জুনের অঙ্গীকারবাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লমনে তাঁহাকে আলিঙ্গন ও বারংবার তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার নয়নযুগলহইতে অবিরল আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর্য্য আচার্য্য দ্রোণ পাণ্ডুপুত্রদিগকে দিব্য ও মানুষ বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। এই সংবাদ শ্রবণে অন্ধকবংশীয় রাজা ও সূতপুত্র কর্ণ এবং অনেকানেক রাজকুমার অস্ত্রশিক্ষার্থে

দেশদেশান্তরহইতে দ্রোণের নিকটে আগমন করিলেন। কর্ণ অর্জ্জুনের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া দুর্য্যোধনের সাহায্যে পাণ্ডবদিগকে নানাপ্রকার অবমাননা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সমাগত সমস্ত শিষ্যমণ্ডলীমধ্যে অর্জ্জুন ভুজবলে, উদ্যোগে ও ধনুর্ব্বেদশিক্ষায় দ্রোণের সমকক্ষ হইয়া উঠিলেন। দ্রোণাচার্য্য ইন্দ্রপুত্র অর্জ্জুনকে অস্ত্রবিদ্যায় অনুরাগ, প্রয়োগ, লাঘব ও কৌশলে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জানিয়া সবিশেষ উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি রাজকুমারদিগের পরিতোষার্থ শাণিত বাণ, ও বিলম্বে জলপূর্ণ হইবে এমত এক এক ক্ষুদ্রমুখ কমণ্ডলু প্রদান করিলেন; কিন্তু অবিলম্বে জলপূর্ণ হইবে এই মানসে নিজ পুত্র অশ্বত্থামাকে বিস্তীর্ণমুখ একটি কলস দিলেন। মহামতি দ্রোণ, রাজপুত্রগণ না আসিতে আসিতে অশ্বত্থামাকে বিশেষ বিশেষ অস্ত্র উপদেশ দিতেন। অর্জ্জুন তাহা বুঝিতে পারিয়া বারুণাস্ত্রদ্বারা কমণ্ডলু পরিপূর্ণ করিয়া গুরুপুত্র অশ্বত্থামার সহিত সমকালে গুরুসন্নিধানে সমাগত হইতেন। সুমহান্ অস্ত্রজ্ঞ পার্থ অশ্বত্থামার সহিত সমকালে আগমন করিতেন বলিয়া, তাঁহা অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন হইলেন না। তিনি ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে গুরুর আরাধনা করিতে তৎপর ছিলেন, এবং অস্ত্রশিক্ষায় সবিশেষ মনোনিবেশ করিতেন। এইরূপে অর্জ্জুন ক্রমশঃ দ্রোণের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

অনন্তর আচার্য্য দ্রোণ অস্ত্রশিক্ষাবিষয়ে অর্জ্জুনকে উৎসাহসম্পন্ন দেখিয়া সূপকারিণীকে আহ্বানপূর্ব্বক নির্জ্জনে কহিলেন, হে বিজয়ে! তুমি অর্জ্জুনকে অন্ধকারে অন্ন উপযোগ করিতে দিও না এবং আমি তোমাকে প্রতিষেধ করিলাম, ইহা কদাচ অর্জ্জুনের নিকটে প্রকাশ করিও না। একদা অর্জ্জুন ভোজন করিতেছেন, এই অবসরে প্রবল বেগে বাত্যা উত্থিত হইলে দীপ্যমান দীপশিখা সহসা নির্ব্বাপিত হইল। দীপ নির্ব্বাণ হইলে তাঁহার হস্ত অভ্যাসবশতঃ আস্যদেশেই সংলগ্ন হইতে লাগিল। তখন তিনি মনে করিলেন, যাহা অভ্যাস করা যায়, তাহাই বলবৎ হইয়া উঠে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া রাত্রিকালে ধনুর্ব্বেদ অনুশীলন করিবার নিমিত্ত শরাসনে জ্যারোপণ করিয়া বারংবার টঙ্কার করিতে লাগিলেন। তাঁহার জ্যা নির্ঘোষ শ্রবণে দ্রোণ বিস্মিত হইয়া সহসা তথায় আগমন ও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি সত্য কহিতেছি, এই ধরাধামে তোমার তুল্য দ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর যাহাতে প্রখ্যাত না হয়, এইরূপ বিধান করিব, এই বলিয়া দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে হস্তী অশ্ব ও রথে আরূঢ় এবং ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া কিরূপে সংগ্রাম করিতে হয় তদ্বিষয়ে পুনর্ব্বার সবিশেষ শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন, এবং গদাযুদ্ধ, অসিচর্য্যা, তোমর, প্রাস ও শক্তি প্রয়োগএবং সঙ্কীর্ণ যুদ্ধে কৌশলসম্পন্ন করিলেন। দ্রোণের সংগ্রামনৈপুণ্য শ্রবণ করিয়া শত সহস্র রাজা ও রাজকুমার ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিবার নিমিত্ত দিগ্দিগন্তহইতে তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। একদা নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য, দ্রোণসন্নিধানে সমাগত হইল; কিন্তু সে অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছ জাতি, সাধারণের সতীর্থ ও সমতুল্য হয় ইহা নিতান্ত অনভিপ্রেত; এই বিবেচনা করিয়া দ্রোণ তাহাকে ধনুর্ব্বেদে দীক্ষিত করিলেন না। তখন নিষাদরাজতনয় বিষাদমগ্ন হইয়া দ্রোণের পাদগ্রহণপূর্ব্বক অরণ্যে প্রবেশ করিল এবং তথায় মৃন্ময় এক দ্রোণ নির্ম্মাণ ও তাহাতে আচার্য্যভাব সংস্থাপন করিয়া ব্রত ধারণপূর্ব্বক অস্ত্র শিক্ষা আরম্ভ করিল। এইরূপে সে অত্যন্ত

কালমধ্যে অস্ত্রের প্রয়োগ, সংহার ও সন্ধানবিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া উঠিল।

একদা কৌরব ও পাণ্ডবগণ দ্রোণকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া রথারোহণে রাজধানীহইতে মৃগয়ার্থ নির্গত হইলেন। এক জন আপনার কুক্কুর ও বাগুরা লইয়া যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহাদিগের অনুগমন করিল। কৌরব ও পাণ্ডবগণ অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছেন, এই অবসরে সেই কুক্কুর মৃগের অনুসরণক্রমে সহসা নিষাদ-রাজতনয়ের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইল। সেই কুক্কুর মলিনকলেবর, কৃষ্ণাজিন-জটাধারী নিষাদরাজকুমার একলব্যকে নিরীক্ষণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। একলব্য আপনার অস্ত্রপ্রয়োগের লঘুতার পরীক্ষার্থ তাহার মুখবিবরে এককালে সাতটি শর নিক্ষেপ করিল। কুক্কুর আস্যবিবরে শরপূরিত হইয়া দ্রুতগমনে পাণ্ডবসন্নিধানে আগমন করিল। পাণ্ডবেরা কুক্কুরের মুখমধ্যে প্রবিষ্ট সাতটি শর নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, এবং শরের লঘুত্ব ও শব্দবেধিত্ব দর্শনে সকলেই আপনাদিগকে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বোধে লজ্জিত হইয়া প্রয়োগকর্ত্তার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরে পাণ্ডবেরা বনে বনে অনুসন্ধান করিয়া পরিশেষে বনবাসী এক মনুষ্যকে নিরবচ্ছিন্ন শর বর্ষণ করিতে দেখিলেন। পাণ্ডবেরা ঐ বিকৃতদর্শন পুরুষকে তৎকালে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসিলেন, হে বীরবর! তুমিকে? কাহার পুত্র? একলব্য প্রত্যুত্তর করিল, আমি নিষাদাধিপতি হিরণ্যধনুর পুত্র, দ্রোণের শিষ্য, এই আশ্রমে একাকী ধনুর্ব্বেদ অনুশীলন করিতেছি।

তখন পাণ্ডবেরা তাহার যথার্থ পরিচয় লইয়া পুনর্ব্বার নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া দ্রোণসন্নিধানে এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমুদায় নিবেদন করিলেন। তৎপরে কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন বিনীতবচনে নির্জ্জনে দ্রোণকে কহিলেন, গুরো! আপনি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, তোমা অপেক্ষা আমার অন্য কোন শিষ্যই উৎকৃষ্ট হইবে না, কিন্তু এক্ষণে তাহার অন্যথা দেখা যাইতেছে। নিষাদাধিপতির পুত্র মহাবল একলব্য আপনার এক শিষ্য, সে ধনুর্ব্বেদে আমা অপেক্ষাও সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। তখন অর্জ্জুনমুখে এই সম্বাদ শ্রবণ করিয়া দ্রোণ মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া ইহার বিশেষ কারণ কিছুই অনুধাবন করিতে পারিলেন না। পরিশেষে অর্জ্জুন সমভিব্যাহারে অরণ্যপ্রদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, জটাচীরধারী মলিনকলেবর নিষাদরাজকুমার একলব্য, শরাসন আকর্ষণ করিয়া বারংবার বাণ বর্ষণ করিতেছে। এই অবসরে দ্রোণ তাহার সম্মুখীন হইলেন। সে সহসা দ্রোণকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন ও পাদবন্দনপূর্ব্বক আপনাকে তাঁহার শিষ্যবলিয়া পরিচয় দিল, এবং বিধানানুসারে তাঁহার পূজা ও উপবেশনার্থ আসন প্রদান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিল। তখন দ্রোণ কহিলেন, হে বীর! যদি তুমি যথার্থই আমার শিষ্য হইয়া থাক, তবে এক্ষণে গুরুদক্ষিণা প্রদান কর। তাহা শুনিয়া একলব্য প্রীতবাক্যে কহিল, ভগবন্! গুরুকে অদেয় কিছুই নাই, এক্ষণে কিরূপ দক্ষিণা আহরণ করিব, আজ্ঞা করুন। তখন দ্রোণ কহিলেন, হে বীর! যদি সম্মত হইয়া থাক, তবে দক্ষিণ হস্তের একটি অঙ্গুলি ছেদন করিয়া দক্ষিণাস্বরূপ আমাকে সম্প্রদান কর। সত্যবাক্ একলব্য দ্রোণের এইরূপ নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থে প্রফুল্লমনে ও হৃষ্টবদনে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করিয়া অসঙ্কুচিত-

চিত্তে তৎক্ষণাৎ গুরুদক্ষিণা প্রদান করিল। তৎপরে অপর অঙ্গুলী দ্বারা শর ক্ষেপ করিয়া দেখিল, পূর্ব্বাপেক্ষা শরের লঘুতা হ্রাস হইয়াছে।

অর্জ্জুন এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া অতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। তখন তাঁহার অপকর্ষবিষয়ক আশঙ্কা তিরোহিত হইল। এই ধরাধামে অর্জ্জুনকে কেহই পরাভব করিতে পারিবেক না, দ্রোণাচার্য্যের এই অঙ্গীকার বাক্যও রক্ষা হইল। ক্রোধপরায়ণ দুর্য্যোধন ও ভীম এই উভয়ে দ্রোণের নিকটে গদাযুদ্ধ অভ্যাস করিতেন। অশ্বত্থামা সর্ব্ব রহস্যে পারদর্শী হইয়া অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। নকুল ও সহদেব ইহাঁরা অসিচর্য্যায় কুশলী হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এক উৎকৃষ্ট রথী হইলেন। অর্জ্জুন বুদ্ধিযোগ, বল ও উৎসাহে এই সসাগরা পৃথিবীমধ্যে প্রখ্যাত হইলেন, অর্জ্জুনই আচার্য্য দ্রোণের প্রতি অসাধারণ অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন এবং অর্জ্জুনই সমাগত রাজকুমারদিগের মধ্যে অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর হইয়া উঠিলেন। দুরাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা বলাধিক ভীমসেন ও কৃতবিদ্য অর্জ্জুনকে দেখিয়া নিতান্ত ঈর্ষাপরবশ হইল।

একদা দ্রোণাচার্য্য শিষ্যগণের অস্ত্রশিক্ষার পরীক্ষার্থ কুমারগণের অসমক্ষে শিল্পিদ্বারা একটি কৃত্রিম নীলপক্ষ পক্ষী নির্ম্মাণ করাইয়া বৃক্ষের অগ্রশাখায় আরোপিত করিলেন। পরে সমবেত রাজকুমারদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রাজপুত্রগণ! সকলে শীঘ্র শরাসনে শর সন্ধান করিয়া আমার আদেশবাক্য অপেক্ষা করিয়া থাক, আমি তোমাদিগকে একে একে নিয়োগ করিতেছি, মদীয় বাক্য অবসান না হইতে হইতেই ঐ লক্ষ্যের শিরশ্ছেদন করিয়া ভূতলে পাতিত কর, এই বলিয়া দ্রোণ প্রথমতঃ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আদেশ করিলেন, হে দুর্দ্ধর্ষ! তুমি শর সন্ধান করিয়া আমার বাক্যের সমকালে বাণ ত্যাগ কর। তখন যুধিষ্ঠির দ্রোণের নির্দ্দেশানুসারে ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক লক্ষ্যকে উদ্দেশ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তৎপরে আচার্য্য দ্রোণ কুরুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে মুহূর্ত্তকালমধ্যে কহিলেন, তুমি বৃক্ষের শিখরদেশে ঐ শকুন্তকে নিরীক্ষণ কর। যুধিষ্ঠির প্রত্যুত্তর করিলেন, হাঁ আমি দেখিতেছি। দ্রোণ পুনর্ব্বার কহিলেন, হে ধর্ম্মনন্দন! তুমি এই বৃক্ষকে, আমাকে বা আপন ভ্রাতৃগণকে দেখিতেছ? যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন ভগবন্! আমি এই বৃক্ষকে, আপনাকে ভ্রাতৃগণকে ও বৃক্ষস্থিত পক্ষীকে বারংবার নিরীক্ষণ করিতেছি। তখন দ্রোণ অপ্রসন্নমনে যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, তুমি এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিবে না, এস্থান হইতে অপসৃত হও। এইরূপে যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করিয়া দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্রনন্দন দুর্য্যোধনপ্রভৃতি সকলকেই পর্য্যায়ক্রমে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার মনোগত উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না বলিয়া সকলেই তিরস্কৃত হইলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর দ্রোণ হাস্যমুখে অর্জ্জুনকে কহিলেন, বৎস! এই বারে তোমাকেই এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে হইবে, অতএব ধনুকে গুণ রোপণপূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর। আমার বাক্যাবসান না হইতে হইতেই তুমি এই লক্ষ্যে অস্ত্র ক্ষেপ কর। অর্জ্জুন গুরুবাক্যানুসারে শরাসনে শরসন্ধানপূর্ব্বক অগ্রশাখাস্থ পক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া রহিলেন। তখন দ্রোণ মুহূর্ত্তকালমধ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! বৃক্ষকে, বৃক্ষস্থ পক্ষীকে, আমাকে বা ভ্রাতৃ-

গণকে নিরীক্ষণ করিতেছ? তাহা শুনিয়া অর্জ্জুন প্রত্যুত্তর করিলেন, ভগবন্! আমি বৃক্ষ বা আপনাকে নিরীক্ষণ করিতেছি না, কেবল শকুন্তকে অবলোকন করিতেছি। অনন্তর দ্রোণ প্রীতমনে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলেন বৎস! শকুন্তকে সম্যক্‌রূপে নিরীক্ষণ করিতেছ? অর্জ্জুন প্রত্যুত্তর করিলেন, না, আমি শকুন্তের অবশিষ্ট কলেবর কিছুই অবলোকন করিতেছি না, কেবল উহার মস্তকটি দেখিতেছি। তখন দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনের এইরূপ বাক্‌চাতুরী দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, বৎস! তবে লক্ষ্য বেধ কর, এই কথা বলিবামাত্র অর্জ্জুন কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া লক্ষ্যে অস্ত্র ক্ষেপ করিলেন এবং বৃক্ষশিখরস্থিত পক্ষী অর্জ্জুনের খরধার অস্ত্র দ্বারা ছিন্নমস্তক হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তাদৃশ অসাধারণ কর্ম্ম সমাধানান্তে দ্রোণ অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া দ্রুপদ রাজাকে সংগ্রামে পরাজিত করিয়াছি বলিয়া মানিলেন।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদা শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণ স্নানার্থ ভাগীরথীর উপকূলে গমন করিলেন। তথায় সমুপস্থিত হইয়া অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করিতেছেন, এই অবসরে এক ভয়ঙ্কর কুম্ভীর কালপ্রেরিত হইয়া দ্রোণের জঙ্ঘাদেশ গ্রহণ করিল। তিনি স্ববীর্য্যপ্রভাবে কুম্ভীরহস্তহইতে জঙ্ঘা মোচন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া পরীক্ষার্থে শিষ্যদিগকে সসম্ভ্রমে আদেশকরিলেন, হে শিষ্যগণ! তোমরা কুম্ভীর বিনাশ করিয়া আমাকে পরিত্রাণ কর। তাঁহার আদেশ প্রাপ্তিমাত্রেই অর্জ্জুন দুর্নিবার ও খরধার পাঁচটি শর দ্বারা জলমগ্ন কুম্ভীরকে প্রহার করিলেন এবং অন্যান্য সমস্ত রাজকুমার ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া যথাস্থানে চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে কৃতকার্য্য দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং শিষ্যমণ্ডলীমধ্যে তাঁহাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচনা করিলেন।

কুম্ভীর অর্জ্জুনের শরপ্রহারে খণ্ডকলেবর হইয়া দ্রোণের জঙ্ঘা পরিত্যাগপূর্ব্বক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অনন্তর ভারদ্বাজ দ্রোণ, মহারথ অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে মহাবাহো! আমি প্রয়োগ ও সংহার সহিত ব্রহ্মশিরা নামে এই অনিবার্য্য অস্ত্র প্রদান করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর, কিন্তু বৎস! মনুষ্যের প্রতি ইহা কদাচ প্রয়োগ করিও না, কারণ অল্পতেজস্ক মনুষ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে ইহা নিশ্চয়ই এই চরাচর বিশ্বকে ভস্মসাৎ করিবে, এই অস্ত্র সামান্য অস্ত্র নহে, অতএব সাবধানে এই অস্ত্র ধারণ কর। দেখিও, আমি যাহা কহিলাম, যেন তাহার অন্যথা না হয়। হে বীর! যদি কোন অমানুষ শত্রু সংগ্রামে সহসা তোমাকে আক্রমণ করে, তাহার সংহারার্থে তৎকালে তুমি এই ব্রহ্মশিরা অস্ত্র প্রয়োগ করিবে। অর্জ্জুন তাহাই হইবে বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দিব্যাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তখন আচার্য্য দ্রোণ পুনর্ব্বার কহিলেন, বৎস! এই জীবলোকে তোমার তুল্য ধনুর্দ্ধর আর কেহই জন্মিবে না।

চতুস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই রূপে ধৃতরাষ্ট্রাত্মজগণ ও পাণ্ডবেরা অস্ত্র শিক্ষা করিলে একদা দ্রোণ কৃপ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, ভীষ্ম, ব্যাস ও বিদুরের সন্নিধানে ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, মহারাজ! কুমারেরা সকলেই ধনুর্ব্বেদে কৃতবিদ্য হইয়াছেন। অনুমতি হইলে আপন আপন অস্ত্রশিক্ষার পরিচয় দেয়। ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণবাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভারদ্বাজ! আপনি আমাদিগের এক মহৎ কর্ম্ম সাধন

করিলেন। মহাশয়! এ সময় অস্ত্রশিক্ষা দর্শনবিধায়িনী রঙ্গভূমি যে স্থানে যেপ্রকারে নির্ম্মাণ করা আবশ্যক বোধ করেন, তাহা আজ্ঞা করুন; কদাচ আপনকার আদেশের অন্যথা হইবে না। আজ আমার অন্ধতানিবন্ধন নির্ব্বেদের উদয় হইল। আমি অন্ধ, যাহা হউক কুমারেরা যে সকল চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদিগের সমক্ষে আপন আপন অস্ত্রশিক্ষার সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিবে, আমি তাঁহাদের সান্নিধ্য লাভের একান্ত অভিলাষ করি, এই বলিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সম্মুখোপবিষ্ট বিদুরকে কহিলেন, হে ধর্ম্ম বৎসল! আচার্য্য দ্রোণ আমাদিগের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। এক্ষণে যাহা আদেশ করেন, তুমি সত্বর হইয়া অবিলম্বে তাহা সম্পাদন কর। বিদুর রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে প্রস্থান করিলেন, এদিকে প্রাজ্ঞবর দ্রোণাচার্য্য সমতল ভূতলে রঙ্গভূমির সীমা পরিমাণ করিলেন। ঐ স্থান তরু গুল্মবিহীন, সুপরিচ্ছন্ন এবং স্থানে স্থানে প্রস্রবণ ও জলাশয়ে অতীব রমণীয় হইয়াছিল। আচার্য্য দ্রোণ শুভ নক্ষত্রযোগ সম্পন্ন তিথিবিশেষে বীরসমাজে ডিণ্ডিম-প্রচার করত ঐ স্থলে পূজোপহার প্রদান করিলেন। রাজশিল্পীরা সেই রঙ্গভূমির মধ্যে শাস্ত্রানুসারে অস্ত্র শস্ত্রপরিপূর্ণ অতিবিস্তীর্ণ এক এক দর্শনাগার এবং স্ত্রীলোকদিগের অবলোকনার্থ সুরম্য গৃহসকল নির্ম্মাণ করিল। পুরবাসীরা তথায় অত্যুন্নত মঞ্চ ও মহামূল্য শিবিকাসকল প্রস্তুত ও সুসজ্জিত করিতে লাগিল।

অনন্তর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত হইলে মন্ত্রিগণ-সমভিব্যাহারে কৃপাচার্য্য ও ভীষ্মকে সম্মুখীন করিয়া মুক্তাজালে অলঙ্কৃত বৈদূর্য্যমণিশোভিত সুবর্ণময় রমণীয় দর্শনাগারে গমন করিলেন। মহাভাগা গান্ধারী, কুন্তী ও অন্যান্য রাজমহিষীরা সুপরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া দাসীগণ সমভিব্যাহারে হর্ষোৎফুল্ললোচনে তথায় গমন করিলেন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়প্রভৃতি চাতুর্ব্বর্ণ্য লোক রাজকুমারদিগের অস্ত্রশিক্ষা-দর্শনার্থী হইয়া রাজধানীহইতে দ্রুতগমনে তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকালমধ্যে রঙ্গভূমিতে প্রবেশার্থী বহুতর দর্শকবর্গের সমাগম হইল; তৎপরে বাদ্যকরেরা মৃদুমধুর রবে বাদ্য করিয়া দর্শকমণ্ডলীর কৌতূহল উৎপাদন করিতে লাগিল। অভ্যাগত লোকের কোলাহলে সেই সমাজমন্দির উচ্ছলিত মহাসমুদ্রের ন্যায় বারংবার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এই অবসরে শুক্লাম্বরধারী শুক্লকেশ শুক্ল যজ্ঞোপবীতসম্পন্ন শুক্লশ্মশ্রু শুক্ল-চন্দনানুলিপ্তকলেবর মহানুভব দ্রোণাচার্য্য গলদেশে শুক্ল মাল্য ধারণ করিয়া স্বপুত্র অশ্বত্থামার সহিত জলধরোপরোধ-শূন্য গগনে সভৌম শশধরের ন্যায় রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে বলি প্রদান-পূর্ব্বক বিজ্ঞ ও মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ-কর্ত্তৃক মাঙ্গলিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করাইলেন। পুণ্য কর্ম্ম সমাধানান্তে অনুচরেরা অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিল।

অনন্তর মহাবীর্য্য মহারথ রাজপুত্রগণ অঙ্গুলীতে অঙ্গুলিত্র বন্ধনপূর্ব্বক বদ্ধতূণ ও বদ্ধপরিকর হইয়া সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে অগ্রে করত হস্তে ধনুর্ব্বাণ লইয়া জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠক্রমে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন। পরে অত্যাশ্চর্য্য অস্ত্রশস্ত্র সমুদায় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কেহ শরপতনভয়ে মস্তক অবনত করিতে লাগিল, কেহ বা অদ্ভুতবীর্য্য অর্জ্জুনকে দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল। রাজকুমারেরা বেগবান্ তুরঙ্গযানে আরোহণ করিয়া স্বনামাঙ্কিত বাণ দ্বারা লক্ষ্য ভেদ করিলেন। তখন দর্শকমণ্ডলী শর কার্ম্মুকধারী অদ্ভুতরূপ কুমারসেনা সন্দ-

র্শন করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে শত সহস্র সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। মহাবল কুমারবল তৎকালে কার্ম্মুকদ্বারা অস্থির লক্ষ্যপাত প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সকল সমাধানপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া রঙ্গমধ্যে বারংবার মণ্ডলাকারে ভ্রমণ ও প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন, খড়্গ চর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক কখন গজে কখন বা অশ্বে অধিরূঢ় হইয়া বাহুযুদ্ধ সমাধানান্তে পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এক মাত্র খড়্গ দ্বারা কৌশলক্রমে অনেকাস্ত্র নিবারণ করিলেন। নিরবচ্ছিন্ন ভ্রাম্যমান খড়্গের অংশুমণ্ডল ইতস্ততঃ বিস্তীর্ণ হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। এইরূপ অসিচর্য্যায় বীর পুরুষদিগের নির্ভীকতা প্রকাশ পাইল। তাঁহাদিগের হস্ত খড়্গমুষ্টি হইতে একবারও স্খলিত হইল না; তাঁহারা অসিপ্রয়োগে বিলক্ষণ কুশলী ছিলেন; এই সমস্ত দেখিয়া রঙ্গস্থ লোকসমুদায় বিস্ময়াবেশ প্রকাশ করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত দুর্য্যোধন ও ভীম উভয়ে বদ্ধপরিকর হইয়া গদাহস্তে একশৃঙ্গ অত্যুত্তুঙ্গ শৈলের ন্যায় রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ হইলেন। মদমত্ত কুঞ্জর যেমন করিণীর নিমিত্ত চীৎকার করিতে থাকে এবং নভোমণ্ডলে জলধর যেমন গভীর গর্জ্জন করে, সেই উভয় বীর পুরুষ পৌরুষ প্রকাশার্থ রঙ্গমধ্যে তাদৃশ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহারা গদাহস্তে বাম ভাগ অবলম্বন করিয়া মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বিদুর ও কুন্তী, ধৃতরাষ্ট্র ও রাজমহিষী গান্ধারীর সন্নিধানে রাজকুমারদিগের এই সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! দুর্য্যোধন ও ভীমসেন উভয়ে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলে উভয় পক্ষীয় দর্শকমণ্ডলী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দণ্ডায়মান হইল। তৎপরে দর্শকেরা হা বীর কুরুরাজ! হা ভীম! এই বলিয়া মহান্ কোলাহল করিতে লাগিল। ধীমান্ দ্রোণ সেই রঙ্গস্থল তরঙ্গসঙ্কুল সাগরের ন্যায় অবলোকন করিয়া প্রিয় পুত্র অশ্বত্থামাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! মহাবীর্য্য ও সুশিক্ষিত বীরদ্বয়কে গদাযুদ্ধ হইতে নিবারণ কর, দেখিও, যেন ভীম ও দুর্য্যোধনের ক্রোধ উদ্রেক না হয়। অশ্বত্থামা পিতার অনুমতি পাইবামাত্র মহাবেগে ও যুগান্তানিল-সঙ্ক্ষুব্ধ অম্ভোনিধির ন্যায় গদা যুদ্ধোদ্যত বীরদ্বয়কে তৎক্ষণাৎ নিরস্ত করিলেন। তৎপরে দ্রোণাচার্য্য রঙ্গপ্রাঙ্গনে দণ্ডায়মান হইয়া মহামেঘনির্ঘোষ-সদৃশ বাদ্যধ্বনি নিবারণপূর্ব্বক কহিলেন, মদীয় শিষ্য অর্জ্জুন আমার পুত্রহইতেও প্রিয়তর, সর্ব্বশস্ত্র-বিশারদ ও উপেন্দ্রতুল্য মহাবীর; হে দর্শকগণ! তোমরা ইঁহাকে দর্শন কর। তখন অর্জ্জুন আচার্য্যের আদেশক্রমে গোধাঙ্গুলিত্রাণ ও কাঞ্চনময় কবচ ধারণপূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ হস্তে করিয়া সূর্য্যসন্নিহিত ইন্দ্রায়ুধালঙ্কৃত সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় রঙ্গমধ্যে পরিদৃশ্যমান হইলেন, তদ্দর্শনে রঙ্গস্থ লোকের চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। এই অবসরে চতুর্দ্দিকে শঙ্খধ্বনি ও বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। অনন্তর "ইনি শ্রীমান্ কুন্তীনন্দন" "ইনি পাণ্ডবদিগের তৃতীয়" "ইনিই দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র" "ইনিই কৌরবগণের রক্ষক" "ইনি অস্ত্রবেত্তাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ" "ইনি পরম ধার্ম্মিক" "ইনি অতিশয় সুশীল" দর্শকগণকৃত এইরূপ প্রশংসাবাদ রঙ্গমধ্যে সর্ব্বত্রই শ্রুত হইতে লাগিল। পুত্রের প্রশংসা শুনিয়া সবাষ্প স্তন্য দ্বারা পুত্রবৎসলা কুন্তীর উরস্থল সিক্ত হইতে লাগিল।

রঙ্গভূমির সেই সকল শব্দ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের শ্রবণগোচর হইলে তিনি হৃষ্টমনে বিদুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বিদুর!

উচ্ছলিত মহাসাগরের ন্যায় এই তুমুল কোলাহল কি নিমিত্ত সহসা রঙ্গভূমি হইতে উত্থিত হইয়া নভোমণ্ডল বিদীর্ণ করিতেছে? বিদুর কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন সাংগ্রামিকবেশে রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ হইলে লোকে তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছে, এই কারণে এতাদৃশ কোলাহল উত্থিত হইল। তখন ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর! আমি কুন্তীগর্ভসম্ভূত পাণ্ডবত্রয় দ্বারা ধন্য, অনুগৃহীত ও রক্ষিত হইলাম।

অনন্তর সেই কোলাহল নিবৃত্ত ও রঙ্গস্থ লোকসকল সন্তুষ্ট হইলে মহাবীর অর্জ্জুন আচার্য্য দ্রোণ সন্নিধানে আপনার অস্ত্র-কৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অগ্নি সৃষ্টি করিয়া বারুণাস্ত্র প্রয়োগপূর্ব্বক জল সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা বাত্যা উত্থাপিত করিয়া পার্জ্জন্যাস্ত্র দ্বারা নভোমণ্ডলে মেঘ সৃষ্টি করিলেন। ভৌমাস্ত্র দ্বারা ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া পার্ব্বতাস্ত্র দ্বারা পর্ব্বত সৃষ্টি করিলেন। অন্তর্দ্ধানাস্ত্র দ্বারা অন্তর্হিত হইলেন। তৎপরে শিক্ষাকৌশলে কখন দীর্ঘ কখন হ্রস্ব কখন রথসম্মুখে কখন রথমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এবং অবিলম্বেই ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর গুরুপ্রিয় অর্জ্জুন বিবিধ বাণ দ্বারা সুকুমার, স্থূল ও সূক্ষ্ম লক্ষ্যসকল অনায়াসে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি ভ্রমণশীল লৌহময় বরাহের মুখে এক কালে অসঙ্কীর্ণরূপে পঞ্চ শর এক শরের ন্যায় নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে কেশময় রজ্জুদ্বারা লম্বিত গোবিষাণ-কোষে একবিংশতি বাণ বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে অসিচর্য্যা ধনু ও গদাশিক্ষায় আপনার বিবিধ কৌশল প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এই অদ্ভুত ব্যাপার সমাধানান্তে অধিকাংশ লোক সমাজ হইতে নির্গত ও বাদ্যকোলাহল নিস্তব্ধপ্রায় হইল। এই অবসরে বজ্র নির্ঘোষসদৃশ বাহ্বাস্ফোটন দ্বারদেশ হইতে উত্থিত ও শ্রুত হইতেলাগিল, ঐ শব্দ কর্ণগোচর করিয়া রঙ্গস্থ লোকেরা, "ইহা কি বিদীর্ণ পর্ব্বতের? না দলিত ভূতলের? বা মেঘাচ্ছন্ন নভোমণ্ডলের ঘোর রব শ্রুত হইতেছে," এইরূপ অনুমান করিয়া সত্বর সকলেই দ্বারদেশাভিমুখে গমন করিল। দুর্য্যোধন গদামাত্রসহায় ও ভ্রাতৃশত দ্বারা পরিবৃত হইয়া, পূর্ব্ব কালে অসুর সংগ্রামে দেবগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় শোভমান হইলেন। সেই সময়ে পঞ্চ তারা গ্রথিত হস্তা সংযুক্ত চন্দ্রের ন্যায় পঞ্চপাণ্ডব-পরিবৃত দ্রোণাচার্য্য দীপ্তি পাইতেছিলেন। তিনি অশ্বত্থামা ও ভ্রাতৃশত সমভিব্যাহারে উত্থিত দুর্য্যোধনকে নিবারণ করিলেন।

ষট্‌ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তৎপরে লোকে অবকাশ প্রদান করিলে মহাবল পরাক্রান্ত অঙ্গরাজ কর্ণ বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে বিস্তীর্ণ রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন। তদীয় মুখমণ্ডল কুণ্ডলদ্বয়ে অলঙ্কৃত। তিনি সহজাত কবচ ধারণ ও কটিদেশে খড়্গ বন্ধন করিয়া পাদচারী পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি সূর্য্যের ঔরসে কুমারী কুন্তীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার যশের পরিসীমা ছিল না। দীপ্তি, কান্তি ও দ্যুতি দ্বারা তিনি চন্দ্র, সূর্য্য ও অনলের তুল্য ছিলেন। তিনি মৃগরাজ সিংহ ও হস্তিসমূহের বল একাকী ধারণ করিতেন। তিনি উন্নতকায় ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছিলেন। সেই মহাবল কর্ণ রঙ্গস্থলে ইতস্ততঃ অবলোকন করিয়া অনতিভক্তি-সহকারে দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যকে প্রণাম করিলেন। রঙ্গস্থ লোকেরা তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া নিশ্চল ও স্থিরলোচন হইল, এবং "ইনি কে" ইহা সবিশেষ জানিবার নিমিত্ত একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইল।

তখন সূর্য্যতনয় কর্ণ অজ্ঞাত ভ্রাতা অর্জ্জুনকে জলধর-গভীরস্বরে কহিলেন, হে পার্থ! তুমি যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছ সর্ব্বসমক্ষে আমিও বিশেষরূপে সেই কার্য্য সম্পাদন করিব, তুমি বিস্মিত হইও না।

তাঁহার বাক্যাবসান না হইতেই চতুর্দ্দিক-হইতে দর্শকেরা যন্ত্রোৎক্ষিপ্তের ন্যায় সত্বর উত্থিত হইল। কর্ণের তাদৃশ উৎসাহবাক্যে দুর্য্যোধনের প্রীতি ও অর্জ্জুনের লজ্জা ও ক্রোধের উদ্রেক হইল। তৎপরে দ্রোণের নির্দেশানুসারে সংগ্রামপ্রিয় কর্ণ, অর্জ্জুন যেরূপ অনুষ্ঠান করিয়া ছিলেন, তিনিও তদনুরূপ কার্য্য করিলেন। তখন দুর্য্যোধন ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে মহাবীর কর্ণকে আলিঙ্গন করিয়া প্রফুল্লমনে ও সাদরবচনে কহিলেন, হে মহাবাহো! আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমে তুমি এস্থলে উপস্থিত হইয়াছ। এক্ষণে স্বেচ্ছানুসারে কুরুরাজ্য উপভোগ কর। তদীয় এতাদৃশ বাক্য কর্ণগোচর করিয়া কর্ণ কহিলেন, প্রভো! বোধ হয়, আমি আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদায়ই সমাধা করিয়াছি, এক্ষণে তোমার সহিত বন্ধুতা করিতে এবং অর্জ্জুনের সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিতে বাসনা করি। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, ভাল এক্ষণে আমার সহিত বন্ধুতা করিয়া বিষয়ভোগ-বাসনা চরিতার্থ কর, পরে বিপক্ষ পক্ষের মস্তকে পদার্পণ করিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিও। দুর্য্যোধনের এইরূপ উদ্ধত বাক্যে উত্তেজিত ও ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া অর্জ্জুন ভ্রাতৃমধ্যে উন্নত ভূধরের ন্যায় অবস্থিত কর্ণকে কহিলেন, রে কর্ণ! যাহারা অনাহূত হইয়া উপদেশ প্রদান করে, ও যাহারা অনাহূত হইয়া কথা কহে, তাহারা যে লোকে গমন করে, অদ্য তোর প্রাণ সংহার করিয়া তথায় প্রেরণ করিব। তখন কর্ণ প্রত্যুত্তর করিলেন, হে অর্জ্জুন। দেখ, এই রঙ্গভূমি সাধারণের অধিকৃত; সুতরাং ইহার মধ্যে তোমার বিশেষ কোন প্রভুতা নাই। অভ্যাগত ভূপালগণ সকলেই পরাক্রান্ত, এবং ধর্ম্ম ও পরাক্রমের অনুসরণ করিয়া থাকেন। অধিক কি বলিব, যাবৎ গুরুজন-সমক্ষে শর দ্বারা তোমার শিরশ্ছেদন না করিতেছি, তাবৎ আর বিফল শর ক্ষেপের আবশ্যকতা নাই।

অনন্তর অর্জ্জুন আচার্য্য দ্রোণকর্ত্তৃক আদিষ্ট ও ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক আশ্লিষ্ট হইয়া সংগ্রামার্থ কর্ণের সম্মুখে গমন করিলেন। সমরপ্রিয় কর্ণ, দুর্য্যোধন ও তদীয় ভ্রাতৃগণ-কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া ধনুর্ব্বাণ ধারণপূর্ব্বক সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। তদনন্তর ইন্দ্রায়ুধালঙ্কৃত, সৌদামনী-পরিবেষ্টিত, বলাকা-শোভিনী মেঘমালা নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ঘোর রবে গর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহার পর ভগবান্ ভাস্কর পুত্রবৎসল দেবরাজকে রঙ্গস্থল অবলোকন করিতে দেখিয়া সন্নিহিত মেঘমণ্ডলী অপসারিত করিলেন। অর্জ্জুন মেঘের সুশীতলচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন এবং কর্ণ আতপতাপে সন্তপ্ত হইতে লাগিলেন। যেদিকে কর্ণ, সেই দিকে ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা, যে দিকে অর্জ্জুন তথায় দ্রোণ, কৃপ ও ভীষ্মপ্রভৃতি অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে রঙ্গস্থ সমস্ত লোক ও মহিলাগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া এক এক পক্ষে পক্ষপাত করিতে লাগিল। এই সম্বাদ শ্রবণ করিয়া ভোজরাজদুহিতা কুন্তী বিমুগ্ধা হইলেন। সর্ব্ব ধর্ম্ম বেত্তা বিদুর তাঁহাকে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া পরিচারিকাদিগকে সুশীতল জলসেচন দ্বারা পরিচর্য্যা করিতে আদেশ দিয়া কুন্তীকে আশ্বস্ত করিলেন। কুন্তী সংজ্ঞা লাভ করিয়া পুত্রদ্বয়কে দর্শন করত ইতিকর্ত্তব্যতা-বিমূঢ় ও অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত হইলেন। তখন দ্বন্দ-যুদ্ধকুশলী কৃপ উভয়কে ধনুর্ধারণ করিতে দেখিয়া কর্ণকে কহিলেন, কুন্তীগর্ভ-সম্ভূত মহারাজ পাণ্ডুর তৃতীয় পুত্র অর্জ্জুন তোমার সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিবেন। হে ম-

হাবাহো! এক্ষণে তুমি আপনার মাতা ও পিতার নামোল্লেখ কর এবং কোন্ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ ও কোন্ রাজর্ষিবংশ অলঙ্কৃত করিয়াছ? তাহাও সবিশেষ বল। তোমার পরিচয় প্রাপ্ত হইলে অর্জ্জুন প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারেন, নচেৎ তোমার সহিত যুদ্ধ করিবেন না, কারণ রাজকুমারেরা অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন না।

এইরূপ অভিহিত হইলে কর্ণ লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন। তৎকালে তাঁহার মুখমণ্ডল বর্ষানীর-পরিক্ষিপ্ত সুকোমল পদ্মের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া দুর্য্যোধন দ্রোণকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে আচার্য্য! শাস্ত্রে কথিত আছে, যিনি সৎকুলে সমুদ্ভূত, বীর, ও সৈন্যচালনসমর্থ, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা যায়। তথাচ যদি অর্জ্জুন রাজা ব্যতিরেকে অন্যের সহিত যুদ্ধ না করেন, তবে আমি এই মুহূর্ত্তেই কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করিতেছি।

অনন্তর দুর্য্যোধন মহারথ কর্ণকে কাঞ্চনময় পীঠোপরি সংস্থাপনপূর্ব্বক মন্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া লাজ, কুসুম ও সুবর্ণ দ্বারা অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। মহাবল কর্ণ অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত হইলে তাঁহার মস্তকোপরি ছত্র ধারণ করিল, উভয় পার্শ্বে চামরব্যজন, এবং বন্দিগণ জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। তখন অঙ্গরাজ কর্ণ সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে মহারাজ! তোমাকে রাজ্যদানের সমুচিত কি প্রতিদান করিব? বল, এক্ষণে আমার প্রত্যুপকার করিবার ক্ষমতা আছে। দুর্য্যোধন কর্ণের এইরূপ মধুর বাক্য কর্ণগোচর করিয়া কহিলেন, হে কর্ণ এক্ষণে তোমার সহিত সখ্য সংস্থাপন করিবার বাসনা করি। কর্ণ "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার করিলেন, এবং হর্ষোৎফুল্ললোচনে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।

সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর কর্ণের জনক অধিরথ সূত ঘর্ম্মাক্তকলেবর ও স্খলিতোত্তরচ্ছদ হইয়া কম্পিত-কলেবরে সহসা রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাবীর কর্ণ পিতাকে নিরীক্ষণ করিয়া শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক তদীয় গৌরব রক্ষার্থে অভিষেকার্দ্র মস্তক দ্বারা তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। পুত্রবৎসল সারথি সসম্ভ্রমে বস্ত্র দ্বারা চরণদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া কর্ণকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন ও আলিঙ্গন করিলেন, এবং অভিষেক-জলক্ষালিত তদীয় মস্তক পুনর্ব্বার আনন্দাশ্রু দ্বারা অভিষিক্ত করিলেন। তাহা অবলোকন করিয়া ভীমসেন কর্ণকে সূতপুত্র বিবেচনা করিয়া হাস্যমুখে কহিতে লাগিলেন, রে সূতনন্দন! রণে অর্জ্জুন হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করা তোর পক্ষে কোন রূপে শ্রেয়স্কর নহে। বরং শীঘ্রই কুলোচিত বল্গা গ্রহণ কর। রে নরাধম! হুতাশন-সন্নিহিত যজ্ঞীয় হবিঃ যেমন কুক্কুরের অবলেহন-যোগ্য নহে, তদ্রূপ তুই ও অঙ্গরাজ্য উপভোগ করিবার উপযুক্ত নহিস্। তদীয় এতাদৃশ উদ্ধত বাক্যে কর্ণের অধর ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিল, এবং বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তিনি নভোমণ্ডলস্থ সূর্য্যকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবল দুর্য্যোধন মদমত্ত কুঞ্জরের ন্যায় ক্রোধে অধীর হইয়া ভ্রাতৃমধ্য হইতে সহসা উত্থিত হইলেন এবং সম্মুখে আসীন ভীমকর্ম্মা ভীমসেনকে কহিতে লাগিলেন, হে ভীম! কর্ণের প্রতি এরূপ কটূক্তি প্রয়োগ করা তোমার সমুচিত নহে। ক্ষত্রিয়দিগের বলই শ্রেষ্ঠ এবং ক্ষত্রিয়েরাই সহিত যুদ্ধ করিবে; শূরদিগের ও নদীকলাপের প্রভব নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। দেখ ভগবান্

জ্বলন, জলরাশি হইতে উত্থিত হইয়া এই চরাচর বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। মহর্ষি দধীচির অস্থি হইতে অসুরকুল-নাশক বজ্র উদ্ভূত হইয়াছে। অগ্নি, রুদ্র, গঙ্গা ও কৃত্তিকা, ইহাঁদিগের পুত্র কার্ত্তিকেয় অসাধারণ পরাক্রমশালী। যাঁহারা ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব, কালক্রমে তাঁহারাও ব্রাহ্মণ হইয়াছেন; বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয় হইয়াও অক্ষয় ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াছিলেন। মহানুভব দ্রোণাচার্য্য কুম্ভসম্ভব হইয়াও অদ্বিতীয় শস্ত্রধারী হইয়াছেন। গোতমবংশে শরস্তম্ব হইতে গৌতম উৎপন্ন হয়েন। আর তোমাদিগের যে রূপে জন্ম লাভ হইয়াছে তাহা আমাদিগের অগোচর নাই; যেমন মৃগীগর্ভে ব্যাঘ্রের উদ্ভব হওয়া নিতান্ত অসম্ভব, কবচ ও কুণ্ডলধারী, সর্ব্বলক্ষণ-সংযুক্ত সূর্য্যসঙ্কাশ মহাবীর কর্ণও তদ্রূপ সামান্য ব্যক্তি হইতে উৎপন্ন নহেন। কর্ণ অঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছেন, ইহা অতি সামান্য বিষয়, ইনি মনে করিলে নিজ ভুজবলে ও মদীয় সাহায্যে সমস্ত পৃথিবী অধিকার করিতে পারেন। কর্ণের রাজ্যলাভ বিষয়ে যাঁহার বিদ্বেষ থাকে, তিনি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন।

অনন্তর রঙ্গমধ্যে সহসা সাধুবাদসহকৃত হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। এই অবসরে সূর্য্যও অস্তাচলে প্রস্থান করিলেন। তৎপরে মহারাজ দুর্য্যোধন কর্ণের কর গ্রহণপূর্ব্বক রঙ্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এদিকে পাণ্ডবেরা দ্রোণ, কৃপ ও ভীষ্ম সমভিব্যাহারে স্ব স্ব নিকেতনে প্রস্থান করিলেন। দর্শকমধ্যে কোন ব্যক্তি অর্জ্জুনের, কোন ব্যক্তি কর্ণের, কোন ব্যক্তি দুর্য্যোধনের পরাক্রমের প্রশংসা করিতে করিতে আপনাপন আবাসে প্রস্থান করিল। এই অবসরে দিব্যলক্ষণ-লক্ষিত অঙ্গরাজ কর্ণকে গর্ভজাত পুত্র বোধে ভোজ দুহিতা কুন্তীর অন্তঃকরণে স্নেহের সঞ্চার হইতে লাগিল। কর্ণের সহায়তা লাভ করিয়া দুর্য্যোধনের অর্জ্জুন ভয় তিরোহিত হইল। ধনুর্ব্বেদবেত্তা কর্ণও দুর্য্যোধনকে সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বস্ত করিলেন। যুধিষ্ঠির কর্ণকে অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর বলিয়া স্থির করিলেন।

অষ্টত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডব ও ধৃতরাষ্ট্রতনয়দিগকে ধনুর্ব্বেদে অদ্বিতীয় দেখিয়া গুরুদক্ষিণা গ্রহণ করিবার বাসনা করিলেন। পরে শিষ্যগণকে সম্মুখে আনয়ন করিয়া কহিলেন, হে শিষ্যগণ! তোমরা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে রণক্ষেত্র হইতে গ্রহণ করিয়া আনয়ন কর, উহাই তোমাদিগের গুরুদক্ষিণাস্বরূপ হইবে। শিষ্যগণ "তথাস্তু" বলিয়া গুরুবাক্যে অঙ্গীকার করত তৎক্ষণেই দক্ষিণা দানার্থ আচার্য্য দ্রোণ সমভিব্যাহারে অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া সত্বরে রাজধানী হইতে নির্গত হইলেন। অনতিবিলম্বে তথায় উপনীত হইয়া পাঞ্চালদেশ আক্রমণ-পূর্ব্বক সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া বহুসংখ্যক সৈন্য সামন্ত নষ্ট করিলেন এবং মহাতেজা দ্রুপদরাজের রাজধানী উৎপীড়িত করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন, কর্ণ, মহাবল যুযুৎসু, দুঃশাসন, বিকর্ণ, জলসন্ধ, সুলোচন, ইহাঁরা ও অন্যান্য অনেকানেক রাজকুমারেরা ব্যগ্রতা সহকারে 'আমিই অগ্রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব বলিয়া' আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তৎপরে রাজকুমারেরা রথারোহণ-পূর্ব্বক সারথি সমভিব্যাহারে নগরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া রাজমার্গে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন পঞ্চালরাজ দ্রুপদ সেই অসংখ্য সৈন্য সন্দর্শন ও তাহাদিগের তুমুল কলরব শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে প্রাসাদ হইতে নির্গত হইলেন। তৎপরে মহারাজ যজ্ঞসেন বর্ম্ম পরিধান করিয়া যুদ্ধার্থে যাত্রা করিলেন। বীর পুরুষেরা রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অনবরত শর ক্ষেপ

ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। যজ্ঞসেন শুভ্রবর্ণ রথে আরোহণ-পূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে কৌরবদিগকে লক্ষ্য করিয়া ঘোর রূপে শর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন রাজকুমারদিগের দর্পোদ্রেক দর্শনে পূর্ব্বেই বিবেচনা করিয়া দ্রোণকে কহিলেন, হে দ্বিজেন্দ্র! কুমারগণ আত্মানুরূপ-পরাক্রম প্রদর্শন করুক, পশ্চাৎ আমরা সাহস প্রকাশ করিব, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ইহারা দ্রুপদরাজকে রণে পরাজয় করিতে পারিবে না, এই বলিয়া অর্জ্জুন ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে নগরীর বহির্ভাগে অর্দ্ধক্রোশ অন্তরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে দ্রুপদরাজ কৌরবদিগকে লক্ষ্য করিয়া চতুর্দ্দিকে আক্রমণ করিলেন এবং শরজাল বিস্তীর্ণ করিয়া কৌরবী সেনাকে মোহাবিষ্ট করিলেন। কৌরবগণ, রথারোহণ-পূর্ব্বক যুদ্ধোদ্যত লঘুহস্ত একমাত্র দ্রুপদরাজকে ভয়প্রযুক্ত বহু বোধ করিলেন। দ্রুপদের সুতীক্ষ্ণ শর চতুর্দ্দিকে প্রবলবেগে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে স্কন্দাবার হইতে সিংহনাদ সদৃশ শঙ্খ ধ্বনি এবং ভেরী মৃদঙ্গ প্রভৃতি অতি সুমধুর বাদ্য বারংবার ধ্বনিত হইতে লাগিল। তাঁহাদিগের শরাসনধ্বনি নভোমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া উত্থিত হইল। দুর্য্যোধন, বিকর্ণ, সুবাহু, দীর্ঘলোচন ও দুঃশাসন ইহাঁরা রোষপরবশ হইয়া শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। দুর্জ্জয় দ্রুপদরাজ পার্শ্বদেশে বাণবিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রতিপক্ষ সেনাগণকে দগ্ধপ্রায় করিলেন এবং দুর্য্যোধন, বিকর্ণ, মহাবল কর্ণ ও অনেকানেক প্রথিত মহাবীর রাজকুমারদিগকে জর্জ্জরিত করিলেন। তৎপরে পৌরগণ কৌরবদিগকে মুষল ও যষ্টি দ্বারা প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। তখন নগরবাসী আবাল বৃদ্ধগণ সেই তুমুল যুদ্ধকোলাহল শ্রবণ করিয়া কৌরবদিগের প্রতি ধাবমান হইল এবং পাণ্ডবগণের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর পাণ্ডবেরা তাদৃশ ভীষণ ও লোমহর্ষণ কলরব শ্রবণ করিয়া আচার্য্য দ্রোণকে অভিবাদনপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিলেন। অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়া মাদ্রীসুত নকুল সহদেবকে চক্রব্যূহ রক্ষায় নিয়োগ করিলেন। ভীমসেন গদা ধারণ করিয়া সর্ব্বদা সেনামুখে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে রথারোহণপূর্ব্বক তদীয় নির্ঘোষে দিঙ্মণ্ডল ধ্বনিত করিয়া বায়ুবেগে রণস্থলে আগমন করিলেন। তৎপরে ভীমসেন পাঞ্চালরাজের উচ্ছলিত-সাগরসম শব্দায়মান সেনাসাগর মধ্যে দণ্ডধারী অন্তকের ন্যায় প্রবিষ্ট হইয়া গদা গ্রহণপূর্ব্বক কুঞ্জরবলচূর্ণ করিতে ধাবমান হইলেন। অদ্ভুতবীর্য্য অর্জ্জুনও সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় গদা হস্তে লইয়া হস্তিদল সংহার করিতে লাগিলেন। উত্তুঙ্গ-শৈল-শৃঙ্গকল্প কুঞ্জরবল ভীমের গদাঘাতে ভগ্নমস্তক হইয়া রুধির বমন করিতে করিতে বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। এইরূপে ভীম হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি, সমুদায় ভূমিসাৎ করিলেন। যেমন বনমধ্যে গোপাল বালকেরা পশুগণকে দণ্ড দ্বারা ইতস্ততঃ সঞ্চালন করে, বৃকোদর সেইরূপে রথ ও নাগবল চালনা করিতে লাগিলেন।

যুগান্তানলকল্প মহাবীর্য্য অর্জ্জুন দ্রোণাচার্য্যের প্রিয় কার্য্য সম্পাদনার্থ শরজাল দ্বারা দ্রুপদকলেবর ক্ষত বিক্ষত করিয়া রণক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি চূর্ণ করিলেন। অনন্তর পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়দেশীয় বীরপুরুষেরা সাতিশয় আঘাত প্রাপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে নানাবিধ

বাণদ্বারা অর্জ্জুনকে আচ্ছন্ন করিল এবং সিংহনাদ করত অর্জ্জুনের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল। ফলতঃ এই যুদ্ধ দেখিতে অতি অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। বীরগণের সিংহনাদ দেবরাজ ইন্দ্রেরও নিতান্ত দুঃসহ হইয়া উঠিল। অর্জ্জুন শরজালে সকলকে আচ্ছন্ন ও বিমুগ্ধ করিয়া পাঞ্চালদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি উপর্য্যুপরি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন, সুতরাং বিপক্ষেরা তাঁহার গাত্রে আঘাত করিতে নিতান্ত অক্ষম হইল। এই অবসরে সিংহনাদ-সহকৃত সাধুবাদ উত্থিত হইল। তৎপরে শম্বরাসুর যেমন ইন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইয়াছিল, সেই প্রকার পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ সত্যজিতের সহিত অতিসত্বরে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। অর্জ্জুন শর বর্ষণ দ্বারা পঞ্চালরাজ দ্রুপদকে আচ্ছন্ন করিলেন। অনন্তর পাঞ্চাল সৈন্যমধ্যে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। মৃগরাজ সিংহ যেমন অরণ্যমধ্যে যূথপতি হস্তীকে শীকার করিতে উদ্যত হয়, সত্যবিক্রম সত্যজিৎ অর্জ্জুনকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া সেইরূপে পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এবং পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তৎপরে পাঞ্চালরাজ একশত শরদ্বারা অর্জ্জুনকে আচ্ছন্ন করিলেন। মহারথ অর্জ্জুন বাণ দ্বারা ক্ষত বিক্ষত হইয়াও মহাবেগে শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক সত্যজিতের ধনুর্জ্যা ছেদন করিয়া দ্রুপদের প্রতি অভিগমন করিলেন। অনন্তর সত্যজিৎ অপর এক ধনু গ্রহণ করিয়া অশ্ব রথ ও সারথির সহিত সত্বরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহাকে এইরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিতে দেখিয়া অর্জ্জুনের অন্তঃকরণে ঈর্ষার সঞ্চার হইল। তৎপরে অর্জ্জুন তাঁহার প্রাণ সংহারার্থ সত্বর শর পরিত্যাগ করিলেন। অর্জ্জুনের সুতীক্ষ্ণ শরদ্বারা তদীয় অশ্ব, ধ্বজ, ধনু, পার্ষ্ণি ও সারথি ছিন্ন ভিন্ন হইয়াগেল। ধনু ছিন্ন হইলে সত্যজিৎ অপর এক ধনু গ্রহণ করিলেন এবং রথে পুনর্ব্বার অশ্ব যোজনা করিলেন, কিন্তু তিনি অর্জ্জুনের সম্মুখে যাইতে সাহস করিতে পারিলেন না। দ্রুপদ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ দেখিয়া প্রবল বেগে অর্জ্জুনের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনও দ্রুপদের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। পরে অর্জ্জুন দ্রুপদের ধনু ও ধ্বজ ছেদনপূর্ব্বক ভূতলে পাতিত করিয়া পাঁচ বাণ দ্বারা তদীয় অশ্ব ও সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া করে করবাল ধারণপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং অকুতোভয়ে স্বীয় রথ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের রথে আরোহণ ও তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন।

পাঞ্চালদেশীয় বীরপুরুষেরা দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। অর্জ্জুন সৈন্যমধ্যে আপনার বাহুবল প্রদর্শন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রাজকুমারেরা অর্জ্জুনকে সমাগত দেখিয়া সকলে সমবেত হইয়া দ্রুপদনগরী মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন অর্জ্জুন ভীমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আর্য্য! রাজসত্তম দ্রুপদ কুরুবীরদিগের আত্মীয়, তাঁহার সৈন্য সংহার না করিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদানের চেষ্টা করুন। মহাবল ভীমসেন এইরূপে নিবারিত হইয়া সৈন্যাবমর্দ্দে ক্ষান্ত হইলেন। কিন্তু উপস্থিত যুদ্ধে কিঞ্চিন্মাত্র তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না। পরিশেষে তাঁহারা রণস্থল হইতে দ্রুপদরাজ ও তাহার সচিব উভয়কে গ্রহণ করিয়া আচার্য্য দ্রোণের নিকটে উপহার প্রদান করিলেন। দ্রোণাচার্য্য দ্রুপদরাজকে ভগ্নদর্প, হৃতসর্ব্বস্ব ও বশতাপন্ন দেখিয়া পূর্ব্ব-

বৈর স্মরণপূর্ব্বক কহিলেন, হে দ্রুপদরাজ! আমার আদেশানুসারে তোমার রাষ্ট্র ও নগরী বিমর্দ্দিত হইয়াছে এবং তোমার জীবনও বিপক্ষপক্ষের হস্তগত দেখ, এক্ষণে তুমি সখ্যতা সহকারে কি বাসনা কর? আমি তাহা সকল করিব। এই কথা কহিয়া দ্রোণ হাস্যমুখে পুনর্ব্বার কহিলেন, হে বীর! তুমি প্রাণনাশের আশঙ্কা করিও না আমরা ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ শৈশবাবস্থায় তোমার সহিত এক আশ্রমে ক্রীড়া করিয়াছিলাম। সেই কারণে তোমার প্রতি আমার অন্তঃকরণে স্নেহ ও প্রীতি সঞ্চারিত হইয়া আছে। হে মহারাজ! তোমার সহিত পুনরায় সখ্যভাব সংস্থাপন করিবার বাসনা করি। এজন্য তোমাকে বর প্রদান করিতেছি, আমার বরপ্রভাবে পুনর্ব্বার রাজ্যার্দ্ধ লাভ করিবে। তুমি পূর্ব্বে কহিয়াছিলে যে, যে ব্যক্তি রাজা নহে, সে রাজার সখা হইতে পারেনা। হে যজ্ঞসেন! এই কারণে তোমাকে পুনরায় রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিলাম। এক্ষণে তুমি ভাগীরথীর দক্ষিণ কূলের অধিপতি হইলে এবং আমিও উত্তর কূল শাসনে প্রবৃত্ত হইলাম, যদি তোমার ইহাতে প্রবৃত্তি হয়, তবে আমার সহিত সখ্যতা কর। তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্রুপদ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! প্রবল পরাক্রান্ত মহাত্মা ব্যক্তি যে এরূপ আচরণ করেন, ইহা নিতান্ত বিস্ময়কর নহে। আমি মহাশয়ের বাক্যে পরম প্রীত হইলাম, অদ্যাবধি আমি নিত্য কাল আপনকার প্রসন্নতালাভের বাসনা করি।

অনন্তর দ্রোণাচার্য্য দ্রুপদবাক্যে তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে মোচন করিয়া দিলেন এবং প্রসন্নমনে তাঁহাকে সৎকার করিয়া রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিলেন। দ্রুপদ বিষণ্ণমনে গঙ্গার উপকূলে জনপদ-সম্পন্ন মাকন্দীনগরী ও কাম্পিল্যপুরী শাসন করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্য এইরূপে দ্রুপদকে পরাভব করিয়া চর্ম্মণ্বতী নদী পর্য্যন্ত দক্ষিণ পাঞ্চালদেশ আপন অধিকারে আনিলেন। দ্রুপদ পরাভূত হইয়া আপনাকে অপেক্ষাকৃত নিতান্ত হীনবল বলিয়া বিবেচনা করিলেন এবং স্বীয় বলবীর্য্যে আচার্য্য দ্রোণকে পরাজয় করা দুঃসাধ্য নিশ্চয় করিয়া অলৌকিক ব্রাহ্মবলে পুত্র লাভ করিবার বাসনায় পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। এদিকে দ্রোণাচার্য্য অহিচ্ছত্রানগরীর অধীশ্বর হইয়া রাজ্য শাসন ও প্রজা পালনে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! এইরূপে অর্জ্জুন জনপদসম্পন্ন অহিচ্ছত্রা পুরী জয় করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে প্রদান করিয়াছিলেন।

একোন চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সম্বৎসর অতীত হইলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। যুধিষ্ঠির রাজ্য লাভ করিয়া স্বকীয় অসাধারণ ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, ঋজুতা, অনৃশংসাচার, ভৃত্যানুকম্পা, স্থিরসৌহার্দ্দ প্রভৃতি সদ্‌গুণদ্বারা অনতিদীর্ঘ কালমধ্যে নিজ পিতার মহীয়সী কীর্ত্তি এক কালে তিরোহিত করিলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন ভগবান্ বলদেব হইতে অসিচর্য্যা, গদাযুদ্ধ ও রথযুদ্ধ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিয়া ভ্রাতৃগণের একান্ত বশম্বদ হইয়া রহিলেন। অর্জ্জুন প্রগাঢ় দৃঢ়মুষ্টি ছিলেন। লক্ষ্যবেধে তাঁহার বিলক্ষণ পটুতা ছিল, তিনি ক্ষুরপ্র নারাচ, ভল্ল, বিপাটন প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন। তাঁহার ঐ সকল অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ বিষয়ে সম্যক্ লাঘব ও সৌষ্ঠব জন্মিয়াছিল। জীবলোকে অর্জ্জুনের তুল্য বলবান্ আর কেহই নাই, দ্রোণাচার্য্য এই নিমিত্ত সর্ব্বদাই তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন।

একদা দ্রোণ কৌরবী সভায় অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমার গুরু অগ্নিবেশ, অগস্ত্যের নিকটে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন, এক সময়ে তিনি আমাকে আহ্বান করিয়া কহেন, বৎস! আমি তপোবলে ব্রহ্মশিরা নামে যে অমোঘ অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে তাহা শিষ্যপরম্পরায় প্রদান করিতে ইচ্ছা করি, ইহার প্রভাবে পৃথিবী দগ্ধ হইতে পারে। গুরুদেব অস্ত্রগুণ এইরূপ কীর্ত্তন করিয়া প্রদানকালে আমাকে এই বলিয়া নিষেধ করেন, "বৎস! তুমি এই অস্ত্র কদাচ মনুষ্যের ও ক্ষীণবীর্য্য জীবের উপর প্রয়োগ করিও না" এক্ষণে এই দিব্যাস্ত্র প্রদানের তুমিই উপযুক্ত পাত্র; আর কাহাকেও ইহার যোগ্য দেখিতেছিনা; কিন্তু বৎস! মুনি যেরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন; সাবধান, যেন তাহার অন্যথা না হয়। জ্ঞাতিসম্প্রদায়-সমক্ষে তোমাকে আরও কিছু গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতে হইবে। অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ তাহা স্বীকার করিলেন। তৎপরে আচার্য্য পুনর্ব্বার কহিলেন, হে অর্জ্জুন! রণস্থলে তুমি আমার প্রতিযোদ্ধা হইবে, ইহাও অঙ্গীকার কর। অর্জ্জুন যে আজ্ঞা বলিয়া তাঁহার চরণ গ্রহণ-পূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ভূবলোকে অর্জ্জুনের তুল্য আর দ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর নাই, এই প্রশংসাবাদ সর্ব্বত্র উত্থিত হইল। ফলতঃ অর্জ্জুন গদাযুদ্ধ, অসিচর্য্যা, রথ ও ধনুর্যুদ্ধে অদ্বিতীয় হইয়াছিলেন। ন্যায়পর মহদেব উশনা-প্রণীত নীতিশাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ভ্রাতৃগণের একান্ত বশম্বদ হইয়া রহিলেন। ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের প্রীতিভাজন নকুল দ্রোণাচার্য্যোপদেশে বিবিধ শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়া বিচিত্র যোদ্ধা ও অতিরথ বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। পাণ্ডবেরা গন্ধর্ব্বদিগের উপপ্লবকালে রণস্থলে যবনরাজ সৌবীরকে সংহার করিলেন। সৌবীর বৎসরত্রয়-ব্যাপী এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সর্ব্বদা কুরুদিগের প্রতি দ্বেষভাব প্রকাশ করিতেন। বিচিত্রবীর্য্য এবং মহারাজ পাণ্ডু যাহাকে বশীভূত করিতে পারেন নাই, মহাবীর অর্জ্জুন নিজ বাহুবলে সেই বিতুলনামা সৌবীরকে শাসন করিলেন। তাঁহার শরপ্রহারে সংগ্রামপ্রিয় দত্তামিত্র বলিয়া বিখ্যাত সুমিত্রনামা সৌবীরক শাসিত হইয়াছিল। অর্জ্জুন ভীমসেনের সাহায্যে এক রথেই অযুতরথ ও পশ্চিমদেশ-বাসীদিগকে পরাজয় করেন। তৎপরে সেই রথেই আরোহণ করিয়া দক্ষিণ দিক্‌ও জয় করিলেন, এবং পরাজিত রাজমণ্ডলীর নিকট হইতে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া কুরুরাজ্যে আনয়ন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব কালে মহানুভব পাণ্ডবেরা এইরূপে অনেকানেক ভূপালগণকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বীয় রাজ্যের সীমা বিস্তার করেন।

পাণ্ডবদিগের বাহুবল অলৌকিক বিবেচনা করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের মনোগত সমুদায় সাধুভাব নিতান্ত দূষিত হইল। তিনি তদ্বিষয়িনী বলবতী চিন্তায় একান্ত নিমগ্ন হইয়া রাত্রিকালে সুখে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না।

চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহীপাল ধৃতরাষ্ট্র মহাবীর পাণ্ডুপুত্রদিগকে বলমদোন্মাদিত দেখিয়া অত্যন্ত কাতর ও একান্ত চিন্তান্বিত হইলেন। তৎপরে মন্ত্রজ্ঞ নীতিনিপুণ মন্ত্রিবর কণিককে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! পাণ্ডবেরা নিত্য উৎসিক্ত, এই নিমিত্ত আমি সাতিশয় অসূয়াপরবশ হইতেছি; অতএব তাহাদিগের সহিত সন্ধি বিগ্রহের অন্যতর কি ব্যবহার করিব? তুমি নিশ্চয় করিয়া বল, আমি তোমার কথার অন্যথা করিব না। প্রসন্নমনা নীতিশাস্ত্র-বিশারদ

মন্ত্রিবর ভূপালের আদেশ পাইয়া নীতিশাস্ত্রানুসারে কহিলেন, মহারাজ! আমি যাহা কহি তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন, কিন্তু মহারাজ! আমার বাক্য নিতান্ত অপ্রিয় হইলেও রোষ বা অসন্তোষ প্রকাশ করিবেন না। রাজার, নিরবচ্ছিন্ন দণ্ড বা নিয়ত পৌরুষ প্রকাশ করা উচিত নহে। যাহাতে প্রতিপক্ষেরা কোষ বলাদির কোন অনুসন্ধান লইতে না পারে, এমন বিষয়ে তাঁহার সতত সাবধান থাকা আবশ্যক। তিনি সাধ্যানুসারে বিপক্ষের রন্ধ্রান্বেষণে তৎপর হইবেন, এবং জনগণের ভ্রূণহত্যাপ্রভৃতি পাপের নিয়ত অনুসন্ধান করিবেন। রাজা প্রতিনিয়ত উদ্যতদণ্ড হইলে লোকে ভীত হইয়া গর্হিত কর্ম্মের প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করে, এই কারণে তিনি দণ্ড দ্বারা সর্ব্ব কার্য্যের সমাধা করিবেন। রাজার আত্মচ্ছিদ্র গোপন ও পরচ্ছিদ্রের অনুসরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং তাঁহার সহায়, সাধন ও উপায় প্রভৃতি রাজ্যাঙ্গের গোপন ও আত্মকৃত নিন্দিত ব্যাপারের সমরণ করা একান্ত বিধেয়। কোন কার্য্য আরম্ভ করিয়া নিঃশেষে তাহার সমাধা করা রাজার পক্ষে অতীব কর্ত্তব্য, কারণ অসম্যক্ উচ্ছিন্ন সামান্য কণ্টকও কালক্রমে ব্রণকর হইয়া উঠে। অপকারী শত্রুকে বধ করাই সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। আপৎকাল উপস্থিত হইলে অসংশয়িতচিত্তে যুদ্ধ বিক্রম প্রকাশ বা পলায়ন, যাহাতে আপনার সুবিধা হয়, তাহাই করিবেন। শত্রু দুর্ব্বল হইলেও কোন ক্রমে অবজ্ঞেয় নহে। কারণ সামান্য অগ্নিকণাও সমুদায় বন ভস্মসাৎ করিতে পারে। সময়বিশেষে রাজা শত্রুর অত্যাচারে দৃষ্টিপাত ও কর্ণপাত না করিয়া অন্ধ ও বধির হইয়া থাকিবেন। শরাসন তৃণতুল্য অসার বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করিবেন, এবং মৃগের ন্যায় সাবধান হইয়া আত্মরক্ষা বিষয়ে যত্নশালী হইবেন। তৎপরে সামাদি উপায় দ্বারা শত্রুকে বশে আনিয়া তাহাকে বিনাশ করিবেন। কিন্তু সে যদি শরণাপন্ন হয়, তথাচ তাহার প্রতি কদাচ অনুকম্পা প্রদর্শন করিবেন না। পরিচারকদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থ দান-পূর্ব্বক পরিতুষ্ট করিয়া শত্রু ও পূর্ব্বাপকারীকে বিনষ্ট করিবেন। শত্রু সংহার করিতে পারিলে নির্ভীক ও নিরুদ্বিগ্ন হওয়া যায়। শত্রুপক্ষীয়দিগকে যত বিনষ্ট করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে কদাচ ত্রুটি করিবেন না। প্রথমতঃ যাহাতে প্রত্যহ প্রতিপক্ষের মূলোচ্ছেদন হয়, এমন চেষ্টা পাইবেন। পরে তাহার সহায় ও তৎপক্ষদিগকে বিনাশ করিবেন। সমূলোচ্ছেদন হইলে তদুপজীবী সকলে অনায়াসে বিনাশিত হয়। মহারাজ! বনস্পতি সমূলে উন্মূলিত হইলে তাহার শাখা, পল্লব বা পত্রসকল কি আর পূর্ব্বাবস্থায় অবস্থিত থাকিতে পারে? রাজা একাগ্রচিত্তে নিজাভিসন্ধি গোপন করিয়া সর্ব্বদা পরচ্ছিদ্র দর্শনে তৎপর হইবেন। নিত্যোদ্বিগ্ন হইয়া শত্রুর প্রতি সম্যক্ ব্যবহার করিবেন। অগ্ন্যাধান, যজ্ঞানুষ্ঠান, কাষায় বস্ত্র পরিধান ও জটাজিন দ্বারা লোকদিগকে বিশ্বসিত করিয়া পরে বৃকের ন্যায় স্বার্থসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন। অর্থসংগ্রহবিষয়ে শৌচই অঙ্কুশস্বরূপ হয়, তদ্দ্বারা ফলবতী শাখা আনমিত করিয়া সুপক্ক ফল গ্রহণ করিবেন, কারণ পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, যদবধি সময় আগত না হয়, তৎকালপর্য্যন্ত শত্রুকে স্কন্ধে বহন করিবে। অনন্তর নির্দ্দিষ্ট কাল উপস্থিত হইলে, যাদৃশ, মৃণ্ময় ঘটকে প্রস্তরোপরি নিক্ষেপ করিলে চূর্ণ করা যায়, তাদৃশ, অপকারী শত্রুকে বিনাশ করিবে। বহুভাষী ও কৃপণ শত্রুকেও পরিত্যাগ করিবে না এবং তাহার প্রতি প্রসন্নভাব প্রদর্শন করাও নিতান্ত নিষিদ্ধ; প্রত্যুত, যে

রূপে হউক তাহাকে বিনষ্ট করিবে; অধিক কি, সন্ধি, দান, ভেদ ও দণ্ড এই সমস্ত উপায় দ্বারাও শত্রু সংহার করা বিধেয়, তাহা হইলে সকল বিষয়ে শান্তি লাভ হয়।

এই কথা শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে কণিক! সন্ধি, দান, ভেদ ও দণ্ডদ্বারা কি প্রকারে শত্রু সংহার করা যাইতে পারে। তুমি আমার নিকটে আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বল। কণিক কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্ব কালে নীতিশাস্ত্র-বিশারদ অরণ্যবাসী জম্বুকের যেরূপ ঘটিয়াছিল তাহা আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

কোন বনে এক শৃগাল ব্যাঘ্র, উন্দুর, বৃক ও নকুল এই চারি বন্ধুর সহিত একত্র বাস করিত। জম্বুক অতিশয় ধূর্ত্ত, বুদ্ধিমান্ ও স্বার্থপরায়ণ ছিল। তাহারা একদা বনমধ্যে যূথপতি এক মৃগকে লক্ষ্য করিয়া বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু মৃগ অতিশয় বলবান্, এই নিমিত্ত তাহারা সহসা আপন অভীষ্টসাধনে নিতান্ত অশক্ত হইলে পরিশেষে জম্বুক কহিল, হে ব্যাঘ্র! এই মৃগ অতিশয় বুদ্ধিশালী, যুবা ও বেগবান্; সুতরাং তুমি বারংবার যত্ন করিলেও ইহাকে সহসা আক্রমণ করিতে পারিবে না; অতএব যে সময়ে ঐ মৃগ শয়ন করিয়া থাকিবে, সেই অবসরে মুষিক গিয়া ঐ হরিণের পদদ্বয় ভক্ষণ করুক, তাহা হইলে ব্যাঘ্র অনায়াসে উহাকে গ্রহণ করিতে পারিবে। তৎপরে আমরা সকলে সমবেত হইয়া প্রফুল্লমনে ভক্ষণ করিব। তাহারা সকলে একতানমনে জম্বুকের পরামর্শে সম্মত হইল। অনন্তর তাহাদিগের আদেশানুসারে মুষিক গিয়া মৃগের পদদ্বয় ভক্ষণ করিলে ব্যাঘ্র তাহাকে বধ করিল। তখন জম্বুক মৃগ কলেবর অবনীতলে বিচেষ্টমান দেখিয়া কহিল, অহে! তোমরা সকলে স্নান করিয়া আইস, আমিই ইহা রক্ষা করিতেছি। তাহারা শৃগালের বাক্যানুসারে স্নানার্থ নদীতীরে গমন করিল। শৃগালও চিন্তাকুল হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবল ব্যাঘ্র সর্ব্বাগ্রে স্নান করিয়া আগমন করিল এবং শৃগালকে চিন্তাক্রান্ত দেখিয়া কহিল, হে জম্বুক! ভাই আমাদিগের মধ্যে তুমিই একমাত্র বুদ্ধিজীবী, তুমি কি কারণে শোক করিতেছ? আইস আমরা মৃগমাংশ ভক্ষণ করিয়া বিহার করি। তখন জম্বুক কহিল, হে মহাবাহো! মুষিক যাহা কহিয়াছে, বলিতেছি শ্রবণ কর। তুমি স্নান করিতে গেলে সে অহংকার-পরতন্ত্র হইয়া আমাকে কহিল, আমিই অদ্য এই মৃগকে বধ করিয়াছি, ব্যাঘ্রের বলবিক্রমে ধিক্, আজ আমারই ভুজবলে তোমাদিগের তৃপ্তি সাধন হইবে। বলিতে কি, সে গর্ব্বপূর্ব্বক এইরূপ তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছিল; এই কারণে মৃগমাংস ভক্ষণে আমার আর তাদৃশ প্রীতি নাই। তখন ব্যাঘ্র ক্রোধভরে কহিল, হে জম্বুক! যদি সত্যই সে এইরূপ কহিয়া থাকে, ভাল, তুমি যথাকালে আমাকে প্রবোধিত করিয়াছ। আমি অদ্য বাহুবলে বনচরদিগকে বিনাশ করিব। চলিলাম, তুমি তথায় পর্য্যাপ্ত মাংস ভক্ষণ করিবে; এই বলিয়া ব্যাঘ্র বনমধ্যে প্রস্থান করিল।

এই অবসরে মুষিক সহসা উপস্থিত হইল। শৃগাল তাহাকে আগত দেখিয়া কহিল, হে মুষিক! তোমার মঙ্গল ত? বৃক যাহা কহিয়াছে, শুন, তুমি স্নান করিতে গেলে সে কহিল, এই মৃগমাংস ভক্ষণ করিতে আমার অভিরুচি নাই, এক্ষণে আমার এই মাংস বিষ বলিয়া বোধ হইতেছে, তোমার মত হইলে আমি এখনই মুষিককে গিয়া ভক্ষণ করি, এই কথা শুনিবামাত্র মুষিক অতিমাত্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া প্রাণভয়ে

সত্বরে বিবরমধ্যে প্রবেশ করিল। কিছুকালপরে বৃক স্নান করিয়া তথায় আগত হইল। জম্বুক তাহাকে দেখিয়া কহিল, ভাই! ব্যাঘ্র তোমার উপর অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়াছেন, সুতরাং তোমার অনিষ্ট ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা; তিনি কলত্রসহকারে সত্বরে এখানে আসিতেছেন; এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় কর। তখন পিশিতাশন বৃক শৃগালের এইরূপ কথা শুনিয়া ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া পলায়ন করিল। এই অবসরে নকুল কৃতস্নান হইয়া তথায় আগমন করিল। জম্বুক তাহাকে আগত দেখিয়া কহিল, অহে নকুল! আমি নিজ ভুজবলে সকলকে পরাজয় করিয়াছি। পরাজিত হইয়া তাহারা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। এক্ষণে আমার সহিত যদি যুদ্ধে জয় লাভ করিতে পার, তাহা হইলে তুমি ইচ্ছামত মৃগমাংস ভক্ষণ করিতে পাইবে। তখন নকুল কহিল, হে জম্বুক! ব্যাঘ্র, বৃক ও বুদ্ধিমান্ মুষিক যখন তোমার নিকটে পরাজিত হইয়াছে, সুতরাং তুমি সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্, সন্দেহ নাই। অতএব তোমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে আমার আর উৎসাহ নাই; চলিলাম, এই বলিয়া নকুলও পলায়ন করিল। এইরূপে জম্বুক অসাধারণ বুদ্ধিবলে সকলকে বিদায় করিয়া পরম সুখে মৃগমাংস ভক্ষণ করিয়াছিল। যে রাজা এইপ্রকার আচরণ করেন, তিনি চিরকাল সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। ভীত ব্যক্তিকে ভয় প্রদর্শন, বীরের নিকটে বিনয়ভাব, লুব্ধকে অর্থদান, সম বা ন্যূন ব্যক্তিকে বল প্রকাশ করিয়া বশীভূত করিবে। মহারাজ! আরও কহিতেছি, শ্রবণ করুন; পুত্র, সখা, ভ্রাতা, পিতা এবং গুরুও যদি শত্রুর ন্যায় বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে তৎক্ষণেই তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিবে। শত্রুকে শপথ, অর্থদান, বিষপ্রয়োগ বা মায়াপ্রকাশ করিয়া বিনাশ করা বিধেয়, কদাচ উপেক্ষা করিবে না। কিন্তু যদি জিগীষাসম্পন্ন উভয়পক্ষই তুল্য বল ও তুল্য উপায় বশতঃ সন্দিহান হইয়া থাকেন, তাহা হইলে যিনি তন্মধ্যে গাঢ়তর-অধ্যবসায়-সহকারে জয়শ্রী-লাভের প্রত্যাশা করেন, তাঁহারই অভ্যুদয় জানিবেন। আর যদি গুরুও অবলিপ্ত কার্য্যাকার্য্য-জ্ঞানশূন্য নিতান্ত নিন্দনীয় ও কুপথগামী হন, তাহা হইলে তাঁহারও শাসন করা ন্যায়বিরুদ্ধ নহে। ক্রোধোদ্রেক হইলেও কদাচ ক্রুদ্ধ হইবে না, সর্ব্বদা সহাস্য আস্যে সকলকে সাদর সম্ভাষণ করিবে। কোপাক্রান্ত হইয়া কখন অন্যের অপকারে প্রবৃত্ত হইবে না। প্রহারোদ্দেশে বা প্রহারকালে লোকের প্রতি প্রীতিবাক্য প্রয়োগ করিবে। প্রহার করিয়া কৃপা প্রদর্শন এবং প্রহারবেগে প্রহৃতব্যক্তি কাতরোক্তি দ্বারা শোক বা রোদন করিলে বিলাপ ও পরিতাপ করা বিধেয়। শান্তবাক্য, ধর্ম্মোপদেশ ও সদ্ব্যবহার দ্বারা শত্রুকে আশ্বস্ত করিবে। এইরূপ অনুকম্পা প্রদর্শন করিলেও যদি পথিমধ্যে শত্রু সদাচারের অন্যথাচরণ করে, তাহা হইলে অবসর বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে প্রহার করিবে; ইহাতে অধর্ম্ম স্পর্শিবেক না। যেমন কৃষ্ণবর্ণ মেঘ উন্নত মহীধরকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, সেইরূপ নিরবচ্ছিন্ন ধর্ম্মানুষ্ঠান কারী ব্যক্তি ধর্ম্মবলে পরিবৃত হইয়া থাকে; ঘোরতর অপরাধী হইলেও দোষী বলিয়া পরিগণিত ও পরিগৃহীত হইতে পারেন না। যাহার পক্ষে বধ অবধারিত হইয়াছে, তাহার গৃহে অগ্নি প্রদান করিবে; আর নির্ধন, নাস্তিক ও চৌরগণকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবে। অশঙ্কিত ও শঙ্কিত উভয় হইতেই সর্ব্বদা শঙ্কা করা উচিত কিন্তু অশঙ্কিত হইতে ভয় উৎপন্ন হইলে মূলপর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন হইতে পারে। অবিশ্বস্ত ব্যক্তিকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না,

এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তিকেও অতি বিশ্বাস করিবেনা, যেহেতু বিশ্বস্ত হইতে ভয় উৎপন্ন হইলে মূল পর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন হইতে পারে। আপনার ও অন্যের বিধানানুসারে চর নিযুক্ত করিবে। পাষণ্ড ও তাপস প্রভৃতিকে বিপক্ষের রাজধানীতে প্রেরণ করা বিধেয়। উদ্যান, বিহারস্থান, দেবতায়তন, পানাগার পথ, সর্ব্ব তীর্থ, চত্বর, কূপ, পর্ব্বত, বন, সর্ব্ব সমবায় ও নদীতীরে মন্ত্রণা করিবে। হৃদয়ে ক্ষুরধার রাখিয়াও সর্ব্বদা সহাস্যমুখে, মিষ্ট বাক্যে, বিনীতভাবে সম্ভাষণ করিবে; কিন্তু কদাচ কোন ভয়াবহ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে না। যিনি ঐহিক সম্পত্তির প্রত্যাশা করেন, তিনি দানশীল ভূপতির নিকটে করপুটে প্রার্থনা, শপথ, সান্ত্ববাদ, পাদ বন্দন ও আশা করিবেন। কেহ কোন বিষয় প্রার্থনা করিলে অগ্রে বাক্যেতে তাহাকে নিরাশ করিবে না, কিন্তু প্রদানকালে নানাপ্রকারে বিঘ্নানুষ্ঠান করিবে। প্রার্থীকে নানাপ্রকারে আশা প্রদান করিবে, কিন্তু কখন প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিবে না। যদি কখন তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ কর, তাহাও সত্বরে করা অবিধেয়। ত্রিবিধ পীড়া ও ফলসিদ্ধি আছে, তন্মধ্যে ফল শুভ ও পীড়া অশুভ; অতএব, পীড়া পরিত্যাগ করিবে। ধর্ম্মপরায়ণ পুরুষের অর্থ ও কাম দ্বারা চিত্তবৈকল্য জন্মে, অর্থলোভীর ধর্ম্ম ও কাম দ্বারা এবং কামাসক্তের অর্থ ও ধর্ম্ম দ্বারা পীড়া জন্মে। নিরহঙ্কার, অভিনিবিষ্ট বিশুদ্ধস্বভাব ও অসূয়াশূন্য হইয়া সান্ত্ববাদ প্রয়োগ ও সর্ব্ববিষয়ের অনুসন্ধান-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের সহিত মন্ত্রণা করিবে। যাহা করিলে আপনার দীনভাব মোচন হয়, মৃদুই হউক আর দারুণই হউক, তাহা অবশ্য করিবে এবং সমর্থ হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে। সংশয়ারূঢ় না হইলে শুভলাভের প্রত্যাশা নাই; সংশয়ারূঢ় হইয়া যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই শ্রেয়োলাভ হয়। শোক, সন্তাপ দ্বারা যাহার বুদ্ধিবৃত্তি কলুষিত হইবে, নল ও রামাদির উপাখ্যান কথন দ্বারা তাহাকে সান্ত্বনা করিবে; নিতান্ত নির্ব্বোধ ব্যক্তিকে ভাবী মঙ্গলের প্রত্যাশা প্রদর্শন ও পণ্ডিতকে ধন দানাদি দ্বারা সান্ত্বনা করিবে। যিনি শত্রুর সহিত সন্ধি স্থাপন-পূর্ব্বক কৃতকার্য্যের ন্যায় নিতান্ত নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন, তিনি বৃক্ষাগ্রে প্রসুপ্ত ব্যক্তির ন্যায় পতিত ও প্রতিবুদ্ধ হয়েন। অসূয়াপরবশ না হইয়া যত্নপূর্ব্বক নিজ মন্ত্রণা গোপন করিয়া রাখিবে এবং রোষাবেশ সম্বরণ করিয়া চর দ্বারা সর্ব্ব বিষয় অবধারণ করিবে। পর মর্ম্ম বিদারণ, দারুণ কর্ম্ম সম্পাদন ও শত শত শত্রু সংহার না করিয়া মনুষ্য কখনই মহতী শ্রী লাভ করিতে পারে না। শত্রুসৈন্য কর্ষিত, ব্যাধিত, ক্লিন্ন, অন্নপান-বিবর্জ্জিত, বিশ্বস্ত ও মন্দ হইলেও প্রহার করিবে। অর্থী অর্থীর নিকটে উপস্থিত হয় না। যদিও তাহাদের অভিলাষ সফল হয়, তথাচ উভয়ের সখ্য সংস্থাপন হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। সহায় সংগ্রহ ও শত্রুর সহিত বিগ্রহ করিতে যত্ন করিবে। সম্পদ্ লাভের ইচ্ছা ও তদ্বিষয়ে প্রভূত উৎসাহ প্রদর্শন করা বিধেয়। এইরূপ লোকের কার্য্য কি শত্রু কি মিত্র কেহই কিছুমাত্র অবধারণ করিতে পারে না, কেবল কার্য্যের উদ্যোগ ও পর্য্যবসান মাত্র প্রত্যক্ষ করে। যদবধি ভয় উপস্থিত না হয় তদবধি ভয়কে ভয় করিবে; কিন্তু ভয় আগত হইলে স্থিরচিত্তে প্রতীকার করিতে চেষ্টা করিবে। দণ্ডায়ত্ত শত্রুকে যে রাজা ধন মানাদি প্রদানপূর্ব্বক অনুগ্রহ করেন, তিনি আপনার মৃত্যু সংগ্রহ করিয়া রাখেন।

অনাগত কার্য্যকেও অচিরাগত বিবেচনা করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক তাঁহার অনুসরণ করিবে, কিন্তু বুদ্ধিভ্রংশবশতঃ আপনার উদ্দেশ্য সাধনে কদাচ উপেক্ষা বা অনাদর প্রদর্শন

করা বিধেয় নহে। সম্পদ্ লাভার্থে যত্নপূর্ব্বক স্বীয় উৎসাহ বর্দ্ধন করিবে ও দেশ, কাল বিভাগ করিয়া পারলৌকিক কর্ম্ম, এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ, পর্য্যায়ক্রমে সেবা করিবে, কারণ দেশকাল বিবেচনা না করিলে শ্রেয়োলাভ হওয়া দুষ্কর। শত্রুপক্ষ সংখ্যায় অল্প হইলেও কদাচ উপেক্ষা করিবে না, কারণ তাহারাই আবার কালক্রমে শত্রুভাব বদ্ধমূল করিতে পারে। যেমন বনমধ্যে বহ্নি নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, সেইরূপ শত্রুপক্ষ সংখ্যায় অল্প হইলেও কালসহকারে তাহাদিগের দলপুষ্টি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যিনি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় আপনাকে সঙ্কুচিত ও উত্তেজিত করেন, তিনি ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া সমূহ শত্রুকে এক কালে বিনাশ করিতে পারেন। প্রথমতঃ অর্থীকে বহুকাল-ব্যাপিনী আশা প্রদান করিবে, কাল উপস্থিত হইলে বিঘ্নের কথা উত্থাপন করিবে; নিমিত্ত দ্বারা বিঘ্ন ও হেতু দ্বারা নিমিত্ত প্রকাশ করিবে। শত্রুসংহারকারী রন্ধ্রানুসারী অতি দারুণ সহায়-সংগ্রাহী ছদ্মবেশী রাজা ক্ষুরের ন্যায় শত্রুর প্রাণ সংহার করিয়া থাকেন, অতএব মহারাজ! পাণ্ডব বা অন্য যে কেহ হউক না কেন, তাঁহাদিগের সহিত ন্যায়ানুগত ব্যবহার করিলে আপনি কখনই বিপদে পড়িবেন না এবং নির্ব্বিবাদে আপনার কার্য্য সাধন করিতে পারিবেন। বিশেষতঃ আপনি সর্ব্বকল্যাণ-সম্পন্ন ও কুলশীল-বিশিষ্ট, অতএব পাণ্ডুনন্দন হইতে আপনাকে রক্ষা করুন। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য তাহা কহিলাম, আপনি পুত্র সমভিব্যাহারে পরামর্শ করিয়া যাহা শ্রেয়ঃকল্প হয়, করুন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ উপদেশ দিয়া কণিক স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং ধৃতরাষ্ট্রও তদবধি নিতান্ত শোকাকুল হইলেন।

ভবপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

জতুগৃহপর্ব্বাধ্যায়।

একচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর সুবলনন্দন শকুনি, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও কর্ণ দুষ্ট মন্ত্রণা করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে গমন করিল এবং তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতাকে দগ্ধ করিতে মনস্থ করিল। তত্ত্বদর্শী মহাত্মা বিদুর আকার ও ইঙ্গিত দ্বারা ঐ পামরগণের দুষ্টাভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন। ঐ মহাত্মা পাণ্ডবগণের একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। কুন্তী কুমারগণ সমভিব্যাহারে অনায়াসে পলায়ন করুন, এই অভিপ্রায়ে তিনি এক খানি নৌকা প্রস্তুত করাইলেন। ঐ তরণী বাতসহ, যন্ত্রযুক্ত, পতাকাসুশোভিত ও সুদৃঢ়, বায়ুবেগোত্থিত প্রবল সমুদ্রতরঙ্গও উহাকে হঠাৎ মগ্ন করিতে পারে না। নৌকা প্রস্তুত হইলে বিদুর কুন্তীর নিকটে গমন করিয়া কহিলেন, হে শুভে! কুরুকুলের কীর্ত্তিনাশক বিপরীতবুদ্ধিদুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্র নিত্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, অতএব তুমি এই উত্তালতরঙ্গবেগসহা তরণী আরোহণ করিয়া সন্তানগণ সমভিব্যাহারে ত্বরায় পলায়ন কর, তাহা হইলেই তোমাদিগের প্রাণ রক্ষা হইবে, নচেৎ আর নিস্তার নাই। কুন্তী বিদুরের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ব্যথিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ কুমারগণ সমভিব্যাহারে নৌকারোহণ করিয়া গঙ্গা পার হইলেন। পরে বিদুরদত্ত ধনসম্পত্তি গ্রহণপূর্ব্বক তীরে উত্তীর্ণ হইয়া নির্ব্বিঘ্নে পরম রমণীয় কাননে প্রবেশ করিলেন। এদিকে নিষাদী পঞ্চপুত্র সমভিব্যাহারে পুরোচননির্ম্মিত জতুগৃহে শয়ানা ছিল। ঐ রজনীতে পুরোচন সেই জতুগৃহে বহ্নি প্রদান করিল, সুতরাং উহারা ছয় জন ভস্মসাৎ হইয়া গেল এবং দুর্ম্মতি ম্লেচ্ছাধম পুরো-

চনও ভস্মাবশেষ হইল। নিষাদী ও তাহার পঞ্চ পুত্র ভস্মীভূত হওয়াতে ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা বোধ করিল, কুন্তী পঞ্চ পুত্র সমভিব্যাহারে অগ্নিতে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা যে বিদুরের পরামর্শানুসারে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিল না। যাহা হউক বারণাবতস্থ লোকেরা জতুগৃহ দগ্ধ হইয়াছে দেখিয়া, পাণ্ডবগণের গুণরাশি স্মরণ করিয়া যৎপরোনাস্তি শোক করিতে লাগিল। পরে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে এই সমাচার পাঠাইল, হে কৌরব্য! তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, আর ভয় নাই, তুমি পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিয়াছ; এক্ষণে পুত্রগণ সমভিব্যাহারে নিঃশঙ্কচিত্তে রাজ্য ভোগ কর। ধৃতরাষ্ট্র, জননীসমবেত পাণ্ডবগণের মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পুত্রগণ সমভিব্যাহারে কৃত্রিম শোকপ্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং তদনন্তর ভীষ্ম ও বিদুর বন্ধুবান্ধবগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাদিগের প্রেতকার্য্য সম্পাদন করিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! জতুগৃহ দাহ ও তাহা হইতে পাণ্ডবগণের পরিত্রাণবৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে শ্রবণ করিতে বাসনা করি। হে ব্রহ্মন্! জতুগৃহদাহ অতিশয় দুষ্কর্ম্ম ও নিতান্ত নৃশংস ব্যাপার; উহা শুনিতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া সবিশেষ বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! যেরূপে জতুগৃহ দগ্ধ হয় এবং পাণ্ডবগণ তাহা হইতে মুক্ত হন, তৎসমুদায় সবিস্তর বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ভীমসেনকে মহাবল পরাক্রান্ত ও অর্জ্জুনকে কৃতবিদ্য দেখিয়া সাতিশয় পরিতাপযুক্ত হইল। দুরাত্মা কর্ণ ও শকুনি নানাবিধ উপায় দ্বারা পাণ্ডবগণের হিংসা করিতে লাগিল। পাণ্ডবেরাও বিদুরের মতানুসারে উহার উদ্ভাবন করিতেন না, কেবল যখন যে দুর্ঘটনা উপস্থিত হইত, যথাসাধ্য তাহারপ্রতীকার করিতেন। এদিকে যাবতীয় পুরবাসীরা পাণ্ডবগণকে অশেষগুণসম্পন্ন দেখিয়া সভামধ্যে তাঁহাদিগের গুণগ্রাম বর্ণন করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা কি সভামণ্ডলে কি চত্বরে, একত্র হইলেই কহে যে, মহাত্মা পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠতনয় যুধিষ্ঠির রাজ্য পাইবার উপযুক্ত পাত্র। প্রজ্ঞাচক্ষু রাজা ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ বলিয়া পূর্ব্বে রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন নাই, তবে তিনি কি বলিয়া এক্ষণে ভূপতি হইবেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাব্রত শান্তনুনন্দন ভীষ্ম রাজ্য লইবেন না বলিয়া পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সুতরাং তিনিও রাজ্যভার বহন করিবেন না, অতএব আমরা যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ তরুণবয়স্ক ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবজ্যেষ্ঠকে রাজ্যে অভিষেক করিব। সেই ধর্ম্মাত্মা সত্যশীল, কারুণ্যসম্পন্ন ও বেদবেত্তা; তিনি অবশ্যই শান্তনুতনয় ভীষ্ম ও পুত্রগণসমবেত ধৃতরাষ্ট্রকে যথোচিত পূজা করিবেন এবং তাঁহাদিগকে বিবিধ রাজভোগ প্রদান করিবেন। মূঢ়মতি দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরানুরক্ত পৌরগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি পরিতপ্ত ও ইর্ষান্বিত হইল। এবং সত্বরে স্বীয় পিতা ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে একাকী দেখিয়া পাদবন্দনপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হে পিতঃ! পৌরগণ আপনাকে ও ভীষ্মকে পরিত্যাগ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে রাজা করিতে চাহে, রাজ্যভোগপরাঙ্মুখ ভীষ্মেরও উহাতে সম্পূর্ণ মত আছে। হে নরনাথ! পৌরবর্গের মুখে এই অশ্রেয়স্কর বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার অত্যন্ত মনোব্যথা হইতেছে; দেখুন পূর্ব্বে মহারাজ পাণ্ডু গুণবান্ বলিয়া পিতৃরাজ্য পাইয়াছিলেন, আপনি জন্মান্ধত্বপ্রযুক্ত জ্যেষ্ঠ হইয়াও রাজ্য লাভ করিতে পারেন নাই। এক্ষণেও যদি পাণ্ডুপুত্র যু-

ধিষ্ঠির পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তৎপরে তৎপুত্র, তদনন্তর তদীয় পৌত্র, এইরূপে ক্রমশঃ পাণ্ডুবংশীয়েরাই সুখসাম্রাজ্য ভোগ করিতে রহিল; আমরা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে রাজবংশে থাকিয়া জনগণের নিকটে হীন ও অবজ্ঞাত হইয়া রহিব। পরপিণ্ডোপজীবী লোকেরা সর্ব্বদা নরক ভোগ করে, অতএব হে রাজন্! যাহাতে আমরা ঐ নরক হইতে মুক্ত হইতে পারি এরূপ কোন পরামর্শ করুন। হে মহারাজ! যদি আপনি পূর্ব্বে এই রাজ্য প্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে প্রজাগণ যতই অবশ হউক না কেন, আমরা অবশ্যই রাজত্ব লাভ করিতে পারিতাম।

দ্বিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, প্রজ্ঞাচক্ষুঃ নরাধিপ ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের এবং কর্ণিকের বাক্য শ্রবণ করিয়া দোলাচলচিত্ত ও যৎপরোনাস্তি শোকার্ত্ত হইলেন। দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন কয়েক জনে একত্র বসিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। মন্ত্রণা সমাপ্ত হইলে দুর্য্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে কহিল, হে তাত! যদি আপনি সুনিপুণ কোন কৌশল দ্বারা পাণ্ডবগণকে এখান হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া বারণাবতনগরে পাঠাইতে পারেন, তাহা হইলে আর তাহাদিগের হইতে কিছুমাত্র ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না।

ধৃতরাষ্ট্র তদীয় বাক্য শ্রবণে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিতে লাগিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডু সমস্তজ্ঞাতিবর্গের বিশেষতঃ আমার প্রতি সর্ব্বদা ধর্ম্মানুযায়ী ব্যবহার করিতেন। তিনি আপনার ভোজনাদি কার্য্যেও কিছুমাত্র মনোযোগ করিতেন না এবং প্রত্যহ আমার নিকটে রাজ্যসংক্রান্ত বৃত্তান্তসকল নিবেদন করিতেন। তাঁহার পুত্র যুধিষ্ঠিরও তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ, গুণবান, লোকবিখ্যাত এবং পৌরবগণের প্রিয়। এই রাজ্য তাঁহার পৈতৃক, বিশেষতঃ তিনি সহায়সম্পন্ন; আমি কি প্রকারে তাঁহাকে এখান হইতে বিদায় করিতে পারিব। পাণ্ডু পূর্ব্বে অমাত্যবর্গ, সৈন্যগণ এবং তাহাদিগের পুত্রপৌত্র সকলকে পরম-যত্ন-সহকারে প্রতিপালন করিয়াছেন, এক্ষণে তাহারা সেই পাণ্ডুকৃত পূর্ব্বোপকার স্মরণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের হিত সাধনার্থে আমাদিগকে সবংশে অবশ্যই বিনাশ করিবে।

দুর্য্যোধন কহিল, হে পিতঃ! আপনি যাহা কহিলেন, যথার্থ বটে, কিন্তু তাহাদিগকে ধন ও সমুচিত সম্মান প্রদান দ্বারা পরিতুষ্ট করিলে তাহারা অবশ্যই আমাদিগের সহায় হইবে। এক্ষণে সমুদায় ধন ও অমাত্যবর্গ আমারই অধীন; অতএব আপনি কোন সহজ কৌশল দ্বারা কুন্তী ও পাণ্ডবগণকে ত্বরায় বারণাবতনগরে প্রেরণ করুন। পরে আমরা সমুদায় সাম্রাজ্য হস্তগত করিলে পর কুন্তী পুত্রগণসমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার এস্থানে আগমন করিবে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! তুমি যাহা কহিলে তাহা আমারও অভিপ্রেত বটে, কিন্তু বৎস! এই অভিপ্রায় নিতান্ত পাপপূর্ণ বলিয়া আমি এতাবৎকাল-মধ্যে প্রকাশ করিতে পারি নাই। আর ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও কৃপ ইহাঁরাও কেহ পাণ্ডবগণের নির্ব্বাসনে কদাচ সম্মত হইবেন না। ধর্ম্মশীল কুরুবংশীয়গণ আমাদিগকে ও পাণ্ডবগণকে সমান জ্ঞান করেন; তাঁহারা কখনই পাণ্ডবগণের প্রতি অত্যাচার করিলে সহ্য করিবেন না, অতএব যদি আমরা বিনাপরাধে পাণ্ডবগণকে তাহাদের পৈতৃক রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করি, তাহা হইলে মনস্বী কৌরবেয়গণ ও ভীষ্মাদি ধর্ম্মাত্মারা কেহই আমাদিগকে সমূলে উন্মূলন করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন?

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে তাত! পিতামহ ভীষ্ম আমাদের উভয়পক্ষেই সমপ-

কৃপাচার্য্য দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা আমার অনুগত, সুতরাং দ্রোণাচার্য্যও পুত্রের বিপক্ষ হইতে না পারিয়া আমারই পক্ষে থাকিবেন। মহাত্মা কৃপাচার্য্য স্বীয় ভগিনীপতি দ্রোণ ও ভাগিনেয় অশ্বত্থামাকে কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না, সুতরাং তিনিও আমার পক্ষ হইবেন। ক্ষত্তা বিদুর আমাদিগের অর্থবদ্ধ, কিন্তু বিপক্ষেরা গোপনে তাঁহাকে বশীভূত করিয়াছে, যাহা হউক, তিনি একাকী কখনই আমাদিগের অনিষ্ট করিতে পারিবেন না; অতএব মহাশয়! যাহাতে পাণ্ডুনন্দনগণ মাতৃসমভিব্যাহারে অদ্যই বারণাবতনগরে গমন করে, নিঃশঙ্কচিত্তে শীঘ্র তাহার উপায় করুন। হে রাজন্! পাণ্ডবগণের নিমিত্ত দিবা রাত্রির মধ্যে একবারও নিদ্রা হয় না; তাহারা আমার হৃদয়ে অর্পিত শল্যের ন্যায় ঘোরতর শোকাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছে; আপনি তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়া আমার শোকানল নির্ব্বাণ করুন।

ত্রিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর অনুজগণ-সমবেত দুর্য্যোধন ধন ও সমুচিত সম্মান প্রদান দ্বারা ক্রমে ক্রমে সমুদায় প্রজাগণকে বশীভূত করিল। একদা মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রিগণ ধৃতরাষ্ট্রের পরামর্শানুসারে সভায় বসিয়া কহিল, বারণাবত নগর অতি মহৎ ও পরম রমণীয়; তাহাতে ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতি সর্ব্বদা বিরাজমান আছেন। এই সময়ে তাঁহার পূজনার্থে নানা দিগ্দেশ হইতে জনগণ সর্ব্বরত্ন-সমাকীর্ণ সুরম্য বারণাবতে সমুপস্থিত হইয়াছে। দৈবদুর্ব্বিপাক অখণ্ডনীয়! মন্ত্রিগণের মুখে বারণাবত নগরের প্রশংসা শ্রবণে পাণ্ডুপুত্রগণের মনে তথায় গমন করিবার সাতিশয় বাসনা জন্মিল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে বারণাবত গমনের নিমিত্ত একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত জানিয়া কহিতে লাগিলেন, হে বৎসগণ! সকলে প্রত্যহ আমার নিকটে কহে যে, পৃথিবীর মধ্যে যত স্থান আছে, বারণাবত নগর সর্ব্বাপেক্ষা রমণীয়; অতএব যদি তোমাদিগের তথায় গিয়া আমোদপ্রমোদ করিবার বাসনা থাকে, তবে সবান্ধবে ও সপরিবারে গমন করিয়া অমরগণের ন্যায় বিহার এবং ব্রাহ্মণ ও গায়কগণকে যথাভিলষিত অর্থ প্রদান কর। কিছুদিন পরম সুখে তথায় বাস করিয়া পুনর্ব্বার এই হস্তিনা নগরে প্রত্যাগমন করিও।

ধীমান্ যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শুনিয়া তাঁহার দুষ্টাভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু কি করেন, আপনাকে অসহায় ভাবিয়া অগত্যা "যে আজ্ঞা মহাশয়" বলিয়া তাঁহার আদেশ প্রতিপালনে অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর তিনি শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, মহামতি বিদুর, আচার্য্য দ্রোণ, বাহ্লিক, সোমদত্ত, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবাঃ, যশস্বিনী গান্ধারী, মাননীয় অমাত্যগণ, ব্রাহ্মণবর্গ, তপোধন, পুরোহিত ও পৌরবদিগের নিকটে গমন করিয়া দীনভাবে ও মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, আমরা পরম পূজ্য পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে সপরিবারে জনাকীর্ণ ও পরম রমণীয় বারণাবত নগরে চলিলাম, আপনারা প্রসন্নমনে আশীর্ব্বাদ করুন; আপনাদের আশীর্ব্বাদপ্রভাবে কদাচ কোন অমঙ্গল আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্নবদনে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন, এবং কহিতে লাগিলেন, হে পাণ্ডুনন্দন! তোমাদের মঙ্গল হউক, পথে যেন কোন হিংস্র প্রাণী হইতে তোমাদের অমঙ্গল না ঘটে। পাণ্ডুপুত্রেরা গুরুজনের এইরূপ আশীর্ব্বাদে পরিতুষ্ট হইয়া রাজ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত যাব-

ভীয় শুভ কর্ম্ম সমাধা করিয়া বারণাবত নগরে প্রস্থান করিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুপুত্রগণকে বারণাবত নগরে গমন করিতে আদেশ করিলে দুরাত্মা দুর্য্যোধনের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। ঐ দুর্ম্মতি পুরোচননামা সচিবকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া তাহার দক্ষিণ হস্ত ধারণপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হে পুরোচন! ধনসম্পত্তিসম্পন্ন এই বিপুল রাজ্য কেবল আমারই নহে, ইহাতে তোমারও অধিকার আছে; অতএব ইহা রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দেখ, যাহার সহিত মিলিত হইয়া অসন্দিগ্ধচিত্তে মন্ত্রণা করি, তোমাভিন্ন আমার এমন বিশ্বস্ত সহায় আর কেহই নাই; অতএব হে তাত! তোমার সহিত যে মন্ত্রণা করিতেছি, তুমি তাহা কদাচ প্রকাশ করিও না। সুনিপুণ উপায় দ্বারা আমার শত্রুদিগকে বিনাশ কর; যাহা বলিতেছি, কোনক্রমে যেন তাহার অন্যথা না হয়। অদ্য পাণ্ডবগণ পিতার আদেশানুসারে বিহারার্থ বারণাবত নগরে গমন করিবে। তুমি দ্রুতগামী অশ্বতরযোজিত রথে আরোহণ করিয়া যাহাতে অদ্যই তথায় গমন করিতে পার, তাহার বিশেষ চেষ্টা পাও। নগরে উপস্থিত হইয়া উহার প্রান্ত দেশে সুসংবৃত ও মহাধন এক চতুঃশাল গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া রাখিবে; তাহাতে শণ ও সর্জ্জরসপ্রভৃতি যাবতীয় বহ্নিভোজ্য দ্রব্য প্রদান করাইবে। মৃত্তিকাতে প্রচুরপরিমাণে ঘৃত, তৈল, বসা ও লাক্ষাদি মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা ঐ গৃহের প্রাচীরে লেপ দেওয়াইবে। চতুর্দ্দিকে শণ, তৈল, ঘৃত, জতু, ও কাষ্ঠপ্রভৃতি আগ্নেয় দ্রব্যসমুদায় রক্ষা করিবে; কিন্তু এই সমস্ত বস্তু এমন গোপনীয়ভাবে স্থাপন করিয়া রাখিবে যে পাণ্ডবগণ বা অন্য ব্যক্তি বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিলেও যেন সেই গৃহ আগ্নেয় বলিয়া কোনক্রমে বুঝিতে না পারে। গৃহ নির্ম্মিত হইলে সুহৃদ্গণ-সমবেত পাণ্ডবদিগকে ও কুন্তীকে পরম সমাদরে সম্মানপূর্ব্বক লইয়া গিয়া উহার মধ্যে বাস করিতে দিবে। উহাদিগকে এরূপ দিব্য আসন, যান ও শয্যাপ্রদান করিবে যে পিতা যেন তাহাতে পরম পরিতুষ্ট হন। কিয়দ্দিন অতীত হইলে যখন পাণ্ডবেরা বিশ্বস্ত হইয়া অকুতোভয়ে গৃহমধ্যে শয়ান থাকিবে, সেই সময়ে তুমি উহার দ্বারদেশে অগ্নি প্রদান করিবে। তৎপরে ঐ অগ্নিদ্বারা বারণাবতনগরস্থ লোকদিগের গৃহ দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে তাহারা প্রবুদ্ধ হইয়া মনে করিবে যে অকস্মাৎ অগ্নি লাগিয়া নগর দগ্ধ হইতেছে। হে ধীমন্! তাহা হইলে আমাদিগকে কখনই মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণের বধজনিত কলঙ্কে কলুষিত হইতে হইবে না।

পাপাত্মা পুরোচন দুর্য্যোধনের মন্ত্রণা শ্রবণ করিয়া যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকারপূর্ব্বক শীঘ্রগামী অশ্বতরযোজিত রথে আরোহণ করিয়া বারণাবত নগরে গমন করিল এবং তথায় দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের আদেশানুরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করাইতে লাগিল।

পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! এদিকে পাণ্ডবগণ বারণাবত নগরে গমনজন্য বায়ুবেগগামী সদশ্বযুক্ত রথে আরোহণসময়ে পিতামহ ভীষ্ম, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, মহাত্মা দ্রোণ, কৃপ, ও বিদুরপ্রভৃতি সমুদায় কুরুবংশীয় ও অন্যান্য বৃদ্ধগণকে প্রণাম করিলেন। সমকক্ষ ব্যক্তিদিগকে আলিঙ্গন করিলেন; বালকগণ তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিল। তদনন্তর তাঁহারা সমস্ত মাতৃগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ করিলেন, এবং সমুদায় প্রজা-

গণকে বিনয়-নম্রবচনে সাদর সম্ভাষণ করিয়া রথে আরোহণ-পূর্ব্বক বারণাবত নগরে যাত্রা করিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর-প্রভৃতি কতকগুলি কুরুবংশীয় ও পৌরবর্গ শোকাকুলিতচিত্তে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে কতিপয় সাহসিক ব্রাহ্মণ পাণ্ডুনন্দনগণের দুঃখে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া নির্ভয়চিত্তে কহিতে লাগিলেন "কুরুকুল-কলঙ্কী মন্দবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র কেন এরূপ অধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। দেখ, মহাত্মা মাদ্রীনন্দনদ্বয়, পুণ্যশীল যুধিষ্ঠির, মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন, ও ধনঞ্জয় ইহাঁরা কখনই ধৃতরাষ্ট্রের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন নাই; তথাপি তিনি ইহাঁদিগকে স্বীয় পিতৃরাজ্যে অধিকার প্রদান করিলেন না। মহাত্মা ভীষ্মই বা কিপ্রকারে পাণ্ডবগণের নির্বাসনরূপ নিতান্ত অধর্ম্ম্য ও একান্ত অশ্রদ্ধেয় বিষয়ে অনুমোদন করিলেন। পূর্ব্বে শান্তনুনন্দন নরপতি বিচিত্রবীর্য্য, তৎপরে তাঁহার পুত্র রাজর্ষি পাণ্ডু পিতার ন্যায় আমাদিগকে প্রতিপালন করিতেন। সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু সুরলোকে গমন করিয়াছেন। সম্প্রতি দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার পুত্রগণের সহিত নৃশংস ব্যবহার করিতেছে; অতএব চল, আমরা এই বিষয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া আপন আপন গৃহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক এই রম্য হস্তিনা নগর হইতে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের অনুগামী হই"। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শোকাকুল ব্রাহ্মণগণের বাক্যশ্রবণে ও পৌরগণের দুঃখদর্শনে দুঃখিত হইয়া ক্ষণকাল মনে মনে চিন্তা করিয়া কহিলেন, নরপতি ধৃতরাষ্ট্র আমাদিগের পিতৃতুল্য; তিনি যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা অশঙ্কিতচিত্তে প্রতিপালন করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনারা আমাদিগের পরম সুহৃৎ, এক্ষণে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হউন; কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে আমাদের প্রিয় ও হিতসাধন করিবেন। তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর তথাস্তু বলিয়া পাণ্ডবগণকে প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া হস্তিনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পৌরগণ প্রতিনিবৃত্ত হইলে সুচতুর, ধৃতরাষ্ট্রের কৌশলজ্ঞ, সর্ব্বধর্ম্মবিৎ, ও প্রাজ্ঞ বিদুর সঙ্কেত দ্বারা পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটে দুর্য্যোধনকৃত মন্ত্রণার মর্ম্মোদ্ঘাটন-পূর্ব্বক এই প্রকার কহিতে লাগিলেন, " যে ব্যক্তি নীতিশাস্ত্রানুসারিণী পরমতির অভিজ্ঞ হয়, তাঁহার উচিত এই যে, যাহাতে আপদ্ হইতে নিস্তার পাওয়া যায়, সর্ব্বদা এরূপ চেষ্টা করেন। তৃণরাশির মধ্যে বিবর খনন করিয়া অবস্থিতি করিলে তৃণদাহক ও শৈত্যনাশক হুতাশন কখনই দগ্ধ করিতে পারে না, যে ব্যক্তি ইহা জানে সে আত্মরক্ষা করিতে পারে। শত্রুদিগের কুমন্ত্রণারূপ অস্ত্র লৌহনির্ম্মিত নহে, অথচ শরীর ছেদন করে; যিনি ইহা জানেন, শত্রুবর্গ তাঁহাকে কখনই নষ্ট করিতে পারে না। যে ব্যক্তি অন্ধ সে পথ বা দিক্‌নির্ণয় করিতে পারে না, ও অধীর লোকের বুদ্ধিস্থৈর্য্য থাকে না, আমি এই কথা মাত্র বলিলাম, বুঝিয়া লও। সর্ব্বদা ভ্রমণ করিলে পথ জানিতে পারা যায়, নক্ষত্রদ্বারা দিঙ্নির্ণয় হইতে পারে, এবং যে ব্যক্তি আপনার পঞ্চেন্দ্রিয় বশীভূত রাখিতে পারে, সে অবসন্ন হয় না।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, সুবিদ্বান্ বিদুরের এই কথা শুনিয়া " বুঝিলাম " এই মাত্র উত্তর প্রদান করিলেন। মহাত্মা বিদুর এইরূপে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ প্রদান করিয়া পাণ্ডবগণের অনুজ্ঞা গ্রহণ-পূর্ব্বক সবিষাদচিত্তে নিজ গৃহে গমন করিলেন। পরে ভীষ্ম, বিদুর ও পুরবাসিগণ প্রতিনিবৃত্ত হইলে

পর, কুন্তী যুধিষ্ঠিরের সন্নিকটে গমন করিয়া কহিলেন, বৎস! ক্ষত্তা জনতামধ্যে গোপনীয়ভাবে তোমাকে যাহা কহিলেন, এবং তুমি ও তাঁহাকে "বুঝিলাম" বলিয়া উত্তর প্রদান করিলে, কিন্তু আমরা ত তাহার কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না; যদি উহা প্রকাশ করিলে কোন হানি না হয়, তবে আমাদিগকে সবিস্তর প্রকাশ করিয়া বল, শুনিতে নিতান্ত বাসনা হইতেছে। যুধিষ্ঠির মাতার বচন শ্রবণানন্তর অতি বিনীত বচনে কহিলেন, মাতঃ! বিদুর আমাকে কহিলেন যে, দুর্য্যোধন তোমাদিগকে দগ্ধ করিবার মানসে জতুগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে, তোমরা অত্যন্ত সাবধানে বিচরণ করিবে, সমুদায় পথ উত্তম রূপে চিনিয়া রাখিবে ও সর্ব্বদা জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকিবে, তাহা হইলেই অচিরাৎ রাজ্য লাভ করিতে পারিবে। আমি তাঁহার ঐ উপদেশবাক্য শ্রবণানন্তর, বুঝিয়াছি বলিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলাম। হে নৃপতিসত্তম জনমেজয়! তদনন্তর মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণ ফাল্গুনমাসীয় অষ্টম দিবসে রোহিণী নক্ষত্রে বারণাবত নগরে সমুত্তীর্ণ হইলেন।

ষট্‌চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বারণাবতবাসী প্রজারা পাণ্ডুপুত্রগণের শুভাগমনবার্ত্তা শ্রবণে পরমপ্রীত হইয়া দর্শনমানসে হস্ত্যশ্বরথ-প্রভৃতি নানা যানে আরোহণ করিয়া আগমন করিতে লাগিল। ক্রমে সকলে রাজকুমারদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া জয়াশীর্ব্বাদ প্রয়োগ-পুরঃসর তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল। নরশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বারণাবতবাসী জনগণে পরিবৃত হইয়া অমরসমাজ-মধ্যবর্ত্তী সুররাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পৌরবর্গ পাণ্ডবগণের সমুচিত সম্মান ও সৎকার করিল। তাঁহারাও তাহাদিগকে যথোচিত বিনয়-সম্ভাষণে পরিতৃপ্ত করিয়া পরম রমণীয় জনাকীর্ণ বারণাবত নগরে প্রবেশ করিলেন। পুর-প্রবেশানন্তর তাঁহারা প্রথমতঃ স্বকার্য্য-নিরত ব্রাহ্মণগণের নিকেতনে, পরে নগরাধিকারিদিগের ভবনে, তৎপরে রথিদিগের নিলয়ে, পরিশেষে বৈশ্য ও শূদ্রগণের গৃহে গমন করিলেন। তাঁহারা সকলেই পাণ্ডবগণকে যথোচিত সমাদরপুরঃসর পূজা করিলেন। তখন মাতৃসমবেত পাণ্ডুনন্দনগণ পুরোচন-সমভিব্যাহারে বাসোপযোগী নির্দ্দিষ্ট সুরম্য হর্ম্ম্যে গমন করিলেন। পুরোচন তাঁহাদিগকে অত্যুৎকৃষ্ট ভক্ষ্য, পেয়, আসন ও শয্যাপ্রভৃতি সমুদায় রাজভোগ্য দ্রব্য প্রদান করিল। এইরূপে পুরোচনকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া সমাতৃক পাণ্ডবগণ দশ দিন তথায় বাস করিলেন। পৌরবর্গ প্রত্যহ তাঁহাদিগকে উপাসনা এবং পরিচর্য্যায় প্রীত ও প্রসন্ন করিল।

একাদশ দিনে পাপাত্মা পুরোচন স্বীয় অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার মানসে কৌতুকোৎপাদন করিয়া পাণ্ডবগণকে স্বনির্ম্মিত জতুগৃহে লইয়া তথায় বাস করিবার অনুরোধ করিল। ঐ অশিব-বিধায়ক গৃহের নাম শিব রাখিয়া ছিল। মাতৃসমভিব্যাহারী পাণ্ডবগণ পুরোচনের বচনানুসারে উহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির গৃহ-প্রবেশপূর্ব্বক ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেখ ভাই! এই গৃহ ঘৃত ও জতুমিশ্রিত বসাগন্ধে পরিপূর্ণ; আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে, ইহা আগ্নেয়। গৃহনির্ম্মাণদক্ষ বিপক্ষের পক্ষে বিশ্বস্ত শিল্পিগণ শণ, সর্জ্জরস এবং ঘৃতাক্ত মুঞ্জ, বলজ ও বংশপ্রভৃতি উপাদানে ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছে। দুর্য্যোধন-বশবর্ত্তী দুরাত্মা পুরোচন তুষ্টিকর ব্যবহার দ্বারা বিশ্বাস জন্মাইয়া দগ্ধ করিবার বাসনায় আমাদিগকে এই বিষম আগ্নেয় গৃহে আনয়ন করিয়াছে। অসাধারণ-ধীশক্তি-

সম্পন্ন পিতৃষ্য বিদুর শত্রুগণের আকরেঙ্গিত দ্বারা তাহাদের দুষ্টাভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

ভীমসেন যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহাশয়! যদি এই গৃহ আগ্নেয় বলিয়া স্পষ্ট বোধ হইয়া থাকে, তবে আসুন, আমরা যেখানে ছিলাম, এক্ষণে সেই স্থানেই গমন করিয়া বাস করি। যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতঃ! উত্তমরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমাদের এই খানেই বাস করা কর্ত্তব্য, কিন্তু আমরা অব্যক্তাকার ও অপ্রমত্ত হইয়া এস্থান হইতে পলায়ন করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকিব; নচেৎ যদি পুরোচন অনুপরিমাণেও আমাদের ইঙ্গিত বুঝিতে পারে, তাহা হইলে অতি শীঘ্রই আমাদিগকে ভস্মসাৎ করিবে। ঐ পাপাত্মা, পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী; ও কি অধর্ম্ম, কি লোক নিন্দা, কিছুতেই ভীত নহে। হে বৃকোদর! দেখ এই শত্রুনির্ম্মিত জতুগৃহ দগ্ধ হইলে পর পিতামহ, ভীষ্ম ও অন্যান্য কুরুবংশীয় মহাত্মারা, "এই অধর্ম্ম অস্বর্গ্য কর্ম্ম কে করিল? এবং কি নিমিত্তই বা এঘটনা ঘটিল" বলিয়া অবশ্যই সাতিশয় ক্রোধান্বিত হইবেন; কিন্তু যদি আমরা দাহভয়ে ভীত হইয়া এস্থান পরিত্যাগ করিয়া হস্তিনাপুরে পুনর্ব্বার প্রস্থান করি, তাহা হইলে রাজ্যলুব্ধ দুরাত্মা দুর্য্যোধন বলপূর্ব্বক আমাদিগকে সংহার করিবে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে সেই দুরাত্মা পদস্থ, আমরা অপদস্থ; সে সহায়বান্, আমরা অসহায়; সে ধনবান্, অমরা নির্ধন; সে মনে করিলেই কোন না কোন উপায় দ্বারা আমাদিগকে বধ করিতে পারিবে; অতএব আমরা দুরাত্মা দুর্য্যোধন ও পুরোচনকে বঞ্চনা করিয়া, এস্থান হইতে গোপনীয়ভাবে পলায়ন করিয়া প্রচ্ছন্নরূপে ইতস্ততঃ বাস করিব। সম্প্রতি মৃগয়াচ্ছলে নানা দেশ ভ্রমণ করিলে পলায়নকালে কোন পথই আমাদের অবিদিত থাকিবে না। আমরা অদ্যাবধি এই গৃহমধ্যে এক গহ্বর প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে গূঢ়োচ্ছ্বাস হইয়া বাস করিব, তথায় প্রদীপ্ত হুতাশন কখনই আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। ঐ গর্ত্তমধ্যে এরূপ গোপনীয়ভাবে আমাদিগকে থাকিতে হইবে, যেন পাপাত্মা পুরোচন বা অত্রস্থ অন্য কেহ জানিতে না পারে।

সপ্তচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! ইতিমধ্যে এক দিবস বিদুরের সখা এক জন খনক পাণ্ডবগণের নিকটে সমুপস্থিত হইয়া নির্জ্জনে নিবেদন করিল, হে মহাত্মগণ! আমি খনক, পরম হিতৈষী বিদুর প্রাণপণে পাণ্ডবগণের প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান ও হিত সাধন করিতে আমাকে এস্থানে পাঠাইয়াছেন, এক্ষণে অনুমতি করুন, আপনাদের কি প্রিয় অনুষ্ঠান করিব? দুরাত্মা পুরোচন কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে রজনীযোগে গৃহদ্বারে অগ্নি প্রদান করিবে। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন আপনাদিগকে মাতৃসমভিব্যাহারে দগ্ধ করিবার মানসে পুরোচনকে কুমন্ত্রণা প্রদান করিয়াছে। আমার কথায় বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য আপনাকে মহাত্মা বিদুর এই কথা কহিতে বলিয়াছেন, যে "তিনি আগমনকালে ম্লেচ্ছভাষায় আপনাকে কিছু বলিয়াছিলেন, আপনিও বুঝিলাম বলিয়া তাঁহাকে উত্তর দিয়াছিলেন।"

সত্যপুরায়ণ বৃষ্ণীনন্দন যুধিষ্ঠির খনকের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে কহিলেন, সৌম্য! আমি তোমাকে দেখিয়াই দৃঢ়ভক্তিশালী, বিশুদ্ধান্তঃকরণ, মহাত্মা বিদুরের প্রিয় বন্ধু বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি। তিনি সর্ব্বজ্ঞ; সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তির কিছুই অবিজ্ঞাত থাকে না। তুমি বিদুরের ন্যায় আমাদেরও পরম সুহৃৎ; সেই ধর্ম্মাত্মা বিদুর যেমন আমাদিগকে রক্ষা করেন, সেইরূপ

তুমিও আমাদের রক্ষা কর। দুরাত্মা পুরোচন দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে আমাদিগকে দগ্ধ করিবার জন্য এই আগ্নেয় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ধনবান্ ও সহায়বান্; সে চিরকাল আমাদিগের হিংসা করে; আমরা নিহত হইলেই তাহার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হয়। তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই দারুণ অগ্নিভয় হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ কর। দুরাত্মা দুর্য্যোধন এই জতুগৃহের রন্ধ্রমধ্যে অস্ত্রশস্ত্র এরূপ কৌশলে রাখিয়াছে, যে আমরা এই গৃহে থাকিয়া কোন ক্রমে অগ্নিহইতে যদিও মুক্ত হইতে পারি, অস্ত্র হইতে কোন মতেই পরিত্রাণ পাইতে পারিব না। ধর্ম্মশীল বিদুর দুর্য্যোধনের এই কুমন্ত্রণা জানিতে পারিয়া সঙ্কেতে আমার নিকটে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। হে সৌম্য! এক্ষণে আমরা এই বিপদগ্রস্ত হইয়াছি; তুমি পুরোচনের অজ্ঞাতসারে এই আপদ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর।

খনক যুধিষ্ঠিরের বচনান্তে তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিয়া বহু যত্ন সহকারে পরিখা খননচ্ছলে সেই গৃহের মধ্যে এক মহাগর্ত্ত প্রস্তুত করিল। গর্ত্ত প্রস্তুত হইলে পর পাছে পুরোচন উহা বুঝিতে পারে, এই ভয়ে কবাটদ্বারা উহার মুখ রুদ্ধ করিয়া তাহার উপরিভাগে মৃত্তিকা দিয়া এরূপ সমতল করিয়া রাখিয়াছিল যে, সহসা সন্দর্শন করিলে উহার নিম্ন ভাগে গর্ত্ত আছে বলিয়া বুঝিতে পারা নিতান্ত দুঃসাধ্য।

পাণ্ডবগণ পুরোচনকে বঞ্চনা করিবার মানসে বিশ্বস্তের ন্যায় দিবাভাগে মৃগয়াচ্ছলে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন, রজনীযোগে খনককৃত গহ্বরে শয়ন করিয়া শঙ্কিতচিত্তে সর্ব্বদা অপ্রমত্ত হইয়া কাল যাপন করিতেন। পাণ্ডবগণের ঐ গোপনীয় ব্যাপার বিদুরের পরম সুহৃৎ সেই খনকসত্তম ব্যতীত অন্য কেহই জানিতে পারে নাই।

অষ্টচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবগণের বারণাবত নগরে সম্বৎসর পূর্ণ হইলে, দুর্ম্মতি পুরোচন তাঁহাদিগকে একান্ত বিশ্বস্ত জ্ঞান করিয়া মনে মনে পরম সন্তুষ্ট হইল। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাহাকে পরিতুষ্ট দেখিয়া স্বীয় ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! পাপাত্মা পুরোচন আমাদিগকে বিশ্বস্ত জ্ঞান করিয়াছে; আমরা কপট ব্যবহার দ্বারা দুরাত্মাকে বঞ্চিত করিয়াছি; সম্প্রতি আমাদের পলায়নের সময় উপস্থিত হইয়াছে; অদ্য আয়ুধাগারে অগ্নি প্রদানপূর্ব্বক পুরোচনকে ভস্মসাৎ করিয়া ছয় জনকে এখানে রাখিয়া অলক্ষিতরূপে পলায়ন করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যেদিন যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত এই পরামর্শ করেন, সেই দিবস রাত্রিকালে ভোজরাজনন্দিনী দানপ্রসঙ্গে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করান, স্ত্রীলোকেরাও তথায় উপস্থিত হয়। তাহারা ইতস্ততঃ বিচরণপূর্ব্বক অভিমত পানভোজন সমাধান করিয়া কুন্তীর নিকটে বিদায় লইয়া স্ব স্ব নিকেতনে প্রতিগমন করিল। ক্ষুধাতুরা এক নিষাদী কালপ্রেরিত হইয়া অন্নলাভপ্রত্যাশায় পঞ্চ পুত্র সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। কুন্তিভোজ দুহিতা দয়ার্দ্রচিত্তে উত্তমরূপে তাহাদিগকে পানভোজন করাইলেন। নিষাদী পুত্রগণ সমভিব্যাহারে প্রচুরপরিমাণে মদ্য পান করিয়া হতজ্ঞান ও মৃতকল্প হইয়া সেই স্থানেই অবস্থান করিল। এদিকে ক্রমে রজনী অধিকা হইল; নগরস্থ সমস্ত লোক নিদ্রায় অভিভূত; তৎকালে ভগবান্ সমীরণ নিরপরাধ পাণ্ডবগণের প্রতি সদয় হইয়াই যেন তাঁহাদের সাহায্য করিবার মানসে প্রবল বেগে বহিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন উত্তম সুযোগ বুঝিতে পারিয়া

অগ্রে পুরোচনের গৃহে, পরে জতুগৃহের দ্বারে, তৎপরে সেই বাটীর চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রদান করিয়া যখন বুঝিতে পারিলেন, যে অগ্নি সর্ব্বতঃ প্রদীপ্ত হইয়াছে, তখন ভ্রাতৃগণ ও মাতার সহিত খনকনির্ম্মিত গহ্বরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে অগ্নির উত্তাপ ও শব্দ প্রবল হইয়া উঠিল। হুতাশনের উগ্র তাপ ও কঠোর শব্দপ্রভাবে পৌরগণ জাগরিত হইল। তাহারা পাণ্ডবগণের আবাস দগ্ধ হইতেছে দেখিয়া, সাতিশয় দুঃখিত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, দেখ! দুরাত্মা পুরোচন, পাণ্ডবদ্বেষী কুরুকুলকলঙ্ক পাপাত্মা দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে নিরপরাধ সুবিশ্বস্ত সমাতৃক পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবার মানসে এই গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল; এক্ষণে ইহাতে অগ্নি প্রদান করিয়া স্বীয় মনস্কামনা সিদ্ধ করিল। ধর্ম্মের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! দুরাত্মা আপনিও এই প্রদীপ্ত হুতাশনে দগ্ধ হইয়াছে; পাপাত্মা ধৃতরাষ্ট্রকে ধিক্, উহার কি দুর্ব্বুদ্ধি! ঐ দুরাত্মা পরমাত্মীয় স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে শত্রুর ন্যায় অনায়াসে দগ্ধ করাইল। বারণাবতনগরস্থ লোকগণ দহ্যমান জতুগৃহের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল।

এদিকে মাতৃসমবেত পাণ্ডবেরা গর্ত্ত দিয়া অতিকষ্টে বহির্গত হইয়া দ্রুত বেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। একে রজনীজাগরণ তাহাতে আবার গৃহদাহভয়। ভীম ব্যতীত সকলেই দ্রুতগমনে অসক্ত হইয়া পদে পদে স্খলিত হইতে লাগিলেন। তখন মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদর মাতাকে স্কন্ধদেশে, নকুল ও সহদেবকে ক্রোড়ে করিয়া লইলেন এবং যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনকে হস্তদ্বয়ে ধরিয়া বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বক্ষের আঘাতে বনরাজি ও তরুগণ ভগ্ন ও পদাঘাতে ধরাতল বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

ঊনপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতকুল-প্র- [illegible]! পাণ্ডবগণ বারণাবত নগর হইতে বনে পলায়ন করিলে, মহাত্মা বিদুর এক জন সুবিশ্বস্ত পুরুষকে তাঁহাদের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। সেব্যক্তি তাঁহাদের অনুসরণ করিতে করিতে দেখিল যে, মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণ নদীকূলে দণ্ডায়মান হইয়া উহার জল পরিমাণ করিতেছেন। অলৌকিক-ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা বিদুর অগ্রেই দুরাত্মা দুর্য্যোধনের দুষ্ট চেষ্টিত বুঝিতে পারেন, পরে তাঁহার চরও তাহা বুঝিতে পারে, একারণ সে প্রিয় হয়; কিন্তু বিদুর তাহাকেই পাণ্ডবদিগের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। সে ব্যক্তি পবিত্র ভাগীরথীকূলে মনোমারুতগামিনী চন্দ্রপতাকাশালিনী বাতসহা নৌকা লইয়া পাণ্ডবদিগের নিকটে উপস্থিত করিল এবং তাঁহাদের বারণাবতে আসিবার সময়ে বিদুর যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন, সেই সাঙ্কেতিক বাক্যে প্রতীতি জন্মাইয়া কহিল, হে মহানুভব! সর্ব্বার্থবেত্তা মহাত্মা বিদুর তোমাদিগকে কহিয়া দিয়াছেন, যে তোমরা কর্ণ, ভ্রাতৃগণ সমবেত দুর্য্যোধন ও শকুনিকে সংগ্রামে পরাজয় করিবে। হে মহাত্মন্! এক্ষণে এই তরঙ্গসহা সুখগামিনী তরণী উপস্থিত, ইহার দ্বারা আপনারা নিঃসন্দেহ এই সমস্ত দেশ অতিক্রম করিতে পারিবেন।

অনন্তর নাবিক মাতৃসমবেত পাণ্ডুনন্দনগণকে সাতিশয় ব্যথিত দেখিয়া তাঁহাদিগকে নৌকায় আরোহণ করাইয়া নৌকা বাহিয়া চলিল। গমনকালে নাবিক কহিল, মহাত্মা বিদুর উদ্দেশে আপনাদিগকে আলিঙ্গন ও মস্তকাঘ্রাণ করিয়া কহিয়াছেন, যে গমনকালে পথে যেন কোন বিপদ্ না ঘটে। বিদুরপ্রেষিত নাবিক এই কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে ভাগীরথীর অপর পারে উত্তীর্ণ করিয়া জয়াশীর্ব্বাদ প্রয়ো-

গপুরঃসর বিদায় প্রার্থনা করিল। তখন পাণ্ডবগণ বিদুরকে আপনাদিগের প্রণাম জানাইতে কহিয়া নাবিককে বিদায় দিলেন। নাবিক স্বস্থানে প্রস্থান করিল, পাণ্ডবগণও মাতৃ-সমভিব্যাহারে অতি সত্বরে তথা হইতে গমন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রজনী প্রভাত হইলে পৌরগণ পাণ্ডুনন্দনদিগকে দেখিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিয়া অগ্নি নির্ব্বাণানন্তর দেখিল যে, জতুগৃহ দগ্ধ হইয়াছে, এবং অমাত্য পুরোচন ভস্মসাৎ হইয়াছে। তখন তাহারা যৎপরোনাস্তি শোকার্ত্ত হইয়া রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিল "হায়! পাপকর্ম্মা দুর্য্যোধনই পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত এই গর্হিত কার্য্য করিয়াছে। এই কর্ম্ম অবশ্যই ধৃতরাষ্ট্রের জ্ঞাতসারে হইয়াছে। তিনিও স্বীয় পুত্রকে ঐ গর্হিতানুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত করেন নাই, মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও কৃপ ইহারাই বা কি বলিয়া এই নৃশংস কার্য্যানুষ্ঠানে অনুমোদন করিলেন। যাহা হউক আইস আমরা দুরাচার ধৃতরাষ্ট্রের নিকট "তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে, তুমি পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিয়াছ" বলিয়া সংবাদ পাঠাই।

তদনন্তর পৌরগণ পাণ্ডবগণের অন্বেষণার্থে অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে করিতে ভস্মীভূত নিরপরাধ নিষাদী ও তাহার পঞ্চ পুত্রকে দেখিতে পাইলেন; তাহারা উহাদিগকেই পঞ্চ পুত্র সমবেত কুন্তী বলিয়া স্থির করিল। খনক জতুগৃহ পরিষ্কার করিবার ছলে স্বকৃত গহ্বর পাংশুদ্বারা এরূপ পুরাইয়া দিল যে, কেহই উহারবিন্দুবিসর্গমাত্রও অনুসন্ধান পাইল না। তৎপরে পৌরগণ, গৃহদাহে মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণ ও অমাত্য পুরোচন দগ্ধ হইয়াছে, এই সংবাদ ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে পাঠাইল। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের বিনাশ বার্ত্তা শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন "হায়! মাতৃসমবেত যুধিষ্ঠিরাদি বীরগণ বিনষ্ট হওয়াতে এত দিনের পর আমার ভ্রাতা পাণ্ডু মৃত হইলেন। মদীয় অধিকৃত পুরুষেরা অতি ত্বরায় বারণাবত নগরে গমন করিয়া পাণ্ডবদিগের ও কুন্তিরাজপুত্রী কুন্তীর সৎকার করুক এবং তাঁহাদিগের স্বর্গার্থে তথায় বৃহৎ বৃহৎ কৃত্রিম নদী প্রস্তুত করুক। আর যাহারা ঐ স্থানে মরিয়াছে তাহাদের সুহৃদ্বর্গও তথায় গমন করুক। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে এক্ষণে ধনব্যয় দ্বারা কুন্তী ও পাণ্ডবগণের পারত্রিক হিতসাধন যতদূর হইতে পারে তাহাতে যেন কোন প্রকারে ত্রুটি না হয়।"

অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ পরিদেবনানন্তর জ্ঞাতিবর্গ সমভিব্যাহারে সমাতৃক পাণ্ডুনন্দনগণের উদকক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। সকলেই শোকপরবশ হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ হা যুধিষ্ঠির! হা ভীমসেন! হা অর্জ্জুন! হা নকুল! হা সহদেব! এবং হা কুন্তী! বলিয়া শোক করিতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত পৌরবর্গ পাণ্ডবগণের নাম করিয়া যৎপরোনাস্তি অনুতাপ করিতে লাগিল। কেবল সর্ব্ববৃত্তান্তজ্ঞ বিদুর লোক প্রত্যয়ের নিমিত্ত অতি অল্পমাত্র কৃত্রিম শোক প্রকাশ করিলেন।

এদিকে পাণ্ডবগণ মাতৃসমভিব্যাহারে রজনীযোগে বারণাবতনগর হইতে বহির্গমনানন্তর নৌকারোহণ পূর্ব্বক নাবিকগণের ভুজবল, নদীর স্রোতোবেগ ও বায়ুর অনুকূলতাবশতঃ অতি ত্বরায় গঙ্গা পার হইলেন। পরে নক্ষত্রদ্বারা দিঙ্নির্ণয় করিয়া স্থলপথে ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পথিমধ্যে এক মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া একান্ত পরিশ্রান্ত, ও নিতান্ত

পিপাসার্ত্ত এবং নিদ্রান্ধ হইয়া ভীমসেনকে কহিলেন, দেখ এই নিবিড় অরণ্যানীমধ্যে আমাদের সাতিশয় কষ্ট হইতেছে; আমরা কোন প্রকারেই দিঙ্নির্ণয় করিতে পারিতেছি না; চলিতে নিতান্ত অসমর্থ হইতেছি, সেই দুরাত্মা পুরোচন দগ্ধ হইয়াছে কিনা তাহাও জানিতে পারিলাম না, এক্ষণে কিরূপে এই বিষম ভয় হইতে বিমুক্ত হই। তুমি আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্, অতএব তুমিই পূর্ব্বের ন্যায় আমাদিগকে লইয়া চল। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বাক্যে স্বীয় জননী কুন্তী ও ভ্রাতৃগণকে পূর্ব্বের ন্যায় লইয়া বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিলেন।

একপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনের গমন কালে তদীয় ঊরুবেগে বনস্থ বৃক্ষসকল শাখা প্রশাখার সহিত কম্পমান হইতে লাগিল। তাঁহার জঙ্ঘাপবনে পার্শ্বস্থ বৃক্ষ ও লতা সকল ভূতলশায়ী হইল, তিনি সমীপস্থ ফল পুষ্পাবনত বৃক্ষসমুদায় ভগ্ন করত গমন করিয়া ক্রোধান্বিত তেজস্বী মদস্রাবী ষষ্টিবর্ষবয়স্ক মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অন্যান্য পাণ্ডবগণ ভীমের গমনবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া মুর্চ্ছিত প্রায় হইলেন। ভীমসেন উন্নত ও বিষম প্রদেশে স্বীয় জননী কুন্তীকে অতি সাবধানে পৃষ্ঠে করিয়া বহন করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা অতিকষ্টে অনেক বন অতিক্রম করিয়াও দুরাত্মা দুর্য্যোধনের ভয়ে প্রচ্ছন্নবেশে যাইতে লাগিলেন। ক্রমে সায়ং কাল উপস্থিত হইল, ঐ সময়ে তাঁহারা আর এক নিবিড় অরণ্যানীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ অরণ্যে জল বা কোন প্রকার ফলমূল কিছুই নাই। উহার চতুর্দ্দিকে হিংস্র জন্তু ও ক্রূর পক্ষিগণ ভ্রমণ করিতেছে। ক্রমে ক্রমে ঘোরতর অন্ধকার সমুপস্থিত হইল, অকস্মাৎ প্রবল বায়ুদ্বারা বৃক্ষের ফলপত্র পতিত, বৃক্ষগুল্মাদি উৎপাটিত ও অবনামিত হইয়া দশ দিক্ একে বারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

পাণ্ডবগণ পরিশ্রান্ত, পিপাসার্ত্ত ও নিতান্ত নিদ্রাতুর হইয়া গমনে অসমর্থ হইলেন। তাঁহারা সেই আহারদ্রব্যশূন্য বনে অবস্থিতি করিলেন। তাহার পর কুন্তী নিতান্ত তৃষাতুর হইয়া স্বকীয় পুত্রদিগকে কহিলেন, হায়! আমি পাণ্ডবগণের মাতা হইয়া এবং তাঁহাদিগের মধ্যে অবস্থিতি করিয়াও পিপাসায় শুষ্ককাণ্ঠ হইলাম। ভোজরাজনন্দিনীর ঐ প্রকার কাতরোক্তি শ্রবণে মাতৃভক্তি-পরায়ণ ভীমসেনের মন কারুণ্যরসে পরিপূর্ণ হইল। তিনি কিঞ্চিন্মাত্রও বিলম্ব না করিয়া মাতা ও ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে পূর্ব্ববৎ গ্রহণ করিয়া আর এক পরম রমণীয় কাননে উপস্থিত হইলেন। তথায় গিয়া এক বৃহৎ বট বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি সেই বিপুল ন্যগ্রোধ পাদপমূলে মাতা ও ভ্রাতৃগণকে রাখিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা এই স্থানে ক্ষণেক বিশ্রাম কর, আমি জল অন্বেষণার্থে গমন করি; ঐ দেখ, জলচারী সারসগণ কলস্বরে ধ্বনি করিতেছে। বোধ হয়, অনতিদূরেই অতিবৃহৎ জলাশয় আছে। তাঁহাদিগকে এই কথা কহিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক সারসগণের কলরবানুসারে ক্রোশদ্বয় গমন করিয়া এক মহৎ সরোবর দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি ঐ সরোবরে অবগাহনপূর্ব্বক স্নান ও জলপান করণানন্তর মাতা ও ভ্রাতাদিগের নিমিত্ত স্বীয় উত্তরীয় বস্ত্রে করিয়া জল গ্রহণপূর্ব্বক মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহাদের সমীপে সমাগত হইলেন। আসিয়া দেখিলেন, মাতৃসমবেত ভ্রাতৃচতুষ্টয় ধরণীতলে শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন।

তাঁহাদিগের সেই অবস্থা দর্শনে ভীমসেনের শোকের আর পরিসীমা রহিল না।

তিনি বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন, হায়! কি কষ্ট! আমার কি দুরদৃষ্ট! আজি ভ্রাতাদিগকে ধরাতলে নিদ্রিত দেখিতে হইল! বারণাবত নগরে দুগ্ধফেনসন্নিভ শয্যায় শয়ন করিয়াও যাঁহাদের নিদ্রা হইত না, এক্ষণে তাঁহারা ভূমিশয্যায় শয়ান হইয়া অনায়াসে সুষুপ্ত হইয়াছেন! হায়! কি পরিতাপের বিষয়! যিনি শত্রুঘাতী বসুদেবের ভগিনী, যিনি কুন্তিরাজের পুত্রী, যিনি সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না, যিনি মহারাজ বিচিত্রবীর্য্যের স্নুষা, যিনি মহাত্মা পাণ্ডুর পত্নী, যিনি আমাদিগের জননী, যিনি প্রফুল্ল পুণ্ডরীকের ন্যায় প্রভাশালিনী, এবং যিনি ধর্ম্ম, ইন্দ্র ও বায়ু হইতে এই সকল সন্তান প্রসব করিয়াছেন, অদ্য সেই সুকুমারাঙ্গী মহার্হ শয়নোচিতা কুন্তীকে ভূতলশায়িনী দেখিতে হইল! ইহা অপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি আছে! যে ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির ত্রিলোকীরাজ্যের আধিপত্য পাইতে পারেন, তিনি পরিশ্রান্ত হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়া আছেন। নবীন জলধরের ন্যায় শ্যামলবর্ণ অলোকসামান্য অর্জ্জুন প্রাকৃত লোকের ন্যায় ভূমি শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন! ইহা কি সামান্য দুঃখের কথা! যে মাদ্রীনন্দনদ্বয় অশ্বিনীতনয়ের ন্যায় রূপবান্ ইহাঁরা প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় ধরাতলে শয়ন করিয়া অনায়াসে নিদ্রা যাইতেছেন। ইহার পর আর দুঃখ কি আছে? যাহার কুলকলঙ্কস্বরূপ বিষম জ্ঞাতিবর্গ নাই; সে পরম সুখে কাল যাপন করে। গ্রামে একটী মাত্র বৃক্ষ থাকিলে সে পুষ্পফলোপশোভিত হইয়া চৈত্য নামে খ্যাত ও সকলের পূজিত হয়। যাহাদের বলবান্ পরম ধার্ম্মিক জ্ঞাতিসকল থাকে, তাহারা নির্ব্বিঘ্নে পরম সুখে বাস করে। আমাদের এমনই দুরদৃষ্ট যে পরম সুহৃৎ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের পরামর্শানুসারে আমাদিগকে দগ্ধ করিবার মানসে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছে, কেবল দৈবের অনুকূলতায় এ কাল পর্য্যন্ত জীবিত আছি! দারুণ অগ্নিভয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি বটে, কিন্তু এক্ষণেও এই নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া কোন্ দিকে যাইব বা কি করিব কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা। হা দুরাত্মন্ কুরুকুলকলঙ্ক দুর্য্যোধন! তুই এত দিনের পর কৃতার্থ হইলি। নিশ্চয় জানিলাম, তোর দৈব সুপ্রন্ন, তন্নিমিত্তই ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির কুপিত হইয়া আমাকে আজ্ঞা প্রদান করেন না। যদি পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ একবার ইঙ্গিতে আমাকে অনুজ্ঞা করেন, তাহা হইলে আমি অদ্যই তোমাকে অমাত্য, সহোদর, কর্ণ ও শকুনি সমভিব্যাহারে শমনভবনে পাঠাই। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন কহিতে কহিতে ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক করে করে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। তিনি ক্ষণকাল পরে নির্ব্বাণোন্মুখ হুতাশনের ন্যায় ক্রমে ক্রোধশূন্য হইয়া সেই স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক ইতরের ন্যায় মহীতলে সুষুপ্ত মাতা ও ভ্রাতাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে কহিলেন, বোধ হয়, এই বনের অনতিদূরেই নগর আছে। এক্ষণে ইহাঁদের জাগরণ সময় কিন্তু ইহাঁরা স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতেছেন, কি করি, আমিই জাগিয়া থাকি, ইহাঁরা নিদ্রান্তে গাত্রোত্থান করিয়া জল পান করিবেন। এই বলিয়া ভীমসেন তথায় অপ্রমত্তভাবে জাগরিত হইয়া রহিলেন।

জতুগৃহদাহ পর্ব্ব সমাপ্ত।

হিড়িম্ববধ পর্ব্বাধ্যায়।

দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! ঐ

বনের অনতিদূরবর্ত্তী বিশাল এক শাল বৃক্ষ ছিল। তদুপরি মহাবলপরাক্রান্ত নরমাংসাশী হিড়িম্বনামা রাক্ষস বাস করিত। ঐ দুরাত্মা অত্যন্ত ক্রূর ও জলদকালের জলধরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ছিল। উহার শরীর সুদৃঢ়, চক্ষুদ্বয় পিঙ্গলবর্ণ, মুখ অতি ভীষণ, দন্তজাল বিশাল, জঙ্ঘামূল ও জঠর লম্বমান, শ্মশ্রু ও শিরোরুহ তাম্রবর্ণ, স্কন্ধ প্রকাণ্ড বৃক্ষকাণ্ডসদৃশ ও কর্ণদ্বয় রাসভ-শ্রবণোপম ছিল। রাক্ষস বৃক্ষে বসিয়া মাতৃসমবেত পাণ্ডবদিগকে নিদ্রিত দেখিতে পাইল। দুরাত্মা বহুদিবসাবধি মনুষ্য শোণিত পান করে নাই, বিশেষতঃ তৎকালে সাতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিল; মনুষ্যগন্ধ আঘ্রাণে ও পাণ্ডবদিগের দর্শনে যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হইল; পরে ঊর্দ্ধাঙ্গুলি দ্বারা শিরঃকণ্ডূতি করিতে করিতে মুখব্যাদান-পূর্ব্বক জৃম্ভনচ্ছলে বারংবার তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। হিড়িম্ব পাণ্ডবগণের মাংস ভক্ষণ ও রুধির পান করিবার নিমিত্ত সাতিশয় ব্যগ্র হইয়া স্বীয় ভগিনী হিড়িম্বাকে আহ্বান করিয়া কহিল, ঐ দেখ বহু দিনের পর আমার পরম ভক্ষ্যসকল স্বয়ং সমুপস্থিত হইয়াছে, উহাদিগের দর্শনে আমার জিহ্বা হইতে জল নিঃসৃত ও মুখ বিচলিত হইতেছে। অদ্য আমি বহু দিনের পর সুকোমলমাংসযুক্ত মনুষ্যদেহে সুতীক্ষ্ণ বিশাল দশন নিমগ্ন করিব, মনুষ্যকণ্ঠ আক্রমণ ও ধমনীচ্ছেদন পূর্ব্বক অভিনব রুধির ফেনিল রুধির পান করিয়া চরিতার্থ হইব। তুমি শীঘ্র গিয়া জান, উহারা কে? উহাদের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া আমার পরম পরিতোষ হইতেছে। শীঘ্র যাও উহাদের সকলকে বধ করিয়া আমার নিকট আনয়ন কর। উহারা আমার অধিকারে নিদ্রিত রহিয়াছে, ভয় করিও না। যাও, ত্বরায় উহাদিগকে মারিয়া আন। আমরা দুই জনে একত্র হইয়া নরমাংস ভক্ষণে উদর পূর্ণ ও পরম পরিতোষে তাল প্রদান-পূর্ব্বক নৃত্য করিব।

হিড়িম্বা রাক্ষসী ভ্রাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বরে পাণ্ডবগণের সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিল, মাতৃসমবেত পাণ্ডব চতুষ্টয় নিদ্রিত আছেন, কেবল একাকী ভীমসেন জাগরিত হইয়া প্রহরীর কার্য্য করিতেছেন। রাক্ষসী বিশাল শাল বৃক্ষ সদৃশ মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনের অলোকসামান্য রূপলাবণ্য দর্শনে সাতিশয় কামার্ত্ত হইয়া মনে মনে স্থির করিল যে, এই মহাবাহু, সিংহস্কন্ধ, কম্বুগ্রীব, কমলনয়ন, সুরূপ, যুবা পুরুষকে আমি পতিত্বে বরণ করিব। আমি কখনই ভ্রাতার ক্রূর বাক্যানুসারে কার্য্য করিব না। পতিস্নেহ সোদরস্নেহ অপেক্ষা বলবান্; বিশেষতঃ আমি ইহাদিগকে বধ করিয়া ভ্রাতৃসন্নিধানে উপস্থিত করিলে মাংস ভক্ষণ ও রুধির পান দ্বারা আমার ক্ষণকাল মাত্র তৃপ্তি হইবে, কিন্তু যদি তাহা না করিয়া এই যুবা পুরুষকে পতিত্বে বরণ করি, তাহা হইলে আমি চির কাল পরম সুখভোগে কাল হরণ করিতে পারিব। কামরূপিণী হিড়িম্বা মনে মনে এইরূপ সংকল্প করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে দিব্যাভরণ-ভূষিতা ষোড়শবর্ষদেশীয়া কামিনীর বেশ ধারণ পূর্ব্বক মৃদুমন্দ গমনে ভীমসেনের সন্নিধানে উপস্থিত হইল এবং লজ্জাবনত সহাস্য বদনে, গদ্‌গদস্বরে তাঁহাকে কহিতে লাগিল, হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ! তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? এই যে দেবরূপা পুরুষগণ ধরাতলে শয়ান রহিয়াছেন, ইহাঁরা তোমার কে? আর এই যে তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ রূপশালিনী সুকুমারী আপনার গৃহের ন্যায় এই নির্জ্জন বনে বিশ্বস্তচিত্তে নিদ্রা যাইতেছেন, ইনিই বা তোমার কে? শুনিতে ইচ্ছা করি, তোমারা কি জাননা যে এই গহনবন রাক্ষসগণের আবাসস্থান? ইহাতে হিড়িম্ব নামে এক পাপাত্মা রাক্ষস বাস

করে। সেই দুরাত্মা আমার ভ্রাতা; সে তোমাদিগের মাংস ভক্ষণে ও রুধির পানে লোলুপ হইয়া তোমাদিগের বধ সাধনার্থ আমাকে পাঠাইয়াছে। যাহা হউক, আমি তোমার রূপলাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া তোমাকে পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা করি, হে ধর্ম্মাত্মন্! এক্ষণে যাহা তোমার উচিত হয় কর। আমি কামাতুরা হইয়া স্বয়ং তোমাকে বরণ করিবার প্রার্থনা করিতেছি, হে মহাত্মন্! বিবাহ করিয়া আমার মনোরথ সফল কর। হে মহাবাহো! আমি স্বীকার করিতেছি, দুরন্ত রাক্ষসভয় হইতে তোমাকে পরিত্রাণ করিব। আমি কি জল কি স্থল কি অম্বরতল সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে পারি, তোমাকে লইয়া গিরিদুর্গমধ্যে বাস করিব; তুমি আমার সহিত একত্র থাকিলে পরমাহ্লাদে কাল যাপন করিতে পারিবে; অতএব অনুগ্রহ করিয়া অধীনীর মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ কর।

মহাত্মা ভীমসেন হিড়িম্বার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে কহিলেন, হে রাক্ষসি! আমি তোমার কথায় কিরূপে এই গহন কানন মধ্যে মাতা, জ্যেষ্ঠ সহোদর ও অনুজগণকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করি! মদ্বিধ লোক কি কামার্ত্ত হইয়া এই সমস্ত সুখপ্রসুপ্ত মাতৃসমবেত ভ্রাতৃগণকে রাক্ষসমুখে প্রদান করিয়া স্বচ্ছন্দে গমন করিতে পারে? হিড়িম্বা কহিল, হে ধর্ম্মাত্মন্! তোমার যাহাতে প্রীতি জন্মে আমি তদনুষ্ঠানে কখনই পরাঙ্মুখ হইব না। তুমি ইহাঁদিগকে জাগরিত কর; আমি সকলকেই নরমাংসাদ রাক্ষসের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিব। ভীমসেন কহিলেন, হে রাক্ষসি! আমি তোমার দুরাত্মা ভ্রাতার ভয়ে সুখপ্রসুপ্ত জননী ও ভ্রাতৃগণকে কখনই প্রবোধিত করিতে পারিবনা। হে ভীরু! কি রাক্ষস কি মানব কি গন্ধর্ব্ব কেহই আমার পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ নহে, আমি কাহাকেও ভয় করি না; অতএব তুমি এই স্থানেই থাক বা এখান হইতে গমন করিয়া তোমার ভ্রাতাকে পাঠাইয়া দাও; যাহা ইচ্ছা হয় কর, আমি সকল বিষয়েই সম্মত আছি, কিছুতেই কিছুমাত্র ক্ষতি বোধ করি না।

ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! এদিকে ঊর্দ্ধকেশ, মহাবাহু, নিবিড় কাদম্বিনী তুল্য কলেবর, লোহিত নয়ন, বিকটদশন ভয়ঙ্করবদন দুরাত্মা হিড়িম্ব স্বীয় ভগিনী হিড়িম্বার বিলম্ব দেখিয়া বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্ব্বক স্বয়ং পাণ্ডবগণসমীপে গমন করিতে লাগিল। হিড়িম্বা তদ্দর্শনে সাতিশয় ভীত হইয়া ভীমসেনকে কহিল, হে মহাত্মন্! ঐ দেখুন নরমাংস লোলুপ মদীয় সহোদর দুরাত্মা হিড়িম্ব ক্রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে, আর নিস্তার নাই; এক্ষণে বিনয় করিয়া কহিতেছি, দাসীর বাক্য গ্রহণ করুন; সকলকে জাগরিত করিয়া ত্বরায় আমার নিতম্বদেশে আরূঢ় হউন, আমি আপনাদিগকে লইয়া আকাশমার্গে উড্ডীন হই। ভীমসেন কহিলেন, হে পৃথুশ্রোণি! কিছুমাত্র ভয় করিও না, স্থির হও, দেখ, তোমার সমক্ষেই দুরাত্মাকে এখনই বধ করিব; এই একাকী রাক্ষসাধমের কথা দূরে থাকুক, সমস্ত রাক্ষসকুল একত্র হইয়া আসিলেও আমি পরাজিত করিতে পারিব; আমার করিশুণ্ডসন্নিভ এই ভুজযুগল, পরিঘতুল্য এই উরুদ্বয় ও বিশাল এই বক্ষঃস্থল দর্শন কর; আর ইন্দ্রসদৃশ মদীয় অতুল পরাক্রমও অচিরে দেখিতে পাইবে; হে পৃথুনিতম্বিনি! মনুষ্য বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিও না। হিড়িম্বা কহিল, হে দেবরূপ নরশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে অবজ্ঞা করিতেছি না; এই দুরাত্মা সর্ব্বদাই মানবদিগকে অনায়াসে পরাজয় করে; এই নিমিত্ত ভীত হইয়া তো-

মাদিগকে লইয়া পলায়নে উদ্যত হইয়াছিলাম।

রাক্ষস দূর হইতে ভীমসেনের কথাসমস্ত শুনিতে পাইয়া ক্রোধকম্পিত-কলেবরে অগ্রসর হইয়া দেখিল, যে হিড়িম্বা মানুষীর বেশ ধারণ করিয়াছে; তাহার বদন পূর্ণশশিসম, কবরী পুষ্পমালায় পরিবেষ্টিত, ভ্রু, চক্ষুঃ ও কেশান্ত একান্ত মনোহর, সর্ব্বাঙ্গ বিচিত্রাভরণ-ভূষিত ও পরিধান সূক্ষ্ম বস্ত্র। হিড়িম্ব তাহাকে তাদৃশভাবাপন্ন দেখিয়া কামুকী বলিয়া নিশ্চয় বুঝিতে পারিল। তখন সে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রোধান্বিত হইয়া বিপুল নেত্রদ্বয় বিস্ফারণপূর্ব্বক ভগিনীকে ভৎর্সনা করিয়া কহিতে লাগিল, অরে বিপ্রিয়কারিণি হিড়িম্বে! তুই আমার ভোজনে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে উদ্যত হইয়াছিস্? আমার ক্রোধ কি একবারে বিস্মৃত হইলি? রে রাক্ষসকুলকলঙ্কিনি পরপুরুষাভিলাষিণি অসতি! তোকে ধিক্! তুই যাহার আশ্রয়বলে আমার এই মহৎ অপ্রিয়ানুষ্ঠান করিলি, আমি তাহাকে তোর সমক্ষে এখনই বধ করিতেছি। হিড়িম্ব, ভগিনীর উপর এই প্রকার তর্জ্জনগর্জ্জন করিয়া রোষকষায়িত লোচনে দৃঢ়তররূপে দশনে দশন নিষ্পীড়নপূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিতে চলিল।

ভীমপরাক্রম ভীমসেন, রাক্ষসকে ভগিনীর প্রতি ক্রুদ্ধ ও ধাবমান দেখিয়া, রে দুরাত্মন্! তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন এবং উপহাস করিয়া কহিলেন, অরে হিড়িম্ব! তুই কি নিমিত্ত বৃথা গর্জ্জন করিয়া এই সুখপ্রসুপ্ত জনগণের নিদ্রা ভঙ্গ করিতেছিস? আর কিনিমিত্তই বা স্বীয় ভগিনীকে বধ করিতে উদ্যত হইতেছিস? ক্ষমতা থাকে আয়, আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর্। তোর ভগিনীর অপরাধ কি? শরীরান্তশ্চারী অনঙ্গই অপরাধী, তাহারই দুর্জ্জয় কুসুম শরে জর্জ্জরিত হইয়া হিড়িম্বা আমাকে অভিলাষ করিয়াছে। ইহার কিছুমাত্র অপরাধ নাই; জানিস না, তুই স্বয়ং ইহাকে আমার নিকটে পাঠাইয়াছিস্, এ এখানে আগমন করিয়াই আমার রূপলাবণ্য দর্শনে কন্দর্পবাণে মোহিত হইয়া যখন আমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে, তখন ও অবশ্যই আমার রক্ষণীয়। রে রাক্ষসকুলককলঙ্ক দুষ্টাত্মন্! তুই কি সাহসে আমি জীবিত থাকিতে আমার স্ত্রীর প্রাণ নাশে উদ্যত হইয়াছিস্? যোগ্যতা থাকে আসিয়া আমার সঙ্গে সংগ্রাম কর্; আমি এইক্ষণেই তোকে শমনসদনে প্রেরণ করিব। রে নরমাংসলোলুপ দুর্বৃত্ত রাক্ষস! আমি আজি তোর মস্তক চূর্ণ করিব; শ্যেন, কঙ্ক, গোমায়ুপ্রভৃতি জন্তুগণ পরমাহ্লাদ-পূর্ব্বক তোর ধরনীলুণ্ঠিত মৃত দেহ আকর্ষণ করিবে। রে রাক্ষসাধম! তুই নিত্য নিত্য নরহত্যা করাতে এই বন পাপে পরিপূর্ণ হইয়াছে; আমি অদ্য মুহূর্ত্ত-কালমধ্যে ইহা রাক্ষসশূন্য করিব। যেমন সিংহ মহাগজকে আকর্ষণ করে, সেই রূপ অদ্য তোর ভগিনীর সমক্ষে তোকে আকর্ষণ করিব। রে রাক্ষসকুলাঙ্গার! অদ্য আমার হস্তে তোর মৃত্যু হইলে অরণ্যচারী পুরুষগণ নিঃশঙ্কচিত্তে এই বনে বিচরণ করিবে। হিড়িম্ব কহিল, রে নরাপসদ! তুই কেন অকারণ গর্জ্জন করিতেছিস্? অগ্রে স্বীয় প্রতিজ্ঞানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান কর্, পরে আত্মশ্লাঘা করিস্। আমা অপেক্ষা বলবান্ বলিয়া মনে মনে যে তোর অহঙ্কার হইয়াছে, অবিলম্বে তাহা চূর্ণ করিব। আমি এই নিদ্রিত ব্যক্তিদিগকে এখন কিছুই বলিব না। ইহারা সচ্ছন্দে নিদ্রা যাউক; অগ্রে তোকে বধ করিয়া তোর রক্ত পান করি, পরে এই নিদ্রিতদিগকে, তৎপরে

এই অপ্রিয়কারিণী পাপীয়সী ভগিনীকে সংহার করিব।

রাক্ষস এইরূপ তর্জ্জনগর্জ্জন করিয়া বাহু প্রসারণপূর্ব্বক ক্রোধভরে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবলপরাক্রান্ত ভীম রাক্ষসকে সম্মুখাগত দেখিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার বাহুযুগল ধারণ করিলেন, এবং যেমন সিংহ ক্ষুদ্র মৃগকে অনায়াসে টানিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ তাহাকে সে স্থান হইতে অষ্ট ধনু অন্তরে লইয়া গেলেন। রাক্ষস ভীমসেনের পরাক্রম দর্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমকে ধারণ করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। তখন বৃকোদর জননীসমবেত নিদ্রিত ভ্রাতৃগণের নিদ্রাভঙ্গভয়ে পুনর্ব্বার তাহাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া অপেক্ষাকৃত দূরে লইয়া গেলেন। তদনন্তর তাঁহারা দুই জনে পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ ও স্ব স্ব বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং ষষ্টিবর্ষবয়স্ক ক্রোধান্বিত মত্ত মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ ভঞ্জন ও লতাকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের ভীষণ গর্জ্জনে মাতৃসমবেত পাণ্ডবচতুষ্টয় জাগরিত হইয়া সম্মুখস্থিতা হিড়িম্বাকে দেখিতে পাইলেন।

চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এদিকে কুন্তী পুত্রচতুষ্টয়ের সহিত জাগরিত হইয়া সমীপস্থিতা হিড়িম্বার অতিমানুষ রূপ দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া সান্ত্ববাদপূর্ব্বক হিড়িম্বাকে সম্বোধন করিয়া সুমধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বরবর্ণিনি! তুমি কে? কাহার পত্নী? কি নিমিত্ত এই স্থানে আসিয়াছ? হে দেবগর্ভাভে! তুমি কি এই বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী? কি কোন অপ্সরা? আর কিজন্যই বা এস্থানে রহিয়াছ? সবিশেষ ব্যক্ত করিয়া বল। হিড়িম্বা কহিল, হে দেবি! এই যে গগনস্পর্শী-বৃক্ষরাজী-সমাকুল সুনীল জলধরসদৃশ শ্যামল অরণ্যানী নিরীক্ষণ করিতেছ, ইহা রাক্ষসেন্দ্র হিড়িম্ব ও আমার আবাসস্থান। ঐ রাক্ষসরাজ আমার সহোদর; সে তোমাকে ও তোমার পুত্রদিগকে সংহার করিবার মানসে এই স্থানে আমাকে পাঠাইয়াছিল। আমি সেই ক্রূরবুদ্ধির বচনানুসারে এখানে আসিয়া তপ্তকাঞ্চনসদৃশ-কলেবর, মহাবল-পরাক্রান্ত তোমার পুত্রকে নিরীক্ষণ করিলাম। হে শুভে! তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমি সর্ব্বভূত-চিত্তচারীভগবান কুসুমচাপের শরসন্ধানের বশবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিলাম, আমি তোমাদিগকে লইয়া এস্থান হইতে পলায়ন করিবার অনেক চেষ্টা পাইয়াছিলাম, কিন্তু তোমার পুত্র কোন মতেই আমার বাক্যে সম্মত হইলেন না! হে ভদ্রে! এ স্থানে আমার অনেক বিলম্ব হওয়াতে আমার ভ্রাতা তোমাদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত স্বয়ং আসিয়াছিল। এক্ষণে তোমার সেই পুত্র বলপূর্ব্বক এস্থান হইতে তাহাকে লইয়া গিয়াছেন। ঐ দেখ, তাঁহারা দুজনে পরস্পর গর্জ্জন ও বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতেছেন।

হিড়িম্বার বচন শ্রবণমাত্র মহাবীর্য্য যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব সত্বরে ভীমসমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন ভীমপরাক্রম ভীমসেন ও রাক্ষস পরস্পর জয়াশা করিয়া মহাবল-পরাক্রান্ত সিংহদ্বয়ের ন্যায় ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছেন। তাহাদিগের চরণাঘাতে পার্থিব-ধূলিপটল গগনমণ্ডলে সমুত্থিত হইয়া দাবাগ্নিধূমের শোভা ধারণ করিয়াছে। তাঁহারা বসুধারেণু-পরিবীতাঙ্গ হইয়া নীহারমণ্ডিত শৈলরাজদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। তখন মহাবলশালী অর্জ্জুন ভীমসেনকে রাক্ষসের যুদ্ধে ব্যথিতপ্রায় দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করি-

তে কহিতে লাগিলেন, হে মহাবাহু ভীমসেন! তুমি কি এই দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিয়া সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছ? ভয় নাই, আমি তোমার সহায়তা করিতেছি; নকুল ও সহদেব মাতাকে রক্ষা করুক। ভীম কহিলেন, ভ্রাতঃ! কিছুমাত্র শঙ্কা করিওনা; নিরুদ্বিগ্নচিত্তে যুদ্ধ দর্শন কর; এই দুরাত্মা আমার হস্তগত হইয়াছে, আর ইহার নিস্তার নাই। অর্জ্জুন কহিলেন, হে ভীম! আর বিলম্ব করিও না; পাপাত্মা রাক্ষসকে শীঘ্রই নিপাত কর; আমাদের এ স্থান হইতে অতি ত্বরায় প্রস্থান করা কর্ত্তব্য; ঐ দেখ পূর্ব্বদিক্ রক্তবর্ণ হইয়াছে; অতি শীঘ্রই প্রভাত হইবে; দিবাভাগে রাক্ষসগণ অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে; হে বৃকোদর! সত্বর হও; আর বৃথা ক্রীড়া করিও না; উহাকে শীঘ্র বধ কর; কিঞ্চিৎ বিলম্বেই ঐ দুরাত্মা মায়া প্রকাশ করিবে।

মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন অর্জ্জুনের বচন শ্রবণে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রোধান্বিত হইয়া স্বীয় জনক বায়ুকে আহ্বান করত তদীয় জগৎসংহারক বল গ্রহণ করিলেন এবং সেই নীলাম্বুদশ্যামল রাক্ষসের প্রকাণ্ড দেহ ঊর্দ্ধে উত্তোলনপূর্ব্বক মহাবেগে বিঘূর্ণিত করিতে করিতে কহিলেন, অরে দুষ্ট নিশাচর! তুই বৃথা এত কাল মাংস ভক্ষণ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিস্, তোকে ধিক্; অতএব তোকে এক্ষণেই অপঘাতে সংহার করিয়া এই বন নিষ্কণ্টক ও মঙ্গলযুক্ত করিব। আর তুই নর হত্যা করিয়া ভক্ষণ করিতে পারিবি না। অর্জ্জুন কহিলেন, হে ভীমসেন! যদি এই রাক্ষসকে তোমার ভার বোধ হইয়া থাকে, তবে বল? আমি তোমার সাহায্য করিতেছি। ইহাকে শীঘ্র সংহার কর, অথবা আমিই ইহাকে বিনাশ করিতেছি। তুমি অনেক পরিশ্রম করিয়াছ, ক্ষণকাল বিশ্রাম কর।

অর্জ্জুনের এই বাক্য শ্রবণে ভীমসেনের ক্রোধ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি আর কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া রাক্ষসকে বলপূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করত পশুর ন্যায় বধ করিলেন। হিড়ম্ব মরণকালে ভয়ঙ্করস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তাহার গভীর গর্জ্জন দ্বারা সেই মহারণ্য পরিপূর্ণ হইল। তৎপরে বৃকোদর রাক্ষসকে বলপূর্ব্বক ধারণ করিয়া তাহার মধ্য দেশ ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষস নিহত হইয়াছে দেখিয়া, পাণ্ডবচতুষ্টয়ের আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা পরম-সমাদরপূর্ব্বক ভীমসেনকে ধন্যবাদ প্রদান ও আলিঙ্গন করিলেন। তখন অর্জ্জুন পরম আহ্লাদে অরাতিবিনাশন বৃকোদরকে পূজা করিয়া কহিলেন, হে মহাত্মন্! বোধ হয় এই বনের অনতিদূরেই নগর আছে, চল আমরা ত্বরায় এস্থান হইতে প্রস্থান করি; কি জানি দুরাত্মা দুর্য্যোধন কোন না কোন উপায়দ্বারা আমাদের অনুসন্ধান পাইলেও পাইতে পারে। তাঁহারা সকলেই অর্জ্জুনের বাক্যে অনুমোদন করিয়া তথা হইতে গমন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসী হিড়িম্বাও তাঁহাদের সমভিব্যাহারে চলিল।

পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! ভীমপরাক্রম ভীমসেন হিড়িম্বাকে আপনাদিগের সমভিব্যাহারে আসিতে দেখিয়া তাহাকে কহিলেন, রাক্ষসগণ মোহিনী মায়া বিস্তার করিয়া বৈর নির্য্যাতন করে; অতএব রে নিশাচরি! তোর আর আমাদের সঙ্গে থাকা উচিত নহে, তুইও স্বীয় সহোদরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ শমনভবনে যাত্রা কর্। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করত কহিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! স্ত্রীহত্যা করিও না; হে পাণ্ডব! শরীর রক্ষা অপেক্ষা ধর্ম্মরক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেই দুরাত্মা হিড়ি-

য়ই আমাদিগকে বধ করিবার মানসে আসিয়াছিল, তাহাকে ত তুমি বিনষ্ট করিয়াছ, এ তাহার ভগিনী; এ ক্রুদ্ধ হইলেই বা আমাদের কি করিতে পারিবে।

হিড়িম্বা ভীমের ক্রোধ দর্শনে সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া যুধিষ্ঠিরসমক্ষে কুন্তীকে কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, আর্য্যে! অবলাজন অনঙ্গশরে জর্জ্জরিত হইলে কিরূপ দুঃখ ভোগ করে, তাহা আপনি সবিশেষ অবগত আছেন; হে মাতঃ! আমি ভীমসেনকে নিরীক্ষণ করিয়া অবধি সেই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। আমি সুখপ্রত্যাশায় এত ক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছিলাম; এক্ষণে আমার সেই সুখ সম্ভোগের সময় সমুপস্থিত হইয়াছে, এখন আমাকে বঞ্চিত করা নিতান্ত অবিধেয়; আরও দেখ, আমি স্বকীয় পাতিব্রত্য ধর্ম্ম ও বন্ধুবান্ধবপ্রভৃতি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া আপনার পুত্রকে পতিত্বে বরণ করত তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছি। হে যশস্বিনি! যদি সেই মহাবলপরাক্রান্ত পুরুষশ্রেষ্ঠ কিংবা আপনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব, অতএব আপনি আমাকে মূঢ়া বলিয়া হউক, বা ভক্ত বলিয়া হউক, কিং বা অনুগত বলিয়াই হউক, অনুগ্রহ করিয়া যাহাতে ভীমসেন আমার পাণিগ্রহণ করেন, তাহা বিধান করুন। আমি সেই দেবরূপী বৃকোদরকে লইয়া যথেচ্ছা গমন করিব এবং পুনরায় আপনাদিগের সমীপে আনয়ন করিয়া দিব। আপৎকালে আপনারা আমাকে স্মরণ করিলে আমি তদ্দণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইব এবং আপনাদিগকে বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ করিব। আপনারা শীঘ্র গমনে অভিলাষ করিলে আমি স্বীয় পৃষ্ঠে করিয়া আপনাদিগকে লইয়া যাইব। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া ভীমের সহিত আমার মিলন করিয়া দিন। আপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত যে কোনপ্রকারে হউক প্রাণধারণ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু ধার্ম্মিক ব্যক্তি কি বিপদ্ কি সম্পদ্ সর্ব্বকালেই স্বকৃত অঙ্গীকার প্রতিপালন করিয়া থাকেন; আপৎকালেই ধার্ম্মিকগণের ধর্ম্মের বিঘ্ন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা; অতএব যিনি আপৎসময়েও স্বীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ না করেন, তিনিই যথার্থ ধার্ম্মিক; লোকে পুণ্যবলেই জীবিত থাকে; পুণ্যই প্রাণধারণের একমাত্র উপায়; যে কার্য্য করিলে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়, তাহা কাহারও পক্ষে দূষণাবহ নহে।

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির হিড়িম্বার বাক্য শ্রবণানন্তর তাহাকে কহিলেন, হে সুমধ্যমে! তুমি যাহা কহিলে ইহা যথার্থ বটে, তুমি সূর্য্যাস্তের প্রাক্কালে কৃতস্নানাহ্নিক ও কৃতকৌতুকমঙ্গল ভীমসেনকে ভজনা করিও; দিবাভাগে উহাকে লইয়া যথেচ্ছা গমন করত স্বচ্ছন্দে বিহারাদি করিও; কিন্তু রজনীযোগে আমাদের সমীপে আনয়ন করিয়া দিতে হইবে। বৃকোদর যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর তথাস্তু বলিয়া অনুমোদন করিলেন, এবং হিড়িম্বাকে কহিলেন, হে রাক্ষসি! আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞানুসারে তোমার পাণিগ্রহণ করিব যথার্থ বটে, কিন্তু যত দিন পর্য্যন্ত তোমার গর্ভে সন্তান না জন্মিবে, তত দিন তোমার সহবাস করিব।

মনোবেগগামিনী হিড়িম্বা ভীমের বাক্য শ্রবণ করিয়া যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করিল এবং তাঁহাকে লইয়া আকাশমার্গে গমন করিল। সে পরমরমণীয় রূপলাবণ্য প্রদর্শন ও সুমধুর বাক্য দ্বারা তাঁহার মনোহরণপূর্ব্বক কখন বা দেবগণের আবাসস্থান মৃগপক্ষিসংকীর্ণ রমণীয় শৈলশৃঙ্গে; কখন সুপুষ্পিতদ্রুম-সমাকীর্ণ বনদুর্গে; কখন প্রফুল্ল কমলবনযুক্ত মনোহর সরোবরে; কখন বৈদূর্য্যসিকতাময় দ্বীপসমূহে; কখন

কানন-সুশোভিত সুশীতল-জলপরিপূর্ণ গিরিনদীতে, কখন পুষ্পিত দ্রুমলতাচ্ছাদিত কোকিল-কুলকুজিত কাননকুঞ্জে, কখন মণিকাঞ্চনাঢ্য সাগরপ্রদেশে, কখন পবিত্র দেবারণ্যে, কখন গুহ্যকগণের নিবাসস্থানে, কখন বা তাপসদিগের আশ্রমে, স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে লাগিল। কিয়দ্দিন এইরূপ বিহার করিতে করিতে ভীমের সহযোগে হিড়িম্বা গর্ভবতী হইল। রাক্ষসীরা গর্ভ ধারণমাত্রই সন্তান প্রসব করে। হিড়িম্বা গর্ভ ধারণ করিয়াই এক বিরূপাক্ষ মহাবল-পরাক্রান্ত মহাভুজ মহাধনুর্দ্ধর অমানুষ পুত্র প্রসব করিল। ঐ পুত্রের মুখ অতি বিশাল, কর্ণ গর্দ্দভকর্ণের ন্যায় দীর্ঘ, ওষ্ঠদ্বয় তাম্রবর্ণ, দশনসকল সুতীক্ষ্ণ, নাসিকা দীর্ঘ ও বক্ষঃস্থল সুবিস্তীর্ণ। পুত্র মাতৃগর্ভ হইতে বিনির্গত হইবামাত্র যৌবন প্রাপ্ত ও সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ হইল এবং সত্বরে পিতামাতাকে প্রণাম করত তাঁহাদের পাদ গ্রহণ করিল। তাঁহারা পুত্রের নাম ঘটোৎকচ রাখিলেন। ঘট শব্দের অর্থ করিমস্তক ও উৎকচ শব্দের অর্থ কেশশূন্য; উহার মস্তক করিমুণ্ডের ন্যায় কেশশূন্য ছিল বলিয়া ঐ প্রকার নামধেয় হইল। ঘটোৎকচ পাণ্ডবদিগের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ও একান্ত ভক্তিমান্ ছিলেন; তাঁহারাও তাঁহার প্রতি যৎপরোনাস্তি স্নেহ প্রকাশ করিতেন। নিশাচরী হিড়িম্বা আপনার স্বামিসহবাসের সময় অতীত বুঝিয়া মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণকে সম্ভাষণপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিল। মহাবীর ঘটোৎকচ ও প্রস্থান কালে বিনয়গর্ভ বচনে "ভৃত্য আপনাদের কার্য্যকালে উপস্থিত হইবে" বলিয়া গুরুজনের নিকটে বিদায় লইয়া উত্তর দিকে গমন করিলেন। মহারথ ঘটোৎকচ, অপ্রতিমবীর্য্য কর্ণের সহিত সংগ্রামনিমিত্ত ইন্দ্রের অংশে পাণ্ডুবংশে জন্ম গ্রহণ করেন।

ষট্‌পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণ বল্কলাজিন পরিধান ও জটাবন্ধনপ্রভৃতি তাপসবেশ ধারণপূর্ব্বক বনে বনে ভ্রমণ করত মৎস্য, ত্রিগর্ত্ত, পাঞ্চাল, কীচকপ্রভৃতি নানাদেশমধ্যবর্ত্তী পরম রমণীয় কাননপরম্পরা ও মনোহারিণী সরসিজশালিনী সরসী নিরীক্ষণ করিয়া বলপূর্ব্বক বহুবিধ মৃগ বধ করিতে করিতে সত্বর গমনে চলিলেন। তাঁহারা শীঘ্র গমন করিবার নিমিত্ত স্থানবিশেষে জননীকে নিজ পৃষ্ঠদেশে বহন করিতে লাগিলেন। গমনকালে তাঁহারা উপনিষৎ, সমস্ত বেদাঙ্গ এবং নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। এইরূপে তাঁহারা গমন করিতে করিতে একদা পিতামহ ব্যাসদেবকে দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহারা মাতৃ সমভিব্যাহারে ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ব্যাসদেব পৌত্রদিগের তাদৃশী দুরবস্থা দেখিয়া সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, হে ভরত-বংশাবতংসগণ! ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা অধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তোমাদিগকে যে ঈদৃশ দুরবস্থাগ্রস্ত করিয়াছে, তাহা আমি ইতিপূর্ব্বে বুঝিতে পারিয়াছি এবং তন্নিমিত্ত তোমাদের হিতসাধনমানসে এস্থানে উপস্থিত হইলাম; হে বৎসগণ! বিষণ্ণ হইও না; তোমরা পরিণামে পরম সুখী হইবে। যদিও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ও তোমরা আমার পক্ষে উভয়ই সমান, কিন্তু আমি এখন তোমাদিগকে ধৃতরাষ্ট্রসন্তান অপেক্ষা অধিক স্নেহ করি; কারণ দীনগণ ও শিশুজন যথার্থ স্নেহের পাত্র। আমি স্নেহবলে তোমাদের হিতসাধনে উদ্যত হইয়াছি। এক্ষণে তোমরা এই অনতিদূরবর্ত্তী নগরে বাস করিয়া আমার পুনরাগমন প্রতীক্ষা কর।

সত্যবতীনন্দন পাণ্ডবগণকে এইরূপ আ-

শ্বাস প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া একচক্রা নগরীতে গমন করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া কুন্তীকে আশ্বাস দিয়া কহিতে লাগিলেন, হে জীবৎপুত্রি! এই তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির অসাধারণ ধর্ম্মপরায়ণ; ইনি স্বীয় ধর্ম্মবলে ও ভীমার্জ্জুনের ভুজবলে সসাগরা ধরা জয় করিয়া যাবতীয় নৃপতিগণকে শাসন করিবেন। ইহাঁরা পঞ্চ ভ্রাতাই মহাবলপরাক্রান্ত এবং সুস্থ মনে ও স্বচ্ছন্দে স্বরাজ্যে সর্ব্বদা বিরাজমান হইবেন, ভুজবলে সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া বহুদক্ষিণ রাজসূয় ও অশ্বমেধপ্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন, এবং ভোগ সাধন দ্বারা সুহৃদ্বর্গকে সুখী করিয়া পরম সুখে স্বীয় পিতৃপৈতামহ রাজ্য ভোগ করিবেন, কদাচ ইহার অন্যথা হইবে না।

ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কুন্তীকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া এক ব্রাহ্মণের আলয়ে তাঁহাদিগকে স্থাপনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে কহিতে লাগিলেন, হে ধর্ম্মাত্মন্! তুমি মাতৃ ভ্রাতৃ সমভিব্যাহারে দেশকালানুসারে কার্য্য করিয়া এক মাস এইস্থানে পরম সুখে বাস কর; মাস পূর্ণ হইলে আমি পুনরায় এখানে আগমন করিব। তাঁহারা সকলেই বদ্ধাঞ্জলি হইয়া যে আজ্ঞা মহাশয় বলিয়া তাঁহার উপদেশ বাক্য স্বীকার করিলেন। ভগবান্ ব্যাসদেবও স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

হিড়িম্ববধ পর্ব্ব সমাপ্ত।

বকবধ পর্ব্বাধ্যায়।

সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! মহারথ পাণ্ডুনন্দনগণ একচক্রায় বাস করিয়া কি কি কর্ম্ম করিলেন, সবিশেষ কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরনাথ! পাণ্ডবগণ একচক্রায় ব্রাহ্মণনিকেতনে দিবসের অল্প ভাগমাত্র বাস করিতেন। অধিকাংশ সময় অনেকানেক সরিৎ, সরোবর, কানন ও অন্যান্য প্রদেশসকল নিরীক্ষণপূর্ব্বক ভিক্ষা করিয়া উদর পূর্ত্তি করিতেন, এইরূপে তাঁহারা স্বীয় স্বীয় গুণগ্রাম দ্বারা ক্রমে ক্রমে নগরবাসী সমুদায় জনগণের পরম প্রিয় হইয়া উঠিলেন। পঞ্চ ভ্রাতা দিবাভাগে ভিক্ষা করিয়া সন্ধ্যাসময়ে জননীর নিকটে সমুদায় ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য সমর্পণ করিতেন। ভোজরাজদুহিতা সমস্ত ভক্ষ্য বস্তু প্রথমতঃ ভাগদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ ভীমসেনকে প্রদান করিতেন, এবং অন্য ভাগ পাক করিয়া পাঁচ অংশে বিভাগপূর্ব্বক চারি ভাগ অপর পুত্রচতুষ্টয়কে প্রদান ও স্বয়ং এক ভাগ গ্রহণ করিতেন। এইরূপে মহাত্মা পাণ্ডবগণ তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

একদা যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন ও মাদ্রীনন্দনদ্বয় ভিক্ষার্থে গমন করিলেন, ঘটনাক্রমে বৃকোদর জননী সমভিব্যাহারে আবাসে রহিলেন। তাঁহারা মাতাপুত্রে ব্রাহ্মণের নিকেতনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরমধ্যে ঘোরতর ক্রন্দনধ্বনি সমুত্থিত হইল। সরলহৃদয়া দয়ার্দ্রচিত্তা ভোজরাজদুহিতা সেই করুণরসোদ্দীপক ক্রন্দন শব্দ শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া ভীমসেনকে কহিলেন, হে পুত্র! আমরা পাপাত্মা দুর্য্যোধনের অজ্ঞাতসারে এই ব্রাহ্মণ-নিকেতনে পরম সুখে বাস করিতেছি; ব্রাহ্মণ আমাদিগকে যৎপরোনাস্তি স্নেহ ও সমাদর করেন; তন্নিমিত্ত আমি ব্রাহ্মণের উপকার কি প্রকারে করিব, অনুক্ষণ এই চিন্তা করি। যে পুরুষ উপকারী ব্যক্তির প্রত্যুপকার করে এবং যে পুরুষ, অন্যে যে পরিমাণে উপকার করে

তদপেক্ষা অধিকপরিমাণে উপকার করিয়া তাহার প্রতিশোধ দেয়, সেই যথার্থ পুরুষ, এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, যে ব্রাহ্মণের কোন মহৎ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, এই সময়ে উহার সাহায্য করিলে যথেষ্ট উপকার করা হয়। ভীমসেন কহিলেন, মাতঃ! ব্রাহ্মণের কি দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, এবং ঐ দুঃখের কারণই বা কি সবিশেষ জানিয়া আইস; যাহাতে ব্রাহ্মণের উপকার হয়, অতি সুদুষ্কর হইলেও আমি তাহা সাধন করিব।

দুই জনে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন এমন সময়ে পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণপত্নীর ক্রন্দনধ্বনি তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তখন কুন্তী বদ্ধবৎসা সৌরভেয়ীর ন্যায় দ্রুতবেগে ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং দেখিলেন যে, ব্রাহ্মণ স্বীয় পত্নী, দুহিতা ও পুত্র সমভিব্যাহারে অধোবদনে উপবেশন করিয়া বিলাপ করিতে করিতে কহিতেছেন, হায়! আমার এই পরাধীন জীবনে ধিক্! ইহা নিতান্ত অসার, অনর্থক ও দুঃখের নিদানভূত! এত দিনের পর বুঝিলাম জীবিত থাকিয়া কিছুমাত্র সুখ নাই; প্রত্যুত, যৎপরোনাস্তি দুঃখ ভোগ করিতে হয়। দেখ আত্মাই ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ ভোগ করেন। এই তিনের অভাবেই অনন্ত দুঃখ ঘটে। কেহ কেহ এই ত্রিবর্গের অভাবের নাম মোক্ষ কহেন। আমার সেই মোক্ষ লাভ করিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। অর্থপ্রাপ্তি নরক ভোগের প্রধান কারণ। অর্থ লাভাকাঙ্ক্ষায় যৎপরোনাস্তি দুঃখ আছে, অর্থলাভ তদপেক্ষাও দুঃখ দায়ক, আর যদি অর্থের উপর এক বার স্নেহ জন্মে, তাহা হইলে অর্থনাশে দুঃখের আর পরিসীমা থাকে না। যাহা হউক, এখন কি করিয়া এই আপদ হইতে উত্তীর্ণ হইব, পুত্রকলত্র সমভিব্যাহারে পলায়ন করিয়া নিঃশঙ্ক প্রদেশে বাস করি। প্রিয়ে! তুমি জান? আমি ইতিপূর্ব্বেই এই ভয়ে এস্থান পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম; তুমি তাহাতে অসম্মত হইলে; আমি পলায়ন করিবার জন্য তোমাকে বারংবার কহিলাম; তুমি কোন মতেই আমার কথা শুনিলেনা; তখন তুমি কহিলে যে, ইহা আমার পৈতৃক স্থান, ইহাতে আমার পিতা ও আমি জন্ম গ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছি। হে দুরাগ্রহে! তোমার পিতা বহু কাল বৃদ্ধ হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন, অন্যান্য বান্ধবগণও পর লোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তবে আর এখানে বাস করিয়া এ যন্ত্রণা ভোগ করিবার আবশ্যকতা কি? তুমি তৎকালে বন্ধু পরিত্যাগের ভয়ে আমার কথা শুনিলে না, কিন্তু এক্ষণে এই সাতিশয় দুঃখকর বন্ধুবিনাশ সমুপস্থিত হইয়াছে, এখন কি করিবে? অথবা আমারই বিনাশ উপস্থিত হইয়াছে, যে হেতু আমি স্বয়ং জীবিত থাকিয়া কি প্রকারে নৃশংসের ন্যায় স্বচক্ষে আত্মীয় বিনাশ দেখিব। দেখ, তুমি আমার সহধর্ম্মিণী; তুমি দমগুণসম্পন্না, স্নেহ শালিনী ও পরম বন্ধু। আমার পিতামাতা তোমাকে আমার গার্হস্থ্যভাগিনী করিয়াছেন। আমি বেদ-বিধানানুসারে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছি; তুমি কুলশীলসম্পন্না, বিশেষতঃ অপত্য প্রসব করিয়াছ; আমি কি বলিয়া আপনার জীবন রক্ষার্থে তোমাকে পরিত্যাগ করিব। আর এই অপ্রাপ্তবয়স্ক, অজাতশ্মশ্রু, বালক পুত্রকেও আমি কোন মতে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আরও দেখ, ভগবান্ বিধাতা যে মদীয় কন্যাকে তর্তৃলাভার্থ আমার নিকটে ন্যাসস্বরূপ রাখিয়াছেন, যদ্দ্বারা আমি পিতৃগণ সমভিব্যাহারে দৌহিত্রজ লোক লাভ করিবার

প্রত্যাশা করিতেছি ; সেই কন্যাকে আমি স্বয়ং উৎপাদন করিয়া কি প্রকারে পরিত্যাগ করিব। কেহ কেহ কন্যা অপেক্ষা পুত্রকে অধিক স্নেহ করিয়া থাকে, কাহারও বা পুত্র অপেক্ষা কন্যাতে অধিক স্নেহ জন্মে, কিন্তু আমি পুত্র কন্যা উভয়কেই সমান স্নেহ করিয়া থাকি। কন্যা প্রসব দ্বারা জগৎ রক্ষা করে, অতএব আমি কি করিয়া আপনার প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত সেই অপাপা বালাকে পরিত্যাগ করিব। আমি স্বয়ং প্রাণ পরিত্যাগ করিলেও পরলোকে অনুতাপ করিতে হইবে, যে হেতু আমি ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে পর অবশ্যই ইহারা মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে। আমি উভয় সঙ্কটে পতিত হইয়াছি। দেখ, যদি ইহাদিগের এক জনকে পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে নিতান্ত নিষ্ঠুরের কার্য্য করা হয়, আর যদি স্বয়ং প্রাণ ত্যাগ করি, তাহা হইলেও আমা ব্যতিরেকে ইহারা সকলেই কালগ্রাসে পতিত হইবে। হায়! কি কষ্ট! অদ্য আমি সবান্ধবে কি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলাম! আমাকে ধিক্! ইহাদের সমভিব্যাহারে প্রাণ ত্যাগ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ, জীবিত থাকিয়া কিছুমাত্র লাভ নাই।

অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! ব্রাহ্মণের এইরূপ বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণী তাঁহাকে সান্ত্বনা করত কহিতে লাগিলেন, মহাশয়! আপনি বিদ্বান্ হইয়াও কি নিমিত্ত প্রাকৃত লোকের ন্যায় অনুতাপ করিতেছেন? দেখুন যে সমস্ত মানবগণ ধরাতলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সকলকেই এক বার মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হইবে, সন্দেহ নাই; অতএব যাহা অবশ্যম্ভাবী, কোন মতে খণ্ডিবার নহে, তদ্বিষয়ে সন্তাপ করা কর্ত্তব্য হয় না। হে বিদ্বন্! শাস্ত্রকারেরা কহেন, কি ভার্য্যা, কি পুত্র, কি দুহিতা, সকলই আপনার নিমিত্ত; অতএব আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষা করুন। আমি স্বয়ং তথায় যাইব, কারণ প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া পতির হিত সাধন করাই সাধ্বী স্ত্রীর প্রধান ধর্ম্ম ও অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। বিশেষতঃ আমি তোমার নিমিত্ত অকিঞ্চিৎকর ক্ষণভঙ্গুর দেহ ত্যাগরূপ এই কর্ম্ম করিলে পরলোকে অক্ষয় সদ্গতি ও ইহ লোকে অপরিমিত যশোরাশি লাভ করিতে পারিব। আমি আপনাকে যাহা কহিতেছি, ইহাতে আপনার প্রচুরপরিমাণে অর্থ ও ধর্ম্ম লাভ হইবে। দেখুন, লোকে যে নিমিত্ত পত্নী কামনা করে, আপনার তাহা হইয়াছে; আপনি আমাতে এক কন্যা ও এক পুত্র উৎপন্ন করিয়াছেন। আমি অনৃণা হইয়াছি; আমার পরলোক প্রাপ্তি হইলে পর আপনি অনায়াসে ইহাদিগকে প্রতিপালন করিতে পারিবেন; কিন্তু আপনি না থাকিলে আমাদের দুর্দ্দশার আর পরিসীমা থাকিবেনা। আমি বিধবা, অনাথা ও অসহায়া হইয়া কিরূপে সৎপথাবলম্বনপূর্ব্বক এই শিশু কুমার ও কুমারীকে বাঁচাইতে পারিব? সাতিশয় অহঙ্কৃত ও অনুপযুক্ত ব্যক্তিরাও এই কন্যাকে প্রার্থনা করিলে আমি কোন মতেই রক্ষা করিতে পারিব না। যেমন পক্ষিগণ ভূমিনিহিত আমিষখণ্ড গ্রহণে সাতিশয় লোলুপ হয়, সেইরূপ অধার্ম্মিক লোকেরা পতিবিহীনা কামিনীকে বাসনা করে; অতএব হে দ্বিজোত্তম! যখন দুরাত্মগণ অনাথা দেখিয়া আমাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইবে, তখন আমি কিরূপে আপনার ধর্ম্ম রক্ষা করিব। আর আপনার কুলরক্ষার এক হেতু এই কন্যাকেই বা কিরূপে পিতৃপিতামহ-সেবিত পথে নিযুক্ত করিতে পারিব। আপনি ধর্ম্মতত্ত্ববেত্তা; আপনি এই বালককে যেরূপ বিদ্যা শিক্ষা করাইতে পারিবেন, আমি কোন মতেই সেরূপ পারিব না। ইহার পর আর দুঃ-

খের বিষয় কি যে, অনুপযুক্ত ব্যক্তিরা বেদশ্রুতি-গ্রহণেচ্ছু শূদ্রদিগের ন্যায় আপনার এই কন্যা প্রার্থনা করিবে। আমি যদি তাহাতে অস্বীকার করি, তাহা হইলে যেমন কাকগণ যজ্ঞ হইতে যজ্ঞীয় দ্রব্য অপহরণ করিয়া পলায়ন করে; দুরাত্মারা সেইরূপ অত্যাচার করিয়া বলপূর্ব্বক কন্যাকে হরণ করিয়া লইবে, সন্দেহ নাই। হে ব্রহ্মন্! আমি এই পুত্রকে তোমার অননুরূপ গুণসম্পন্ন, এই কন্যাকে অনুপযুক্ত পাত্রের হস্তগত এবং আপনাকে অহঙ্কৃত জনগণ-কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত দেখিয়া কখনই জীবন ধারণ করিতে পারিব না। আমি মরিলে এই বালক ও বালিকা অবশ্য প্রাণ ত্যাগ করিবে, জলক্ষয় হইলে মৎস্য অবশ্যই বিনষ্ট হয়। হে নাথ! এইরূপে আপনকার মরণে আমাদের তিন জনেরই মৃত্যু হইবে, নিশ্চয় জানিবেন; অতএব তাহা না করিয়া কেবল আমাকেই পরিত্যাগ করুন। পুত্রবতী রমণীর, পতির অগ্রে পর লোক যাত্রা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। আমি আপনার নিমিত্ত এই পুত্র, দুহিতা, বান্ধব ও স্বীয় প্রাণ পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। পতিপরায়ণা স্ত্রী পতির হিত সাধন করিয়া যাদৃশ ফল প্রাপ্ত হয়, যজ্ঞ, তপ, দান নিয়মাদি দ্বারা কদাচ তাদৃশ ফল লাভ করিতে পারে না; আমি যে ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে উদ্যত হইয়াছি, ইহা আপনার ও আপনার কুলের ইষ্ট ও হিতকর। সজ্জনেরা কহেন যে ইষ্ট অপত্য, অভিলষিত দ্রব্য, প্রিয় বন্ধু ও প্রণয়িনী ভার্য্যা, এই সমস্ত আপদ্ নিবারণের নিমিত্ত হয়। প্রাচীন পণ্ডিতগণের এই উপদেশবাক্য আছে যে, আপদ্ নিবারণের নিমিত্ত ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিবে, সেই ধন দ্বারা ভার্য্যা রক্ষা করিবে, এবং কি ভার্য্যা কি ধন যাহা দ্বারা হউক, আত্মরক্ষণে সর্ব্বথা যত্নবান্ হইবে। ভার্য্যা, পুত্র, ধন ও গৃহ এই চতুষ্টয় দৃষ্টাদৃষ্ট ফল লাভের নিমিত্ত হয়; অতএব এই সমস্ত দ্বারা দৃষ্ট ফল ও অদৃষ্ট ফল সাধন করিবে। আরও তাঁহারা কহিয়াছেন যে, সমস্ত কুল ক্ষয় করিয়াও যদি আত্মরক্ষা করিতে হয়, তাহাও মনুষ্যের পক্ষে কর্ত্তব্য; কারণ আত্মার সমান আর কেহই নাই; অতএব আপনি আমাকে এই পরম হিতকর কার্য্যানুষ্ঠানে অনুমতি প্রদান করুন। হে মহাশয়! ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ ধর্ম্ম নির্ণয়স্থলে কহিয়াছেন, স্ত্রীলোক সকলের অবধ্য, রাক্ষসগণ ধর্ম্মবিৎ; বোধ হয়, সে রাক্ষস আমাকে স্ত্রীলোক দেখিয়া বধ করিবে না; অতএব যখন পুরুষের বধে নিশ্চয় ও স্ত্রীলোকের বধে সংশয় রহিল, তখন আমাকে সে স্থানে প্রেরণ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি উত্তমোত্তম দ্রব্য ভোগ করিয়াছি, অভিলষিত দ্রব্যসকল প্রাপ্ত হইয়াছি, আমার ধর্ম্মানুষ্ঠান হইয়াছে এবং আপনাহইতে এই অপত্যদ্বয় লাভ করিয়াছি; এক্ষণে আমার মরণে কিছুমাত্র দুঃখ নাই। আমি পুত্রবতী, বিশেষতঃ বৃদ্ধা হইয়াছি; অধিকন্তু এই কার্য্য করিলে আপনার হিতানুষ্ঠান করা হয়; এই সকল ভাবিয়া আমি ইহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আর দেখুন, আমি মরিলে আপনি অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিবেন। হে নাথ! পুরুষদিগের বহু বিবাহ দোষাবহ নহে, কিন্তু নারীগণের পত্যন্তর স্বীকারে মহান্ অধর্ম্ম জন্মে; অতএব আপনি এই সমস্ত এবং আত্মত্যাগের দোষ বিবেচনা করিয়া আমাকে ত্যাগ করুন্; তাহা হইলে আপনার কুল ও এই শিশু সন্তানদ্বয়ের রক্ষা হইতে পারে। হে ভরত বংশাবতংস জনমেজয়! ব্রাহ্মণ পতিহিতৈষিণী ভার্য্যার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করত তাঁহার সহিত বাষ্প মোচন করিতে লাগিলেন।

ঊনষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই ব্রাহ্মণের কন্যা স্বীয় পিতা মাতার বিলাপ বাক্য শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, হে তাত! হে মাতঃ! তোমরা কি নিমিত্ত অনাথের ন্যায় রোদন করিতেছ? আমি যাহা কহিতেছি, তদনুসারে কার্য্য করিলে আপনাদিগের মঙ্গল হইবে! আমাকে কিছু দিন পরে অবশ্যই পর গৃহে পরিত্যাগ করিতে হইবে; অতএব তৎপরিবর্ত্তে এক্ষণেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সকলের পরিত্রাণ করুন। "সন্তান বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিবে" এই ভাবিয়াই লোকে অপত্য কামনা করিয়া থাকে; এক্ষণে আপনাদের এই বিপদ সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আমাকে পরিত্যাগ করিয়া এই দুস্তর দুঃখসমুদ্র উত্তীর্ণ হউন। ইহ কালে ও পরকালে পরিত্রাণ করে বলিয়া পণ্ডিতগণ পুত্রের পুত্র নাম দিয়াছেন। পিতামহগণ, আমার গর্ভে দৌহিত্র উৎপন্ন হইবে, এই অভিলাষ করেন; কারণ তাহা হইলে পিণ্ডলোপের ভয় হইতে পরিত্রাণ হয়। আমি স্বীয় পিতার জীবন রক্ষা করিয়া তাঁহাদিগকে সে ভয় হইতে মুক্ত করিতেছি। হে পিতঃ! যদি তুমি স্বয়ং তথায় গমন করিয়া প্রাণ ত্যাগ কর, তাহা হইলে তোমার বিরহে অল্প দিনের মধ্যেই আমার এই অল্পবয়স্ক ভ্রাতাটী বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই। তুমি ও প্রাণাধিক সহোদর মানবলীলা সম্বরণ করিলে পিতৃলোকের পিণ্ডোচ্ছেদ হইবে এবং আমিও তোমাদের বিনাশে যৎপরোনাস্তি শোকসন্তপ্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিব। কিন্তু যদি আপনি কেবল আমাকে পরিত্যাগ করিয়া এই ঘোর বিপদ হইতে মুক্ত হয়েন, তাহা হইলে আমার মাতা ও শিশু ভ্রাতার রক্ষা পাইবে এবং এই বংশের সন্ততি ও পিণ্ড অবিচ্ছিন্নভাবেই থাকিবে। আর দেখুন, শাস্ত্রকারেরা কহিয়া গিয়াছেন যে, পুত্র আত্মার স্বরূপ, ভার্য্যা সখিস্বরূপ এবং কন্যা কৃচ্ছ্রস্বরূপ হয়; অতএব আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কৃচ্ছ্র হইতে বিমুক্ত হউন। হে তাত! তুমি না থাকিলে আমার কষ্টের সীমা থাকিবে না! আমি অনাথা ও দীনা হইয়া যথা তথা ভ্রমণ করিব। যদি আমি রাক্ষসসমীপে আত্ম-প্রদানরূপ কর্ম্ম করি, তাহা হইলে পিতৃলোকের বংশ রক্ষা ও আমার মরণ সফল হয়, আর যদি আপনি আমাকে পরিত্যাগ না করিয়া পর লোক যাত্রা করেন, তাহা হইলে আমাকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইতে হইবে; অতএব আমার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করুন এবং উভয় পক্ষ বিবেচনা করিয়া আমার ক্লেশাবসান নিমিত্ত, ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত, ও কুলসন্ততির অবিচ্ছেদের নিমিত্ত, অবশ্য পরিত্যাজ্যাকে অবিলম্বে ত্যাগ করিয়া আপনার প্রাণ রক্ষা করুন। হে তাত! অবশ্য কর্ত্তব্য বিষয়ে বিমুখ হইবেন না; দেখুন, ইহার পর আর দুঃখের বিষয় কি যে, তুমি স্বর্গ প্রাপ্ত হইলে পর আমরা কুক্কুরের ন্যায় দ্বারে দ্বারে অন্ন যাচ্ঞা করিয়া ভ্রমণ করিব। আর যদি আপনি কেবল আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সবান্ধবে পরিত্রাণ পাইতে পারেন, তাহা হইলে আমি পর লোকে গমন করিয়াও জীবিতার ন্যায় পরম সুখে বাস করিব। হে পিতঃ! আপনি আমাকে রাক্ষসের মুখে ত্যাগ করিলে দেবগণ ও পিতৃগণ স্বদত্ত তোয়ে পরমপরিতুষ্ট হইয়া আপনার হিত সাধনে তৎপর রহিবেন।

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী কন্যার এইরূপ পরিদেবন বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার সমভিব্যাহারে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের তিন জনকে এইরূপ ক্রন্দন করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণের শিশু সন্তান প্রত্যেকের নিকটে গমন করিয়া উৎফুল্ললোচনে, অস্ফুট

মধুর-স্বরে কহিতে লাগিল, হে তাত! হে মাতঃ! হে ভগিনি! তোমরা ক্রন্দন করিওনা, স্থির হও, আমার হস্তে এই যে তৃণটী দেখিতেছ, আমি ইহার আঘাতে সেই দুরাত্মা রাক্ষসের প্রাণ নাশ করিব। তাঁহারা তিন জনে যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ ছিলেন, কিন্তু বালকের মুখে-মৃদু মধুর এই কথা শ্রবণে পরম আনন্দিত হইলেন। কুন্তী এতাবৎকাল দণ্ডায়মান ছিলেন, এক্ষণে অবসর বুঝিয়া তাহাদের দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত সমীপবর্ত্তিনী হইলেন।

ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! কুন্তী তাঁহাদের সন্নিহিত হইয়া অমৃতময় বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, আপনারা কি নিমিত্ত রোদন করিতেছেন? আপনাদের এই দুঃখের কারণ কি? সবিশেষ বলুন; যদি আমাদের সাধ্য হয়, তবে অবশ্য তোমাদের দুঃখ মোচন করিব। ব্রাহ্মণ কুন্তীর এই মধুময় বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে তপোধনে! দুঃখিত ব্যক্তির দুঃখ মোচন করা ভদ্র লোকের কর্ত্তব্য যথার্থ বটে, কিন্তু আমার যে দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিরাকরণ করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। হে মনস্বিনি! এই নগরের সমীপে বক নামে এক রাক্ষস বাস করে। মহাবলপরাক্রান্ত দুর্দ্দান্ত নরমাংসাশী সেই দুরাত্মাই এই নগরের অধিপতি; সে নিজ ভুজবলে এই জনপদ, নগর ও সমস্ত দেশ রক্ষা করে। তাহার প্রভাবে পর চক্র বা অন্যান্য হিংস্র প্রাণী হইতে আমরা কিছুমাত্র ভয় পাই না। ঐ রাক্ষস আপনার আহারের নিমিত্ত এই গ্রামে এক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছে, যে প্রতিদিন পর্য্যায়ক্রমে এক এক গৃহস্থের ভবন হইতে এক জন মনুষ্য বিংশতি-খারি-পরিমিত তণ্ডুল ও দুইটা মহিষ লইয়া তাহার নিকটে গমন করিবে। রাক্ষস উপনীত সেই সমস্ত বস্তু ও উপস্থিত ব্যক্তিকে ভক্ষণ করিয়া আত্মজীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। হে ভদ্রে! বহুদিবসাবধি এই নিয়ম প্রচলিত থাকাতে অত্রত্য সমস্ত লোকই বিরক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, যে ব্যক্তি তাহার এই নিয়ম রহিত করিতে উদ্যোগী হয়, দুরাত্মা রাক্ষস অবিলম্বে তাহাকে পুত্র-কলত্র-সমভিব্যাহারে ধ্বংস করিয়া স্বীয় অভ্যবহার-কার্য্য সম্পাদন করে। এই প্রদেশের অনতিদূরবর্ত্তী বেত্রকীয়-গৃহ-নামক স্থানে নয়ানভিজ্ঞ এক রাজা আছেন। তিনি নিতান্ত অবোধ, এই নগরের উপর তাঁহার কিছুমাত্র যত্ন নাই। যাহাতে আমাদের ভাল হয়, কদাচ এমন কোন চেষ্টাই করেন না। আমরা অনাময়ের প্রকৃত পাত্র; কিন্তু অকর্ম্মণ্য ও দুর্ব্বল রাজার রাজ্যে বাস করিয়া আমাদিগকে সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকিতে হইয়াছে; নতুবা ব্রাহ্মণদিগকে কি কাহারও কথা শুনিতে হয়, না কাহারও অভিপ্রায়ানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়? ইহাঁরা নিজগুণ-গ্রামে কামগ পক্ষীর মত যথায় ইচ্ছা তথায় বাস করিতে পারেন। হে ভদ্রে! লোক প্রথমে রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিবে, পরে ভার্য্যা গ্রহণ, তৎপরে ধন সঞ্চয় করিবে; কারণ এই তিন প্রকার সমৃদ্ধি দ্বারা জ্ঞাতিদিগকে ও পুত্র সকলকে রক্ষা করিতে পারে। ভাগ্যক্রমে আমার এই তিনই বিপরীতরূপে সংগ্রহ করা হইয়াছে, তন্নিমিত্ত আমি এইপ্রকার বিপদাপন্ন হইয়া তাপিত হইতেছি। হে তপোধনে! অদ্য আমার পর্য্যায় উপস্থিত; অবশ্যই আমাকে সেই রাক্ষসসমীপে তাহার ভোজনীয় তণ্ডুলাদি ও এক জন মনুষ্য পাঠাইতে হইবে। আমার এমন অর্থ নাই যে, এক জন মনুষ্য ক্রয় করি; স্বীয় সুহৃজ্জনকে প্রদান করাও কোন মতে বিধেয় নহে। এক্ষণে কি করি! কিরূপে রাক্ষস-হস্ত

হইতে পরিত্রাণ পাই! তাহার কোন উপায়ই দেখিতেছি না; এই নিমিত্ত দুঃখসাগরে মগ্ন হইয়াছি। এক্ষণে স্থির করিয়াছি যে, সবান্ধবে সেই দুরাত্মা রাক্ষসের সমীপে গমন করিব যে সে আমাদিগের সকলকে এক কালে ভক্ষণ করিয়া এই বিষম দুঃখ হইতে মোচন করিবে।

একষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

কুন্তী কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ! আপনি সেই রাক্ষসের ভয়ে আর বিষাদ করিবেন না; যাহাতে সেই দুরাত্মার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন, এমন এক উপায় স্থির করিয়াছি। আপনার এক সন্তান, সেও অতি শিশু, কন্যাও একটির অধিক নাই, সেও অতি সুশীলা, অতএব উহাদের অন্যতরের কিংবা আপনার বা আপনার সহধর্ম্মিণীর তথায় গমন করা বিধেয় নহে। আমার পাঁচ পুত্র; তাহাদের মধ্যে এক জন আপনার হিতার্থে বলি লইয়া রাক্ষস সমীপে গমন করিবে।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে শুভে! একে আপনারা ব্রাহ্মণ, তাহাতে আবার অতিথি; অতি অভদ্র অধার্ম্মিক লোকেরাও স্বীয় প্রাণ রক্ষার্থে অতিথি ব্রাহ্মণের প্রাণ নাশ করে না। হে তপোধনে! ব্রাহ্মণের নিমিত্ত আপনার প্রাণ বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বীয় আত্মজ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। আমি কি করিয়া তাহার বিপরীত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব? ব্রাহ্মণ-বধ ও আত্ম-ত্যাগ এই উভয়ের মধ্যে আমার মতে আত্মত্যাগই শ্রেয়ঃ; কারণ অজ্ঞানতঃ ব্রহ্মহত্যা করিলেও উহার পাতক হইতে নিষ্কৃতি নাই। হে ভদ্রে! যদি আমি স্বয়ং রাক্ষসসমীপে গমন করিয়া তৎকর্ত্তৃক বিনষ্ট হই, তাহা হইলে আমার আত্মহত্যার পাপ হইবে না; যেহেতু আমি অগত্যা এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছি। আর যদি তাহা না করিয়া তোমার পুত্রকে সে স্থানে পাঠাই, তাহা হইলে আমি অভিসন্ধিকৃত ব্রাহ্মণবধ-জন্য দারুণ পাতক হইতে কখনই পরিত্রাণ পাইতে পারিব না। হে শুভে! পণ্ডিতগণ গৃহাগত, শরণাগত ও ভিক্ষার্থী ব্যক্তির বধ নিতান্ত নৃশংস বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। আপদ্ধর্ম্মবিৎ প্রাচীন মহাত্মারা কহিয়াছেন, নৃশংস বা নিন্দিত কর্ম্ম কদাচ করিবে না; অতএব অদ্য আমি প্রণয়িণী-সমভিব্যাহারে রাক্ষসহস্তে প্রাণ ত্যাগ করিব; ব্রাহ্মণবধে কদাপি সম্মত হইব না।

কুন্তী কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি যাহা কহিলেন, উহা আমারও অভিমত, ব্রাহ্মণ অবশ্য রক্ষণীয়। বিশেষতঃ শত পুত্র থাকিলেও পুত্রের প্রতি মাতা পিতার বিরক্তি জন্মেনা, তবে যে আমি স্বীয় পুত্রকে রাক্ষসসমীপে প্রেরণ করিতে সমুদ্যত হইতেছি, তাহার কারণ আমি বিশেষরূপে জানি। রাক্ষস কখনই আমার সেই পুত্রকে বিনাশ করিতে পারিবে না। আমার পুত্র সাতিশয় বলবান্, তেজস্বী ও মন্ত্রসিদ্ধ। সে রাক্ষসসমীপে তাহার ভোজ্য দ্রব্য সমুদায় লইয়া যাইবে এবং তাহার হস্ত হইতে অনায়াসে আত্মরক্ষা করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, সন্দেহ নাই; আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, ইতিপূর্ব্বে অনেক মহাবল-পরাক্রান্ত মহাকায় রাক্ষস আমার সেই পুত্রের সহিত সংগ্রাম করিয়া সমরশায়ী হইয়াছে। হে ব্রহ্মন্! আপনি এ কথা আর কাহাকেও বলিবেন না; কি জানি, তাহা হইলে পাছে বিদ্যার্থিগণ এই বার্ত্তা শ্রবণে কুতূহলাক্রান্ত হইয়া আমার পুত্রগণকে বিরক্ত করে।

ব্রাহ্মণ কুন্তীর এই অমৃতোপম বাক্য শ্রবণে যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া ভার্য্যা সমভিব্যাহারে তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিলেন। তখন কুন্তী ও ব্রাহ্মণ উভয়ে ভীমসেনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া

তাঁহাকে রাক্ষসবধার্থ গমন করিতে অনুরোধ করিলেন; ভীম যে আজ্ঞা বলিয়া তাঁহাদের অভিলষিত সম্পাদনে স্বীকার করিলেন।

দ্বিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! ভীমপরাক্রম ভীমসেন ব্রাহ্মণের হিতানুষ্ঠান করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলে যুধিষ্ঠিরাদি অপর ভ্রাতৃচতুষ্টয় ভিক্ষা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির স্বীয় মাতা কুন্তী, ব্রাহ্মণ ও ভীমসেনের আকার প্রকার দ্বারা সমস্ত বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিয়া স্বীয় জননীকে একান্তে লইয়া গিয়া কহিলেন, মাতঃ! মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন এ কি অসমসাহসিকের কার্য্য করিতে সমুদ্যত হইয়াছে! সেই দুষ্কর কার্য্য করিতে ভীম কি স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়াছে? অথবা আপনি উহাকে অনুমতি দিয়াছেন? কুন্তী কহিলেন, বৎস! ভীমসেন আমার আজ্ঞানুসারে ব্রাহ্মণের উপকারার্থে ও নগরের হিত সাধনের নিমিত্ত এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে। যুধিষ্ঠির কহিলেন, মাতঃ! আপনি এ বিষয়ে ভীমকে অনুমতি প্রদান করিয়া সজ্জনবিগর্হিত ও অতিমাত্র সাহসের কার্য্য করিয়াছেন। আপনি কি নিমিত্ত পরপুত্ররক্ষার্থে স্বীয় পুত্রবিনাশরূপ লোকবেদবিরুদ্ধ কার্য্যানুষ্ঠান করিতে উদ্যত হইলেন? দেখুন, যাহার বাহুবলমাত্র আশ্রয় করিয়া আমরা দুর্জ্জনাপহৃত রাজ্য পুনঃ প্রত্যুদ্ধার করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া সুখে নিদ্রা যাই; যাহার পরাক্রম চিন্তা করিয়া দুরাত্মা দুর্য্যোধন শকুনি সমভিব্যাহারে রজনীযোগে নিদ্রিত হইতে পারে না; যাহার বীর্য্যপ্রভাবে আমরা জতুগৃহ ও অন্যান্য অনেক অনিষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি; আমরা যে মহাবীরের পরাক্রম মাত্র অবলম্বন করিয়া এই বসুপূর্ণা বসুন্ধরা আপনাদিগের হস্তগত করিয়াছি, আপনি কোন্ সাহসে সেই মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদরকে পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন? বোধ হয়, দুরবস্থায় পতিত হওয়াতে আপনার বুদ্ধি শুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে।

কুন্তী কহিলেন, বৎস যুধিষ্ঠির! তুমি কেন এবিষয়ে বৃথা সন্তাপ করিতেছ? আমি যে বুদ্ধিদৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি এরূপ সন্দেহ করিওনা। দেখ, আমরা এই ব্রাহ্মণের নিকেতনে পরমসুখে বাস করিতেছি, ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ ইহার বিন্দুবিসর্গও জানেনা। ব্রাহ্মণ আমাদের যথেষ্ট সৎকার ও সম্মান করিয়া থাকেন। হে পুত্র! আমি তজ্জন্য এই মহোপকারক ব্রাহ্মণের হিতসাধনার্থে এবিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যেব্যক্তি পরকৃত উপকার প্রাণান্তেও বিস্মৃত হয় না ও অন্যে যে পরিমাণে উপকার করিয়াছে তদপেক্ষা বহুগুণ উপকার দ্বারা তাহার প্রতিশোধ দেয়, সেই যথার্থ মনুষ্য। বিশেষতঃ আমি জতুগৃহ দাহ ও হিড়িম্ব বধ সময়ে ভীমের পরাক্রম বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছি। ভীমপরাক্রম ভীমসেন অযুতমত্ত হস্তিতুল্য বলশালী। ঐ মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর আমাদিগকে বারণাবত নগর হইতে বহির্গত করিয়াছে। উহার তুল্য বলশালী আর কেহই নাই, বোধ হয়, সে যুদ্ধে পুরুষোত্তম চক্রপাণিকেও জয় করিতে পারে। ভীমসেন জাতমাত্র আমার ক্রোড় হইতে গিরিপৃষ্ঠে নিপতিত হয়, পর্ব্বত উহার দেহভারে চূর্ণ হইয়া যায়। অতএব হে পাণ্ডব! আমি স্বীয় প্রজ্ঞা দ্বারাই ভীমসেনের বলবিক্রম বুঝিতে পারিয়া ব্রাহ্মণের প্রত্যুপকারার্থে এই বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিয়াছি। আমি লোভ বা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত এবিষয়ে প্রবৃত্ত হই নাই, বুদ্ধিপূর্ব্বকই ইহা করিয়াছি। হে যুধিষ্ঠির! এই কার্য্য সম্পাদন দ্বারা আমাদের দুইটি মহৎকার্য্যানুষ্ঠান

হইবে; প্রথম আশ্রয়দাতার প্রত্যুপকার, দ্বিতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান। হে পুত্র! পূর্ব্বে মহর্ষি কৃষ্ণদৈপায়ন আমাকে কহিয়াছেন, যে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের কার্য্যকালে তাঁহার সাহায্য করে, সে চরমে শুভলোক প্রাপ্ত হয়; যে ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের প্রাণরক্ষা করে সে, ইহকালে ও পরকালে মহতী কীর্ত্তি লাভ করে; যে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সাহায্য করে, সে সর্ব্বলোকে প্রজারঞ্জক হয় এবং যে ক্ষত্রিয় শরণাগত শূদ্রকে বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ করে, সে এই রাজ পূজিত ক্ষত্রিয়কুলে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে। হে পৌরব বংশাবতংস! আমি বেদব্যাসের এই উপদেশ স্মরণ করিয়া এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি।

ত্রিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির স্বীয় জননী কুন্তীর মুখে এইপ্রকার ধর্ম্মোপেত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মাতঃ! আপনি করুণাপ্রযুক্ত দুঃখার্ত্ত ব্রাহ্মণের উপকারার্থে অনুমতি করিয়া যৎপরোনাস্তি সুশীলতার কার্য্য করিয়াছেন। আপনি ব্রাহ্মণের প্রতি সাতিশয় সদয় হইয়াছেন। আপনার এই পুণ্যবলে ভীমসেন অবশ্যই সেই নরমাংস লোলুপ দুষ্ট নিশাচরের প্রাণনাশ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, সন্দেহ নাই। আপনি আগ্রহপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে কহিবেন যে, নগরবাসী জনগণ যেন এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে না পারে।

এইরূপে সমস্ত দিবা রাত্রি অতিবাহিত হইলে, প্রাতঃকালে ভীমসেন অন্ন লইয়া রাক্ষসের আবাস স্থানে গমন করিলেন। তথায় সমুপস্থিত হইয়া সেই রাক্ষসের নামোচ্চারণপূর্ব্বক তাহাকে আহ্বান করিতে করিতে আনীত অন্ন স্বয়ংই উপযোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাকায় রাক্ষস ভীমের সেই আহ্বান বাক্য শ্রবণে সাতিশয় সংক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইল। ঐ রাক্ষসের চক্ষু, কেশ ও শ্মশ্রু লোহিতবর্ণ; মুখবিবর আকর্ণ বিস্তৃত, কর্ণদ্বয় গর্দ্দভ শ্রবণের ন্যায় দীর্ঘ। ভীষণ মূর্ত্তি রাক্ষস তথায় আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সেই সমস্ত অন্ন ভক্ষণ করিতে দেখিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রুদ্ধচিত্তে ত্রিশিখ, ভ্রূকুটী বন্ধন ও অধরৌষ্ঠ দংশন পুরঃসর ঘূর্ণিত নয়নে কহিতে লাগিল; অরে! কোন্ দুর্ব্বুদ্ধি আমার সমক্ষে আমার নিমিত্ত আনীত অন্ন ভক্ষণ করিতেছে? শমন সদনে গমন করিতে কাহার বাসনা হইয়াছে? ভীমসেন রাক্ষসের বচন শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া তাহার বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। তখন রাক্ষস ভয়ানক চীৎকার ও বাহুদ্বয় উত্তোলনপূর্ব্বক ভীমসেনকে সংহার করিবার মানসে তাঁহার নিকট ধাবমান হইল। শত্রু-পক্ষ-ক্ষয়কারী ভীমসেন তাহাতে কিছুমাত্র মনোযোগ না করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে ভোজন করিতে লাগিলেন। রাক্ষস ক্রোধে কম্পান্বিত কলেবরে ভীমসেনের পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার পৃষ্ঠে দুইহস্তে চপেটাঘাত করিতে লাগিল। বৃকোদর সেই প্রকারে আহত হইয়াও রাক্ষসের প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্রও না করিয়া স্বচ্ছন্দে উপযোগ করিতে লাগিলেন। রাক্ষস তদ্দর্শনে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রোধান্বিত হইয়া বৃক্ষগ্রহণ পূর্ব্বক ভীমসেনকে আঘাত করিবার মানসে ধাবমান হইল। তখন ভীমসেন ক্রমে ক্রমে সমস্ত অন্ন ভক্ষণানন্তর আচমন করিয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন, এবং হাসিতে হাসিতে বামহস্ত দ্বারা রাক্ষসের হস্তস্থিত বৃক্ষ কাড়িয়া লইলেন। রাক্ষস তদ্দর্শনে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া বহুবিধ বৃক্ষ আনয়ন করিয়া ভীমসেনকে প্রহার করিতে লাগিল। বৃকোদরও তাহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে রাক্ষসকৃত বৃক্ষ-সংগ্রামে সেই বন পাদপশূন্য

হইয়া গেল। তখন বক "অরে দুরাত্মন্! তুই বকনিশাচরের হস্তে পতিত হইয়াছিস্ আর তোর নিস্তার নাই" এই বলিয়া দ্রুত বেগে ভুজদ্বয় দ্বারা ভীমসেনকে আক্রমণ করিল। মহাবীর ভীমসেনও বলপূর্ব্বক রাক্ষসকে ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাক্ষস ভীমসেন কর্ত্তৃক কৃষ্যমাণ হইয়া সাতিশয় ক্লান্ত হইল। সেই মহাবীরদ্বয়ের বেগে পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল এবং বৃক্ষ সমুদায় চূর্ণ হইয়া গেল। এইরূপে দিবা রাত্রি যুদ্ধে বৃকোদর রাক্ষসকে ক্ষীণবীর্য্য দেখিয়া তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। তিনি জানুদ্বয় দ্বারা তাহার পৃষ্ঠদেশে দৃঢ় নিষ্পীড়ন করিয়া দক্ষিণ হস্তে গ্রীবা ধারণ করিলেন এবং বামহস্ত দ্বারা কটিদেশের বস্ত্র ধরিয়া তাহার মধ্য দেশ ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দুরাত্মা বক মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন কর্ত্তৃক দৃঢ়তর নিষ্পাড়িত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণতর চীৎকার করিতে করিতে রুধির বমন করিতে লাগিল।

চতুঃষষ্ট্যধি শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! তদনন্তর বক নিশাচর ভীমসেনের দারুণ প্রহারে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া ভয়ানকস্বরে চীৎকার পূর্ব্বক প্রকাণ্ড পর্ব্বতের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইল। বকরাক্ষসের চীৎকার ধ্বনি শ্রবণে তাহার আত্মীয়বর্গ সাতিশয় ত্রাসযুক্ত হইয়া পরিচারকগণ সমভিব্যাহারে গৃহ হইতে বহির্গত হইল। ভীমসেন তাহাদিগকে ভীত ও জ্ঞানশূন্য দেখিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, তোমরা প্রতিজ্ঞা কর, অদ্যাবধি আর নরহত্যা করিবে না। যে রাক্ষস মনুষ্যহিংসায় প্রবৃত্ত হইবে তাহাকে এইরূপে সংহার করিব। রাক্ষসগণ যেআজ্ঞা বলিয়া ভীমের বচনে সম্মত হইল এবং তদবধি শান্তমূর্ত্তি হইয়া নগরবাসী জনগণ সমীপে বিচরণ করিতে লাগিল।

তদনন্তর ভীমসেন সেই বকনিশাচরের মৃতদেহ লইয়া তাহার দ্বারদেশে নিক্ষেপ পূর্ব্বক অলক্ষিতরূপে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বকের জ্ঞাতিবর্গ তাহাকে মৃত দেখিয়া ভয়াকুলিত চিত্তে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। এদিকে ভীমসেন রাক্ষস বধ সমাপনানন্তর ব্রাহ্মণ ভবনে প্রত্যাগমন করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।

রজনী প্রভাত হইলে নগরস্থ জনগণ নগর হইতে বহির্গত হইয়া দেখিল যে, বকরাক্ষস পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া রুধিরোক্ষিত কলেবরে ধরাতলে পতিত রহিয়াছে। তাহারা সেই ভূধরোপম ভূমি নিহিত ভয়ানক বকরাক্ষসকে দেখিয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে পুনর্ব্বার একচক্রায় গমন করত তথায় ঐ সমস্ত বার্ত্তা প্রচার করিল। তখন একচক্রানিবাসী আবালবৃদ্ধ বনিতাগণ মৃত বকরাক্ষসকে দেখিতে গমন করিল। তাহারা সেই বক বধরূপ অতিমানুষ ব্যাপার দর্শনে চমৎকৃত হইয়া দেবার্চ্চনা করিতে আরম্ভ করিল।

তদনন্তর তাহারা "কল্য কাহার পর্য্যায় গিয়াছে" এই পর্য্যালোচনা করিতে করিতে জানিতে পারিল যে, ব্রাহ্মণের পর্য্যায় গিয়াছে। তখন সকলে একত্র হইয়া ব্রাহ্মণের সমীপে গমনপূর্ব্বক উক্ত ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। ব্রাহ্মণ পৌরগণ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া পাণ্ডবদিগকে রক্ষা করিবার মানসে যাথার্থ্য গোপনপূর্ব্বক কহিলেন, হে পৌরগণ! আমি পর্য্যায়ক্রমে রাক্ষসের আহার প্রদানার্থে আদিষ্ট হইয়া সপরিবারে ক্রন্দন করিতেছিলাম, এমত সময়ে এক মহামনা মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ আমার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তিনি আমার ও পৌরবর্গের দুঃখের বিষয় অবগত হইয়া দয়ার্দ্র চিত্তে আমাকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! অদ্য আমি অন্ন লইয়া সেই দুরাত্মা রাক্ষসের

নিকট গমন করিব, আমার নিমিত্ত তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। তিনি আমাকে এই কথা বলিয়া অন্নগ্রহণপূর্ব্বক বকভবনে গমন করিলেন। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, ইহা সেই ব্রাহ্মণের কার্য্য। পুরবাসী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ ব্রাহ্মণের ঐ কথা শুনিয়া পরমাহ্লাদে উৎসব করিতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত জানপদগণ সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া নগরে আগমন করিল। পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণ নিকেতনেই বাস করিতে লাগিলেন।

বকবধ পর্ব্ব সমাপ্ত।

চৈত্ররথপর্ব্বাধ্যায়।

পঞ্চষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা বক রাক্ষস সংহার করিয়া পরে কি করিলেন, বলুন, শুনিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তাঁহারা এইরূপে বক রাক্ষসের প্রাণনাশ করিয়া বেদপাঠ করত সেই ব্রাহ্মণের আবাসে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়দ্দিবস অতীত হইলে একদা এক ব্রাহ্মণ আশ্রয়লিপ্সু হইয়া ঐ ব্রাহ্মণের ভবনে প্রবেশ করিলেন। আতিথেয় ব্রাহ্মণ অভ্যাগত অতিথির যথোচিত সৎকার করিয়া তাঁহাকে বিশ্রামার্থ আশ্রয় প্রদান করিলেন। পাণ্ডবেরা জননী সমভিব্যাহারে পরমশ্রদ্ধা ও সাতিশয় ভক্তি সহকারে ঐ ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের সেবায় অতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া প্রসঙ্গক্রমে অতি বিচিত্র পবিত্র কথার উত্থাপন ও নানাদেশ, নগরী, তীর্থস্থান, নদী, অনেকানেক রাজার উপাখ্যান ও বহুবিধ অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সমুদয় কীর্ত্তন করিলেন। এই সমস্ত কথা সমাপন হইলে পাঞ্চাল দেশে অতি অদ্ভুত দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর ব্যাপার, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডির উৎপত্তি ও মহারাজ দ্রুপদের মহাযজ্ঞে অযোনিসম্ভবা দ্রৌপদীর জন্ম শ্রবণ করাইলেন। পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণের মুখে এই বিস্ময়কর ব্যাপার শ্রবণ করিয়া একান্ত কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে কহিলেন, হে মহাশয়! যজ্ঞবেদীস্থিত জ্বলন্ত জ্বলন মধ্য হইতে কিরূপে দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদী সম্ভূত হইলেন, মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ হইতেই বা কি প্রকারে দ্রুপদ ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন, আর তাঁহাদিগের তাদৃশ সখ্যভাবই বা কি কারণে বিচ্ছিন্ন হইল, মহাশয়! অনুগ্রহ করিয়া এই সমস্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করুন। ব্রাহ্মণ তাহাদিগের এইরূপ প্রেরণাপরতন্ত্র হইয়া অতিবিচিত্র দ্রৌপদী সম্ভব পবিত্র বৃত্তান্ত কহিতে লাগিলেন।

ষটষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, গঙ্গাদ্বারে মহাপ্রাজ্ঞ মহাতপা মহর্ষি ভরদ্বাজ অবস্থিতি করিতেন। একদা তিনি স্নানার্থ গঙ্গাতীরে গমন করিয়া দেখিলেন, ঘৃতাচী নাম্নী এক অপ্সরা তাঁহার আসিবার পূর্ব্বে তথায় উপনীত হইয়া জাহ্নবীজলে অবগাহন ও স্নান করিয়া তীরে দণ্ডায়মান আছে। এই অবসরে সমীরণ তদীয় পরিধেয় বসন আকর্ষণ ও অপহরণ করিল। মহর্ষি সহসা অপ্সরাকে বিবসনা দেখিয়া তাহার সহিত বিহার বাসনায় নিতান্ত কাতর হইয়া উঠিলেন। বলবতী অপ্সরাসম্ভোগ-স্পৃহায় একান্ত অধীর হইয়া কৌমার ব্রহ্মচারী মহর্ষির চিরসঞ্চিত রেতঃ তৎক্ষণাৎ স্খলিত হইল। রেতঃস্খলিত হইবামাত্র মহর্ষি দ্রোণী মধ্যে স্থাপন করিলেন; তাহা হইতেই ধীমান্ ভরদ্বাজের সুকুমার দ্রোণ নামে কুমার উৎপন্ন হইলেম। দ্রোণ বয়োবৃদ্ধি সহকারে সমুদয় বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিলেন।

পৃষত নামক এক মহীপাল মহর্ষি ভরদ্বাজের পরম বন্ধু ছিলেন। তৎকালে তাঁহারও দ্রুপদনামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। দ্রুপদ প্রতিদিন আশ্রম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া দ্রোণের সহিত ক্রীড়া ও অধ্যয়ন করিতেন। পৃষত রাজা কলেবর পরিত্যাগ করিলে দ্রুপদ পৈতৃক সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইলেন। কিয়দ্দিবস অতীত হইলে একদা দ্রোণ লোকমুখে শুনিলেন, পরশুরাম অর্থীদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থপ্রদান করিয়া তপোনুষ্ঠানের নিমিত্ত অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। ভরদ্বাজ-পুত্র দ্রোণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! আমি ভরদ্বাজের পুত্র দ্রোণ, কিঞ্চিৎ অর্থ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। পরশুরাম কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি যাবতীয় অর্থ সমুদায় পাত্রসাৎ করিয়াছি, এক্ষণে অস্ত্র ও শরীরমাত্র অবশিষ্ট আছে। ইহার অন্যতর কি প্রদান করি, বল। দ্রোণ কহিলেন, ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রয়োগ ও সংহারের সহিত সমুদয় অস্ত্র আমাকে প্রদান করুন। ভৃগুনন্দন রাম "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার পূর্ব্বক সমুদয় অস্ত্র শস্ত্র প্রদান করিলেন। দ্রোণ অস্ত্রলাভ করিয়া চরিতার্থ হইলেন এবং অভীষ্ট ব্রহ্মাস্ত্রলাভে হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বোধ করিলেন।

অনন্তর প্রতাপশালী ভারদ্বাজ দ্রোণ দ্রুপদসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! তোমার সখা দ্রোণ উপস্থিত হইয়াছে। তাহা শুনিয়া দ্রুপদ কহিলেন, যাদৃশ অশ্রোত্রিয় শোত্রিয়ের ও অরথী রথীর মিত্র হইতে পারেনা, সেইরূপ যিনি রাজা নহেন তিনি কিপ্রকারে রাজার সখা হইতে পারেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া দ্রোণ ভগ্নমনে হস্তিনা নগরীতে গমন করিলেন। ভীষ্ম অভ্যাগত দ্রোণসন্নিধানে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষার্থে প্রভূত অর্থের সহিত স্বীয় পৌত্রদিগকে প্রেরণ করিলেন। দ্রোণ দ্রুপদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার মানসে শিষ্যগণকে সম্মুখে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে শিষ্যগণ! যেরূপ গুরুদক্ষিণা আমার মনোনীত হয়, অস্ত্র শস্ত্র সম্যক শিক্ষা করিয়া তোমাদিগকে তাহা দিতে হইবে। এক্ষণে ইহা অঙ্গীকার কর। তখন অর্জ্জুন প্রভৃতি শিষ্যসমবায় "তথাস্তু" বলিয়া গুরুবাক্য স্বীকার করিলেন। তৎপরে পাণ্ডবদিগকে ধনুর্ব্বেদে কৃতবিদ্য দেখিয়া দ্রোণ দক্ষিণাগ্রহণার্থ পুনর্ব্বার কহিলেন, হে শিষ্যগণ! ছত্রবতী নগরীর অধিপতি পৃষতপুত্র দ্রুপদকে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করিয়া অচিরাৎ সেই রাজ্য আমাকে দক্ষিণাস্বরূপে প্রদান কর। পাণ্ডবেরা দ্রুপদকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া মন্ত্রী সমভিব্যাহারে তদীয় করচরণ বন্ধন পূর্ব্বক দ্রোণ সন্নিধানে আনয়ন করিলেন। দ্রোণ দ্রুপদকে নেত্রগোচর করিয়া কহিলেন, হে যজ্ঞসেন! তোমার সহিত পুনরায় মৈত্রী স্থাপন করিবার প্রার্থনা করি। তুমি পূর্ব্বে কহিয়াছিলে যে যিনি রাজা নহেন, তিনি রাজার সখা হইতে পারেন না, এই কারণে আমি রাজ্যগ্রহণে যত্ন করিয়াছি। এক্ষণে তুমি ভাগীরথীর দক্ষিণ কূলের রাজা হইলে, আর আমি উহার উত্তরাংশ শাসন করিব।

পাঞ্চাল রাজ দ্রুপদ ভরদ্বাজ তনয় দ্রোণের বচন বিন্যাস শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মহাভাগ! আপনি যাহা কহিতেছেন আমি তদ্বিষয়ে সম্মত আছি। আপনি কুশলে থাকুন, আপনার অভিমত মিত্রভাব পুনর্ব্বার বদ্ধমূল হইল। পরস্পর পরস্পরকে এইরূপ কহিয়া তাঁহারা পূর্ব্বসখ্য স্থাপনপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু এইরূপ অযোগ্য উপচার দ্রুপদের হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল। তিনি দিনে দিনে

নিতান্ত দুর্ব্বল ও একান্ত বিমনা হইতে লাগিলেন।

সপ্তষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, তখন দ্রুপদরাজ রোষাবিষ্ট হইয়া যাজনকর্ম্মদক্ষ ব্রাহ্মণগণের অন্বেষণে আশ্রমে আশ্রমে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সন্তান নাই বলিয়া তিনি অতিশয় বিলাপ ও পরিতাপ করিতেন, এবং একটি উপযুক্ত পুত্রের মুখচন্দ্রমা সন্দর্শনার্থে চিন্তায় একান্ত নিমগ্ন হইলেন। দ্রোণের অপকার করিবার নিমিত্ত তিনি বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন কিন্তু তদীয় অলৌকিক প্রভাব, বিনয়, শিক্ষা, বিচিত্র-চরিত্র ও ক্ষাত্রবল আলোচনা করিয়া কিরূপে প্রতীকার করিব ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

অনন্তর দ্রুপদ ভাগীরথীতীরে কল্মাষীর উভয় পার্শ্বে ভ্রমণ করিতে করিতে একদা এক আশ্রমে উপনীত হইলেন। তথায় অস্নাতক ও অব্রতী কেহই ছিলেন না। তন্মধ্যে দেখিলেন, সংশিতব্রত যাজ ও উপযাজ নামক দুই ব্রহ্মর্ষি রহিয়াছেন, তাঁহারা শান্তগুণাবলম্বী, সংহিতাপাঠে অভিনিবিষ্ট, কাশ্যপগোত্রসম্ভূত ও যুক্তরূপশালী। দ্রুপদ বিলম্ব না করিয়া বিনীতভাবে তাঁহাদিগের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন, উভয়ের বলবুদ্ধি বিবেচনা করিয়া নির্জ্জনে কনিষ্ঠ উপযাজের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং প্রিয়বাদী সর্ব্বকামদাতা হইয়া সর্ব্বপ্রযত্নে তদীয় অনুবৃত্তি ও চরণ সেবা দ্বারা মহর্ষিকে তুষ্ট করিয়া যথোচিত সৎকার পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে ব্রহ্মন্! দ্রোণের বিনাশের নিমিত্ত যদি কোন রূপ দৈবকার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা আমার পুত্রোৎপাদন করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনাকে এক অর্ব্বুদ গোদান করিব অঙ্গীকার করিতেছি; অথবা আপনকার যাহা অভিলাষ হয় তাহাই সফল করিব, সন্দেহ নাই। মহর্ষি দ্রুপদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, রাজন্! আমি তোমার বাক্য স্বীকার করিতে পারি না। দ্রুপদ এই রূপ প্রত্যাখ্যাত হইলেও পুনর্ব্বার তাঁহার আরাধনা ও নানা প্রকারে চিত্তানুবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সম্বৎসর কাল অতিক্রান্ত হইলে একদা উপযাজ দ্রুপদকে মধুর বাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! একদা মদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এক নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে সঞ্চরণ করিতে করিতে ভূতলে পতিত একটী ফল দেখিতে পাইলেন। যে স্থানে ঐ ফল পতিত হইয়াছিল, তাহার শৌচের বিষয় কিছুই পরিজ্ঞাত ছিলেন না। আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে ছিলাম। দেখিলাম, তিনি ফলগ্রহণে কিছুমাত্র বিবেচনা করিলেন না এবং ফলেরও পাপানুবন্ধক দোষের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি রাখিলেন না। অতএব যিনি একস্থলে শৌচাশৌচ পরিজ্ঞানে নিরপেক্ষ হইলেন, তিনি অন্যত্র তাহার বিচার করিবেন না। আরও যখন গুরু গৃহে বাস ও সংহিতা অধ্যয়ন করিয়া অন্যের উৎসৃষ্ট অন্নভোজন করেন এবং নির্ঘৃণ হইয়া বারম্বার উৎসৃষ্ট অন্নের গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তখন তিনি কিছুতেই শৌচাশৌচের বিচার রাখিবেন না। এক্ষণে আমি বিচার করিয়া দেখিতেছি, তিনিই ফলাকাঙ্ক্ষী, অতএব তুমি তাঁহার নিকট গমন কর, তিনি তোমার পুত্রেষ্টি যজ্ঞে দীক্ষিত হইবেন।

মহারাজ দ্রুপদ এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া অতিশয় চিন্তিত হইলেন, এবং তদীয় নিদেশানুসারে মহর্ষি যাজের আশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাকে যথোচিত সৎকার করিয়া কহিলেন, বিভো! আমি আপনাকে অষ্ট অযুতগোদান করিব। আপনি আমার পুত্রেষ্টিযজ্ঞে দীক্ষিত হউন। দ্রোণের নিকট

পরাভূত হইয়া আমি নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে আত্ম বিনোদনের নিমিত্ত আপনার শরণাপন্ন হইলাম। দ্বিজোত্তম দ্রোণ ব্রহ্মাস্ত্রে অদ্বিতীয়, অধিক কি এই ধরাধামে ক্ষত্রিয় মধ্যেও দ্রোণের সম ধনুর্দ্ধর আর কেহই নাই, একারণ আমি তাঁহার নিকট সখিযুদ্ধে পরাভূত হইয়াছি। তদীয় শরজাল প্রাণাপহারক, কদাচ ব্যর্থ হইবার নহে। রণস্থলে ষড়রত্নি শরাসন তাঁহার হস্তে পরিদৃশ্যমান হয়। তিনি ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বটে কিন্তু নিঃসন্দেহ ক্ষত্রিয়তেজঃ প্রতিহত করিতে পারেন, সেই মহেষ্বাস মহাবল দ্রোণ দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় ক্ষত্রিয়দিগের উচ্ছেদের নিমিত্ত এই জীবলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার অস্ত্র বল মহাঘোর ও ভয়ঙ্কর, নরলোকে কেহই তাহা সহ্য করিতে পারে না। তিনি লব্ধাহুতি প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় ব্রাহ্ম তেজ ধারণ করেন, এবং ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া লক্ষ লোককে ভস্মসাৎ করিতে সমর্থ হয়েন। হে যাজ! ব্রাহ্ম ও ক্ষাত্রতেজ এই উভয়ের মধ্যে ব্রাহ্মতেজই উৎকৃষ্ট, অতএব আমি ক্ষত্রিয়বলে নিরপেক্ষ হইয়া ব্রাহ্মতেজের আশ্রয় লইতে মানস করিয়াছি এবং আপনকার অনুকম্পায় আমার প্রবল পরাক্রান্ত দ্রোণান্তক সন্তান জন্মিবে, এই আশয়ে আপনাকে অষ্ট অর্ব্বুদ গোদান করিতে প্রস্তুত আছি। আপনি যথাবিধানে আমার এই পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সমাধান করুন। তখন যাজ "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহার বাক্য অঙ্গীকারপূর্ব্বক যজ্ঞীয় দ্রব্য সম্ভার আহরণ করিতে আদেশ দিলেন। যদিও উপযাজ বিষয়-বাসনাশূন্য ও নিতান্ত নিস্পৃহ, তথাচ মহৎকর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে বলিয়া তিনি তাঁহাকে তদ্বিষয়ে ব্রতী করিলেন এবং যাজ গাঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে দ্রোণবধে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন।

অনন্তর মহাতপা মহর্ষি উপযাজ মহীপাল দ্রুপদের পুত্রফল কামনায় যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! তোমার যাদৃশ অভিলাষ তদনুসারে মহাবীর্য্য মহাবল দ্রোণান্তক পুত্র উৎপন্ন হইবে। তাঁহার এইরূপ উত্তেজনাবাক্যে উৎসাহিত হইয়া দ্রুপদরাজ দ্রোণবিনাশের অভিসন্ধিতে যজ্ঞীয়দ্রব্য সম্ভার আহরণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে উপযাজ জ্বলন্ত হুতাশনে পূর্ণাহুতি প্রদানকালে রাজমহিষীকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! তুমি পুত্র কন্যা উভয়ই প্রাপ্ত হইবে আইস। মহিষী বিনয়বাক্যে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমার মুখ অবলিপ্ত, গাত্রে দিব্য গন্ধ ধারণ করিতেছি। আমি সন্তান নিমিত্ত এরূপভাবে আপনকার সন্নিধানে উপস্থিত হইতে পারি না, আপনি আমার প্রিয়হেতু ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন।

যাজ কহিলেন, হে রাজপত্নি! তুমি যাও বা থাক, যাজদত্ত ও উপযাজের মন্ত্রপূত সংস্কৃত হব্য কদাচ নিষ্ফল হইবে না, অবশ্য অভীষ্ট সম্পাদন করিবে, এই বলিয়া তিনি সংস্কৃত ও প্রজ্বলিত অনলে আহুতি প্রদান করিলেন। আহুতি প্রদান করিবামাত্র সহসা হুতাশন মধ্য হইতে দেবকুমার তুল্য সুকুমার এক কুমার উত্থিত হইলেন। প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল, সুন্দর কিরীট দ্বারা তদীয় মস্তক অলঙ্কৃত, আকার অতি ভয়ঙ্কর, ধনুর্ব্বাণ বর্ম্ম ও খড়্গ চর্ম্মধারণ করিয়া বারংবার সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক দিব্য রথারোহণে বহ্নিমধ্য হইতে নির্গত হইলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া পাঞ্চাল দেশীয় ইতর সাধারণ সকলেই প্রফুল্ল মনে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের হর্ষবেগ ও সিংহনাদ ভগবতী ধরিত্রীরও অসহ্য হইল। তৎকালে এইরূপ আকাশবাণী হইল

যে, যশস্বী "রাজকুমার দ্রোণ বধের নিমিত্ত উদ্ভূত হইয়াছেন। ইহাঁর বল অতি অদ্ভুত, ইনি পাঞ্চালদিগের ভয় দূর করিবেন।" ইত্যবসরে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এক কুমারী যজ্ঞ বেদি মধ্য হইতে উত্থিত হইলেন, ত্রিভুবনে তদীয় রূপলাবণ্যের তুলনা ছিল না। তাঁহার বর্ণ শ্যামল, লোচনযুগল পদ্মপলাশের ন্যায় সুশোভন ও অতিবিস্তীর্ণ, কেশজাল নীল ও আকুঞ্চিত, পয়োধর পীন ও উন্নত, ভ্রূদ্বয় দেখিতে সুচারু, কন্যার গাত্র হইতে নীলোৎপল সদৃশ গন্ধ এক ক্রোশপর্য্যন্ত ধাবিত হইতেছে। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন মানুষীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া কোন দেবী পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন। ঐ দেবরূপিণী রমণী দেখিতে এমন চমৎকারিণী যে দেখিলে দেব, দানব, গন্ধর্ব্বেরও মন মোহিত হয়। "এইকন্যা কালক্রমে ক্ষত্রিয়কুল ক্ষয় করিয়া বিস্তর সুরকার্য্য সাধন করিবেন, ইহার নিমিত্ত কুরুবংশীয়দিগের অন্তঃকরণে সর্ব্বদা আশঙ্কা থাকিবে," সহসা এইরূপ আকাশবাণী উত্থিত হইল। ইহা শ্রবণ করিয়া পাঞ্চালেরা সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের ঐরূপ বেগ ভগবতী বসুন্ধরা সহ্য করিতে অসমর্থা হইলেন। তৎকালে রাজসহধর্ম্মিণী, পুত্রার্থিনী হইয়া যাজসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং কন্যা পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, হে আজ! ইহারা আমাভিন্ন অন্য কাহাকেও যেন জননী বলিয়া না জানে। যাজ রাজার প্রিয়ানুষ্ঠান মনসে তথাস্তু বলিয়া তাঁহার বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন। পূর্ণমনোরথ ব্রাহ্মণেরা (বালক অতি প্রগণ্ড ও দ্যুম্ন সম্ভূত) বলিয়া তাহার নাম ধৃষ্টদ্যুম্ন রাখিলেন এবং (কন্যাটী কৃষ্ণবর্ণা) প্রযুক্ত তাঁহাকে কৃষ্ণানাম প্রদান করিলেন। এইরূপে দ্রুপদের মহাযজ্ঞে পুত্র ও কন্যা উভয় উৎপন্ন হইল। প্রবল প্রতাপান্বিত দ্রোণ পাঞ্চালদেশ হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিজ নিলয়ে আনয়নপূর্ব্বক অস্ত্রশিক্ষা করাইতে লাগিলেন, এবং দৈব অনতিক্রমণীয় কদাচ অন্যথা হইবার নহে ভাবিয়া মহীয়সী আত্মকীর্ত্তি স্থাপনার্থে ধৃষ্টদ্যুম্নের অস্ত্রশিক্ষা বিষয়ে একান্ত যত্ন করিতে লাগিলেন।

অষ্টষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কুন্তীপুত্রদিগের হৃদয়ে যেন শল্য বিদ্ধ হইল তাঁহারা বিষাদ সাগরে একান্ত নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর সত্যবাদিনী কুন্তী মাতৃভক্তিপরায়ণ সন্তানগণকে আহ্বান করিয়া সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, বৎস! আমরা এই রমণীয় নগরী মধ্যে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক মহাত্মা ব্রাহ্মণের আবাসে বহুকাল বাস করিলাম। এস্থলে যে সমস্ত বন ও উপবন আছে তাহা বারংবার দর্শন করিয়াছি। তাহা দেখিয়া আর তাদৃশ প্রীতি জন্মে না। এক্ষণে ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প লব্ধ হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা দিনপাত হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। অতএব যদি তোমাদিগের অভিলাষ হয়, তবে চল, আমরা পরম রমণীয় পাঞ্চাল দেশে গমন করি। ঐ দেশ অদৃষ্ট পূর্ব্ব, দেখিলে অবশ্যই প্রীতি কর হইবে। আর শুনিয়াছি, পাঞ্চালেরা প্রাণান্তেও ভিক্ষুককে পরাঙ্মুখ করেন না, তথাকার রাজা যজ্ঞসেন অতিশয় ব্রতপরায়ণ। হে বৎস! যদি মত হয় চল, একস্থলে বহুকাল অতিক্রম করা কদাচ বিধেয় হয় না। অধিক কি, এখানে ক্ষণকাল থাকিতেও আমার আর বাসনা নাই। তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, মাতঃ! আপনি যাহা আদেশ করিতেছেন, তাহা আমাদিগের পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প বোধ হয় কিন্তু অনুজদিগের কিরূপ অভিপ্রায় কিছুই জানি না। তৎপরে কুন্তী, ভীমসেন, অর্জ্জুন ও যমজ মঙ্গল সহদেবকে এই কথা

জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা মাতৃবাক্যে কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া কহিলেন, মাতঃ! আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, আমরা কদাচ তাহার অন্যথা করিব না।

অনন্তর কুন্তী পঞ্চ পুত্র সমভিব্যাহারে ব্রাহ্মণকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া দ্রুপদ-রাজ্যে যাত্রা করিলেন।

ঊনসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা পাণ্ডবগণ প্রচ্ছন্ন-ভাবে বাস করিতেছেন, এই অবসরে সত্যবতীনন্দন ব্যাস, তাঁহাদিগের দর্শনার্থ তথায় আগমন করিলেন। পাণ্ডবেরা তাঁহাকে অভ্যাগত দেখিয়া প্রত্যুদ্গমন-পূর্ব্বক প্রণাম ও অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন মহর্ষি ব্যাস তাঁহাদিগকে উপবেশনার্থ অনুমতি প্রদান করিয়া প্রীতি-প্রফুল্ল মনে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পাণ্ডবগণ! তোমরা শাস্ত্র ও ধর্ম্মানুসারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছ? এবং পূজার্হ অতিথি ব্রাহ্মণকে সৎকার করিয়া থাক? ব্যাস তাঁহাদিগকে এরূপ ধর্ম্মার্থ সম্বন্ধ বহুবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া প্রসঙ্গ-ক্রমে একটি উপাখ্যান কহিতে আরম্ভ করিলেন।

কোন তপোবনে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সর্ব্বগুণসম্পন্না এক ঋষিকন্যা বাস করিতেন। সেই রমণী স্বীয়কর্ম্মদোষে নিতান্ত দুরদৃষ্ট-ভাগিনী হইয়া ছিলেন; এই কারণে অনুরূপ ভর্ত্তৃলাভে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তখন তিনি সাতিশয় দুঃখিত হইয়া পতি-লাভার্থে তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন, এবং অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান দ্বারা অনতিকালমধ্যে ভগবান্ মহাদেবকে প্রীত ও প্রসন্ন করিলেন। দেবাদিদেব মহাদেব তাঁহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তথায় আবির্ভূত হইলেন এবং কহিলেন, হে সুন্দরি! তুমি কুশলে থাক, আমি মহাদেব, তোমাকে বর দান করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর। তখন তপস্বিকন্যা আপনার অভিলাষানুরূপ বর লাভ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে যাহাতে আমি সর্ব্বগুণসম্পন্ন পতি লাভে চরিতার্থ হইতে পারি, এই রূপ বর প্রদান করুন। এই বলিয়া বারংবার তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তৎপরে মহাদেব তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ঋষিকন্যে! আমার বরপ্রভাবে তোমার পঞ্চ স্বামী লাভ হইবে। তখন তাপসদুহিতা বরদ দেবতাকে পুনর্ব্বার কহিলেন, ভগবন্! আপনকার নিকটে আমি সর্ব্বগুণোপেত একমাত্র পতি লাভের বাসনা করি। ঈশ্বর কহিলেন, হে কন্যে! তুমি পাঁচ বার পতি প্রদান করুন বলিয়া আমার নিকটে প্রার্থনা করিয়াছ, অতএব তোমার প্রার্থনামত পরজন্মে পঞ্চ পতি লাভ করিবে। সেই দেবরূপিণী রমণী দ্রুপদবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি তোমাদিগেরই সহধর্ম্মিণী হইবেন; অতএব এক্ষণে তোমরা পাঞ্চাল নগরে গিয়া অবস্থান কর। আমি নিশ্চয় কহিতেছি, সেই কন্যা লাভ করিয়া তোমরা ভবিষ্যতে সুখী হইবে। এই বলিয়া মহাতপাঃ মহর্ষি ব্যাস, কুন্তী ও পাণ্ডবগণকে সাদর সম্ভাষণাশীঃ-প্রয়োগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি ব্যাস তথা হইতে প্রস্থান করিলে পাণ্ডবেরা সন্তুষ্টচিত্তে জননী কুন্তীকে অগ্রে লইয়া অবক্ষুর মার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা দিবা-রাত্রিমধ্যে সোমাশ্রয়ায়ণ-নামক এক তীর্থে গমন করিয়া জাহ্নবীতীরে উপনীত হইলেন। অর্জ্জুন সর্ব্বাগ্রে এক প্রদীপ্ত আলোক লইয়া প্রকা-

শার্থে ও আত্মরক্ষার্থে তথায় গমন করিলেন

এক মহাবলপরাক্রান্ত গন্ধর্ব্বরাজ ঐ পবিত্র ও রমণীয় গঙ্গাজলে অঙ্গনাপরিবৃত হইয়া বিহার করিতেছিলেন। এই অবসরে তিনি গঙ্গাতীর-সন্নিহিত পাণ্ডবগণের পদশব্দ শ্রবণ করিলেন। শ্রবণ করিবামাত্র অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, এই সময়ে জননীসমভিব্যাহারী পাণ্ডবগণকে তথায় আগমন করিতে দেখিয়া ধনুর্গুণ আস্ফালনপূর্ব্বক কহিলেন, সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ কাল পূর্ব্বাবধি সমস্ত রজনী কামচারী যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসদিগের মুহূর্ত্ত, অবশিষ্ট কাল মনুষ্যদিগের কার্য্য সাধনার্থে নিয়মিত আছে। তোমরা লোভপরতন্ত্র হইয়া রাক্ষসী বেলায় পরিভ্রমণ করিতেছ, অতএব তোমরা নিতান্ত অনভিজ্ঞ, সুতরাং আমরা রাক্ষসগণ সমভিব্যাহারে তোমাদিগকে সংহার করিব। রাত্রিকালে নদীকূল-সন্নিহিত হইলে মনুষ্যদিগকে ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিরা অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা করেন, অধিক কি, এই সময়ে মহাবলপরাক্রান্ত ভূপালদিগেরও নদীকূলে আগমন করা নিষিদ্ধ। তোমরা আর কেন দূরে রহিয়াছ? সত্বরে আমার সন্নিহিত হও। আমি জলবিহার করিবার নিমিত্ত গঙ্গায় অবগাহন করিয়াছি, ইহা কি তোমরা পূর্ব্বে অবগত হইতে পার নাই? আমার নাম অঙ্গারপর্ণ; আমি স্বকীয় বলবীর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকি। আমি অতিশয় অভিমানী, ঈর্ষাপরায়ণ ও কুবেরের প্রিয় সখা। আর অগ্রে যে বন দেখিতেছ, উহা অঙ্গারপর্ণ নামে প্রখ্যাত। আমি যদৃচ্ছাক্রমে ভাগীরথীতীরে সঞ্চরণ করিয়া ঐ স্থলে বিহার করিয়া থাকি। এই স্থানে রাক্ষস, ঋষি, দেবতা বা মনুষ্যেরা আগমন করিতে পারে না, তবে তোমরা কি কারণে এই স্থানে উপনীত হইলে বল?

তদীয় এতাদৃশ উদ্ধতবাক্যে উত্তেজিত হইয়া অর্জ্জুন কহিলেন, হে দুর্ম্মতে! সমুদ্র, হিমালয়ের পার্শ্বদেশ, আর এই নদীকূল, এই তিনটি প্রদেশ দিবা, রাত্রি বা সন্ধ্যাকালে কাহারও অধিকৃত নহে। হে গগনচর! ভুক্ত হউক বা অভুক্তই হউক, দিবস বা রজনী হউক, গঙ্গায় গমন করিতে কালনিয়ম নাই। আর আমরাও মহাবলপরাক্রান্ত; অতএব তোমাকে অকালে কালসদনেপ্রেরণ করিব। নিতান্ত দুর্ব্বল মানবেরাই রণক্ষেত্রে তোমাদিগকে সৎকার করিয়া থাকে। পূর্ব্ব কালে এই গঙ্গা হিমালয়ের হেমময় উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে নিঃসৃতা হইয়া গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, রথস্থা, শরযূ, গোমতী, ও গণ্ডকী, এই সপ্ত নদীরূপে সমুদ্রজলে মিলিত হন। এই সপ্ত স্রোতস্বতীর জলোপসেবনে লোকে বিগতপাপ হইয়া থাকে। পরম পবিত্রা গঙ্গা আকাশপথ-গামিনী হইয়া দেবলোকে অলকনন্দা নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন। ভগবান্ বাদরায়ণি কহেন, এই গঙ্গা পিতৃলোক উদ্ধার করিবার নিমিত্ত বৈতরণীরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হয়েন। পাপাচার লোকেরা ঐ নদী পার হইতে পারে না। সকলেই এই স্বর্গ-ফল-দায়িনী দেবনদীতে অবাধে অবগাহন করিয়া থাকে, তুমি সেই সনাতন ধর্ম্মের অপলাপ করিয়া কেনই প্রতিষেধ করিতেছ? ভাগীরথীর জল অতি পবিত্র, আমরা স্বেচ্ছাক্রমে এই পবিত্র জল স্পর্শ করিব; ইহাতে কোনরূপ বাধা মানিব না।

এই কথা শুনিবামাত্র অঙ্গারপর্ণ অতিশয় রোষপরবশ হইয়া শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক মহাবিষ আশীবিষসদৃশ সুতীক্ষ্ণ শরসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয় হস্তস্থিত আলোক ও চর্ম্ম বিঘূর্ণিত ক-

রিয়া তৎক্ষণাৎ তদীয় সমস্ত শরজাল নিরাস করিলেন এবং কহিলেন, হে গন্ধর্ব্ব! অস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ বীরের নিকটে এরূপ বিভীষিকা প্রদর্শন করা নিতান্ত অনুপযুক্ত; প্রদর্শিত হইলেও ফেনের ন্যায় বিলীন হইয়া যায়। মানুষী শক্তি সর্ব্বতোভাবে সকল গন্ধর্ব্বদিগকে পরাভব করিতে পারে, এক্ষণে ইহাই লক্ষিত হইতেছে; অতএব আইস তোমার সহিত অস্ত্রযুদ্ধ করিব। মায়াযুদ্ধে প্রয়োজন নাই। পূর্ব্ব কালে দেবরাজ ইন্দ্রের মান্য ও পূজনীয় বৃহস্পতি ভরদ্বাজকে এই আগ্নেয়াস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরে ভরদ্বাজ অগ্নিবেশ্যকে, পরে অগ্নিবেশ্য মদীয় গুরু দ্রোণকে সমর্পণ করেন। অনন্তর দ্রোণাচার্য্য অতি উৎকৃষ্ট বোধে ঐ অস্ত্র আমাকেই প্রদান করিয়াছেন। এই কথা বলিয়া অর্জ্জুন ক্রোধভরে গন্ধর্ব্বের প্রতি সেই প্রদীপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। প্রয়োগ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তদীয় রথ ভস্মসাৎ হইল। তখন বিরথ, বিপন্ন ও অস্ত্রতেজে বিমোহিত গন্ধর্ব্বরাজ অঙ্গারপর্ণকে অধোমুখে ভূতলে পতিত দেখিয়া অর্জ্জুন দিব্যমালালঙ্কৃত তদীয় কেশপাশ ধারণ করিলেন এবং বিচেতনাবস্থায় কেশাকর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে আপন ভ্রাতৃসন্নিধানে লইয়া গেলেন।

এই অবসরে শরণার্থিনী কুম্ভীনসীনাম্নী তদীয় সহধর্ম্মিণী পতির প্রাণ রক্ষার্থে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের শরণাগত হইলেন। তিনি কহিলেন, হে মহাভাগ! আমি গন্ধর্ব্বরাজমহিষী কুম্ভীনসী, অনুকম্পা করিয়া আপনি আমার ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ করুন, আমি আপনকার শরণাপন্না হইলাম। তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে অরি নিসূদন অর্জ্জুন! যশোহীন, স্ত্রীসহায়, নিতান্ত দুর্ব্বল ও যুদ্ধে পরাজিত শত্রুকে বিনাশ করা অকর্ত্তব্য; অতএব ইহাঁকে অবিলম্বে পরিত্যাগ কর। অর্জ্জুন তাঁহাকে কহিলেন, হে গন্ধর্ব্ব! অদ্য কুরুরাজ যুধিষ্ঠির তোমাকে অভয় দান করিলেন, অতএব তুমি জীবন লইয়া প্রস্থান কর, আর কোন দুঃখ করিও না। তখন গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, হে সৌম্য! আমি পরাজিত হইলাম, এক্ষণে আমার পূর্ব্বনাম অঙ্গারপর্ণ ছিল, তাহা পরিত্যাগ করিতেছি; আমি জনসমাজে বলবীর্য্য ও নাম দ্বারা শ্লাঘা করি না, কিন্তু এই আমার পরম লাভ যে দিব্যাস্ত্রধারী অর্জ্জুনকে গন্ধর্ব্বমায়ায় অধিকৃত করিব। আমার এই বিচিত্র রথ অস্ত্রাগ্নিদ্বারা ভস্মসাৎ হইয়াছে, অতএব আমি চিত্ররথ নামের পরিবর্ত্তে দগ্ধরথ বলিয়া প্রখ্যাত হইলাম। পূর্ব্বে আমি তপোবলে এই বিদ্যা লাভ করিয়াছিলাম, অদ্য প্রাণপ্রদ মহাত্মা অর্জ্জুনকে সেই বিদ্যা প্রদান করিব। যিনি বল দ্বারা শত্রুকে স্তম্ভিত করিয়া, পরাজিত ও শরণাগত শত্রুকে প্রাণ দান করেন, তিনি সর্ব্ব কল্যাণেরই ভাজন হইতে পারেন। আমি যে বিদ্যা প্রদান করিব ইহার নাম চাক্ষুষী বিদ্যা। ভগবান মনু সোমকে ইহা সমর্পণ করেন। সোম হইতে বিশ্বাবসু, বিশ্বাবসু হইতে এই বিদ্যা আমিই প্রাপ্ত হইয়াছি। এই গুরুপ্রদত্তা বিদ্যা কাপুরুষগামিনী হইয়া বিনষ্ট হইতেছে। হে বীর! এই বিদ্যা-প্রাপ্তিবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমুদয় নিবেদন করিলাম, এক্ষণে ইহার কিরূপ প্রভাব তাহাও অবগত করাইতেছি, অবধান কর। এই ত্রিলোক মধ্যে যে বস্তু অবলোকন করিতে অভিলাষ করিবে, এই বিদ্যাপ্রভাবে তাহা তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাইবে। যাঁহার যাদৃশী বাসনা, তিনি তদনুসারে সকল বিষয়ই নেত্রগোচর করিতে পারিবেন। নিরবচ্ছিন্ন ছয় মাস একপদে দণ্ডায়মান থাকিয়া এই বিদ্যা লাভ করিতে হয়; অতএব ব্রত অনুষ্ঠিত না হইলেও আমি তোমার নিমিত্ত সেই

বিদ্যাকে প্রসন্ন করিব। হে মহারাজ! আমরা এই বিদ্যাপ্রভাবে মনুষ্য হইতে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্য লাভ করিয়াছি এবং দেবগণের সমকক্ষ হইয়া গগনমার্গে সঞ্চরণপ্রভৃতি অতি অদ্ভুত ব্যাপারসমুদায় সম্পাদন করিয়া থাকি। এক্ষণে তোমাকে ও তোমার ভ্রাতাদিগকে আমি এক এক শত গন্ধর্ব্বজ অশ্ব প্রদান করিব। সেই সমস্ত গন্ধর্ব্বজ অশ্বের বর্ণ অতি মনোহর, বেগ মন অপেক্ষাও খরতর। ইহারা কখন তরুণ বা জীর্ণ হয়না। ইহাদিগের গমনবেগ কদাচ হীন হইবার নহে। পূর্ব্ব কালে বৃত্রাসুরসংহারার্থ দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্র নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহা বৃত্রাসুর-শিরে দশধা ও শতধা চূর্ণ হইয়া যায়। তদনন্তর দেবতারা শত ভাগে বিভক্ত ঐ বজ্রভাগসকলের উপাসনা করেন। সেই সকল বজ্রাংশের অংশে এই গন্ধর্ব্বজ অশ্বগণ জন্ম গ্রহণ করে, এই নিমিত্ত ইহারা অবধ্য। কামবর্ণ কামজব ও কামতঃ সমুপস্থিত গন্ধর্ব্বজ অশ্বগণ তোমার অভিলাষ সফল করিবে। অর্জ্জুন কহিলেন, হে গন্ধর্ব্ব! তুমি প্রীত হইয়া বা প্রাণসঙ্কট উপস্থিত দেখিয়া আমাকে এই বিদ্যাধন অর্পণ করিতেছ? যদি প্রতিপ্রদান না হয়, তবে তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই। গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! সাধু লোকের সহিত সমাগম হইলে স্বভাবতই প্রীত হইতে হয়, কিন্তু তুমি আমার প্রাণ দান করিয়াছ, এই নিমিত্ত আমি সাতিশয় প্রীত হইয়া এই বিদ্যা দানে উদ্যত হইয়াছি। আর আমি তোমা হইতে অত্যুৎকৃষ্ট আগ্নেয়াস্ত্র ও বৃদ্ধিনামক ঔষধ এই দুইটি এক কালে গ্রহণ করিব। অর্জ্জুন কহিলেন, হে গন্ধর্ব্বরাজ! আমি ব্রহ্মাস্ত্র প্রদান করিয়া তোমাহইতে গন্ধর্ব্বজ অশ্ব গ্রহণ করিব, কিন্তু আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, সর্ব্বদা আমাদিগের সমাগম হয়। হে সখে! তোমাদিগের হইতে যে কারণে ভয় উৎপন্ন হয়, এবং আমরা বেদবেত্তা সাধুচরিত্র হইলেও রাত্রিকালে আগমন করিয়া যে কারণে এইরূপ তিরস্কৃত ও অপমানিত হইলাম, তাহার কারণ কি সমুদয় বল।

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তোমরা অনগ্নি ও অনাহুত এবং কোন ব্রাহ্মণও তোমাদিগের পুরোবর্ত্তী নহেন। এই কারণে আমি তোমাদিগকে তিরস্কার ও অবমাননা করিয়াছিলাম। যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও দানবেরা কুরুবংশ-বিস্তার কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আর নারদপ্রভৃতি দেবর্ষিমুখেও আমি তোমার পূর্ব্বপুরুষদিগের গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়াছি। অধিক কি, এই সসাগরা ধরা পর্য্যটনপ্রসঙ্গে আমি স্বয়ংই তোমার সদ্বংশের ভূয়িষ্ঠপ্রভাব অবগত হইয়াছিলাম। ত্রিলোকপ্রখ্যাত মহায়শাঃ দ্রোণ, যাঁহার নিকটে তুমি বেদ ও ধনুর্ব্বেদে উপদিষ্ট হইয়াছ, তিনিও আমার পরিচিত। দেবপ্রধান ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও যমজ অশ্বিনীকুমার, আর নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু এই ছয় জন কুরুবংশবিবর্দ্ধন ও তোমাদিগের জন্মদাতা পিতা। আমি তাঁহাদিগের সকলকেই সবিশেষ জ্ঞাত আছি। তোমরা অতি সচ্চরিত্র, মহাত্মা ও মহাবীর; তোমাদিগের মনের সংকল্প ও অধ্যবসায় সম্যক্ অবগত হইয়াও আমি তোমাদিগকে তিরস্কার ও অবমাননা করিয়াছিলাম। বিশেষতঃ বাহুবল-সম্পন্ন, বীরপুরুষেরা স্ত্রীসন্নিধানে অপমানিত হইলে কখনই ক্ষমা প্রদর্শন করিতে পারে না, আমি সস্ত্রীক ছিলাম, রাত্রিকালে আমাদিগের বলবীর্য্য দ্বিগুণতর পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, এই সমস্ত কারণে আমার অন্তঃকরণে ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল। হে অর্জ্জুন! তুমি আমাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছ, অতএব যে কারণে জয়ী হইলে, বিধানানুসারে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

ব্রহ্মচর্য্য পরমোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। তুমি সেই

গর্ব্বান্বিত বলিয়া আমাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছ। যে ক্ষত্রিয় কামপরায়ণ, তিনি রাত্রিকালে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে কদাচ জীবন রক্ষা করিতে পারেন না। আর সস্ত্রীক হইলেও তিনি সনাতন বেদ শাস্ত্র সম্মুখে রাখিয়া পুরোহিতের উপর কার্য্যভার অর্পণ-পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তিনি নিশ্চয়ই সমস্ত নিশাচরকে পরাস্ত করিতে পারেন। অতএব হে তাপত্য! ইহ লোকে যে যে বিষয়ে মনুষ্যের শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা, তৎসমুদায় বিষয়ে ইন্দ্রিয়দমনশীল পুরোহিতকে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। ষড়ঙ্গবেদপারগ অতি পবিত্র সত্যবাদী ধর্ম্মাত্মা ও সুধীর ব্রাহ্মণই রাজাদিগের পুরোহিত হয়েন। যে ভূপতির এতাদৃশ সদ্‌গুণসম্পন্ন পুরোহিত বিদ্যমান আছেন, তাঁহার ইহ লোকে জয় ও পর লোকে স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। অর্থোপার্জ্জন ও উপার্জ্জিত অর্থ রক্ষা করিবার নিমিত্ত এক গুণবান্ পুরোহিত নিয়োগ করা অতিমাত্র শ্রেয়ঃকল্প। যে রাজা এই সসাগরা পৃথিবী অধিকার করিতে ইচ্ছা করেন, যিনি সর্ব্ব সম্পদ্ লাভের অভিলাষী হয়েন, তাঁহার পুরোহিতের হিতকারিণী বুদ্ধির আশ্রয় লওয়া বিধেয়। যে রাজার পুরোহিত নাই, তিনি কদাচ অভিজন ও শৌর্য্যপ্রভাবে ভূমিসম্পত্তি অধিকার করিতে পারেন না; অতএব হে কুরুবংশবর্দ্ধন অর্জ্জুন! এক্ষণে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, রাজারা পুরোহিতের সাহায্য গ্রহণ করিলে বহু কাল রাজ্য পালন করিতে পারেন।

একসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে গন্ধর্ব্বরাজ! তুমি যে তাপত্য বলিয়া আমাকে সম্বোধন করিলে, তাহার যথার্থ অর্থ কি? আমরা কুন্তী-পুত্র, কি কারণে তাপত্য বলিয়া আহূত হইলাম? কাহার নামই বা তপতী ছিল? হে সাধো! সবিশেষ জানিতে অভিলাষ করি। গন্ধর্ব্বরাজ অর্জ্জুনের বাক্যে প্রীত হইয়া ত্রিলোকপ্রখ্যাত অদ্ভুত উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনও শ্রবণ-মানসে অবহিতচিত্ত হইলেন। গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! আমি যে কারণে তপতীতনয় বলিয়া তোমাকে সম্বোধন করিলাম, সেই রমণীর বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলে সমুদায় বুঝিতে পারিবে; স্থিরচিত্তে শ্রবণ কর। যিনি ভূলোক ও দ্যুলোকে আলোক প্রদান করিতেছেন, সেই সূর্য্যদেব সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী তপতীর জন্মদাতা। সাবিত্রীর পর ইহাঁর জন্ম হয়। তপতী তপোনুরক্তা ও ত্রিলোকপ্রখ্যাতা ছিলেন। সুরাসুর গন্ধর্ব্বাপ্সরোমধ্যে কোন কামিনীই তপতীসদৃশ রূপশালিনী ছিলেন না। একদা সূর্য্য, পদ্মপলাশলোচনা সদাচারসম্পন্না কন্যাকে প্রাপ্তযৌবনা দেখিয়া রূপ, গুণ, শ্রুত, শীলসম্পন্ন এক অনুরূপ পাত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি ত্রিভুবনমধ্যে কন্যার উপযুক্ত পাত্র দেখিতে পাইলেন না। এই কারণে তাঁহার অন্তঃকরণ বলবতী চিন্তায় একান্ত আক্রান্ত হইয়াছিল, সমুদয় সুখ ও শান্তি এক কালে তাঁহা হইতে তিরোহিত হইল।

এই সময়ে কুরুবংশাবতংস ঋক্ষতনয় মহাবল পরাক্রান্ত মহারাজ সম্বরণ শুশ্রূষা-পরতন্ত্র, অহঙ্কারশূন্য, বিশুদ্ধচিত্ত, একান্ত ভক্তিমান্ ও সমধিক শ্রদ্ধাশালী হইয়া অর্ঘ্য মাল্য ধূপ দীপপ্রভৃতি বিবিধোপহারে ও নিয়মোপবাস, তপস্যা সহকারে প্রতিদিন উদয়কালে ভগবান্ ভাস্করের আরাধনা করিতেন। সূর্য্যদেব রাজার আরাধনে সাতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া মহাকুলোদ্ভূত, অসামান্য রূপসম্পন্ন, কৃতজ্ঞ, ধর্ম্মার্থবেত্তা নৃপোত্তম সম্বরণকেই স্বীয় দুহিতা তপতীর অনুরূপ পতি বলিয়া বিবেচনা করিলেন। পরিশেষে তাঁহাকেই কন্যা দান করিতে

তাঁহার সম্পূর্ণ মনোরথ হইল। যাদৃশ সূর্য্যকিরণে নভোমণ্ডল আলোকময় হয়, সেইরূপ এই মহীপালের অদ্ভুত প্রভাবে ভূলোক উদ্ভাসিত হইয়াছিল। যাদৃশ ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণ উদয়কালে আদিত্যকে আরাধনা করেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণেতর প্রজাবর্গ মহারাজ সম্বরণের পূজা করিত। তিনি দেখিতে অতি কান্ত ছিলেন, এই নিমিত্ত মিত্রমণ্ডলীর নিকটে চন্দ্রতুল্য প্রতীয়মান হইতেন, এবং অতি তেজস্বী ছিলেন বলিয়া, শত্রুবর্গ তাঁহাকে প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য বোধ করিত। সূর্য্যদেব সেই সুশীল ও সদ্গুণসম্পন্ন সম্বরণকে তপতী দান করিতে মনোনীত করিলেন।

একদা মহাবল শ্রীমান্ সম্বরণ মৃগয়ার্থ গিরিকাননে গমন করিলে তথায় তাঁহার অপ্রতিম অশ্ব মৃগয়াবিহার-পরিশ্রমে ও ক্ষুৎপিপাসার আতিশয্যে একান্ত কাতর হইয়া তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অশ্ব বিনষ্ট হইলে রাজা একাকী পর্ব্বতোপরি পাদচারে সঞ্চরণ করিতে করিতে সহসা কমলায়তলোচনা এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কুমারীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই অসহায় অবলারত্নকে নির্নিমেষলোচনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কন্যার অসামান্য রূপলাবণ্য সন্দর্শন করিয়া রাজা অনুমান করিলেন, বুঝি কমলাসনা লক্ষ্মী বা দিবাকরের স্খলিতপ্রভা অবনিতে অবতীর্ণ হইয়া থাকিবেন। সেই অঙ্গনারত্নের আকার ও তেজঃপুঞ্জপ্রভাবে তাঁহাকে প্রদীপ্ত হুতাশনশিখা এবং প্রসন্নতা ও কমনীয়তাগুণে বিমলা শশিকলা বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিল। তিনি শৈলশিখরে আরূঢ় থাকিয়া হিরণ্ময়ী প্রতিমার প্রতিরূপ হইয়াছিলেন, এমন কি, তাঁহার রূপ ও বেশবিন্যাসপ্রভাবে বৃক্ষ লতার সহিত সমুদায় শৈলই সুবর্ণময় প্রতীত হইতেছিল। তাঁহাকে অবলোকন করিয়া রাজার ত্রিলোকের মহিলার প্রতি অবজ্ঞা জন্মিল। তিনি মনে করিলেন, এই কামিনীকে নয়নগোচর করিয়া এত দিনে চক্ষুর্দ্বয়ের সম্যক্ ফল লাভ করিলাম। জন্মাবধি যে কিছু দেখিয়াছিলেন, কেহই এই রমণীয় রূপের অনুরূপ নহে বলিয়া তর্ক করিতে লাগিলেন। তিনি তদীয় গুণময় পাশে সংযতচিত্ত ও সংযতনেত্র হইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না এবং ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার মনে উদয় হইল, বুঝি বিধাতা ত্রিলোক মন্থন করিয়া এই দুর্ল্লভ রূপের সৃষ্টি করিয়াছেন। ফলতঃ রাজা কন্যার এইরূপ রূপসম্পত্তি সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে অলোকসামান্য বলিয়া জ্ঞান করিলেন। অনুপম রূপের কি অপ্রতিম মহিমা!! রাজা দেখিতে দেখিতে মদনবাণে একান্ত পীড়িত হইয়া নিতান্ত চিন্তাকুল হইলেন। পরিশেষে অতি তীব্র স্মরানলে দগ্ধপ্রায় হইয়া সেই নিরহঙ্কারা মনোহরা কামিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সুন্দরি! তুমি কে? কাহার পরিগৃহীত? এখানেই বা কি নিমিত্ত আসিয়াছ এবং কি কারণেই বা একাকিনী এই জনশূন্য অরণ্যে সঞ্চরণ করিতেছ? তোমার সর্ব্বাঙ্গ অতি সুন্দর ও নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত; কিন্তু বোধ হয়, তোমার এই মনোহারিণী মূর্ত্তিই যেন সকল অলঙ্কারের অলঙ্কারস্বরূপ হইয়াছে। তোমাকে দেবনারী বা অসুরকুমারী, যক্ষেশ্বরী বা রাক্ষসী, গন্ধর্ব্বকুলজা বা নাগবনিতা বলিয়া বোধ হয় না। তুমি মানুষীও নও। আমি যত স্ত্রীলোক দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি, কেহই তোমার সদৃশ হইতে পারে না। হে চারুবদনে! আমি তোমার চন্দ্র হইতেও কমনীয় মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া অবধি কন্দর্পশরে একান্ত জর্জ্জরিত হইয়াছি।

ভূপাল সেই নির্জ্জন অরণ্যানীমধ্যে

নিতান্ত কাতর ও একান্ত কামার্ত্ত হইয়া কন্যাকে বারংবার এইরূপ কহিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুই প্রত্যুত্তর পাইলেন না। অনন্তর সেই কামিনী সৌদামনীর ন্যায় তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অন্তর্হিত হইলে রাজা উন্মত্তবৎ তাঁহার অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলেন না। কন্যার অদর্শনে রাজা বহুবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করত মুহূর্ত্ত কাল নিশ্চেষ্ট হইয়া তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন।

দ্বিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! কন্যা অন্তর্হিত হইলে সেই শক্রপাতন সম্বরণ কামমোহিত হইয়া সহসা ভূতলে নিপতিত হইলেন। রাজাকে তদবস্থ দেখিয়া সেই চারুহাসিনী কামিনী পুনরায় তথায় আবির্ভূত হইলেন, এবং হাস্যমুখে ও মধুর বাক্যে সম্বোধন করিয়া রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! গাত্রোত্থান কর, তোমার মঙ্গল হইবে; মোহাবেশপরবশ হইয়া তুমি ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছ, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত হইতেছে। ভূপতি কন্যার অমৃতময় বাক্য শ্রবণে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন, সেই সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যা সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা সন্দিগ্ধ বচনে কহিতে লাগিলেন, হে সুন্দরি! আমি কামান্ধ হইয়া তোমার ভজনা করিতেছি, তুমি ভক্ত জনের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ কর, আমার প্রাণ বহির্গত হইতেছে। দেখ তোমার নিমিত্ত পঞ্চশর আমাকে অনবরত তীক্ষ্ণ শর প্রহার করিয়াও ক্ষান্ত হইতেছে না। বিষম অনঙ্গরূপ ভুজঙ্গ এক বারেই আমাকে দংশন করিয়াছে। সন্নিহিত হও; যাহা কর্ত্তব্য হয় কর, আমার জীবন নিতান্তই তোমার অধীন হইয়াছে। তোমার সমাগম ব্যতিরেকে আমি ক্ষণকালও জীবন ধারণ করিতে পারিনা। হে বিশাললোচনে! কামশরে প্রাণান্ত হইল; আমার প্রতি অনুকম্পা কর, আমি তোমার একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত; আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার উপযুক্ত নহে। তুমি প্রীতি প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাকে পরিত্রাণ কর। তোমার দর্শন কালাবধি স্নেহসঞ্চার হইয়া আমার মন অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে। তোমাকে দেখিয়া আমার কোন মহিলা অবলোকন করিতে অভিরুচি নাই। প্রসন্ন হও; আমি তোমার নিতান্ত বশম্বদ, অতএব আমাকে ভজনা কর। হে কমলায়তলোচনে! যদবধি তোমাকে নয়নগোচর করিয়াছি, সেই অবধিই স্বকীয় শানিত শরে অনঙ্গ আমার মর্ম্ম ভেদ করিতেছে। এক্ষণে প্রণয়সলিল সেচন করিয়া মন্মথানল-সম্ভূত দাহ শান্তি করিয়া আপ্যায়িত কর। ত্বদ্দর্শনজনিত নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ পঞ্চবাণ, প্রচণ্ড ধনু ও প্রচণ্ড শর করে লইয়া মদীয় হৃদয় বিদ্ধ করিতেছে। এক্ষণে তুমি আত্মসমর্পণ করিয়া আমার এ অপ্রতিম দুঃখের অবসান কর, হে রম্ভোরু! বিবাহের মধ্যে গান্ধর্ব্বই শ্রেষ্ঠ, অতএব গান্ধর্ব্ববিধানে পরিণয়ক্রিয়া সম্পাদন কর।

তপতী কহিলেন, মহারাজ! আমি পিতৃমতী ও অবিবাহিতা, অতএব এক্ষণে স্বেচ্ছাচারিণী হইতে পারিনা। যদি আমার উপর তোমার নিতান্তই প্রণয় সঞ্চার হইয়া থাকে, তবে তুমি আমার পিতার নিকটে প্রার্থনা কর। হে নরেশ্বর! যাদৃশ আমি তোমার প্রাণ হরণ করিয়াছি, ক্ষণমাত্র দর্শনে তুমিও সেইরূপ আমার প্রাণ হরণ করিয়াছ। শাস্ত্রে কহে স্ত্রীলোকের কোন কালেই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করা বিধেয় নহে, আমি একান্ত পরাধীন, একারণ তোমার সন্নিধানে গমন করিতে সম্মত নহি। এই ত্রিলোকমধ্যে কোন্ কন্যা প্রখ্যাত-বংশোৎপন্ন ভক্তবৎসল ভূপালকে পতিত্বে

অঙ্গীকার করিতে অভিলাষ না করে ? অতএব আপনি প্রণাম, নিয়ম ও তপশ্চরণ দ্বারা প্রসন্ন করিয়া আমার জন্মদাতা সূর্য্যদেবের নিকটে প্রার্থনা করিবেন। যদি তিনি স্বীকার করেন, তাহা হইলে আমি তোমার চিরকাল বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকিব। আমি সাবিত্রীর কনিয়সী ভগিনী, লোকপ্রদীপ সূর্য্যদেবের কন্যা, আমার নাম তপতী।

ত্রিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! অনন্তর সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সূর্য্যতনয়া তপতী, রাজাকে এইরূপ কহিয়া পুনরায় অতি সত্বরে আকাশপথে উত্থিত ও অন্তর্হিত হইলেন। রাজাও তথায় পূর্ব্ববৎ ভূতলে পতিত রহিলেন। এই অবসরে রাজমন্ত্রী রাজার অন্বেষণার্থ সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে সেই নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, শারদীয় শক্রধ্বজের ন্যায় রাজা ধরাতলে শয়ন করিয়া আছেন। রাজমন্ত্রী তাঁহাকে তদবস্থায় ভূতলে পতিত দেখিয়া যেন হুতাশন দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি স্নেহবশতঃ অন্তেব্যস্তে সন্নিহিত হইয়া যেমন পিতা পুত্রকে উত্তোলন করেন, তদ্রূপ কামমোহিত মহীপালকে উত্থাপিত করিলেন। প্রজ্ঞা, বয়স, কীর্ত্তি ও নীতিগুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রী, রাজাকে ভূতল হইতে উত্থাপিত করিলে তাঁহার মনোজ্বর দূরীকৃত হইল। তিনি তাঁহাকে উত্থিত দেখিয়া মধুর বাক্যে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! কোন শঙ্কা নাই, আপনার মঙ্গল হউক। মন্ত্রী রাজাকে বলবতী ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত কাতর দেখিয়া তদীয় মস্তকোপরি সুগন্ধি ও সুশীতল জল সেচন করিলেন। তাহাতে তাঁহার মস্তকস্থিত মুকুট স্ফুটিত হইয়াগেল।

অনন্তর রাজা চৈতন্য লাভ করিয়া মন্ত্রী ব্যতিরেকে সমুদয় সৈন্য সামন্তকে বিদায় করিয়া দিলেন। তাহারা রাজার আদেশ প্রাপ্তিমাত্রে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। সকলে প্রস্থান করিলে রাজা সেই গিরিপ্রস্থে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় তিনি সূর্য্যদেবের আরাধনা করিবার নিমিত্ত শুচি হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ও ঊর্দ্ধমুখে ভূতলে অবস্থান করত মনে মনে মহর্ষি বশিষ্ঠকে পুরোহিতত্বে বরণ করিলেন। রাজা এইরূপে দিবারাত্র এক স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে বিপ্রর্ষি বশিষ্ঠ দ্বাদশ দিবসে তথায় উপনীত হইলেন। তপতী নৃপতির মন হরণ করিয়াছেন, মহর্ষি ইহা জানিতে পারিয়াও পুনরায় যোগবলে সমুদায় অবগত হইয়া তাঁহার কার্য্য সিদ্ধ্যর্থ প্রস্তাব করিলেন। পরে সূর্য্যসমদ্যুতি ঋষি সূর্য্য সন্দর্শনের নিমিত্ত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলেন, রাজা একদৃষ্টে তাঁহার পথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মহর্ষি কৃতাঞ্জলিপুটে সূর্য্যসন্নিধানে উপনীত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক আপনার পরিচয় দিলেন। মহাতেজা সূর্য্য তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া স্বাগত প্রশ্নপূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, হে মহর্ষে! বল তোমার অভিলাষ কি ? আমার নিকটে তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে, নিতান্ত দুর্ল্লভ হইলেও আমি তাহা প্রদান করিব। বিপ্রর্ষি বশিষ্ঠ এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রত্যুত্তর করিলেন, হে দিবাকর! আমি আপনকার কনীয়সী কন্যা তপতীকে মহারাজ সম্বরণের নিমিত্ত প্রার্থনা করি। ঐ রাজা পরম ধার্ম্মিক ও অত্যুদার-ধীশক্তি-সম্পন্ন; তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ অতি বিস্তীর্ণ; তিনিই আপনকার কন্যার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র। এই কথা শুনিয়া সূর্য্য কন্যাদান স্বীকার করিয়াও তদীয় বাক্যে অভিনন্দন করিয়া কহিলেন। হে মুনে! মহারাজ সম্বরণ সকল রাজলোকের শ্রেষ্ঠ, তুমিও ঋষিদিগের শ্রেষ্ঠ, আর আমার কন্যা তপতীও স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ;

অতএব এমন সুপাত্রে সম্প্রদান না করিব কেন? এই বলিয়া সূর্য্য স্বয়ং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী তপতীকে রাজা সম্বরণের নিমিত্ত বশিষ্ঠহস্তে সমর্পণ করিলেন। তখন মহর্ষি তপতীকে প্রতিগ্রহপূর্ব্বক বিদায় লইয়া পুনরায় কুরুবংশাবতংস মহারাজ সম্বরণের নিকটে আগমন করিলেন। রাজা সেই তপনকন্যা তপতীকে বশিষ্ঠ সমভিব্যাহারে আগমন করিতে দেখিয়া একান্ত সন্তুষ্ট হইলেন। যৎকালে তপতী স্বীয় প্রভাপুঞ্জে নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তিনি মেঘস্খলিত সৌদামনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। রাজা সমাধিদ্বারা অতি কষ্টে দ্বাদশ দিবস অতিবাহিত করিলে মহর্ষি বশিষ্ঠ তথায় উপনীত হইলেন। হে অর্জ্জুন! এইরূপে মহারাজ সম্বরণ বরদ সূর্য্যদেবকে তপস্যাদ্বারা প্রসন্ন করিয়া বশিষ্ঠের তেজঃপ্রভাবে ভার্য্যা লাভ করেন।

তদনন্তর রাজা সম্বরণ সেই দেবগন্ধর্ব্বসেবিত গিরিশৃঙ্গে বিধিপূর্ব্বক তপতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। পাণিগ্রহণান্তর তিনি নিতান্ত ভোগবাসনায় বাধ্য হইয়া উপযুক্ত অমাত্যহস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিলেন। মহর্ষিও রাজাকে বিহারাভিলাষী দেখিয়া তথাহইতে প্রস্থান করিলেন। ভূপাল সেই গিরিশিখরে ভার্য্যা সমভিব্যাহারে বিহার করিতে লাগিলেন।

হে অর্জ্জুন! এইরূপে তিনি ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর কাননে ও পর্ব্বতে তপতীর সহিত যদৃচ্ছ বিহার করেন। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র তদীয় রাজ্যমধ্যে দ্বাদশ বৎসর অনাবৃষ্টি করিলেন। সেই ঘোরতর অনাবৃষ্টিদ্বারা সমুদায় স্থাবর জঙ্গম ও প্রজাবর্গ ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল। সেই দারুণ কাল উপস্থিত হইলে পৃথিবীতে বিন্দুমাত্র জলপাত বা নীহারপাত না হওয়াতে শস্যোৎপত্তির বিলক্ষণ ব্যাঘাত হইতে লাগিল। রাজ্যস্থ লোকেরা ক্ষুধায় একান্ত পীড়িত ও উদ্ভ্রান্তমনা হইয়া স্ব স্ব গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিল। গ্রাম ও নগরীমধ্যে সকলেই ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হইয়া পুত্র কলত্রপ্রভৃতি আত্মীয় স্বজন সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক দীনভাবে পরস্পর পরস্পরের আশ্রয় লইল। ক্ষুধার্ত্ত, নিরাহার ও শবাকার মনুষ্যসমূহে পরিপূর্ণ নগরী প্রেতপালপরিবৃত যমপুরীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর ভগবান্ বশিষ্ঠ লোকের এইরূপ দুরবস্থা দর্শন করিয়া বৃষ্টি করিলেন। রাজা রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বহু কাল বিহার করিতেছিলেন, তাঁহাকে পত্নীর সহিত পুনরায় রাজধানীতে আনায়ন করিলেন। মহারাজ সম্বরণ পুনর্ব্বার নগরপ্রবেশ করিলে সমুদয় পূর্ব্ববৎ হইল। দেবরাজ মুষলধারে অজস্র বারি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রচুরপরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইতে লাগিল। গ্রামবাসী ও নগরবাসী লোকেরা সাতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল। এই অবসরে রাজা নিজ সহধর্ম্মিণী তপতী সমভিব্যাহারে দ্বাদশবর্ষব্যাপী এক যজ্ঞ করিলেন। হে অর্জ্জুন! এই তপনকন্যা তপতী তোমাদিগের পূর্ব্ববংশীয়া ছিলেন। রাজা সম্বরণের ঔরসে তপতীর গর্ভে কুরুর জন্ম হয়, এই কারণে তোমাদিগকে তাপত্য বলিয়া সম্বোধন করিলাম।

চতুঃসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অর্জ্জুন পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে গন্ধর্ব্বরাজ অঙ্গারপর্ণের এইরূপ কথা শুনিয়া পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এবং মহর্ষি বশিষ্ঠের তপোবল শ্রবণে একান্ত কু-

তূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, হে গন্ধর্ব্বরাজ! তুমি যে মহর্ষি বশিষ্ঠের নাম উল্লেখ করিলে, যিনি আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের পুরোহিত ছিলেন, তিনি কে? সমুদয় বল, শুনিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! বশিষ্ঠ ব্রহ্মার মানস পুত্র ও অরুন্ধতীর পতি। দুর্জ্জয় কাম, ক্রোধ পরাজিত হইয়া নিরন্তর তাঁহার চরণসেবা করে। তিনি বিশ্বামিত্রের অপরাধে জাতক্রোধ হইয়াও কুশিক বংশের উচ্ছেদ করেন নাই, পুত্রশত-বিনাশ-দুঃখে একান্ত কাতর হইয়া সামর্থ্য থাকিতেও নিতান্ত অশক্তের ন্যায় তাঁহার সংহারার্থ কোনরূপ দারুণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন নাই, এবং মৃত পুত্রদিগকে যমালয় হইতে পুনরায় আহরণ করিবার নিমিত্ত কৃতান্তকেও অতিক্রম করেন নাই, তাঁহার আশ্রয় লাভ করিয়া ইক্ষ্বাকু-কুলোদ্ভব ভূপালেরা এই সসাগরা পৃথিবী অধিকার করিয়াছিলেন, এবং পুরোহিতত্বে বরণ করিয়া বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। প্রখ্যাত-বংশসম্ভূত নৃপতিদিগের পৃথিবী জয় ও রাজ্যবৃদ্ধির নিমিত্ত পুরোহিত নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। যিনি পৃথিবী জয় করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি ব্রাহ্মণকে অগ্রসর করিবেন। অতএব, হে পার্থ! তুমিও জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্ম-কামার্থবেত্তা, গুণবান্ ও সুবিদ্বান পুরোহিত নিযুক্ত কর।

পঞ্চসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে গন্ধর্ব্বরাজ! বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ ইহাঁরা দুই জনেই দিব্য আশ্রমে বাস করিতেন, অতএব কি কারণে উভয়ের বৈর ভাব জন্মে তাহা আদ্যোপান্ত সমুদয় বর্ণন কর। গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! সর্ব্বলোকমধ্যে বশিষ্ঠোপাখ্যান অতি প্রাচীন বলিয়া প্রসিদ্ধ, অতএব আমি ঐ উপাখ্যান সম্যক্‌রূপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

কান্যকুব্জ দেশে কুশিকতনয় গাধি নামে এক সুবিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম বিশ্বামিত্র। একদা বিশ্বামিত্র অমাত্য সমভিব্যাহারে মৃগয়ার্থ এক নিবিড় অরণ্যানীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া কোন রমণীয় প্রদেশে মৃগ বরাহ শীকারপূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মৃগলোলুপ রাজা মৃগের অনুসরণে একান্ত পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপনীত হইলেন। বশিষ্ঠ তাঁহাকে অভ্যাগত দেখিয়া পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় ও বন্য হবিঃ প্রদান করিয়া স্বাগত প্রশ্নপূর্ব্বক অতিথিসৎকার করিলেন। মহর্ষির এক কামধেনু ছিল। প্রার্থনা করিলেই ঐ ধেনু তৎক্ষণাৎ অভিলষিত সম্পাদন করিতেন। ঐ ধেনু গ্রাম্য ও আরণ্য বিবিধ ওষধী, দুগ্ধ, ষড়্‌বিধ-রসসম্পন্ন অমৃততুল্য অনুত্তম রসায়ন চর্ব্ব্য চোষ্য, লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ মিষ্টান্ন, বহুমূল্য রত্ন ও বিচিত্র বসনপ্রভৃতি অপূর্ব্ব দ্রব্য সকল দোহন করিলেন। বশিষ্ঠ সেই সমস্ত ইষ্ট বস্তু দ্বারা রাজার অর্চ্চনা করিলেন। অমাত্য-সহিত রাজা আতিথ্য সৎকার গ্রহণপূর্ব্বক সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। মহর্ষির ধেনু পঞ্চহস্ত আয়ত ও ছয়হস্ত উচ্চ, তাঁহার নেত্রযুগল মণ্ডূকের ন্যায় উচ্ছূন, পার্শ্ব ও উরু মনোহর, পুচ্ছ অতি সুন্দর, পয়োধর স্থূল, এবং গ্রীবা ও মস্তক পুষ্ট ও আয়ত। গাধিনন্দন সেই সুচারু-শৃঙ্গা ও অনিন্দিতা নন্দিনীকে নেত্রগোচর করিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন, এবং তাহার বিস্তর প্রশংসা করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! অর্ব্বুদসংখ্যক গো বা আমার সমুদায় রাজ্য লইয়া তুমি এই হোমধেনুটি আমাকে প্রদান কর। বশিষ্ঠ কহিলেন, মহারাজ! আমি রাজ্যলোভে দেবকার্য্য,

পিতৃকার্য্য, অতিথিসৎকার ও যজ্ঞানুষ্ঠান সমাধানের একমাত্র উপায়স্বরূপ পয়স্বিনী নন্দিনীকে প্রদান করিতে পারিব না। তখন বিশ্বামিত্র কহিলেন, আমি ক্ষত্রিয় জাতি, আপনি তপঃস্বাধ্যায়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ। প্রশান্তচিত্ত ব্রাহ্মণের বলবীর্য্যের কথা কাহারও অবিদিত নাই; অতএব যদি অর্ব্বুদ সংখ্যক গো গ্রহণপূর্ব্বক আমার মনোভিলাষ সফল করিতে পরাঙ্মুখ হও, তাহা হইলে আমি স্বজাতিসুলভ বল প্রকাশ করিয়া তোমার গোধন লইয়া যাইব। বশিষ্ঠ কহিলেন, মহারাজ! তুমি মহাবল পরাক্রান্ত রাজা এবং ভুজবীর্য্যসম্পন্ন ক্ষত্রিয়, অতএব এবিষয়ে কোন বিচার না করিয়া অবিলম্বে যাহা ইচ্ছা হয় কর।

অনন্তর বিশ্বামিত্র বলপূর্ব্বক হংসশশিসম-রূপশালিনী সেই নন্দিনীকে অপহরণ করিলেন। নন্দিনী দণ্ডপ্রহারে ও কশাঘাতে একান্ত পীড়িত হইলেন, এবং ইতস্ততঃ নিরোধ্যমান হইলেও হাম্ভারবে ধাবমান হইয়া বশিষ্ঠসম্মুখে আগমনপূর্ব্বক ঊর্দ্ধমুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজবল তাঁহাকে অত্যন্ত তাড়না করিতে লাগিল, তথাপি তিনি মহর্ষির আশ্রম পরিত্যাগ করিলেন না। বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে কহিলেন, হে ভদ্রে! আমি তোমার করুণস্বর-পূর্ণ হম্ভারব বারংবার কর্ণগোচর করিতেছি, বিশ্বামিত্র তোমাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিতেছেন, আমি ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ কি করি বল? এই কথা শুনিয়া নন্দিনী সৈন্যভয়ে ও বিশ্বামিত্রভয়ে একান্ত ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া মহর্ষির সন্নিকৃষ্ট হইলেন এবং কহিলেন, ভগবন্! দুর্দ্দণ্ড রাজবল প্রচণ্ড কশাদণ্ড দ্বারা বারংবার আমাকে প্রহার করিতেছে। প্রহারবেগে আমি নিতান্ত অশরণা ও অনাথার ন্যায় অতিকাতর স্বরে রোদন করিতেছি; এসময়ে আপনি কি নিমিত্ত আমার প্রতি উপেক্ষা করিতেছেন। নন্দিনী প্রধর্ষিত হইয়া এইরূপ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তথাপি ধৃতব্রত মহর্ষি ক্ষুব্ধ বা ধৈর্য্যহইতে বিচলিত হইলেন না, কেবল এইমাত্র বলিলেন, হে কল্যাণি! ক্ষত্রিয়দিগের তেজঃ বল, আর ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমা বল হয়। আমি ক্ষমাপরায়ণ ব্রাহ্মণ, কি প্রতীকার করিব, এক্ষণে যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে গমন কর। তখন নন্দিনী কহিলেন, হে ভগবন্! আপনকার এই কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে, আপনি আমাকে ত্যাগ করিলেন, কিন্তু যদি পরিত্যাগ না করেন তাহা হইলে বলপূর্ব্বক কেহই আমাকে লইয়া যাইতে পারিবে না। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে নন্দিনি! আমি তোমাকে ত্যাগ করিতে চাহি না, যদি সমর্থ হও তবে আমার আশ্রমে অবস্থান কর। দেখ ঐ অরাতিরা বল প্রকাশপূর্ব্বক তোমার বৎসকে সুদৃঢ় রজ্জুবদ্ধ করিয়া অপহরণ করিতেছে।

তখন সেই পয়স্বিনী আশ্রমে বাস করা যে মহর্ষির অভিপ্রায়, ইহা বুঝিতে পারিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া অতি ঘোর রূপ ধারণপূর্ব্বক গ্রীবাদেশ উন্নত করিয়া ঘন ঘন হম্ভারব পরিত্যাগ সহকারে সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কশাদণ্ড দ্বারা বারংবার আহত ও ইতস্ততঃ নিরোধ্যমান হইলে তাঁহার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া মধ্যাহ্নকালীন দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তদীয় বালধিহইতে জ্বলন্ত অঙ্গার বৃষ্টি হইতে লাগিল। পুচ্ছহইতে পহ্লব, প্রস্রবহইতে দ্রাবিড় ও শক এবং যোনিদেশহইতে যবনেরা উৎপন্ন হইল। গোময়হইতে কিরাতজাতি, মূত্রহইতে কাঞ্চী ও পার্শ্বদেশহইতে শরভকুল জন্ম গ্রহণ করিল। ফেনপুঞ্জহইতে পৌণ্ড্র, সিংহল, বর্ব্বর, যশ, চিবুক, পুলিন্দ, চীন,

স্থল, কেরল, ও অন্যান্য বহুবিধ ম্লেচ্ছজাতি উৎপন্ন হইল। বিশ্বামিত্র দেখিতে দেখিতে নানাবরণসংচ্ছন্ন সেই বিপুল ম্লেচ্ছবল বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণপূর্ব্বক ক্রোধাতিরেক সহকারে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল। বিশ্বামিত্রের সমক্ষে তাঁহার বহুসংখ্যক সৈন্য বশিষ্ঠ-সৈন্যমণ্ডলীর সুতীক্ষ্ণশরজালে আহত ও ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। বশিষ্ঠসৈন্য ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়াছিল বটে, কিন্তু রণক্ষেত্রে বিশ্বামিত্রের একটি সৈন্যেরও প্রাণ সংহার করে নাই। ঋষিধেনু বিপক্ষ সৈন্যদিগকে অতি দুরতর প্রদেশ পর্য্যন্ত অবরোধ করিলেন। রাজসংক্রান্ত সৈন্যেরা ত্রিযোজন অবধি অবরুদ্ধ হইয়া আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। পরিশেষে প্রাণভয়ে একান্ত ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া আশ্রয়লাভে কৃতসঙ্কল্প হইল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না।

মহারাজ বিশ্বামিত্র ব্রহ্মতেজসম্ভূত এই সুমহৎ ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং ক্ষত্রিয়ভাবে নিতান্ত বিরাগ প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, ক্ষত্রিয়বলে ধিক্, ব্রহ্মতেজ যথার্থ বল। বলাবল নির্ণয়স্থলে তপোবলকেই পরম বল বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে হয়। এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি অতি বিস্তীর্ণ রাজ্য, অসামান্য রাজলক্ষ্মী ও কমনীয় বস্তুর ভোগাভিলাষ এক কালে পরিত্যাগপূর্ব্বক তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। তৎপরে তপঃ-সিদ্ধিসম্পন্ন হইয়া তিনি তেজঃপ্রভাবে ত্রিলোককে অভিভূত করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত সোমরস পান করিয়াছিলেন।

ষট্‌সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! দ্যুলোকে কল্মাষপাদ নামে এক অলৌকিক বলসম্পন্ন ও ইক্ষ্বাকুকুলোৎপন্ন রাজা ছিলেন। একদা তিনি মৃগয়ার্থ রাজধানীহইতে নির্গত হইয়া এক অরণ্যানীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজা সেই মহাঘোর অরণ্যে মৃগ, বরাহ, মহিষ, খড়্গীপ্রভৃতি অতি ভয়ঙ্কর বন্য জন্তুসকল সংহার করত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে একান্ত ক্লান্ত ও নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া তথাহইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

তৎকালে মহর্ষি বিশ্বামিত্র যাজ্যক্রিয়ার নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিতে যান। রাজা ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া এক প্রশস্ত পথ দিয়া সত্বরে গমন করিতেছিলেন, ইত্যবসরে ঋষিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বশিষ্ঠের পুত্রশতমধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ শক্তি সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, রাজা তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, আমাদিগের গমনপথ রোধ করিওনা, অপসৃত হও। শক্তি মধুর বাক্যে রাজাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এ আমার পথ, শাস্ত্রানুসারে রাজা সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণদিগকে পথ দিবেন ইহাই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। পথের নিমিত্ত উভয়ে এইরূপ বাগ্‌বিতণ্ডা আরম্ভ করিলেন। "তুমি সরিয়া যাও তুমি সরিয়া যাও" বলিয়া পরস্পর পরস্পরেরপ্রতি উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে লাগিলেন। মহর্ষি স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত পথ রোধ করিয়া রহিলেন। রাজাও অভিমানপরতন্ত্র ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শক্তির গতি রোধ করিলেন এবং মোহাবেশে ভয়ঙ্কর নিশাচরের ন্যায় কশাদণ্ড দ্বারা ঋষিকে প্রহার করিলেন। প্রহারবেগে মহর্ষি ক্রোধে অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন, রে নৃপাধম! তুই যেমন দুরাচার রাক্ষসের ন্যায় তাপসকে কশাঘাত করিলি, অদ্যাবধি মদীয় শাপপ্রভাবে রাক্ষস হইবি এবং মনুষ্যমাংসলোলুপ হইয়া তোকে এই পৃথিবী পর্য্যটন করিতে হইবে।

বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ উভয়ের যাজ্যক্রিয়া-নিবন্ধন বৈর উৎপন্ন হইয়াছিল, এজন্য বিশ্বামিত্র কল্মাষপাদের নিকট গমন করেন। উভয়ের বিবাদকালে তিনি সন্নিহিত হইলেন। রাজা শক্তিকে বশিষ্ঠসদৃশ প্রভাবসম্পন্ন দেখিয়া পশ্চাৎ বশিষ্ঠতনয় বলিয়া জানিতে পারিলেন। হে অর্জ্জুন! বিশ্বামিত্র আত্মপ্রিয় সাধন মানসে অন্তর্হিত হইয়া রহিলেন, তাঁহাদিগকে দর্শন দিলেন না।

অনন্তর রাজা এইরূপ অভিশাপগ্রস্ত হইয়া প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত শক্তির শরণাপন্ন হইলেন। বিশ্বামিত্র রাজার আন্তরিক অভিপ্রায় অবগত হইয়া কিঙ্করনামা এক রাক্ষসকে তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। সে মহর্ষির শাপপ্রভাবে ও রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের আদেশানুসারে রাজার শরীরমধ্যে প্রবেশ করিল। বিশ্বামিত্র রাজার শরীরে রাক্ষসের আবির্ভাব দেখিয়া তথাহইতে অপসৃত হইলেন। রাজা অন্তর্গত রাক্ষস দ্বারা একান্ত পীড়িত ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানশূন্য হইলেন।

অনন্তর রাজা বনহইতে প্রস্থান করিতেছেন, এমত সময়ে এক ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দেখিয়া তৎসন্নিধানে মাংস ভোজনের প্রার্থনা করিলেন। রাজা কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি এক্ষণে ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি প্রত্যাগত হইয়া আপনকার অভিলষিত ভোজন প্রদান করিব। এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রতিগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজা ইচ্ছামত সুখ-সঞ্চরণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণের নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, নিশীথসময়ে তাহা স্মরণ হইল। তখন তিনি সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া সূপকারকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, অমুক বনে এক ব্রাহ্মণ বুভুক্ষিত হইয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন, অতএব শীঘ্র তথায় গিয়া তাঁহাকে সমাংস অন্ন প্রদান করিয়া আইস।

সূপকার তদীয় আদেশানুসারে ইতস্ততঃ অনেক অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কোথাও মাংস পাইল না, তখন ভগ্নান্তঃকরণে রাজসন্নিধানে গিয়া মাংস না পাওয়ার বিষয় নিবেদন করিল। রাজা রাক্ষসাবেশপ্রভাবে অক্ষুব্ধচিত্তে বারংবার সূপকারকে কহিতে লাগিলেন, তুমি নরমাংস আহরণ করিয়া ব্রাহ্মণের আহারকার্য্য সম্পাদন কর। সূপকার তৎক্ষণাৎ রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অকুতোভয়ে বধ্য ভূমিতে উপস্থিত হইল এবং সত্বর তথাহইতে নরমাংস আহরণপূর্ব্বক যথাবিধি পাক করিয়া অন্নসংযোগে ক্ষুধিত তপস্বী ব্রাহ্মণকে উপযোগের নিমিত্ত প্রদান করিল। ব্রাহ্মণ সিদ্ধ চক্ষুপ্রভাবে বুঝিতে পারিয়া অন্ন অভোজ্য বলিয়া রোষকষায়িতলোচনে কহিলেন, যে হেতু সেই নৃপাধম আমাকে এই অভোজ্য অন্ন প্রদান করিয়াছে, অতএব সেই মূঢ়ই নরমাংস ভোজনে স্পৃহয়ালু হইবে। ইতিপূর্ব্বে শক্তি যে অভিশাপ দিয়াছেন, তদনুসারে মনুষ্যমাংস ভক্ষণে আসক্ত ও সকলের ক্লেশকর হইয়া এই পৃথিবীতলে পর্য্যটন করিবে। ব্রাহ্মণ দুই বার এইরূপ কহিলে শক্তিদত্ত শাপ বলবান্ হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ রাক্ষসাবেশে জ্ঞানশূন্য হইলেন। তদীয় ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকল বিকল হইয়া উঠিল।

রাজা অনতিকালমধ্যে শক্তিকে দেখিয়া কহিলেন, যেমন তুমি আমার প্রতি অসদৃশ শাপ প্রয়োগ করিয়াছ তদনুসারে আমিও এক্ষণে মনুষ্য ভক্ষণে কৃতসংকল্প হইলাম। এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ মহর্ষি শক্তির প্রাণ সংহার করিল এবং ব্যাঘ্র যেমন অতীব্র পশু ভক্ষণ করে, সেইরূপ ঋষিকলেবর

ভক্ষণ করিল। বিশ্বামিত্র শক্তিকে নিহত দেখিয়া বশিষ্ঠের অপর পুত্রদিগকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত রাক্ষসকে আদেশ প্রদান করিলেন। সিংহ যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পশুদিগকে সংহার করে, রাক্ষস ক্রোধবশ হইয়া সেইরূপ মহর্ষি শক্তির অনুজদিগকে ভক্ষণ করিল।

অনন্তর বশিষ্ঠদেব "বিশ্বামিত্রের আদেশানুসারে শতপুত্র সংহারিত হইয়াছে" শ্রবণ করিলেন। যাদৃশ-মহামহীধর বসুন্ধরাকে ধারণ করে, তিনি সেইরূপ অনিবার্য্য শোকাবেগ ধারণ করিয়া রহিলেন। তথাচ তিনি কৌশিক বংশ উন্মূলনে কৃতসংকল্প হইলেন না। পরিশেষে আত্মত্যাগ মনস্থ করিয়া মেরুশিখরে আরোহণপূর্ব্বক স্বদেহ পাতিত করিলেন। তদীয় দেহ তূলরাশির ন্যায় শিলাখণ্ডে পতিত হইল, প্রাণ বিয়োগ হইল না। তৎপরে মহাবনমধ্যে প্রদীপ্ত হুতাশনে প্রবেশ করিলেন। দেদীপ্যমান দহনে মহর্ষির দেহ দগ্ধ হইল না, প্রত্যুত, গাত্রে অনলের শীতল স্পর্শ অনুভূত হইল। পরিশেষে কণ্ঠদেশে নিতান্ত দুর্ভর শিলাখণ্ড বন্ধনপূর্ব্বক জলধি-জলে নিমগ্ন হইলেন, কিন্তু স্রোতোবেগপ্রভাবে তিনি তীরে উপনীত হইলেন। তখন মহর্ষি সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া অগত্যা পুনর্ব্বার আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

সপ্তসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তৎপরে মহর্ষি বশিষ্ঠ পুত্রশূন্য আশ্রমপদ দর্শনে সাতিশয় শোকাকুল হইয়া তথাহইতে পুনরায় নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কতক দূর যাইয়া দেখিলেন, এক স্রোতস্বতী বর্ষাপ্রভাবে অতি বেগবতী ও বারিপূর্ণা হইয়া তীরস্থিত বহুবিধ বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছে। তদ্দর্শনে মহর্ষি পুত্রশোকে অতীব দুঃখিতমনে চিন্তা করিলেন, আমি এই নদীজলে নিমগ্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিব। অনন্তর আপনাকে পাশ দ্বারা দৃঢ়তর সংযত করিয়া নদীজলে নিমগ্ন হইলেন। নিমগ্ন হইবামাত্র মহানদী মহর্ষির পাশচ্ছেদ করিয়া দিল এবং স্থলে উত্থাপিত করিল। মহর্ষি পাশবিমুক্ত ও স্থলে উত্তীর্ণ হইয়া ঐ নদীর নাম বিপাশা রাখিলেন। অনন্তর ক্রমশঃ তাঁহার শোকবুদ্ধিই প্রবল হইতে লাগিল। তিনি একান্ত কাতরতাপ্রযুক্ত আর এক স্থানে অবস্থান করিতে না পারিয়া নদী, পর্ব্বত ও সরোবরে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন।

একদা প্রচণ্ডগ্রাহবতী হৈমবতী নামে এক স্রোতস্বতী দেখিয়া তাহার প্রবাহে ঝম্প প্রদান করিলেন। সরিদ্বরা ব্রাহ্মণকে অগ্নিসম বিবেচনা করিয়া শতধা বিদ্রুতা হইল; এই কারণে তদবধি তাহার নাম শতদ্রু বলিয়া বিখ্যাত হইল। অনন্তর মহর্ষি আপনাকে স্থলগত ও আত্মসংহারে অকৃতকার্য্য দেখিয়া পুনরায় আশ্রমে আগমন করিতে লাগিলেন। বিবিধ পর্ব্বত ও বহুবিধ দেশ পর্য্যটনপূর্ব্বক তিনি অদৃশ্যন্তীনাম্নী স্বীয় পুত্রবধূকর্ত্তৃক অনুগত হইয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে পশ্চাদ্ভাগে ষড়ঙ্গালঙ্কৃত পরিপূর্ণার্থ সুসঙ্গত বেদাধ্যয়নশব্দ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, কে আমার অনুসরণ করিতেছে? তখন অদৃশ্যন্তী প্রত্যুত্তর করিলেন, হে মহাভাগ! আমি আপনকার শক্তির সহধর্ম্মিণী তপস্বিনী অদৃশ্যন্তী। মহর্ষি কহিলেন, পুত্রি! পূর্ব্বে শক্তির মুখে যেরূপ সাঙ্গ বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়াছিলাম, তদ্রূপ এই ষড়ঙ্গ বেদ কে উচ্চারণ করিতেছে? অদৃশ্যন্তী কহিলেন, আমার গর্ভে আপনার তনয় শক্তির এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, দ্বাদশ বৎসর হইল ঐ পুত্র গর্ভমধ্যে বেদাধ্যয়ন করিতেছে।

গন্ধর্ব্ব কহিলেন, মহর্ষি বশিষ্ঠ অদৃশ্যন্তী কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইলে হৃষ্টান্তঃকরণে সন্তান বর্ত্তমান পরিজ্ঞাত হইয়া মরণেচ্ছা

হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর বধূসমভিব্যাহারে প্রতিগমনপূর্ব্বক এক নির্জ্জন বনে রাজা কল্মাষপাদকে দৃষ্টিগোচর করিলেন। রাজা রাক্ষসাবেশপ্রভাবে মহর্ষিকে দেখিবামাত্র অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া গ্রাস করিবার অভিলাষে সহসা উত্থিত হইলেন। তখন অদৃশ্যন্তী ক্রুরকর্ম্মা রাক্ষসকে সম্মুখে দেখিয়া ভীতমনে মুনিসন্নিধানে গিয়া কহিলেন, ভগবন্! সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় এই বিকটাকার রাক্ষস দণ্ডকাষ্ঠ গ্রহণপূর্ব্বক আমাদিগের নিকট আগমন করিতেছে, এক্ষণে আপনি ব্যতীত উহাকে নিবারণ করিতে পারে, পৃথিবীতে এমন আর কেহই নাই। হে মহাভাগ! ঐ দারুণদর্শন পাপপরায়ণ রাক্ষস হইতে আমাকে পরিত্রাণ করুন। নিশ্চয়ই ও আমাদিগকে গ্রাস করিবার অভিলাষ করিতেছে। তখন মহর্ষি প্রত্যুত্তর করিলেন, হে পুত্রি! তুমি ভয় পাইও না। এই রাক্ষস হইতে কদাচ কোনরূপ ভয়ের আশঙ্কা নাই। তুমি উপস্থিত ভয়কে রাক্ষসভয় বলিয়া বিশ্বাস করিওনা। ভূমণ্ডলে মহাবল পরাক্রান্ত ও সুবিখ্যাত কল্মাষপাদ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনিই শক্তিশাপপ্রভাবে এই ভীষণ রাক্ষস হইয়া বনমধ্যে বাস করিতেছেন। এই বলিয়া তেজস্বী মহর্ষি হুঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক সমীপস্থ রাক্ষসকে নিবারণ করিলেন। তৎপরে মন্ত্রপূত সলিল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া যোগবলে তাঁহার শাপ মোচন করিয়া দিলেন। রাজা কল্মাষপাদ বশিষ্ঠতনয় শক্তির শাপে রাহুগ্রস্ত পার্ব্বণ দিবাকরের ন্যায় নিস্তেজ হইয়া ছিলেন। সম্প্রতি রাক্ষসাবেশ হইতে বিমুক্ত হইয়া সায়ঙ্কালীন সৌরিকিরণস্পর্শে মেঘমণ্ডলীর ন্যায় তেজঃপুঞ্জে সেই সমস্ত বনবিভাগ রঞ্জিত করিলেন। অনন্তর রাজা পূর্ব্ববৎ সংজ্ঞা লাভ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদনপূর্ব্বক অবসরক্রমে ঋষিসত্তম বশিষ্ঠকে কহিলেন, হে মহাভাগ! আমি ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা, আমার নাম কল্মাষপাদ। আমি আপনকার যজমান, অতএব এক্ষণে আপনার যেরূপ অভিলাষ হয়, আদেশ করুন। বশিষ্ঠ প্রত্যুত্তর করিলেন, মহারাজ! বক্তব্যের কাল অতীত হইয়াছে, এক্ষণে রাজধানীতে প্রতিগমনপূর্ব্বক যথাবিধানে রাজ্য শাসন কর। কিন্তু আর কদাচ ব্রাহ্মণের অবমাননা করিও না। রাজা কহিলেন, হে তপোধন! আমি আর কদাচ ব্রাহ্মণকে অবমাননা করিব না; বরং আপনার নিদেশানুসারে তাঁহাদিগকে সম্যক্ সৎকার করিব। হে বেদজ্ঞ প্রধান দ্বিজোত্তম! সম্প্রতি আমি যাহাতে ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের নিকট অঋণী হই, আপনাকে এরূপ প্রতিবিধান করিতে হইবে। হে সাধো! আমি সন্তান অভিলাষ করি, ইক্ষ্বাকুদিগের বংশ রক্ষার্থ আপনাকে শ্রুতশীলসম্পন্ন একটি সুসন্তান প্রদান করিতে হইবে। তখন সত্যসন্ধ তপোধন "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার করিলেন।

অনন্তর বশিষ্ঠদেব মহারাজ কল্মাষপাদের সহিত সুবিখ্যাত অযোধ্যা নগরীতে গমন করিলেন। নগর প্রবেশকালে যেমন দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রত্যুদ্গমন করেন, প্রজাপুঞ্জ মহানন্দ সহকারে সেইরূপে সেই নিষ্পাপ রাজাকে প্রত্যুদ্গমন করিতে লাগিল। রাজা বহু দিনের পর মহর্ষি বশিষ্ঠ সমভিব্যাহারে সেই পুণ্যলক্ষণা অযোধ্যা নগরীতে প্রবেশ করিলেন। অযোধ্যাবাসী জনগণ পুরোহিতসহিত উদিত দিবাকরের ন্যায় মহীপালকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তর শরৎকালীন শশধর যেমন নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত করেন, রাজা সেইরূপে নিজ রাজধানী অযোধ্যার শোভা সম্পাদন করিলেন। সেই নগরী পতাকা-পরিশোভিত, সুসংসিক্ত ও সুপরিচ্ছন্নপথসংযুক্ত হইয়া সকলের আনন্দ সঞ্চার করিতে লাগিল।

তখন হৃষ্টপুষ্ট ও সন্তুষ্ট জনে আকীর্ণ অযোধ্যা, সুররাজবিরাজিত অমরাবতীর ন্যায় সুশোভিত হইল।

রাজা পুর প্রবেশ করিলে রাজমহিষী ভর্ত্তার আদেশানুসারে মহর্ষি বশিষ্ঠের সন্নিধানে উপনীত হইলেন। মহর্ষি সন্তানোৎপাদনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া দিব্য বিধানানুসারে মহিষীর সহবাস করিলেন। অনন্তর তাঁহার গর্ভলক্ষণ আবির্ভূত হইলে মুনি প্রজানাথকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া পুনরায় আশ্রমে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। রাজমহিষী সন্তান উৎপন্ন হইতে অধিকতর বিলম্ব দেখিয়া এক উপলখণ্ড দ্বারা স্বকীয় গর্ভ বিদীর্ণ করিলেন। বিদীর্ণ করিবামাত্র দ্বাদশ বর্ষ গর্ভে স্থিত রাজর্ষি অশ্মক ভূমিষ্ঠ হইলেন।

অষ্টসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! অনন্তর অদৃশ্যন্তী ভর্ত্তৃসদৃশ এক বংশধর কুমার প্রসব করিলেন। ভগবান্ বশিষ্ঠদেব জাতমাত্রে পৌত্রের জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ করিয়া তাঁহার নাম পরাশর রাখিলেন। শক্তিনন্দন পরাশর মহর্ষি বশিষ্ঠকেই পিতা বলিয়া জানিতেন এবং জন্মাবধি তাঁহাকেই পিতার ন্যায় অনুসরণ করিতেন। ক্রমশঃ তিনি জননী অদৃশ্যন্তীর সন্নিধানে বিপ্রর্ষি বশিষ্ঠকে তাত বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। তখন অদৃশ্যন্তী পুত্রের এইরূপ মধুরগর্ভ বাগ্বিন্যাস শ্রবণে অশ্রুপূর্ণলোচনে কহিলেন, বৎস! বনমধ্যে এক রাক্ষস তোমার পিতাকে ভক্ষণ করিয়াছে, অতএব এক্ষণে পিতামহকে পিতৃবাক্যে সম্বোধন করিওনা, তুমি যাঁহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন কর, তিনি তোমার পিতামহ, পিতা নহেন।

অনন্তর শক্তিতনয় জননী অদৃশ্যন্তীকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অতিশয় দুঃখিত মনে সর্ব্বলোক বিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ তদ্বিষয়ে তাঁহাকে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া প্রতিষেধবাক্যে কহিলেন, বৎস! পূর্ব্ব কালে কৃতবীর্য্য নামে এক সুবিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি বেদবেত্তা মহাত্মা ভার্গবদিগের যজমান। রাজা যজ্ঞান্তে সোম পান করিয়া প্রভূত ধনধান্য দ্বারা তাঁহাদিগের তৃপ্তি সাধন করিতেন। তিনি লোকান্তর প্রস্থান করিলে তদ্বংশীয় নৃপতিদিগের কোন বিশেষ প্রয়োজনার্থ অর্থের আবশ্যকতা হইয়াছিল। অনন্তর তাঁহারা ভার্গবদিগের অর্থের আতিশয্য জানিয়া তাঁহাদিগের নিকটে অর্থিভাবে উপস্থিত হইলেন। তখন ভার্গবগণ কেহ কেহ ক্ষত্রিয়ভয়ে সমস্ত অক্ষয় ধনসম্পত্তি ভূগর্ভে নিক্ষিপ্ত, কেহ বা ব্রাহ্মণসাৎ করিলেন। কেহ কেহ উপস্থিত অর্থিদিগের প্রার্থনানুসারে অর্থদান করিলেন। এই অবসরে কোন এক ক্ষত্রিয় স্বেচ্ছাক্রমে ভূমি খনন করিয়া ভৃগুগৃহে প্রভূত বিত্ত প্রাপ্ত হইলেন। তখন ক্ষত্রিয়েরা সকলে সমবেত হইয়া সেই উৎখাত ধন নিরীক্ষণ করিলেন। তদ্দর্শনে ভার্গবেরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ক্ষত্রিয়দিগকে যথোচিত অবমাননা করিলেন। ক্ষত্রিয়েরা অপমানিত হইয়া সুতীক্ষ্ণ শর প্রহারে ভার্গবদিগের শিরশ্ছেদ ও তৎপত্নীগর্ভস্থিত অর্ভকদিগের প্রাণসংহারপূর্ব্বক পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। ভৃগুনন্দনেরা উচ্ছিন্ন হইলে তাঁহাদিগের পত্নীগণ ক্ষত্রিয়ভয়ে একান্ত ভীত হইয়া হিমাচলে পলায়ন করিলেন। তন্মধ্যে কোন মহিলা ভর্ত্তৃকুলবৃদ্ধির নিমিত্ত সভয়ে উরুদেশে অতি প্রদীপ্ত এক গর্ভ ধারণ করিয়াছিলেন। এই গর্ভসম্বাদ অবগত হইয়া অনতিবিলম্বে এক ব্রাহ্মণী ভীতমনে নির্জ্জনে ক্ষত্রিয়সন্নিধানে গিয়া ইহা নিবেদন করিল। ক্ষত্রিয়েরা গর্ভনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক দেখিলেন, ব্রাহ্মণী স্বতেজঃপ্রভাবে দীপ্যমান রহিয়াছেন। এই

অবসরে গর্ভস্থ বালক ব্রাহ্মণীর উরুদেশ বিদীর্ণ করিয়া নির্গত হইলেন। নির্গত হইবামাত্র মধ্যাহ্নসূর্য্যের ন্যায় তিনি ক্ষত্রিয়দিগের দৃক্‌শক্তি সংহার করিলেন। ক্ষত্রিয়গণ চক্ষুহীন হইয়া ঐ গিরিদুর্গে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহারা হীনজ্যোতি চক্ষু লাভের প্রত্যাশায় সেই অনিন্দিতা ব্রাহ্মণীর শরণাগত হইয়া দুঃখিতমনে নিবেদন করিলেন, ভগবতি! আমরা অতি নরাধম, এক্ষণে প্রার্থনা এই যে, আমরা আপনকার প্রসাদে অসৎ অধ্যবসায়হইতে নিরত হইয়া আপনকার অনুকম্পায় পুনরায় চক্ষু লাভপূর্ব্বক প্রতিগমন করিতে পারি। হে শোভনে! আপনি পুত্রের সহিত প্রসন্ন হইয়া পুনর্ব্বার দৃষ্টি প্রদানপূর্ব্বক আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।

ঊনাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণী কহিলেন, হে বৎস ক্ষত্রিয়গণ! আমি ক্রোধপরায়ণ হইয়া তোমাদিগের চক্ষু গ্রহণ করি নাই। মদীয় ঊরুসম্ভব ভার্গব তোমাদিগের উপর অদ্য রোষপরবশ হইয়াছেন। তিনিই বন্ধুবান্ধবগণের নিধনদশা স্মরণ করিয়া কোপাকুলিতচিত্তে তোমাদিগের চক্ষু গ্রহণ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। তোমরা যখন ভৃগুমহিলাদিগের গর্ভস্থ সন্তানগণকে সংহার কর, তদবধি আমি এক শত বৎসর কাল ঊরুদেশে এই গর্ভ ধারণ করিয়াছিলাম। ভৃগুবংশীয়দিগের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত ষড়ঙ্গসম্পন্ন বেদ, গর্ভস্থ অবস্থায় এই বালকেতে প্রবেশ করিয়াছে। এই বালকই পিতৃবধজনিত ক্রোধে অধীর হইয়া তোমাদিগকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছে। ইহারই অলৌকিক তেজোবলে তোমাদিগের চক্ষু অপহৃত হইয়াছে, অতএব তোমরা ইহার নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা কর, ইনিই প্রণিপাতে পরিতুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার তোমাদিগকে দৃষ্টি প্রদান করিবেন। এইরূপ আদিষ্ট হইয়া তাহারা ঊরুসম্ভব ভার্গবকে কহিলেন, মহাভাগ! প্রসন্ন হউন, এই কথা কহিবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ প্রসন্ন হইলেন।

হে বৎস! ঐ বিপ্রার্ষি ঊরুভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছিলেন, এইকারণে ত্রিভুবনে ঔর্ব্ব বলিয়া বিখ্যাত হন। ক্ষত্রিয়েরা চক্ষু লাভ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে মহর্ষি ঔর্ব্বের মনে হইল, যেন তিনি সকল লোককে পরাভব করিলেন। তৎপরে মহাত্মা মহামনা মুনি সমূলে নিখিল লোক সংহার করিবার নিমিত্ত একান্ত উন্মুখ হইলেন। মহর্ষি, ভৃগুবংশীয়দিগের নিষ্কৃতি লাভ প্রত্যাশায় সর্ব্ব লোক বিনাশে কৃতসংকল্প হইয়া তপঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন, এবং পিতামহগণের অন্তঃকরণে আনন্দ সঞ্চার করিবার নিমিত্ত তপোবলে দেবাসুর ও মনুষ্যের সহিত ত্রিলোককে সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পিতৃলোকেরা এই অদ্ভুত ব্যাপার অবগত হইলেন এবং ঔর্ব্বের নিকট আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, হে বৎস! আমরা তোমার তপোবল দেখিলাম, এক্ষণে লোকের প্রতি প্রসন্ন হও এবং ক্রোধাবেগ সম্বরণ কর। তৎকালে আমরা প্রতীকারে অশক্ত হইয়া যে প্রাণসংহারোদ্যত ক্ষত্রিয়দিগের তাদৃশ অত্যাচারে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছি, এমত নহে। অতি দীর্ঘ জীবন ভোগ করা অপেক্ষা জীবলোকে ক্লেশকর আর কিছুই নাই, এইজন্য স্বেচ্ছানুসারে আপনারাই আপনাদিগের বধোপায় ক্ষত্রিয়হস্তে অবধারিত করিয়া ছিলাম। আমরা কোপের বশীভূত নহি, তথাচ ক্ষত্রিয়দিগের সহিত বিদ্বেষভাব বদ্ধমূল হইবার উদ্দেশেই আমাদের মধ্যে এক জন আপন আলয়ে সমুদয় ধনসম্পত্তি ভূগর্ভে নিখাত করিয়া রাখেন। ক্ষত্রিয়দিগকে কুপিত করাই তাহার উদ্দেশ্য। আমরা স্বর্গফল কামনা করিয়া থাকি,

আমাদিগের ধনে কি প্রয়োজন ? প্রয়োজন হইলে ধনাধ্যক্ষ কুবেরই আমাদিগের প্রভূত ধন আহরণ করেন। যখন দেখিলাম, ধর্ম্মরাজ যম স্বয়ং আমাদিগকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না, তখন অমরা সর্ব্বসম্মতিক্রমে এইরূপ উপায় অবধারণ করিলাম। আত্মঘাতী পুরুষেরা কদাচ পুণ্য লোক লাভ করিতে পারে না, এই হেতু আমরা আদ্যোপান্ত সমুদয় অনুধাবন করিয়া ক্ষত্রিয়হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জনকরিয়াছিলাম। হে ভৃগুবংশাবতংস ঔর্ব্ব! যে বিষয় অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তাহা আমাদিগের নিতান্ত অপ্রিয়। এক্ষণে তুমি সর্ব্বলোকপরাভবরূপ পাপাচারহইতে মনঃসংযম কর। সপ্তলোক ক্ষয় ও ক্ষত্রিয়দিগকে বধ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। উচ্ছলিত ক্রোধাবেগ তপঃপ্রভাবকে দূষিত ও কলুষিত করিতেছে, আশু তাহার পরিহার করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

অশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঔর্ব্ব কহিলেন, হে পিতৃগণ ! আমি ক্রোধমুর্চ্ছিত হইয়া সর্ব্ব লোক সংহারের যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা অন্যথা হইবে না। বৃথা রোষ ও বৃথা প্রতিজ্ঞা করিতে আমার অভিরুচি হয় না। ক্ষত্রিয়দিগের অত্যাচারে যদি প্রতীকার না হয়, তাহা হইলে প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন যজ্ঞীয় কাষ্ঠরাশি দহন করে ; সেইরূপ ক্রোধ আমাকে নিরন্তর দগ্ধ করিবে। যিনি কারণবশতঃ উত্তেজিত ক্রোধে ক্ষমা প্রদর্শন করেন, সেই মনুষ্য কদাচ ত্রিবর্গ রক্ষায় সম্যক্ সমর্থ হয়েন না। অশিষ্টের নিয়ন্তা ও শিষ্টের প্রতিপালয়িতা ক্রোধকে বিজিগীষু রাজারা অবসরক্রমে প্রকাশ করিয়া থাকেন। যৎকালে ক্ষত্রিয়গণ ভার্গবদিগকে বধ করেন, আমি তখন উরুস্থ ও গর্ভশয্যাগত হইয়া মাতৃবর্গের অতি করুণ কণ্ঠস্বর শ্রবণগোচর করিয়াছিলাম। যখন ক্ষত্রিয়াপসদেরা গর্ভস্থ শিশু সন্তান অবধি সমুদায় ভৃগুবংশ উচ্ছেদ করিতে আরম্ভ করে, তদবধি আমি তাহাদের প্রতি বিষম ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছি। আমার পিতৃ ও মাতৃবর্গ সম্পূর্ণ উদ্বিগ্ন হইয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে ত্রিলোকমধ্যে কুত্রাপি আশ্রয় পাইলেন না। যখন দুরাত্মারা ভৃগুপত্নীদিগের সংহারে পরাঙ্মুখ হইল, তখন মদীয় জননী উরুদেশে আমাকে ধারণ করিয়াছিলেন। ইহ লোকে পাপের প্রতিষেধকর্ত্তা বিদ্যমান থাকিলে কেহই পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে প্রবৃত্ত হয় না। তাঁহার অবিদ্যমানে অনেকেই পাপকর্ম্মে আসক্ত হয়। সামর্থ্য থাকিতেও যিনি সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া পাপাচার পরিহার না করেন, নিগ্রহানুগ্রহশক্ত হইয়াও তাঁহাকে মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। সকল রাজলোক ও অধীশ্বরবর্গ, জীবলোকে জীবন রক্ষা করা শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করিয়া শক্তিসত্ত্বে কেহই আমার পিতৃগণকে মরণভয়হইতে পরিত্রাণ করিলেন না। এক্ষণে আমিই সকলের অধীশ্বর হইয়াছি। বিষম রোষানলে আমার অন্তঃকরণ নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে। অতএব আপনাদিগের প্রতিষেধবাক্যে অনুমোদন করিতে সমর্থ নহি। আমি ঈশ্বর হইয়াও যদি লোকের পাপভয়ে উপেক্ষা করি, তাহা হইলে আমার যে ক্রোধানল লোকদিগকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে; তাহা নিগৃহীত হইলে নিজ তেজঃপ্রভাবে আমাকেই নিশ্চয় দগ্ধ করিবে। আমি আপনাদিগের সর্ব্বলোকহিতৈষিতা পরিজ্ঞাত হইয়াছি ; অতএব সকলের পক্ষে এক্ষণে যাহা শ্রেয়ঃ বোধ হয়, আপনারা তাহার বিধান করুন।

পিতৃগণ কহিলেন, হে বৎস ! তোমার যে ক্রোধানল লোকদিগকে ভস্মসাৎ করিতে অভিলাষ করিয়াছে, তাহা জলমধ্যে নিক্ষেপ কর, তোমার মঙ্গল হইবে। সকল

লোকই জলে প্রতিষ্ঠিত, রসসমুদায় জলময় এবং জগৎও জলস্বরূপ ; অতএব তোমার ক্রোধানল জলমধ্যে নিক্ষেপ করাই উচিত হইতেছে। যদি অভিলাষ হয়, তাহাহইলে জলনিধির জলে ক্রোধানল স্থাপিত করিয়া শীতল হও। জল দগ্ধ করিলে লোকদিগকেও দগ্ধ করা হইবে; কারণ সমুদয় লোকই জলময়। এইরূপ হইলে তোমার প্রতিজ্ঞা অন্যথা হইবে না। আর দেবতারা ও মনুষ্যেরা সকলেই অপরাভূত থাকিবেন।

বশিষ্ঠদেব কহিলেন, ভৃগুনন্দন ঔর্ব্ব বরুণনিলয়স্বরূপ মহাসাগরে ক্রোধানল পরিত্যাগ করিলেন। সেই অনল সমুদ্রজল ভক্ষণ করিতে লাগিল। ঐ ক্রোধানল অগ্ন্যুদ্গারী মহৎ হয়শিরোরূপে পরিণত হইয়া সমুদ্রজল পান করিয়া থাকে। বেদবিৎ পণ্ডিতেরা ইহাকেই বড়বানল কহেন। অতএব হে পরাশর! পর লোক পরিজ্ঞাত হইয়া লোকের প্রাণ সংহারে ক্ষান্ত হও, তোমার মঙ্গল হইবে।

একাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! ভগবান্ পরাশর মহর্ষি বশিষ্ঠকর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সর্ব্বজন পরাভবহইতে আত্মক্রোধ সম্বরণ করিলেন। কিন্তু পিতৃবধরূপ মহাপরাধ স্মরণপূর্ব্বক অতি বিস্তীর্ণ এক রাক্ষসসত্রানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ যজ্ঞে কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি যুবা, সমুদয় রাক্ষস দগ্ধ হইতে লাগিল। মহর্ষি বশিষ্ঠ পৌত্রের দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা অন্যথা করা উচিত নহে ভাবিয়া তাঁহাকে রাক্ষসবধরূপ অধ্যবসায়হইতে নিবারণ করিলেন না। পরাশর সেই রাক্ষসযজ্ঞে প্রদীপ্ত বহ্নিত্রয়মধ্যে চতুর্থ বহ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। শরৎকালে দিবাকর নভোমণ্ডলকে যাদৃশ প্রকাশিত করেন, সেইরূপ সেই নির্ম্মল যজ্ঞে আহুতি প্রদত্ত হইলে নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত হইল। বশিষ্ঠপ্রভৃতি মহর্ষিগণ শক্তিনন্দন পরাশরকে তেজঃপ্রভাবে দীপ্যমান দ্বিতীয় ভাস্কর বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই অনন্যসুলভ সত্র সমাপন করিবার নিমিত্ত উদারবুদ্ধিসম্পন্ন মহর্ষি অত্রি তথায় আগমন করিলেন। আর রাক্ষসদিগের প্রাণরক্ষার্থ তথায় পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও মহাক্রতু উপনীত হইলেন। তন্মধ্যে পুলস্ত্য রাক্ষসবধবিষয়ে পরাশরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তোমার তপস্যার কুশল ত? নির্দ্দোষ ও অপরিজ্ঞাত রাক্ষসদিগকে সংহার করিয়া তোমার মনে কি আনন্দ সঞ্চার হইতেছে? তুমি আমাদিগের প্রজার উচ্ছেদ করিওনা। দ্বিজাতি তপস্বিদিগের এরূপ ধর্ম্ম নহে। হে পরাশর! শান্তিগুণই আমাদিগের পরম ধর্ম্ম, তুমি সেই ধর্ম্ম অবলম্বন কর। শ্রেষ্ঠ হইয়া তুমি কেন ধর্ম্মবিগর্হিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতেছ? তোমার পিতা শক্তি পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহাকে অতিক্রম করা ও মদীয় প্রজাসকল নির্ম্মূল করা তোমার উচিত নহে। শক্তির নিজশাপপ্রভাবে তৎকালে বিষম বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি আত্মদোষেই দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গ লাভ করিয়াছেন। তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে কোন রাক্ষসেরই সাহস হইত না। তিনি আপনিই আপনার মৃত্যুপথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন। কেবল মহর্ষি বিশ্বামিত্র তদ্বিষয়ে নিমিত্তমাত্র হইয়া দোষভাগী হইলেন। এক্ষণে মহারাজ কল্মাষপাদ স্বর্গে আরোহণ করিয়া মহানন্দে কাল যাপন করিতেছেন। আর তোমার পিতৃব্যদিগেরও সুরগণ সমভিব্যাহারে মহাহর্ষে কালক্ষেপ হইতেছে। হে বৎস! মহর্ষি বশিষ্ঠ এসকল বিষয় ও নির্দ্দোষ রাক্ষসদিগের উচ্ছেদ ব্যাপার অবগত আছেন। তুমি কেবল এই সত্রের কারণমাত্র। অতএব

এক্ষণে আর যজ্ঞ করিওনা। তোমার যজ্ঞসমাপ্তিফল লাভ হউক, তুমি কুশলে থাক। গন্ধর্ব্ব কহিলেন, শক্তিনন্দন পরাশর পুলস্ত্য ও মহর্ষি বশিষ্ঠকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সেই রাক্ষসসত্র সমাপন করিলেন এবং যজ্ঞার্থ সঞ্চিত অগ্নিকে হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে এক মহাবনে নিক্ষেপ করিলেন। অদ্যাবধি সেই অগ্নিকে প্রতিপর্ব্বে রাক্ষস, বৃক্ষ ও প্রস্তরসহিত পর্ব্বত দগ্ধ করিতে দেখা যায় এবং ঐ অগ্নিধারী গিরি অদ্যাপি লোকে আগ্নেয় পর্ব্বত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

দ্ব্যশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গন্ধর্ব্বরাজ! রাজা কল্মাষপাদ কোন্ কারণ অবলম্বন করিয়া স্বীয় মহিষীকে বশিষ্ঠের নিকট নিয়োগ করিলেন? এবং সেই ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষিই বা গুরু হইয়া কিরূপে সেই অগম্যা শিষ্যাতে রত হইলেন? তিনি কি ইতিপূর্ব্বে কোনপ্রকার অধর্ম্মাচরণ করিয়াছিলেন? আমি এই বিষয়ে অত্যন্ত সন্দিহান হইয়াছি, অতএব হে সখে! আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া আমার সংশয় নিরাকরণ কর।

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! রাজা কল্মাষপাদ ও বশিষ্ঠের বিষয় যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তৎসমুদায় সবিস্তর বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, বশিষ্ঠাত্মজ মহাত্মা শক্তি রাজা কল্মাষপাদকে অভিসম্পাত করেন। রাজা শাপগ্রস্ত ও ক্রোধপরবশ হইয়া নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক পত্নী সমভিব্যাহারে এক নিবিড় অরণ্যানী প্রবেশ করিলেন। সেই অরণ্য নানাজাতীয় জন্তুগণে সমাকীর্ণ, পাদপসমূহে আবৃত ও লতাগুল্মে আচ্ছন্ন। রাজা তথায় ভ্রমণ করিতে করিতে শত সহস্র হিংস্র জন্তুর ভয়ঙ্কর গভীর রব শ্রবণ করিতে লাগিলেন। একদা সেই রাক্ষসরূপী ভূপাল ক্ষুধা শান্তির নিমিত্ত আহারান্বেষণ করিতে ছিলেন, এমত সময়ে দেখিলেন, এক বিপ্রদম্পতী কামক্রীড়ায় আসক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা রাজাকে নয়নগোচর করিয়া কৃতকার্য্য না হইতেই ভয়ে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। রাজা পলায়নপর ব্রাহ্মণকে বলপূর্ব্বক ধারণ করিলেন; ব্রাহ্মণী স্বামীকে গৃহীত দেখিয়া কহিলেন, হে রাজন্! আমার এক নিবেদন আছে, শ্রবণ করুন। আপনি আদিত্যবংশে প্রসূত, সর্ব্ব লোকে সুবিখ্যাত; বিশেষতঃ ধর্ম্মানুষ্ঠান ও গুরুজনশুশ্রূষায় অনুরক্ত, অতএব আপনার পাপাচরণ করা নিতান্ত অবিধেয়। আমি ঋতুকাল উপস্থিত দেখিয়া সন্তানার্থ ভর্ত্তার সহিত সঙ্গত হইয়াছিলাম, অধুনাপি কৃতার্থ হইতে পারিনাই, অতএব হে নরনাথ! এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া আমার স্বামীকে পরিত্যাগ করুন। রাজা বিক্রোশমানা সেই কামিনীর প্রার্থনাবাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক ব্যাঘ্র যেমন মৃগকে গ্রাস করে সেইরূপে তাঁহার স্বামীকে ভক্ষণ করিলেন, তদ্দর্শনে ক্রোধাভিভূতা ব্রাহ্মণীর যতগুলি অশ্রুবিন্দু ভূতলে পতিত হইল, সমুদায় প্রজ্বলিত হুতাশন হইয়া সেই বনপ্রদেশ দগ্ধ করিতে লাগিল।

অনন্তর ভর্ত্তৃবিয়োগবিধুরা শোকসন্তপ্তা ব্রাহ্মণী ক্রোধভরে রাজর্ষি কল্মাষপাদকে অভিসম্পাত করিলেন, রে দুর্ব্বুদ্ধিপরতন্ত্র নৃপাধম! তুমি যেমন মনোরথ পরিপূর্ণ না হইতেই আমার সমক্ষে প্রিয়তমের প্রাণ সংহার করিলে, তোমাকেও সেইরূপ ঋতুকালে পত্নীসহযোগ করিবামাত্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে হইবে। তুমি যাঁহার পুত্র বিনষ্ট করিয়াছ, সেই মহর্ষি বশিষ্ঠের ঔরসে তোমার পত্নী পুত্রোৎপাদন করিবেন। সেই পুত্র তোমার বংশধর হইবে। মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্রী রাজাকে এইরূপে অভিসম্পাত করিয়া তাঁহার সমক্ষে প্রদীপ্ত হুতাশনে প্রবেশ করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ

সমাধিবলে এই সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিলেন।

অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে রাজা শাপবিমুক্ত হইলেন। একদা ভূপাল পত্নীর ঋতুকাল উপস্থিত দেখিয়া শাপবৃত্তান্ত বিস্মরণপূর্ব্বক কামান্ধচিত্তে তদীয় সহবাসে উদ্যত হইলেন। দেবী তাঁহাকে প্রতিষেধ করিলেন। তখন পত্নীবাক্য শ্রবণে শাপবৃত্তান্ত তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে তিনি যৎপরোনাস্তি পরিতাপ করিতে লাগিলেন। হে পার্থ! রাজা কল্মাষপাদ শাপগ্রস্ত হওয়াতে কুলগুরু বশিষ্ঠের নিকট স্বীয় পত্নীকে নিয়োগ করিয়াছিলেন।

ত্র্যশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হেগন্ধর্ব্বরাজ! সকলই তোমার বিদিত আছে, অতএব বলদেখি কোন্ ব্যক্তি আমাদিগের পুরোহিত হইবার উপযুক্ত পাত্র। গন্ধর্ব্ব কহিলেন, দেবলের যবিষ্ঠ ভ্রাতা ধৌম্য উৎকোচক নামক তীর্থে তপস্যা করিতেছেন, যদি ইচ্ছা হয় তাঁহাকে পৌরোহিত্য কার্য্যে বরণ কর। অর্জ্জুন গন্ধর্ব্বের প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে আগ্নেয়াস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, হে গন্ধর্ব্বসত্তম! তোমার মঙ্গল হউক, ঘোটক সকল তোমারই নিকট থাকুক, প্রয়োজন উপস্থিত হইলে গ্রহণ করিব। এই বলিয়া পরস্পর সম্মান বিনিময়পূর্ব্বক রমণীয় ভাগীরথী তীর হইতে নিজ নিজ অভীষ্ট প্রদেশে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর পাণ্ডবেরা উৎকোচক তীর্থে ধৌম্যাশ্রমে উপনীত হইয়া তাঁহাকে পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন। বেদবিত্তম ধৌম্য বন্য ফল মূল প্রদান ও পৌরোহিত্য স্বীকার দ্বারা পাণ্ডবদিগের সৎকার করিলেন। পাণ্ডবেরা মনে মনে আশা করিতে লাগিলেন যে তাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়া স্বয়ম্বরে দ্রৌপদী, রাজ্যলক্ষ্মী ও সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। তাঁহারা এতদিন অসহায় হইয়াছিলেন, অধুনা পুরোহিত ধৌম্যের সহিত সঙ্গত হইয়া আপনাদিগকে নাথবান্ মনে করিলেন। পাণ্ডবেরা সেই উদারধী বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ পুরোহিতের অনুকম্পায় যাগপ্রিয় ও সর্ব্বধর্ম্মের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। পুরোহিত ধৌম্য পাণ্ডবগণের অবিচলিত উৎসাহ, অপ্রতিহত বলবীর্য্য, মহীয়সী বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সন্দর্শনে মনে মনে স্থির করিলেন, তাঁহারা অচিরাৎ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইবেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ পুরোহিত কর্ত্তৃক কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া দ্রৌপদী স্বয়ম্বর সমাজারোহণে মানস করিলেন।

চৈত্ররথ পর্ব্ব সমাপ্ত।

স্বয়ম্বর পর্ব্বাধ্যায়।

চতুরশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন; তদনন্তর নরশ্রেষ্ঠ পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীকে সন্দর্শন করিবার মানসে জননী সমভিব্যাহারে মহোৎসবময় দ্রুপদ জনপদে গমন করিলেন। পথি মধ্যে স্বয়ম্বর দিদৃক্ষু কতিপয় ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হইল। ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণেরা পাণ্ডবদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কোথাহইতে আসিয়াছেন এবং কোথাই বা গমন করিবেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহাশয়! আমরা পঞ্চসহোদর একত্র হইয়া জননী সমভিব্যাহারে একচক্রা নগরী হইতে আসিতেছি। ব্রাহ্মণেরা কহিলেন, তোমরা অদ্যই পাঞ্চালদেশে চল। পাঞ্চালেশ্বরভবনে মহা সমৃদ্ধ সয়ম্বর হইবে। আমরা তথায় যাইবার মানসে নির্গত হইয়াছি। ভাল হইল, সকলে একসঙ্গে যাইব। অদ্য পাঞ্চালদেশে পরমাদ্ভুত মহোৎসব হইবে। মহারাজ যজ্ঞসেনের যজ্ঞবেদি মধ্য

হইতে এক পরমাসুন্দরী দুহিতা উৎপন্ন হইয়াছে। সেই কমল নয়না দ্রোণ-শত্রু ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, ধৃষ্টদ্যুম্ন খড়্গ বর্ম্ম ও ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশন হইতে উদ্ভূত হন। দ্রৌপদীর সর্ব্বাঙ্গব্যাপী নীলোৎপল গন্ধ এক ক্রোশ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয়। আমরা সেই স্বয়ম্বরা দ্রৌপদীকে নয়ন গোচর করিবার নিমিত্ত তথায় গমন করিব এবং মহোৎসব সন্দর্শনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রাপ্ত হইব। অদ্য তথায় নানা দিগ্‌দেশ হইতে যজ্বা ভূরিদক্ষিণ স্বাধ্যায়সম্পন্ন পবিত্রস্বভাব মহাত্মা যতব্রত তরুণবয়স্ক পরমসুন্দর মহারথ অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ কতশত রাজা ও রাজপুত্র আগমন করিবেন। তাঁহারা পরস্পর জিগীষা পরবশ হইয়া নানাপ্রকার দ্রব্যজাত বিবিধ ভোক্ষ্য ভোজ্য গোসমূহ ও ধনাদি দান করিবেন। আমরা তৎসমুদায় প্রতিগ্রহ, স্বয়ম্বর সন্দর্শন এবং মহোৎসব জনিত আনন্দানুভব করিয়া স্বেচ্ছানুসারে প্রত্যাগমন করিব। তথায় সূত, মাগধ, বৈতালিক, নট, নর্ত্তক ও নানা দেশীয় মহাবল পরাক্রান্ত যোদ্ধৃবর্গ সমাগত হইয়া স্ব স্ব নৈপুণ্য প্রকাশ করিবে। আপনারাও কৌতুকাক্রান্ত চিত্তে সেই সকল কৌতুকাবহ ব্যাপার অবলোকন করিয়া প্রদত্ত দ্রব্য জাত প্রতিগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগের সহিত প্রত্যাগমন করিবেন। আপনারা সকলে দেবতুল্যরূপবান্ কৃষ্ণার নয়ন পথের পথিক হইলে তিনি অবশ্যই তোমাদিগের অন্যতমকে বরমাল্য প্রদান করিবেন। আপনার এই মহাভুজ দর্শনীয় ভ্রাতাকে নিয়োগ করিলে ইনি অপরিমিত দ্রবিণ রাশি জয় করিতে পারিবেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, যে আজ্ঞা; আমরা সকলেই আপনাদিগের সমভিব্যাহারে রাজকন্যার স্বয়ম্বর ও তজ্জনিত মহোৎসব সন্দর্শনে গমন করিব।

পঞ্চাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণগণের নিকট এইরূপ আদিষ্ট হইয়া দ্রুপদরাজ পরিরক্ষিত দক্ষিণ পাঞ্চালদেশে গমন করিলেন। গমনকালে বিশুদ্ধাত্মা অকল্মষ মহর্ষি দ্বৈপায়নকে সন্দর্শন করিয়া তাঁহার যথাবিধি সৎকার করিলেন, এবং তৎকৃত সৎকার গ্রহণপূর্ব্বক নানা বিষয়ক কথোপকথনান্তে অনুজ্ঞাত হইয়া দ্রুপদ ভবনাভিমুখে গমন করিলেন। পথিমধ্যে যে যে স্থানে রমণীয় বন ও শুশোভন সরোবর তাঁহাদিগের নয়ন পথে পতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে উপবিষ্ট ও গতক্লম হইয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। স্বাধ্যায় সম্পন্ন বিশুদ্ধ স্বভাব প্রিয়ম্বদ পাণ্ডুতনয়েরা ক্রমে ক্রমে পাঞ্চালদেশে উপনীত হইয়া স্কন্ধাবার ও নগর নিরীক্ষণপূর্ব্বক এক কুম্ভকারের আলয়ে বাস করিয়া ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। রাজা যজ্ঞসেনের মনে মনে অভিলাষ হইয়াছিল যে পাণ্ডুতনয় কিরীটীকে স্বীয় দুহিতা সম্প্রদান করিবেন, কিন্তু তিনি একথা কাহারও অগ্রে ব্যক্ত করেন নাই। এক্ষণে স্বাভিলষিত পাত্র পাইবার মানসে এক সুদৃঢ় দুরানম্য শরাসন প্রস্তুত করাইলেন, এবং কৃত্রিম আকাশযন্ত্র নির্ম্মাণ করাইয়া তৎসঙ্গে লক্ষ্য সংস্থাপনপূর্ব্বক ঘোষণা করিয়াদিলেন যে, যে ব্যক্তি এই সজ্য শরাসনে শরসন্ধানপূর্ব্বক যন্ত্র অতিক্রম করিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে। আমি তাহাকেই কন্যা দান করিব।

এইরূপ ঘোষণা শ্রবণে চতুর্দ্দিক্ হইতে ভূপালগণ আগমন করিতে লাগিলেন। স্বয়ম্বরদিদৃক্ষু ঋষিগণ এবং কর্ণ সমভিব্যাহারী দুর্য্যোধন প্রমুখ কুরুবর্গ সমুপস্থিত হইলেন। নানাদিগ্দেশ হইতে কত শত ব্রাহ্মণগণ

আসিতে লাগিলেন। দ্রুপদরাজ সমাগত ব্যক্তিদিগের যথোচিত সৎকার করিলেন। রাজগণ তাহা পরিগ্রহ করিয়া স্বয়ম্বর দর্শনার্থে মঞ্চোপরি উপবেশন করিলেন এবং পৌরজনেরা মহাকোলাহলপূর্ব্বক দর্শনমানসে মণ্ডপ সন্নিকটস্থ শিশুমার বৃক্ষোপরি আরোহণ করিল। নগরে, প্রাগুত্তর প্রান্তবর্ত্তিনী এক পরিষ্কৃত সমতল ভূমিতে স্বয়ম্বরসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সভাগৃহ প্রাকার ও পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং মধ্যে মধ্যে তোরণরাজি বিরাজিত ছিল। উহার চারিদিকে সুধাধবলিত সৌধাবলী, তুষারজালজড়িত হিমালয় শিখরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ সকল প্রাসাদের কুট্টিম ভূমি রমণীয় মণিময় শিলাপট্টে উদ্ভাসিত, দ্বার সকল সমসূত্রপাতে বিন্যস্ত এবং সোপান মার্গ-সমুদায় সুসংঘটিত। বিচিত্র চন্দ্রাতপ ও অপূর্ব্ব মাল্যদাম উহার অতীব মনোহারিণা শোভা সম্পাদন করিতেছে। ঐ প্রদেশ সুবাসিত গন্ধবারিদ্বারা পরিষিক্ত হইয়াছে। স্থানে স্থানে মহার্হ আসন ও দুগ্ধফেননিভ শয্যাসকল সন্নিবেশিত রহিয়াছে। কোন স্থানে নৃত্যগীত, কোন স্থানে বাদ্যোদ্যম, কোথাওবা জনগণ নানাবিধ মহোৎসব করিতেছে।

ভূপালগণ রমণীয় বেশভূষা সমাধানপূর্ব্বক তত্রত্য বিমানশ্রেণীতে সমাসীন হইলেন এবং পরস্পর স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক সমাগত নৃপতিদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পৌরবৃন্দ ও জানপদগণ দ্রৌপদীদর্শনার্থ পরার্দ্ধ্য মঞ্চোপরি উপবেশন করিলেন। পাণ্ডবেরা সমাগত ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে আসন পরিগ্রহপূর্ব্বক পাঞ্চাল রাজের ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজসভায় নৃত্যগীত আরম্ভ হইল। রত্নোপকরণ ও সুনিপুণ নর্ত্তকগণের অভিনয় দ্বারা সভার শোভা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সভারম্ভের ষোড়শ দিবসে কৃতস্নানা দ্রৌপদী অপূর্ব্ব বেশভূষা পরিধানপূর্ব্বক বিচিত্র কাঞ্চনী মালা গ্রহণ করিয়া নৃপসমাজে প্রবেশ করিলেন। চন্দ্রবংশীয় পুরোহিত হুতাশনে যথাবিধি আহুতি প্রদানপূর্ব্বক অগ্নির তর্পণ ও ব্রাহ্মণগণের স্বস্তিবাচন করিলেন এবং তূর্য্যজীবদিগকে বাদ্যোদ্যম করিতে নিবারণ করিলেন। এইরূপে সেই প্রদেশ নিঃশব্দ হইলে ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় ভগিনী দ্রৌপদীকে লইয়া রঙ্গমধ্যে উপস্থিত হইলেন এবং ঘন ঘোষণ গভীরস্বরে অর্থবৎ মধুরবাক্যে কহিতে লাগিলেন। হে সমাগত নরেন্দ্রবর্গ! আপনারা শ্রবণ করুন। এই ধনুর্ব্বাণ ও লক্ষ্য উপস্থিত আছে। যিনি যন্ত্রের ছিদ্র দ্বারা পঞ্চশর নিক্ষেপ করিয়া লক্ষ্য পাতিত করিতে পারিবেন। মদীয় ভগিনী কৃষ্ণা কুলশীল রূপলাবণ্য সম্পন্ন সেই মহাত্মার ভার্য্যা হইবেন, সন্দেহ নাই। দ্রুপদ পুত্র সভামধ্যে এইরূপ প্রস্তাব করিয়া সমবেত ভূপতিগণের নাম গোত্র ও কার্য্যাদি কীর্ত্তনপূর্ব্বক ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন।

ষড়শীত্যধিক শততম অধ্যায়।

ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন, হে ভগিনি! দেখ দুর্য্যোধন, দুর্ব্বিষহ, দুর্ম্মুখ, দুষ্প্রধর্ষণ, বিবিংশতি, বিকর্ণ, সহ, দুঃশাসন, যুযুৎসু, বায়ুবেগ, ভীমবেগবর, উগ্রায়ুধ, বলাকী, করকায়ু, বিরোচন, কুণ্ডক, চিত্রসেন, সুবর্চা, কনকধ্বজ, নন্দক, তুহুণ্ড, ও বিকট, এবং অন্যান্য মহাবল পরাক্রান্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা কর্ণসমভিব্যাহারে তোমার নিমিত্ত সমাগত হইয়াছেন। গান্ধার রাজকুমার শকুনি, বৃষক ও বৃহদ্বল এবং মহাবীর অশ্বত্থামাও ভোজরাজ অলঙ্কৃত হইয়া তদর্থে আগমন করিয়াছেন। বৃহন্ত, মণিমান্, দণ্ডধার, সহদেব, জয়ৎসেন, মেঘসন্ধি, বিরাট ও তৎপুত্র শঙ্খ ও উত্তর, বার্দ্ধক্ষেমি, সুশর্ম্মা,

সেনাবিন্দু, সুকেতু, ও তৎপুত্র সুনামা ও সুবর্চ্চা, সুচিত্র, সুকুমার, বৃক, সত্যধৃতি, সূর্য্যধ্বজ, রোচমান, নীল, চিত্রায়ুধ, অংশুমান, শ্রেণিমান, চেকিতান, সমুদ্রসেনের পুত্র প্রতাপবান চন্দ্রসেন, জলসন্ধ, বিদন্ত ও তৎপুত্র দণ্ড, পৌণ্ড্রক, বাসুদেব, ভগদত্ত, কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, পত্তনাধিপতি, মদ্ররাজ ও তৎপুত্র শল্য রুক্মাঙ্গদ, রুক্মরথ, কৌরব্য সোমদত্ত, এবং তাঁহার পুত্র ভুরি, ভুরিশ্রবা, শল, সুদক্ষিণ, কাম্বোজ, পৌরব, দৃঢ়ধন্বা, বৃহদ্বল, সুষেণ, শিবি, ঔশীনর, পটচ্চর, নিহন্তা, কক্ষাধিপতি, সঙ্কর্ষণ, বসুদেব, রৌক্মিণেয়, শাম্ব, চারুদেষ্ণ, প্রাদ্যুম্নি, গদ, অক্রূর, সাত্যকি, উদ্ধব, কৃতবর্ম্মা, হার্দ্দিক্য, পৃথু, বিপৃথু, বিদূরথ, কঙ্ক, শঙ্কু, গবেষণ, আশাবহ, নিরুদ্ধ, সমীক, সারিমেজয়, বাতপতি, ঝিল্লীপিণ্ডারক, এবং উশীনর এই সকল যদুবংশীয়, ও ভগীরথ, বৃহৎক্ষত্র, সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথ, বৃহদ্রথ, বাহ্লিক, শ্রুতায়ু, উলূক, কৈতব চিত্রাঙ্গদ, শুভাঙ্গদ, বৎসরাজ, কোশলাধিপতি, শিশুপাল, জরাসন্ধ, ইহাঁরা এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য নানা জনপদেশ্বরেরা তোমার নিমিত্ত সমাগত হইয়াছেন। ইহাঁরা ত্বদীয় পাণিগ্রহণার্থ লক্ষ্যভেদ করিবেন, হে ভদ্রে! যিনি এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিবেন, তুমি তাঁহারি গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিও।

সপ্তাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই সমস্ত বলবীর্য্য সম্পন্ন অস্ত্রশিক্ষানিপুণ তরুণবয়স্ক নরেন্দ্রবর্গ বিচিত্র বেশভূষা সমাধান করিয়া অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক আগমন করিলেন। তাঁহারা রূপ যৌবন কুল শীল ও ঐশ্বর্য্য মদে মত্ত হইয়া মদস্রাবী হৈমবত মাতঙ্গ যূথের ন্যায় ঈর্ষা-কষায়িত লোচনে পরস্পর বদন নিরীক্ষণ করত স্পর্দ্ধা করিতে লাগিলেন এবং ত্রিভুবনললামভূতা কৃষ্ণা সন্দর্শনে কাম মোহিত হইয়া দ্রৌপদী আমারই হইবে বলিয়া রাজাসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। যেমন দেবগণ পর্ব্বত রাজপুত্রী উমাকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সমাগত সভাস্থ ভূপালগণ সেইরূপে দ্রৌপদীকে জিগীষা করিতে লাগিলেন। রঙ্গস্থ সমস্ত লোক কৃষ্ণার অনুপম রূপলাবণ্য সন্দর্শনে বিষম কন্দর্পবাণে নিপীড়িত হইয়া তদ্গত হৃদয়ে নিরন্তর কেবল তাঁহাকেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দ্রুপদ রাজকুমারীর নিমিত্ত আপন বন্ধুবান্ধবের প্রতিও ঈর্ষা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর রুদ্র, আদিত্য, বসুগণ, অশ্বিনী-কুমার যুগল, সাধ্য, যম, ও কুবের প্রভৃতি দেবগণ বিমানারোহণ পূর্ব্বক রাজসভায় আগমন করিলেন। অসংখ্য দৈত্য, সুপর্ণ, মহোরগ, দেবর্ষি, গুহ্যক, চারণ, ও বিশ্বাবসু, নারদ, পর্ব্বত প্রভৃতি ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ সমাগত হইয়াছিলেন। বলভদ্র, জনার্দ্দন, বৃষ্ণিবংশীয় যদুশ্রেষ্ঠগণ কৃষ্ণেরমতাবলম্বী হইয়া পাণ্ডবগণকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। যদুপ্রবীর কৃষ্ণ ভস্মাবৃত হুতাশনের ন্যায় সেই গজেন্দ্রাকার পঞ্চ পাণ্ডবকে নিরীক্ষণ করিয়া কিয়ৎ কাল চিন্তা করিলেন। পরে তিনি যুধিষ্ঠির, ভীম, ও নকুল সহদেবের কথা বলদেবকে জানাইলেন। বলদেব তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রীতমনে কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু অন্যান্য রাজকুমারেরা দুরাশাগ্রস্ত হইয়া কৃষ্ণাতে মন প্রাণ সমুদয় সমর্পণ করিয়াছিলেন, সুতরাং পাণ্ডবদিগকে দর্শন করা দূরে থাকুক তাঁহারা ঈর্ষা কষায়িত ও রোষ পরবশ হইয়া অধরদংশন পূর্ব্বক আরক্ত নয়ন যুগল ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরাও দ্রৌপদীকে নয়ন-

গোচর করিয়া সকলেই কন্দর্পবাণে অভিভূত হইলেন।

অনন্তর দেবর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণে সমাকুল, সুপর্ণ, নাগ, অসুর, ও সিদ্ধগণকর্ত্তৃক পরিষেবিত সেই সভাভবন রমণীয় গন্ধে সুবাসিত এবং বিকীর্য্যমাণ দিব্য কুসুমসমূহের সুগন্ধে আমোদিত হইল। মহাস্বন দুন্দুভিধ্বনিতে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইল, চতুর্দ্দিক্ বিমানসম্বাধ এবং বেণু, বীণা, ও পণবনিনাদে পরিপূরিত হইল। কর্ণ, দুর্য্যোধন, শাল্ব, শল্য, দ্রৌণায়নি, ক্রাথ, সুনীথ, বক্র, কলিঙ্গ, বঙ্গাধিপ, পাণ্ড্য, বিদেহরাজ, ও যবনাধিপপ্রভৃতি অনেকানেক রাজতনয়েরা কিরীট, হার, অঙ্গদ ও চক্রবান্ প্রভৃতি বিচিত্র অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া স্ব স্ব বলবীর্য্য প্রদর্শন ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই ভীষণ শরাসনে জ্যা সংযুক্ত করা দূরে থাকুক, কার্ম্মুক সজ্য করিব, এরূপ মনে করিতেও তাঁহারা সমর্থ হইলেন না। সুবিক্রান্ত নরেন্দ্রগণ ধনুঃস্পর্শমাত্র আহত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের অঙ্গের আভরণসকল বিস্রস্ত হইয়া পড়িল। তাঁহারা নিস্তেজ ও হতাশ্বাস হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে শান্তিভাব অবলম্বন করিলেন, কিরীট, হার, বলয়াঙ্গকপ্রভৃতি আভরণসকল অঙ্গহইতে বিস্রস্ত হইয়া পড়িল এবং দ্রৌপদীলিপ্সা এককালে নিরস্ত হইয়া গেল।

সকল-ধনুর্দ্ধরপ্রবর কর্ণ রাজগণের এইরূপ দুর্থোদ্যম নিরীক্ষণ করিয়া সত্বরে ধনু উত্তোলনপূর্ব্বক তাহাতে জ্যা সংযুক্ত করিয়া শরাসনে শর সন্ধান করিলেন। পাণ্ডুতনয়েরা কর্ণকে নয়নগোচর করিয়া মনে করিলেন, ইনিই লক্ষ্য ভেদ করিয়া কন্যারত্ন লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। দ্রৌপদী কর্ণের [illegible] মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, আমি সূতপুত্রকে বরণ করিব না, এই কথা শ্রবণমাত্র কর্ণ সামর্ষ হাস্যে সূর্য্য সন্দর্শনপূর্ব্বক শরাসন পরিত্যাগ করিলেন।

এইরূপে সমুদায় ক্ষত্রিয়বর্গ বিফলপ্রযত্ন হইয়া প্রস্থান করিলে পর, চেদিদেশাধিপতি শিশুপাল শরাসনে শরসন্ধান করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু অবশেষে ভগ্নজানু হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। মহাবীর্য্য জরাসন্ধও ঐ প্রকারে ধনুরাঘাতে ভূতলে পতিত হইলেন, পরে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আপন রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। মদ্রাধিপতি শল্যও সেই ধনুকে জ্যা রোপণ করিতে জানু পাতিয়া ভূতলে পতিত হইলেন। এইরূপে সভাস্থ সমস্ত নরাধিপগণ ক্রমে ক্রমে পরাঙ্মুখ হইলে কুন্তীনন্দন অর্জুন সেই শরাসনে জ্যা রোপণ ও শর সন্ধানের মানস করিলেন।

অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! সমাগত সমস্ত মহীপাল এইরূপে পরাঙ্মুখ হইলে অর্জ্জুন উদায়ুধ হইয়া বিপ্রমণ্ডলীমধ্যহইতে গাত্রোত্থান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা পার্থকে কার্ম্মুকাভিমুখে প্রস্থিত দেখিয়া অজিন বিধূননপূর্ব্বক চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কেহ কেহ বিমনা হইয়া রহিলেন, কেহ হর্ষিত হইলেন এবং কেহ কেহ বা পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন যে, যাহাতে ধনুর্ব্বেদপারদর্শী শল্যপ্রমুখ সুবিখ্যাত ক্ষত্রিয়সকল অসমর্থ হইয়া প্রস্থান করিলেন, এক জন হীনবল অকৃতাস্ত্র সামান্য ব্রাহ্মণকুমার তদ্বিষয়ে কিরূপে কৃতকার্য্য হইবে! এই ব্যক্তি গর্ব্বিত হইয়াই হউক, অথবা কন্যাগ্রহণহর্ষে মোহিত হইয়াই হউক, কিংবা বিপ্রস্বভাবসুলভ প্রলোভচপলতাপ্রবৃত্তই হউক, পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা না করিয়া এই দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে। যদি কৃতকার্য্য হইতে না পারে, তাহা হইলে

সমস্ত রাজগণের নিকট ব্রাহ্মণদিগকে যৎপরোনাস্তি উপহাসাস্পদ হইতে হইবে, সন্দেহ নাই; অতএব ইহাকে গমন করিতে নিবারণ কর। কেহ কেহ কহিলেন, আমরা উপহাসাস্পদ হইব না, আমাদিগের কোনপ্রকার লাঘবও হইবে না এবং রাজাদিগেরও দ্বেষ্য হইব না। কেহ কেহ বলিলেন, এই পীনস্কন্ধ, দীর্ঘবাহু, প্রশান্ত, গম্ভীরাকৃতি, গজেন্দ্রবিক্রম ও মৃগেন্দ্রগতি সুরূপ যুবার আকার ও অবিচলিত অধ্যবসায় দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, যে ইনি কখনই বিফলপ্রযত্ন হইবেন না। ইহাঁর মহীয়সী উৎসাহশীলতা লক্ষিত হইতেছে। যে ব্যক্তি অক্ষম, সে কখন কোন কার্য্যে স্বয়ং প্রবৃত্ত হয় না। ফলতঃ ব্রাহ্মণের অসাধ্য কার্য্য ভূমণ্ডলে দৃষ্টিগোচর হয় না। অনাহার, বায়ুাহার, ফলাহার ও দৃঢ়ব্রত, তন্নিবন্ধন ব্রাহ্মণ দেখিতে দুর্ব্বল হইলেও তাঁহাদিগের অন্তঃসার ও তেজের হ্রাস হয় না। ব্রাহ্মণ সৎ কর্ম্মই করুন অথবা অসৎ কর্ম্মই করুন, তিনি কদাপি অবমানিত হয়েন না; কারণ সুখজনক, দুঃখজনক, সামান্য ও মহৎ সমুদায় কার্য্যই ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া থাকে। দেখ! জামদগ্ন্য পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়কে পরাভব করিয়াছিলেন, অগস্ত্য স্বীয় ব্রহ্মতেজঃপ্রভাবে অগাধ জলনিধি পান করিয়াছিলেন, অতএব সকলে এই স্থানে অবস্থান করিয়া দেখ, এই ব্রাহ্মণতনয় কার্ম্মুকে জ্যা রোপণ করিতেছে। এই কথা শুনিয়া সকলে প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্মত হইলেন।

অর্জ্জুন শরাসনসমীপে অচলবৎ দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্মণগণের কথোপকথন শ্রবণ করিলেন। অনন্তর বরপ্রদ মহাদেবকে প্রণামপূর্ব্বক সেই কার্ম্মুক প্রদক্ষিণ করিলেন, এবং কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া শরাসন গ্রহণ করিলেন। শিশুপাল, সুনীথ, রাধেয়, দুর্য্যোধন, শল্য, ও শালপ্রভৃতি ধনুর্ব্বেদপারগ নৃসিংহসকল দৃঢ়প্রযত্নেও যে ধনু সজ্য করিতে পারেন নাই, অর্জ্জুন অবলীলাক্রমে নিমিষমধ্যে সেই শরাসনে জ্যা রোপণপূর্ব্বক পাঁচটি শর গ্রহণ করিলেন, পরে ছিদ্রদ্বারা সেই অতি কষ্টবেধ্য লক্ষ্য বিদ্ধ ও ভূতলে পাতিত করিলেন। অনন্তর অন্তরীক্ষে ও সভামধ্যে মহান্ কোলাহল হইতে লাগিল। দেবতারা অর্জ্জুনের মস্তকোপরি পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণেরা স্ব স্ব বসন বিধূননপূর্ব্বক অলক্ষিত হইয়া মহোল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং নভোমণ্ডলহইতে চতুর্দ্দিকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। বাদ্যকরেরা শতাঙ্গ তূর্য্য বাদন করিতে লাগিল এবং সুকণ্ঠ সূতও মাগধগণ স্তুতি পাঠ করিতে আরম্ভ করিল।

দ্রুপদরাজ পার্থকে নয়নগোচর করিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন, এবং সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে তদীয় সহায়তা করিবার মানস করিলেন। অর্জ্জুনের বিজয়শব্দ সমন্তাৎ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিলে ধার্ম্মিকাগ্রণী যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেবের সহিত সত্বর আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন, কৃষ্ণা লক্ষ্য বিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া এবং শক্রপ্রতিম পার্থকে নয়নগোচর করিয়া সহর্ষে মাল্য-দাম ও শুভ্র বসন গ্রহণপূর্ব্বক কুন্তীসুতসমীপে গমন করিলেন। অচিন্ত্যকর্ম্মা পার্থ বিজয় লাভ ও দ্রৌপদীদত্ত মালা গ্রহণপূর্ব্বক দ্বিজাতিগণ-পরিপূজ্যমান হইয়া পত্নী সমভিব্যাহারে রঙ্গহইতে বহির্গত হইলে।

ঊননবত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা সেই ব্রাহ্মণকে কন্যা দান করিবার অভিলাষ করিলে ভূপতিগণ সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরের বদন নিরীক্ষণ করত কহিতে লাগিলেন, দ্রুপদরাজ সমাগত রাজমণ্ডলকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া বরবর্ণিনী দ্রৌপদীকে বিপ্রসাৎ করিবার কামনা করিয়াছেন। ইনি সমস্ত নরাধিপগণকে আহ্বান ও যথাবিধি

সৎকারপূর্ব্বক উত্তমরূপ ভোজন করাইয়া পরিশেষে তাদৃশ সম্মান রক্ষা করিলেন না। বস্তুতঃ বৃক্ষ রোপণ করিয়া ফলকালে উন্মূলিত করিলেন। অতএব সমধিকগুণসম্পন্ন হইলেও কোন ক্রমে ইনি সম্মানযোগ্য হইতে পারেন না, প্রত্যুত উক্ত অপরাধে এই দুরাত্মা নৃপাধমকে সপুত্র বিনষ্ট করিব। কি আশ্চর্য্য! দেবতুল্য নৃপসমূহের মধ্যে এক ব্যক্তিকেও আপন কন্যার অনুরূপ বিবেচনা করিলেন না, স্বয়ম্বরে ব্রাহ্মণের অধিকার নাই, কেবল ক্ষত্রিয়েরই স্বয়ম্বর বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। আর যদি এই কন্যা আমাদিগের মধ্যে কাহাকেও মনোনীত না করে, তাহা হইলে উহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া আমরা স্ব স্ব রাজ্যে প্রতিগমন করিব।

যদি ব্রাহ্মণ লোভাকৃষ্ট হইয়া অথবা নৈসর্গিক চপলতাপ্রযুক্ত রাজাদিগের অনভিমত কার্য্য করেন, তথাপি তিনি অবধ্য। আমরা ব্রাহ্মণের উপকারার্থে রাজ্য, ধন, সম্পত্তি, পুত্র, পৌত্র এবং জীবিতপর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে পারি। রাজর্ষিগণ অবমানভয়ে স্বধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত, আর অন্য স্বয়ম্বরে এইরূপ গতি না হয় এই অভিপ্রায়ে দ্রুপদের প্রাণ সংহার করিবার নিমিত্ত হৃষ্টচিত্তে আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক ধাবমান হইলেন। সেই সশস্ত্র ক্রোধান্ধ অসংখ্য রাজশার্দ্দূল বেগে ধাবমান হইতেছেন দেখিয়া, দ্রুপদরাজ ভয়ে ব্রাহ্মণদিগের শরণাগত হইলেন। অর্জ্জুন ও ভীমসেন মদস্রাবী গজেন্দ্রের ন্যায় বেগাভিদ্রুত রাজেন্দ্রদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া ধনুর্ব্বাণ গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইলেন। অমর্ষপ্রদীপ্ত মহীপালেরাও ভীমার্জ্জুন-জিঘাংসু হইয়া অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন।

অনন্তর অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন হস্তদ্বারা এক মহামহীরুহ উৎপাটনপূর্ব্বক নিষ্পত্র করিলেন এবং লোকান্তক যম যেমন ভীষণ দণ্ড গ্রহণ করেন, তদ্রূপ রিপুনিসূদন ভীম সেই বৃক্ষ গ্রহণ করিয়া অর্জ্জুনের সমীপে দণ্ডায়মান হইলেন। লোকাতীত-ধীশক্তি-সম্পন্ন অচিন্ত্যকর্ম্মা অর্জ্জুন ভ্রাতার পরাক্রম দর্শনে চমৎকৃত হইয়া ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক শরাসন গ্রহণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। এই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মহানুভব কৃষ্ণ মহাবীর্য্য বলদেবকে কহিলেন, মহাশয়! যিনি এই বিস্তীর্ণ শরাসন অনায়াসে আকর্ষণ করিতেছেন, ইনিই অর্জ্জুন; তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর যিনি বাহুবলে বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক নির্ভয়ে রাজমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইতেছেন, ইহাঁর নাম বৃকোদর। ভীম ব্যতিরেকে যুদ্ধস্থলে ঈদৃশ পরাক্রম প্রদর্শন করিতে পারে, পৃথিবীতে এমন বীর কে আছে? এবং যে কমললোচন, গৌরবর্ণ পুরুষ অতি বিনীতভাবে অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন, ইনি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির। আর কুমারতুল্য সুকুমার এই কুমারযুগল দেখিয়া বোধ হইতেছে ইহারাই নকুল ও সহদেব হইবে। শুনিয়াছিলাম যে, পৃথা পুত্রগণ সমভিব্যাহারে সেই ভয়াবহ জতুগৃহদাহহইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন তাহা যথার্থ বটে। এই সমস্ত শ্রবণানন্তর নির্জ্জলজলদসন্নিভ বলদেব কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বাসুদেব! পিতৃস্বসা পৃথা এবং পাণ্ডবদিগকে বিপদ্‌বিমুক্ত শ্রবণ করিয়া অদ্য পরম প্রীত হইলাম।

নবত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দ্বিজর্ষভসকল অজিন ও কমণ্ডলু বিধুননপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, তোমাদিগের ভয় নাই, আমরা শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি। অর্জ্জুন ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, আপনারা পার্শ্বে থাকিয়া দর্শন করুন। যেমন মন্ত্রদ্বারা দন্দশূক আশীবিষ নিবারণ করে;

তদ্রূপ আমিও শূচ্যগ্র বিশিখশতদ্বারা ইহাদিগের নিরাকরণ করিতেছি। এই কথা বলিয়া অর্জ্জুন শুল্কলব্ধ শরাসন আকর্ষণ করিয়া ভীমের সহিত পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান হইলেন। অনন্তর নির্ভীক ভীমার্জ্জুন-যুদ্ধদুর্ম্মদ কর্ণপ্রমুখ ক্ষত্রিয়বর্গ নিরীক্ষণ করিয়া দ্রুতবেগে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। রণক্ষেত্রে দ্বিজাতিরও বিনাশ দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই বলিয়া যুযুৎসু রাজারা দ্রুতবেগে ব্রাহ্মণগণের প্রতি ধাবমান হইলেন, এবং মহাতেজা কর্ণ অর্জ্জুনের প্রতি গমন করিলেন। হস্তী হস্তিনীর নিমিত্ত যুদ্ধার্থী হইয়া মহাবেগে যেমন প্রতিপক্ষ গজের প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ মদ্রেশ্বর শল্য ভীমকে আক্রমণ করিলেন। পরে দুর্য্যোধনাদি সকলে ব্রাহ্মণদিগের সহিত সঙ্গত হইয়া ধীরে ধীরে সমরসাগরে অবতীর্ণ হইলেন।

অনন্তর অর্জুন প্রকাণ্ড শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক শত শত নিশিত শরদ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাধেয় সুতীক্ষ্ণ বিশিখশতপ্রহারে বিমোহিত হইয়া অতি কষ্টে অর্জুনের অনুধাবন করিলেন। জিগীষাপরবশ বীরযুগলের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। পরস্পর পরস্পরকে বীরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, তুমি যাহা করিয়াছ, তাহার প্রতিফল দিতেছি এবং এই মুহূর্ত্তেই আমার বাহুবল প্রদর্শন করিতেছি। কর্ণ, অর্জুনের অনুপম ভুজবীর্য্য দর্শনে ক্রোধান্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তদীয় সেনাগণ অর্জুনপ্রযুক্ত তীব্রবেগ বাণ বর্ষণ বিফল করিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বপ্রভুর জয়শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিল। কর্ণ কহিলেন, হে বিপ্রবর! তোমার ভুজবীর্য্য, অস্ত্রশিক্ষা ও অক্লিষ্টতা দর্শনে আমি পরম প্রীত হইলাম। হে দ্বিজসত্তম! আমার বোধ হইতেছে, তুমি মূর্ত্তিমান্ ধনুর্ব্বেদ অথবা রাম, সূর্য্য বা সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণু হইবে। আত্মপ্রচ্ছাদনের নিমিত্ত বিপ্ররূপ ধারণপূর্ব্বক আমার সহিত যুদ্ধ করিতেছ। আমি ক্রুদ্ধ হইলে সাক্ষাৎ ইন্দ্র বা পাণ্ডুতনয় কিরীটী ব্যতিরেকে অন্য কেহই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না।

অর্জুন প্রত্যুত্তর করিলেন, হে কর্ণ! আমি ধনুর্ব্বেদ নহি বা প্রতাপশালী রামও নহি; আমি ব্রাহ্মণ, গুরুর উপদেশে ব্রাহ্ম ও পৌরন্দর অস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়াছি। অদ্য তোমাকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি। রাধেয়, এই কথা শ্রবণ করিয়া অর্জুনের দুর্জ্জয় ব্রাহ্ম তেজ স্বীকারপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইলেন। অপর, রণপ্রদেশে বলবিদ্যাসম্পন্ন যুদ্ধবিশারদ মত্ত গজেন্দ্রাকার শল্য ও বৃকোদর পরস্পর সমাহ্বানপূর্ব্বক মুষ্ট্যাঘাত ও জানুপ্রহার দ্বারা ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়ে প্রচণ্ডবেগে উভয়কে আকর্ষণ ও পাষাণপাতসদৃশ মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিলেন। প্রহারবেগে রণস্থলে ঘোরতর চটচটা শব্দ উঠিল। তাঁহারা দুই জনে ক্ষণকাল তুমুল সংগ্রাম করিলেন। পরে কুরুশ্রেষ্ঠ ভীম বাহুদ্বারা শল্যকে উৎক্ষিপ্ত ও ভূতলে পাতিত করিলেন, তদ্দর্শনে দ্বিজাতিমণ্ডল হাস্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ভীমসেন শল্যকে ভূতলশায়ী করিয়াও তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিলেন না। শল্য নিপতিত ও কর্ণ শঙ্কিত হইলে পর সমস্ত রাজগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া বৃকোদরকে পরিবেষ্টন করিলেন, এবং সকলে একবাক্যে ভীমার্জ্জুনকে সাধুবাদ করত কহিলেন, এই ব্রাহ্মণকুমারেরা কাহার পুত্র, ইহাঁদিগের বাস কোথায়, তৎ সমুদায় পরিজ্ঞাত হওয়া উচিত। মহাবল পরশুরাম, দ্রোণ ও পাণ্ডুতনয় কিরীটী ব্যতিরেকে, কর্ণের সহিত যুদ্ধ করে, এমন লোক ভূলোকে কে আছে?

দেবকীসুত কৃষ্ণ এবং কৃপাচার্য্য ব্যতিরেকে পৃথিবীতে এমন ব্যক্তি লক্ষ্য হয় না, যে, দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়। বলদেব, পাণ্ডব, বৃকোদর ও মহাবলপরাক্রান্ত দুর্য্যোধনভিন্ন অন্য কোন্ বীর মদ্রাধিপতি শল্যকে সমরশায়ী করিতে পারে? ব্রাহ্মণেরা অপরাধী হইলেও তাঁহাদিগকে ক্ষমা করা উচিত, অতএব ব্রাহ্মণের সহিত আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। তবে যদি উহাঁরা পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থী হয়েন, তাহা হইলে আমরা হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধ করিব, সন্দেহ নাই। কৃষ্ণ ক্ষিতীশ্বরদিগের এবম্প্রকার কথোপকথন শ্রবণ এবং ভীমের সেই অদ্ভুত পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে কুন্তীসুত স্থির নিশ্চয় করিলেন। পরে রাজগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বিনয়বচনে কহিলেন, হে ভূপালবৃন্দ! ইহাঁরাই রাজকুমারীকে ধর্ম্মতঃ লাভ করিয়াছেন, তোমরা ক্ষান্ত হও, আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই।

বিস্ময়াবিষ্ট রাজর্ষিগণ কৃষ্ণের অনুনয়ে সংগ্রামে বিরত হইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন। "অদ্য রঙ্গস্থলে ব্রাহ্মণ জয়ী হইয়াছেন, এবং পাঞ্চালী ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক বিবাহিতা হইলেন" এই কথা বলিতে বলিতে সমাগত জনসমূহ প্রস্থান করিল। রৌরবাজিনধারী ভীম ও অর্জ্জুন বিপ্রমধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া অতি সাবধানে গমন করিলেন। তাঁহারা শত্রুহস্তহইতে বিমুক্ত হইয়া এবং দ্রৌপদীকে লাভ করিয়া মেঘাবরণনির্ম্মুক্ত পূর্ণিমাশশধরের ন্যায় ও প্রদীপ্ত সূর্য্যদেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এদিকে পুত্রবৎসলা পৃথা, পুত্রেরা ভিক্ষার্থে গমন করিয়া কিনিমিত্ত অধুনাপি প্রত্যাগত হইল না ভাবিয়া, কতই অনিষ্টশঙ্কা করিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, হয় ত দুরাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা তাঁহাদিগকে নিহত করিয়াছে, অথবা নিদারুণ শত্রু মায়াবী নিশাচরগণ হইতে কোনরূপ অনিষ্টাপাত হইয়া থাকিবে, তাহাদিগের দুর্ভেদ্য মায়াজালে মহাত্মা ব্যাসদেবের মতেরও বৈপরীত্য জন্মিয়া থাকে। পৃথা পুত্রস্নেহে আবৃতা হইয়া এবম্প্রকার চিন্তা করিতেছেন, আকাশমণ্ডল ঘনাবলীতে আচ্ছাদিত এবং সমস্ত লোক সুষুপ্তপ্রায় হইয়াছে, এমন সময়ে, অর্জ্জুন মেঘোপরুদ্ধ অপরাহ্নদিবাকরের ন্যায় ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া ভার্গবালয়ে প্রবেশ করিলেন।

একনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহানুভাব ভীমার্জ্জুন ভার্গব-কর্ম্মশালায় উপস্থিত হইয়া পরম প্রীতমনে পৃথাকে নিবেদন করিলেন, মাতঃ! অদ্য এক রমণীয় পদার্থ ভিক্ষালব্ধ হইয়াছে। পৃথা গৃহাভ্যন্তরে ছিলেন, সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ না করিয়াই পুত্রদিগকে কহিলেন, বৎস! যাহা প্রাপ্ত হইয়াছ, সকলে সমবেত হইয়া ভোগ কর। অনন্তর কৃষ্ণাকে নয়নগোচর করিয়া কহিলেন, আমি কি কুকর্ম্ম করিলাম। পরে ধর্ম্মভয়ে একান্ত চিন্তাকুলা হইয়া পরম প্রীত যাজ্ঞসেনীর হস্ত গ্রহণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের নিকটে গমন করিয়া কহিলেন, পুত্র! ইনি রাজা দ্রুপদের নন্দিনী, তোমার অনুজদ্বয় ইহাঁকে আনিয়া ভিক্ষা বলিয়া আমার নিকট উপস্থিত করেন, আমিও অনবধানতাপ্রযুক্ত আজ্ঞা করিয়াছি, তোমরা সকলে সমবেত হইয়া ভোগ কর। অতএব, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে যাহাতে আমার বাক্য মিথ্যা না হয় এবং অধর্ম্ম দ্রুপদকুমারীকে স্পর্শ না করে, এমন উপায় বিধান কর। মতিমান্ কুরুপ্রবীর জননীর এই রূপ উক্তি শ্রবণে সেই কাল চিন্তা করিয়া কুন্তীকে আশ্বাস [illegible] পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে কহিলেন। [illegible]

যাজ্ঞসেনী তোমার জয়লব্ধ বস্তু, তোমাতেই ইনি শোভা পাইবেন, তুমি অগ্নি সাক্ষী করিয়া যথাবিধানে ইহাঁর পাণিগ্রহণ কর।

অর্জ্জুন কহিলেন, নরনাথ! আমাকে অধর্ম্মে লিপ্ত করিবেন না, আমি সাধুবিগর্হিত ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইব না। আপনি জ্যেষ্ঠ, প্রথমতঃ আপনার বিবাহ করা কর্ত্তব্য, অনন্তর মহাবাহু ভীমের, তৎপরে আমার; তদনন্তর নকুলের, পরিশেষে তরস্বী সহদেবের বিবাহ করা উচিত। বৃকোদর, আমি, নকুল, সহদেব এবং এই রাজকুমারী, আমরা সকলেই আপনার নিযোজ্য। অতএব যাহা যশস্কর ও ধর্ম্মকর হয়, সবিশেষ পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক আপনি সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন, এবং যাহাতে পাঞ্চালেশ্বরের হিত সাধন হইতে পারে আমাদিগকে তদনুষ্ঠানের অনুমতি প্রদান করুন। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আমরা সকলেই আপনার একান্ত বশম্বদ। ভক্তি-স্নেহ-সহকৃত অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া পাণ্ডুতনয়েরা দ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহারা যশস্বিনী কৃষ্ণাকে নয়নগোচর করিয়া পরস্পর বদন নিরীক্ষণ করত উপবিষ্ট ও তদ্গতচিত্ত হইলেন। তাঁহারা দ্রৌপদীর রূপলাবণ্যে এরূপ মোহিত হইয়াছিলেন, যে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রমথিত করিয়া [illegible]নঙ্গবিকার প্রাদুর্ভূত হইল। বোধ হয় [illegible] সকল নারী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট করি[illegible] পাঞ্চালীর তাদৃশ কমনীয় রূপলাবণ্যের [illegible]র্ম্মাণ করিয়াছিলেন, নতুবা [illegible]ই কেন সকল প্রাণীর [illegible] হই[illegible]

[illegible] আকার ও মনের [illegible]নের বাক্য-[illegible]য়ে ভীত [illegible] কহি-

লেন, দ্রৌপদী আমাদিগের সকলেরই ভার্য্যা হইবেন। মহানুভব ভীমাদি জ্যেষ্ঠের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে সেই বিষয়েরই আন্দোলন করিতে লাগিলেন। বৃষ্ণিপ্রবীর কৃষ্ণ, বলদেব সমভিব্যাহারে ভার্গবকর্ম্মশালায় গমন করিলেন এবং দেখিলেন যে, অজাতশত্রু, অগ্নিতুল্য ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তথায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন।

অনন্তর বাসুদেব, পরম ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠিরের নিকট অভিগমন ও চরণ বন্দনপূর্ব্বক আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন, মহাবল বলদেবও ঐরূপ আত্মপরিচয় প্রদান করিলে পর, পাণ্ডবেরা আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তদনন্তর কৃষ্ণ ও বলদেব পিতৃস্বসা কুন্তীর চরণে প্রণাম করিলেন। অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে সাদর সম্ভাষণ ও কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক কহিলেন, হে বাসুদেব! আমরা গোপনে এস্থানে বাস করিতেছি, তুমি কিরূপে জানিতে পারিলে? কৃষ্ণ হাস্য করিয়া কহিলেন, রাজন্! অগ্নি প্রচ্ছন্ন হইলেও অনায়াসে পরিজ্ঞাত হয়, পাণ্ডব ব্যতীত মনুষ্যলোকে অন্য কোন্ ব্যক্তি ঐরূপ বিক্রম প্রদর্শন করিতে পারে? মহারাজ! ভাগ্যবলে আপনারা সেই ভয়ঙ্কর পাবকহইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন এবং আমাদিগেরই অদৃষ্টফলে দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয় ও তদীয় আমাত্যের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হইতে পারে নাই। এক্ষণে আপনাদিগের হতপ্রায় মঙ্গল পুনর্ব্বার সমুদ্ভূত হউক, ইন্ধনযুক্ত হুতাশনের ন্যায় উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুন, প্রার্থনা করি, পার্থিবগণ যেন আপনাদিগের অজ্ঞাতবাস জানিতে না পারেন। অনুমতি করুন, অধুনা শিবিরে গমন করি। অনন্তর পাণ্ডব-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া বাসু-দেব বলদেব সমভিব্যাহারে স্কন্ধাবারে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাঞ্চালাত্মজ ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমার্জ্জুনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভার্গবনিকেতনে প্রবেশ করিলেন এবং সকলের অজ্ঞাতসারে অতি নিভৃত প্রদেশে বিলীন হইয়া রহিলেন, তৎসহচর পুরুষেরা ইতস্ততঃ গুপ্তভাবে রহিল। সায়ংকাল উপস্থিত হইলে উদারপ্রকৃতি ভীম, অর্জ্জুন নকুল ও সহদেব ভিক্ষা করিয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে নিবেদন করিলেন।

অনন্তর বদান্যা কুন্তী দ্রৌপদীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! তুমি ইহার অগ্রভাগ লইয়া দেবতাদিগকে বলি ও ব্রাহ্মণদিগকে ভিক্ষা এবং উপস্থিত অন্নাকাঙ্ক্ষীদিগকে প্রদান কর। অনন্তর অবশিষ্টাংশ দ্বিধা বিভক্ত করিয়া একার্দ্ধ ছয় অংশকর, এবং একার্দ্ধ নাগেন্দ্রবিক্রম মহাবীর ভীমকে প্রদান কর। ভীম চিরকাল অধিক ভোজন করিয়া থাকে। রাজপুত্রী দ্রৌপদী সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক কুন্তীর আদেশ প্রতিপালন করিলে সকলে পরম সুখে ভোজন করিলেন। ভোজনান্তে নকুল ও সহদেব ভূমিতলে কুশশয্যা প্রস্তুত করিলে পর স্ব স্ব অজিন বিস্তীর্ণ করিয়া দক্ষিণশিরাঃ হইয়া সকলে শয়ন করিলেন। কুন্তী তাঁহাদিগের শিরোভাগে শয়ান হইলেন এবং দ্রৌপদী তাঁহাদিগের পাদতলে শয়ন করিলেন। দ্রৌপদী পাণ্ডবগণ সমভিব্যাহারে ভূমিশয্যায় শয়ান ও তাঁহাদিগের চরণোপধানভূত হইয়াও কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখিত হইলেন না, এবং তাঁহাদিগের প্রতি কোনরূপ অসম্মান প্রদর্শনও করিলেন না। এই রূপে কুশশয্যায় শয়ন করিয়া সেই বীর পুরুষেরা যুদ্ধ ও সেনাসম্পর্কীয় নানা কথাপ্রসঙ্গে ত্রিযামা অতিবাহন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিবিধ প্রকার অস্ত্র, খড়্গ, গদা, পরশ্বধ, গজ ও রথ প্রভৃতির বিষয় বর্ণন করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালরাজনন্দন তাঁহাদিগের সমুদয় কথোপকথন শ্রবণ করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গী লোকেরা কৃষ্ণাকে তদবস্থ দর্শন করিলেন। রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাদিগের কথিত বিভাবরীবৃত্তান্ত সমস্ত দ্রুপদ রাজাকে নিবেদন করিবার নিমিত্ত সত্বর গমন করিলেন। দ্রুপদরাজ পাণ্ডবদিগকে সবিশেষ চিনিতে না পারিয়া সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া রহিয়াছেন, এমন সময়ে ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমাগত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, পুত্র! দ্রৌপদী কাহার সহিত কোথায় গমন করিলেন। তিনি কি কোন হীনকুলোদ্ভব শূদ্র না কোন করদ বৈশ্যের হস্তগত হইলেন? আমার মস্তকে ত পঙ্কদিগ্ধ চরণ অর্পিত হয় নাই? সুললিত কুসুমমালা কি শ্মশানে পতিত হইল? কোন সবর্ণ কি কোন উত্তমবর্ণ পুরুষ দ্রৌপদীকে হরণ করিলেন? আমার মস্তকে কে বাম চরণ অর্পণ করিল? অথবা সৌভাগ্যক্রমে দ্রৌপদী, নরোত্তম পার্থের সহিত সঙ্গত হইয়া আমাদিগের প্রীতি বর্দ্ধন করিলেন? হে মহানুভব! তুমি যথার্থ করিয়া বল, কে আমার কন্যাকে গ্রহণ করিয়াছে? যথার্থই কি পার্থ শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক লক্ষ্য ভেদ করিয়াছেন?

স্বয়ম্বর পর্ব্ব সমাপ্ত।

বৈবাহিক পর্ব্বাধ্যায়।

ত্রিনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন পিতাকর্ত্তৃক পরিপৃষ্ট হইয়া হৃষ্টচিত্তে যথা[illegible] বর্ণন করত, কহিতে লাগিলেন, হে [illegible]! যিনি দেবতুল্য রূপবান [illegible], যাঁহার নয়নযুগল আ[illegible]লোহিতবর্ণ, যিনি সেই ধনুতে [illegible] করিয়া বিনায়াসে লক্ষ্য বি[illegible]লেন, যে তরস্বী দ্বিজগণ-

কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত ও পূজ্যমান হইয়া দেবতা ও ঋষিগণে পরিবৃত দানবসভা-প্রবিষ্ট সুররাজের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন; কৃষ্ণা সানন্দিত নাগবধূর ন্যায় সেই নাগেন্দ্রতুল্য বীর পুরুষের অজিন গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইলেন।

অনন্তর সেই ক্ষিতিপসমাজে কোন ভূপাল এক প্রকাণ্ড মহীরুহ উৎপাটনপূর্ব্বক সমাগত রাজগণকে অবরোধ করিলেন। হে নরেন্দ্র! চন্দ্রসূর্য্যসদৃশ সেই বীরযুগল সমস্ত পার্থিবগণ-সমক্ষে কৃষ্ণাকে গ্রহণপূর্ব্বক নগরের বহির্ভাগস্থ ভার্গব ঋষির পর্ণশালায় গমন করিলেন। তথায় অবিকল সেই দুই জনের ন্যায় আর তিনটি মহাবীর ও অগ্নিশিখার ন্যায় তেজস্বিনী এক বৃদ্ধা উপবিষ্ট ছিলেন। বোধ হয় ঐ বৃদ্ধা তাঁহাদিগের জননী হইবেন। অনন্তর তাঁহারা দুইজন সেই বর্ষীয়সীর চরণে অভিবাদনপূর্ব্বক কৃষ্ণাকে প্রণাম করিতে কহিলেন, এবং কৃষ্ণা এই স্থানে থাকিলেন, এই বলিয়া সকলে ভিক্ষার্থে গমন করিলেন। কৃষ্ণা তাঁহাদিগের আহৃত ভৈক্ষ্য গ্রহণপূর্ব্বক তাহার অগ্রভাগ দেবসাৎ ও বিপ্রসাৎ করিয়া সেই বৃদ্ধা ও সেই সমস্ত নরপ্রবীরদিগকে পরিবেশন করিলেন, পরিশেষে স্বয়ং ভোজন করিলেন। দ্রৌপদীও তাঁহাদিগের পাদোপধানস্বরূপ পদতলে শয়ন করিলেন। শয়নান্তে তাঁহারা গভীর ঘনগর্জ্জনস্বরে বিচিত্র কথা সকল কহিতে লাগিলেন, কিন্তু তাদৃশ কথাপ্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রের কোন প্রকার উপযোগিতা নাই; অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, তাঁহারা ক্ষত্রকুলজাত হইবেন, নতুবা যুদ্ধের কথায় তাঁহাদিগের এত সমাদর কেন? যাহা হউক, এত দিনে আমাদিগের আশা ফলবতী হইল। শুনিয়াছি পাণ্ডবেরা অগ্নিদাহ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। বোধ হয় তাঁহাদিগেরই অন্যতম শরাসন সজ্য ও লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়াছেন। আর এরূপ জনশ্রুতি হইয়াছে যে, পাণ্ডবেরা প্রচ্ছন্নবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছেন।

তখন দ্রুপদ রাজা হৃষ্টচিত্তে পুরোহিতকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম। আপনি ভার্গবকর্ম্মশালায় গমন করিয়া লক্ষ্যবেধকারী বীরপ্রচয়ের কুলশীলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করুন। পুরোহিত নৃপতির আদেশানুসারে তথায় উপনীত হইয়া বাগাড়ম্বরপূর্ব্বক তাঁহাদিগের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া সমগ্র রাজবাক্য অবিকল কহিতে লাগিলেন। মহারাজ! পাঞ্চালেশ্বর আপনাদিগকে জানাইয়াছেন, যে, তিনি সেই লক্ষ্য-বেদ্ধাকে নয়নগোচর করিয়া অপার আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়াছেন। তিনি কহিয়াছেন, আপনারা অরাতিমস্তকে পদাঘাত এবং আমার ও আমার আত্মীয়বর্গের হৃদয় আনন্দিত করুন। মহারাজ পাণ্ডু দ্রুপদের প্রিয় সখা ছিলেন, তন্নিমিত্ত তাঁহার নিতান্ত বাসনা যে, তিনি আপন দুহিতা কোন কৌরবকে সম্প্রদান করেন। তাঁহার অভিলাষ এই যে, অর্জ্জুন তদীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তাহা হইলেই তাঁহার পুণ্যকীর্ত্তি ও সুকৃতি সকলই চরিতার্থতা প্রাপ্ত হয়।

পুরোহিত সমুদায় নিবেদন করিয়া ক্ষান্ত হইলে মহানুভাব যুধিষ্ঠির অতি বিনীতভাবে তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া সমীপস্থ ভীমকে কহিলেন, ইহাঁকে পাদ্য ও অর্ঘ প্রদান কর। ইনি দ্রুপদ রাজার অতীব মান্য পুরোহিত, ইহাঁকে অধিকতর পূজা করা কর্ত্তব্য। ভীম জ্যেষ্ঠের নিদেশানুসারে তৎসমুদায় সম্পাদন করিলে ব্রাহ্মণ পূজা পরিগ্রহ করিয়া সুখে অধ্যাসীন হইলেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ যেমন নিষ্কাম হইয়া ও ধর্ম্মপথে দৃষ্টি রাখিয়া কন্যা পণিত করিয়াছিলেন, তদনুরূপ কার্য্যও করিয়াছেন। তিনি তদ্বিষয়ে কুল, শীল, গোত্র ও জাতির

কোন অপেক্ষা করেন নাই। তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল, যিনি কার্ম্মুক সজ্য এবং লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন, তিনিই কন্যারত্ন লাভ করিবেন। মহাত্মা অর্জ্জুনই সমস্ত রাজমণ্ডল হইতে কৃষ্ণাকে জয় করিয়াছেন। এরূপ ঘটিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে দুঃখ করিতে নিষেধ করিবেন। তাঁহার এই কন্যাটি অতি রূপবতী ও সুলক্ষণসম্পন্না; বোধ হয়, অচিরাৎ রাজার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। সেই কার্ম্মুকে গুণ যোজনা করা হীনবল ব্যক্তির অসাধ্য এবং অকৃতাস্ত্র নীচকুলজাত ব্যক্তি কোনক্রমেই সেই দুর্ভেদ্য লক্ষ্য পাতিত করিতে পারে না। অতএব দুহিতার নিমিত্ত পাঞ্চালরাজের পরিতাপ করিবার আবশ্যকতা নাই। যুধিষ্ঠির পুরোহিতসমক্ষে এই সমস্ত কথা বলিতেছেন, ইত্যবসরে রাজপ্রেরিত অপর এক ব্যক্তি ভোজ্য নিবেদন করিবার নিমিত্ত তথায় সমুপস্থিত হইল।

চতুর্নবত্যধিক শততম অধ্যায়।

রাজদূত কহিল, দ্রুপদ বরযাত্রীয় গণের নিমিত্ত অত্যুৎকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্যের আয়োজন করিয়াছেন, আপনারা তথায় গমন করিয়া দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণপূর্ব্বক সেই সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী গ্রহণ করুন। এখানে বিলম্ব করিবার আর প্রয়োজন নাই। এই সকল কাঞ্চন-পদ্ম-খচিত সদশ্বযুক্ত রাজোচিত রথে আরোহণ করিয়া দ্রুপদভবনে আগমন করুন। পাণ্ডবগণ দূতমুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া পুরোহিতকে অগ্রে প্রেরণ করিলেন, এবং কুন্তী ও দ্রৌপদীকে এক যানে আরোহণ করাইয়া আপনারা অপর অপূর্ব্ব যানে আরোহণপূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। ধর্ম্মরাজ পুরোহিতের বচন শ্রবণ করিয়া যাহা কহিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদিগকে কৌরব বলিয়া জানিতে পারিয়া দ্রুপদরাজ নানাপ্রকার দ্রব্যসামগ্রীর আয়োজন করিয়া রাখিলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইলে সেই সকল পবিত্র ফল, মাল্য, বর্ম্ম, চর্ম্ম, গো, রজ্জু, কৃষিনিমিত্তক নানাপ্রকার বীজ, অন্যান্য শিল্পনিমিত্তক দ্রব্যসামগ্রী ও ক্রীড়ানিমিত্তক বিবিধ বস্তুজাত এবং অশ্ব, রথ, সুতীক্ষ্ণ শর, শরাসন, খড়্গ, শক্তি, প্রাস, ভুষুণ্ডী ও পরশুপ্রভৃতি সাংগ্রামিক দ্রব্য; রত্নময় শয্যা ও বিবিধ বসন ভূষণ তাঁহাদিগকে উপহার প্রদান করিলেন।

কুন্তী দ্রৌপদীকে লইয়া দ্রুপদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তত্রস্থ স্ত্রীগণ কৌরবরাজপত্নীর পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। মহাপুরুষ-লক্ষণাক্রান্ত, অজিনোত্তরীয় পুরুষপ্রবীর পাণ্ডবদিগকে নয়নগোচর করিয়া রাজা, রাজকুমার, সচিব, ভৃত্য ও রাজার সুহৃদ্বর্গ, সকলেই আনন্দপ্রবাহে নিমগ্ন হইলেন। পাণ্ডবেরা গৃহপ্রবিষ্ট হইয়া অশঙ্কিত ও অসঙ্কুচিতচিত্তে পাদপীঠ সহিত মহার্হ আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর দাস, দাসী ও সূপকারেরা উজ্জ্বল বেশভূষা পরিধানপূর্ব্বক সুবর্ণ পাত্রে পার্থিবভোজ্য বহুবিধ সুস্বাদ অন্ন ব্যঞ্জন পরিবেশন করিল। তাঁহারা স্বেচ্ছানুরূপ ভোজন করিয়া সাতিশয় তৃপ্ত ও প্রীত হইলেন। অনন্তর উপদীকৃত অন্যান্য সমস্ত ধনসম্পত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল সাংগ্রামিক দ্রব্য লইবার বাসনা করিলেন। তদ্দর্শনে রাজা, রাজপুত্র এবং মন্ত্রিগণ হৃষ্টমনে কুন্তীতনয়দিগকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

পঞ্চনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতবংশাবতংশ জনমেজয়! তদনন্তর পাঞ্চালরাজ যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিয়া ব্রাহ্ম বিধানানুসারে বিবাহ দিবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয়, কি গুণসম্পন্ন বৈশ্য, কিংবা শূদ্র, অথবা কোন

দেবতা মায়া করিয়া ব্রাহ্মণবেশ ধারণপূর্ব্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, ইহা কিরূপে জানিতে পারিব। দ্রৌপদী সন্দর্শনার্থ অনেকানেক দেবগণ আগমন করিয়াছিলেন। অতএব আপনি কে? সত্য করিয়া বলুন, আমার মনে মহান্ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। হেপরন্তপ!. আপনি সমুদায় সত্য করিয়া বলুন; সত্যই রাজাদিগের অতীব আদরনীয়; অভীষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মিলেও তাঁহাদের মিথ্যা কথা বলা উচিত নহে। হে অরিন্দম! তোমার নিকট যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া আমি বিধিপূর্ব্বক বিবাহের উদ্যোগ করিব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, রাজন্! উদ্বিগ্ন হইবেন না, প্রীতি লাভ করুন, আপনার মনোরথ সম্পূর্ণ হইল। আমরা ক্ষত্রিয়, মহাত্মা পাণ্ডুর তনয়, সাধুশীলা কুন্তী আমাদিগের জননী; আমি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, আমার নাম যুধিষ্ঠির; ইঁহাদিগের একের নাম ভীমসেন অপরের নাম অর্জ্জুন; ইঁহারাই রাজসভায় আপনার কন্যাকে জয় করিয়াছেন। আর যে স্থানে দ্রৌপদী রহিয়াছেন, তথায় নকুল, সহদেব, ও জননী অবস্থিতি করিতেছেন। হে নরর্ষভ! আমরা ক্ষত্রিয়, আপনি মনোদুঃখ দূর করুন। আপনার কন্যা পদ্মিনীর ন্যায় হ্রদ হইতে হ্রদান্তর প্রাপ্ত হইলেন। মহারাজ! আপনাকে এই সমুদায় যথার্থ তত্ত্ব নিবেদন করিলাম, আপনি আমাদিগের পরম পূজনীয় ও আশ্রয় স্থান।

দ্রুপদরাজ যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া আহ্লাদে ক্ষণকাল বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে অসমর্থ হইলেন। পরে, যত্নপূর্ব্বক হর্ষোৎফুল্ললোচনে হর্ষোদ্রেক কিঞ্চিৎ সম্বরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কিরূপে রাজ্যচ্যুত ও নগর হইতে বহিষ্কৃত হইলে? যুধিষ্ঠির আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত রাজাকে নিবেদন করিলেন। রাজা শ্রবণ করিয়া বারংবার ধৃতরাষ্ট্রের নিন্দা করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাদিগকে রাজ্য প্রদান করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাসিত করিলেন।

অনন্তর কুন্তী, কৃষ্ণা, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব নৃপাদিষ্ট হইয়া ভবনে প্রবেশ করিলেন। তথায় যজ্ঞসেন কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া উপবেশন করিলেন। পরে প্রত্যাশ্বস্ত রাজা পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, অদ্য শুভ দিবস, অতএব অর্জ্জুন আভ্যুদয়িক ক্রিয়ান্তে দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করুন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, রাজন্! আমারও দারসম্বন্ধ কর্ত্তব্য হইয়াছে। দ্রুপদ প্রত্যুত্তর করিলেন, আপনি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করুন, অথবা আপনার মনোনীত ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে অনুমতি করুন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহাশয়! পূর্ব্বে জননী অনুমতি করিয়াছেন। দ্রৌপদী আমাদিগের সকলেরই মহিষী হইবেন। আমি অদ্যাপি দারপরিগ্রহ করিনাই এবং ভীম ও অকৃতবিবাহ। অর্জ্জুন আপনার কন্যারত্ন জয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমাদিগের ভ্রাতৃগণের মধ্যে নিয়ম আছে যে, যে কোন উৎকৃষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হইলে আমরা তাহা সকলে একত্র ভোগ করিয়া থাকি; অতএব আমরা কোনক্রমেই চির আচরিত নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারিব না; কৃষ্ণা ধর্ম্মতঃ আমাদিগের সকলেরই মহিষী হইবেন। অগ্নি সাক্ষী করিয়া আমাদিগের জ্যেষ্ঠাদি ক্রমে তনয়ার পরিণয় ক্রিয়া সম্পাদিত করুন। দ্রুপদ কহিলেন, হে কুরুনন্দন! এক পুরুষের বহু পত্নী বিহিত আছে বটে, কিন্তু এক স্ত্রীর অনেক পতি কুত্রাপি শ্রবণগোচর করি নাই। তুমি অতি পবিত্রস্বভাব ও পরম ধার্ম্মিক, তোমার এরূপ কথা উত্থাপন করা অনুচিত। লোকাচার ও বেদবিরুদ্ধ অধর্ম্ম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কদাচ

তোমার উচিত হয় না। যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, ধর্ম্মের গতি আমরা কিছুই জানি না, পূর্ব্ব পুরুষদিগের আচরিত পদ্ধতি ক্রমেই চলিয়া থাকি। আমার মুখে অনৃত বাক্য কদাচিৎ উচ্চারিত হয় না, এবং আমার হৃদয়েও অধর্ম্ম কদাচ স্থান লাভ করিতে পারে না। বিশেষতঃ আমাদিগের জননী এবিষয়ে আদেশ প্রদান করিয়াছেন, আমারও ইহা মনোগত বটে। রাজন্! ইহা সনাতন ধর্ম্ম, আপনি ইহার অনুষ্ঠান করুন, কিঞ্চিন্মাত্র শঙ্কিত হইবেন না। দ্রুপদ কহিলেন, হে কৌন্তেয়! কল্য তুমি ও তোমার জননী এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, তোমরা সকলে ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া যাহা বলিবে তাহাই করিব। বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া বিবাহবিষয়ক এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে যদৃচ্ছাক্রমে মহর্ষি দ্বৈপায়ন তথায় সমুপস্থিত হইলেন।

ষণ্ণবত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা দ্বৈপায়নকে সমাগত দেখিয়া পাণ্ডবগণ ও মহাযশা পাঞ্চাল্য গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অভিবাদন করিলেন। মহর্ষি তাঁহাদিগের প্রদত্ত পূজা প্রতিনন্দনপূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পবিত্র কাঞ্চনাসনে সমাসীন হইলেন। তাঁহার আদেশক্রমে সকলেই মহার্হ আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর মুহূর্ত্তকাল গত হইলে রাজা দ্রৌপদীর নিমিত্ত ঋষিকে মধুর বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! একা দ্রৌপদী কিরূপে অনেকের ধর্ম্মপত্নী হইবেন? কিন্তু সঙ্কর হইবেন না, ইহা কিরূপে ঘটিতে পারে, আপনি এবিষয়ে যাহা যথার্থ হয় আজ্ঞা করুন। ব্যাসদেব কহিলেন, লোকাচার-গর্হিত ও বেদবিরুদ্ধ এই দুরবগাহ ধর্ম্মবিষয়ে তোমাদের কাহার কি মত আমি অগ্রে তাহা শুনিতে অভিলাষ করি। দ্রুপদ কহিলেন, যাহা লোকাচার ও বেদবিরুদ্ধ আমার মতে তাহাই অধর্ম্ম; হে দ্বিজোত্তম! এক স্ত্রী বহু পুরুষের পত্নী, ইহা কদাপি দৃষ্ট হয় না। ইহা মহাত্মা প্রাচীন পুরুষদিগেরও আচরিত ধর্ম্ম নহে এবং গুণবান্ ব্যক্তিরাও কখন এরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন না, অতএব আমি এবিষয়ে কি কর্ত্তব্য কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। ইহাতে আমার সম্পূর্ণ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।

ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন, হে তপোধন! জ্যেষ্ঠ সুশীল ও সদাচারসম্পন্ন হইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যায় কিরূপে গমন করিবেন। ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, ধর্ম্মের গতি আমরা কিছুই জানিনা, সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্মের নিশ্চয় করা আমাদিগের অসাধ্য। অতএব কৃষ্ণা যে পঞ্চ স্বামীর মহিষী হইবেন, ইহা আমরা কোন রূপেই ধর্ম্মতঃ অনুমোদন করিতে পারি না। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমার মুখে কদাচ অনৃত বাক্য নিঃসৃত হয় না এবং আমার মনোমন্দিরে অধর্ম্মের প্রবেশাধিকার নাই। অতএব যখন আমার এবিষয়ে সম্পূর্ণ মত হইয়াছে, তখন আমি ইহাকে কোন ক্রমে অধর্ম্ম বলিতে পারিব না। পুরাণে শ্রবণ করিয়াছি, ধর্ম্মপরায়ণা জটিলানাম্নী গৌতমবংশীয় এক কন্যা সাত জন ঋষিকে বিবাহ করেন। এবং বার্ক্ষীনাম্নী মুনিকন্যা প্রচেতা নামক ভ্রাতৃদশের সহধর্ম্মিণী হয়েন। বিশেষতঃ পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, গুরু লোক যাহা অনুমতি করিবেন, তাহাই ধর্ম্ম্য ও নিঃসংশয়ে অনুষ্ঠেয়, গুরু লোকের মধ্যে মাতা পরম গুরু, তিনি আজ্ঞা করিয়াছেন, লব্ধদ্রব্য ভিক্ষার্জ্জিত বস্তুর ন্যায় সকলেই ভোগ কর। অতএব হে দ্বিজোত্তম! ইহা পরম ধর্ম্ম বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। কুন্তী কহিলেন, ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির যাহা কহিলেন, আমি তাহা কহিয়াছি বটে।

আমি অনৃত বাক্যে সাতিশয় ভয় করিয়া থাকি, কিরূপে এই মিথ্যা হইতে পরিত্রাণ পাইব! ব্যাসদেব কহিলেন, হে ভদ্রে! অনৃত হইতে পরিত্রাণ পাইবে। তুমি যাহা কহিয়াছ তাহাই সনাতন ধর্ম্ম, হে পাঞ্চাল! আমি ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব সর্ব্বসমক্ষে ব্যক্ত করিব না। যে রূপে উক্ত ধর্ম্ম বিহিত ও সনাতন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা কেবল আপনিই শুনিতে পাইবেন। কৌন্তেয় যাহা কহিয়াছেন, তাহা প্রকৃত ধর্ম্ম বটে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

তদনন্তর ভগবান্ দ্বৈপায়ন গাত্রোত্থান করিয়া দ্রুপদের কর গ্রহণপূর্ব্বক রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। যেস্থানে তাঁহারা প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তথায় পাণ্ডবগণ, কুন্তী এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন গমন করিলেন। পরে মহর্ষি ব্যাস, বহু ব্যক্তির একপত্নিতা যে ধর্ম্মবিরুদ্ধ নহে, এই বিষয় রাজাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

সপ্তনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

ব্যাসদেব কহিলেন, হে রাজন্! পূর্ব্বে দেবতারা নৈমিষারণ্যে এক মহাসত্র আরম্ভ করেন। সেই সত্রে বৈবস্বত যম ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া অবধি প্রজাবিনাশরূপ স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিরত থাকেন, সুতরাং অনতিকাল বিলম্বে প্রজাসংখ্যা বহুল হইয়া উঠিল। সোম, শুক্র, বরুণ, কুবের, রুদ্র, বসুগণ, অশ্বিনীকুমার এবং অন্যান্য দেবতারা মিলিত হইয়া বিশ্বপ্রণেতা প্রজাপতির নিকট গমন করিলেন এবং সর্ব্বলোক-পিতামহকে নিবেদন করিলেন, হে লোকনাথ! আমরা মনুষ্যসংখ্যার বৃদ্ধি দেখিয়া সাতিশয় ভীত হইয়াছি, এক্ষণে যাহাতে নিরুদ্বিগ্নচিত্তে সুখে কালযাপন করিতে পারি এই আশয়ে আপনার শরণাগত হইলাম। পিতামহ কহিলেন, তোমরা অমর, মনুষ্যজাতির নিকট তোমাদের ভয়ের বিষয় কি? দেবতারা কহিলেন, মর্ত্য লোক দেবলোকতুল্য হইয়াছে, কিছুমাত্র বিশেষ নাই, এই নিমিত্ত আমরা উদ্বিগ্ন হইয়া প্রভেদকরণ মানসে আপনার নিকট আগমন করিলাম। ভগবান্ প্রত্যুত্তর করিলেন, যম যজ্ঞে ব্যাপৃত রহিয়াছেন বলিয়া লোকের মৃত্যু হইতেছে না। তাঁহার সত্র সমাপনানন্তর নরলোকের অন্তকাল উপস্থিত হইবে। তোমাদিগের বলবীর্য্যে যমের শরীর অলঙ্কৃত ও সবল হইয়া উঠিবে। তৎকালে নরলোকের শৌর্য্য বীর্য্য থাকিবে না।

তাঁহারা বিধাতার বাক্য শ্রবণানন্তর যেস্থানে দেবতারা যজ্ঞ করিতেছিলেন তথায় যাত্রা করিলেন। পথে গমন করিতে করিতে তাঁহারা বিশ্রামার্থ ভাগীরথী-তীরে উপবেশন করিলেন। ইত্যবসরে গঙ্গাজলে একটি সুবর্ণ পদ্ম তাঁহাদের নয়নগোচর হইল। তদ্দর্শনে তাঁহারা সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং তাহার তথ্যানুসন্ধানার্থ মহাবল ইন্দ্র সন্নিকটস্থ প্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন যে, যেস্থানে ভাগীরথী প্রভূতরূপে প্রবাহিত হইতেছেন, সেই স্থানে একটি কামিনী জলার্থিনী হইয়া গঙ্গায় অবগাহনপূর্ব্বক রোদন করিতেছেন। তাঁহার অশ্রুবিন্দু গঙ্গাজলে পতিত হইয়া কাঞ্চনপদ্মরূপে পরিণত হইতেছে। ইন্দ্র সেই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্রে! তুমি কে? কাহার নিমিত্ত রোদন করিতেছ? তাহা যথার্থ করিয়া বল। ললনা কহিলেন, হে দেবরাজ! আমি যে এবং যে নিমিত্ত রোদন করিতেছি, আমার সমভিব্যাহারে কিয়দ্দূর গমন করিলে তাহার সবিশেষ জানিতে পারিবেন। তৎশ্রবণে ইন্দ্র সেই স্ত্রীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া অনতিদূরে দেখিলেন, এক পরম সুন্দর যু-

বা পুরুষ গিরিরাজ-শিখরোপরি সিংহাসনে অধ্যাসীন হইয়া এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী যুবতী স্ত্রী সমভিব্যাহারে পাশক্রীড়া করিতেছেন। দেবরাজ যুবাকে পাশক্রীড়ায় আসক্ত ও অভ্যাগত-সৎকার-বিমুখ দেখিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, এই ভূমণ্ডল আমার অধীন, আমি ইহার প্রভু; আমার সমুচিত সৎকার না করিয়া পাশক্রীড়ায় প্রমত্ত থাকা অতীব অনুচিত। তখন সেই দেব ইন্দ্রকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করত তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র দেবরাজ তৎক্ষণাৎ স্থাণুর ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

পাশক্রীড়া সমাপনানন্তর মহাপুরুষ সেই রোরুদ্যমানা স্ত্রীকে কহিলেন, ইহাকে আমার নিকটে আনয়ন কর; আমি ইহাকে এরূপ উপদেশ প্রদান করিব, যাহাতে ইহার শরীরে পুনর্ব্বার দর্প প্রবেশ না করে। তখন সেই স্ত্রী ইন্দ্রকে স্পর্শ করিবামাত্র তদীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সকল শিথিল হওয়াতে তিনি তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইলেন। ইন্দ্রকে তদবস্থ দর্শনে ভগবান্ উগ্রতেজা কহিলেন, হে শক্র! পুনর্ব্বার এরূপ কর্ম্ম কদাচ করিও না। তুমি অপরিমিত-বলশালী, অতএব এই পর্ব্বত উত্তোলনপূর্ব্বক যে বিবরে সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ভবাদৃশ ব্যক্তিরা সমাসীন আছেন, সেই ছিদ্রে তুমিও প্রবেশ কর। ইন্দ্র সেই বিবরানুসন্ধান পূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তুল্যতেজা অন্য চারি জনকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদিগকে তাদৃশ জ্যোতির্ম্ময় অবলোকন করিয়া "আমিও কি ইহাঁদিগের ন্যায় হইতে পারিব না" দুঃখিত মনে এইরূপ বিতর্ক করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভগবান্ মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া নেত্র বিস্ফারণ-পূর্ব্বক ইন্দ্রকে কহিলেন, হে শতক্রতো! তুমি বালস্বভাবসুলভ চপলতায় আমাকে অপমান করিয়াছ, অতএব তোমাকে এই গুহামধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। দেবরাজ মহাদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অনুজ্ঞাত হইয়া ভয়ে গিরিরাজমস্তকে পবনচালিত অশ্বত্থপত্রের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। পরে বিবর-প্রবেশ-সময়ে কৃতাঞ্জলিপুটে ত্রিলোচনকে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! অদ্যাবধি আপনাকেই এই অশেষ ভুবনের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে। তৎ শ্রবণে দেবদেব হাস্য করিয়া কহিলেন, ইহা ভবাদৃশ গর্ব্বিত লোকের অধিকার-যোগ্য নহে। পূর্ব্বে ইহাঁরাও তোমার ন্যায় গর্ব্বিত ছিলেন; অতএব এই গুহাপ্রবিষ্ট হইয়া সকলে একত্র কাল যাপন কর। অধুনা তোমরা স্বীয় গর্হিত কর্ম্মফলে মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হও। পরে জন্মান্তরীণ স্ব স্ব কর্ম্মফলার্জ্জিত মহার্হ ইন্দ্রলোকে পুনরায় গমন করিবে। তোমাদিগের যাহা যাহা কর্ত্তব্য তৎ সমুদায় আদেশ করিলাম।

শিববাক্য শ্রবণ করিয়া ভূত পূর্ব্বেন্দ্রেরা কহিলেন, হে প্রভো! আমরা দেবলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক, যে স্থানে মোক্ষ অতীব দুষ্প্রাপ্য, সেই নরলোকে গমন করিব; কিন্তু ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমার, ইহাঁরাই যেন কোন মানুষীর গর্ভে আমাদিগকে উৎপন্ন করেন। ইহা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র মহাদেবকে পুনর্ব্বার কহিলেন, আমি স্বীয় বীর্য্যে কার্য্যক্ষম এক পুরুষ উৎপাদন করিব, তিনি ইহাঁদিগের পঞ্চম হইবেন। ইন্দ্রের এবম্প্রকার বিনতিতে সম্মত হইয়া ভগবান্ উগ্রতেজা তাঁহাদিগকে স্ব স্ব অভীষ্ট প্রদান করিলেন এবং লোকললামভূতা সেই ললনাকে তাঁহাদিগের ভার্য্যা নির্দ্দিষ্ট করিলেন। অনন্তর মহাদেব তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে নারায়ণ-সমীপে উপনীত হইলেন। নারায়ণ মহাদেবের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট নিয়মে অনুমোদন করিলেন। পরে ধর্ম্মপ্রভৃতি

দেবগণ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা বিদায় হইলে নারায়ণ স্বীয় মস্তক হইতে কেশযুগল উৎপাটন করিলেন। তন্মধ্যে একটি শুক্ল দ্বিতীয়টি কৃষ্ণবর্ণ। সেই কেশযুগল যদুকুলকামিনী দেবকী ও রোহিণীতে সমাবিষ্ট হইল। শুভ্র কেশ বলদেবরূপে এবং কৃষ্ণকেশ কেশবরূপে অবতীর্ণ হইলেন; তন্নিমিত্তই লোকে বাসুদেবকে কেশব কহে।

পূর্ব্বে ইন্দ্ররূপী যে মহাপুরুষেরা অদ্রিগুহায় নিবদ্ধ ছিলেন, তাঁহারাই পাণ্ডবরূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন, এবং ইন্দ্রের অংশে সব্যসাচী অর্জ্জুন জন্ম গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বেন্দ্রগণ এইরূপে পঞ্চ পাণ্ডব হইলেন এবং তাঁহাদিগের বনিতা হইবার নিমিত্ত মহাদেবের উপদেশক্রমে লক্ষ্মী দ্রৌপদীরূপে আবির্ভূতা হইলেন। মহারাজ! দৈবসংযোগ ব্যতিরেকে কখন কি ধরনীতল হইতে অলোকসামান্য স্ত্রীরত্ন সমুৎপন্ন হইতে পারে!!

হে নরেন্দ্র! আমি প্রীতিপূর্ব্বক তোমাকে অত্যাশ্চর্য্য দিব্য চক্ষু প্রদান করিতেছি, তুমি সেই দিব্য চক্ষু উন্মীলন করিলে অনায়াসে জানিতে পারিবে, কুন্তীতনয়েরা পবিত্র পূর্ব্ব দেহ ধারণপূর্ব্বক জগতীতলে বিচরণ করিতেছেন। মহর্ষি ব্যাস স্বীয় তপঃপ্রভাবে রাজাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিলেন। রাজা তদ্দ্বারা দেখিতে পাইলেন, পাণ্ডবেরা অতি পবিত্র পূর্ব্ব শরীর ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদিগের মস্তকে হেমকিরীট ও সর্ব্বাঙ্গে বিবিধ অলঙ্কার দীপ্তি পাইতেছে। সুচারু রূপলাবণ্যসম্পন্ন তপনতুল্য তেজস্বী সেই তরুণগণ পরিষ্কৃত দিব্য বস্ত্র এবং সুগন্ধ ও রমণীয় মাল্য ধারণ করিয়া অনির্ব্বচনীয় শোভমান হইয়াছেন। রাজা দ্রুপদ সেই পরম সুন্দর ভূতপূর্ব্ব ইন্দ্রদিগকে নয়নগোচর করিয়া এবং ইন্দ্র প্রতিম যুবাকে ইন্দ্রাত্মজ শ্রবণ করিয়া যুগপৎ প্রীত ও বিস্মিত হইলেন। তিনি মায়াময়ী দ্রৌপদীকে সাক্ষাৎ সোম ও বহ্নির ন্যায় দীপ্তিমতী দেখিয়া এবং রূপ, তেজ ও যশঃপ্রভৃতি সর্ব্বপ্রকারে তাঁহাকে পাণ্ডবগণের অনুরূপা পত্নী বিবেচনা করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। পার্থিবেন্দ্র দ্রুপদ এই অদ্ভুত ব্যাপার নেত্রগোচর করিয়া ব্যাসদেবের চরণ গ্রহণপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, মহর্ষে! আপনাতে সকলই সম্ভবে, আপনার পক্ষে ইহা বিচিত্র নহে। মুনিবর রাজার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, মহারাজ! শ্রবণ করুন।

কোন তপোবনে এক মহর্ষিকন্যা বাস করিতেন। সেই রূপবতী কন্যা, পরিণয় কাল অতীত হইলেও অনুরূপ ভর্ত্তৃভাগিনী হইলেন না। অনন্তর তিনি কঠোর তপস্যা দ্বারা ভগবান্ ভবানীপতিকে প্রসন্ন করিলেন। মহাদেব তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া স্বয়ং তাঁহাকে কহিলেন, তুমি স্বাভিলষিত বর প্রার্থনা কর। ঋষিকন্যা ত্রিলোচন কর্ত্তৃক এই প্রকার আদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে বারংবার কহিলেন, ভগবন্! আমি সর্ব্বগুণসম্পন্ন পতি প্রার্থনা করি। দেবেশ শঙ্কর কন্যার প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! তোমার পাঁচ জন স্বামী হইবেন। ঋষিতনয়া পুনর্ব্বার মহাদেবকে কহিলেন, প্রভো! আমি এক পতি প্রার্থনা করি। দেবদেব কহিলেন, ভদ্রে! তুমি উপর্য্যুপরি পাঁচবার পতি প্রার্থনা করিয়াছ, অতএব জন্মান্তরে তোমার পঞ্চ স্বামী হইবে। মহারাজ! আপনার কন্যা সেই দেবরূপিনা মহর্ষিনন্দিনী; ভগবান্ চন্দ্রশেখর ইহাঁর পঞ্চ স্বামী বিধান করিয়াছেন। ইনি স্বর্গলক্ষ্মী, পাণ্ডবগণের নিমিত্ত আপনার যজ্ঞে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। ইনি অতি কঠোর তপস্যার ফলে আপনার দুহিতৃত্ব লাভ করিয়াছেন। এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দেবদুর্লভা দেবী স্বকীয় কর্ম্মফলে পঞ্চ

পাণ্ডবের সহধর্ম্মিণী হইবেন। স্বয়ম্ভু এই নিমিত্তই ইহাঁর সৃষ্টি করিয়াছেন, এক্ষণে আপনার যেমন অভিরুচি হয় করুন।

অষ্টনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

দ্রুপদ কহিলেন, মহর্ষে! পূর্ব্বে সবিশেষ শ্রবণ না করিয়া অন্যথা করিবার যত্ন পাইয়াছিলাম; এক্ষণে আপনকার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলাম। দৈবের প্রতিকূলাচরণ করা নরলোকের অসাধ্য, অতএব দেবতারা যাহা বিধান করিয়াছেন, তাহাই বিধেয় ও শ্রেয়স্কর, সন্দেহ নাই। অদৃষ্টের ফল অখণ্ডনীয়, স্বেচ্ছানুসারে কেহ কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন না, বরহেতু যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই অবশ্য কর্ত্তব্য। ভগবান্ মহাদেব প্রীত হইয়া কৃষ্ণার প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে অভিলষিত বর দান করিয়াছেন, এক্ষণে ইহার ভাল মন্দ দেবতাই জানেন। যখন মহাদেব এইরূপ বিধান করিয়াছেন, তখন ইহাতে ধর্ম্মই হউক বা অধর্ম্মই হউক আমি এবিষয়ে অপরাধী নহি। পাণ্ডবেরা বিধিপূর্ব্বক ইহাঁর পাণিগ্রহণ করুন, ইহাঁদিগের নিমিত্তই কৃষ্ণা সৃষ্ট ও সমুদ্ভূত হইয়াছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভগবান্ ব্যাসদেব ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, অদ্য শুভ দিন, অদ্য চন্দ্রমা পুষ্যা নক্ষত্রে গমন করিবেন, অতএব অদ্যই অগ্রে তুমি দ্রৌপদীর পাণিপীড়ন কর। রাজা যজ্ঞসেন পুত্র সমভিব্যাহারে বহুসংখ্যক কন্যাযাত্র নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং তনয়ার সর্ব্বাঙ্গ রত্নাভরণে বিভূষিত করিয়া আনয়ন করাইলেন। রাজার মন্ত্রিগণ, সুহৃদ্বর্গ, প্রধান প্রধান পুরবাসী লোক ও ব্রাহ্মণসকল প্রীতমনে বিবাহ দর্শনে আগমন করিতে লাগিলেন। রাজভবন জনগণে পরিশোভিত হইল। চত্বরভূমি প্রফুল্ল-পঙ্কজমালা-পরিকীর্ণ এবং সৈন্যসামন্তও বিচিত্র রত্নসমূহে খচিত হইয়া পার্ব্বন শর্ব্বরীর তারকাব্যাপ্ত নির্ম্মল নভোমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল।

তদনন্তর কৌরবরাজপুত্রেরা সুস্নাত হইয়া মাঙ্গল্য ক্রিয়াসকল সমাপনান্তে মহার্হ বেশভূষা সমাধানপূর্ব্বক পুরোহিত ধৌম্য সমভিব্যাহারে সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। বেদবিৎ পুরোহিত বহ্নি স্থাপন ও মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত কৃষ্ণার পাণিগ্রহণক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। পরে উভয়কে অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইয়া পরিণয় সমাপন করিলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠিরকে অনুমতি করিয়া পুরোহিত রাজগৃহ হইতে বহির্গমন করিলেন। পরিশেষে অপর পাণ্ডবেরা উল্লিখিত প্রণালীক্রমে সেই বরবর্ণিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন। মহারাজ! এইরূপে মহারথ কৌরবেরা অহরহ অধিকতর শোভা ধারণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে যত দিবস অতীত হইতে লাগিল, মহানুভাবা দ্রৌপদীর কন্যাভাবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হইল না।

পরিণয় সম্পন্ন হইলে দ্রুপদরাজ পাণ্ডবদিগকে বহুবিধ ধন, পর্ব্বতের ন্যায় মহোন্নত এক শত হস্তী, মহার্হ বেশভূষা বিভূষিত এক শত দাসী এবং সুবর্ণালঙ্কৃত ও সুবর্ণপ্রগ্রহোপেত অশ্বচতুষ্টয়যোজিত এক শত রথ প্রদান করিলেন। মহানুভাব দ্রুপদ রাজা সমাগত দর্শকদিগকে পৃথক্ পৃথক্ ধন, মহামূল্য পরিচ্ছদ ও প্রভাভাসুর বিভূষণ প্রদানপূর্ব্বক বিদায় করিলেন। অনন্তর ইন্দ্রপ্রতিম পাণ্ডবগণ সেই অলোকসামান্য স্ত্রীরত্ন লাভ করিয়া পাঞ্চালরাজপুরে পরম সুখে বিহার করিতে লাগিলেন।

একোন দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবগণ সহায় হওয়াতে দ্রুপদের দেবতা হইতেও আর

আশঙ্কা রহিল না। পুরনারীগণ কুন্তীকে পাইয়া তাঁহার নাম সংকীর্ত্তনপূর্ব্বক চরণ বন্দন করিলেন। মঙ্গলসূত্রধারিণী অবগুণ্ঠনবতী দ্রৌপদী শ্বশ্রূকে অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে সমীপদেশে দণ্ডায়মান হইলেন। কুন্তী, সেই সুশীলা সদাচারসম্পন্না সুরূপা সর্ব্বলক্ষণাক্রান্তা পুত্রবধূকে স্নেহসম্ভাষণপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন, বৎসে! ইন্দ্রাণী ইন্দ্রের প্রতি, স্বাহা বিভাবসুর প্রতি, রোহিণী চন্দ্রের প্রতি, দময়ন্তী নলের প্রতি, ভদ্রা বৈশ্রবণের প্রতি, অরুন্ধতী বশিষ্ঠের প্রতি, এবং লক্ষ্মী নারায়ণের প্রতি যেমন ভক্তিমতী ও প্রণয়বতী হইয়াছেন, তুমিও ভর্ত্তৃগণের প্রতি তদনুরূপ হও। হে ভদ্রে! তুমি বীর সন্তান প্রসব করিবে, স্বামিসহ যজ্ঞে দীক্ষিত হইবে, তোমার সৌভাগ্যের পরিসীমা থাকিবে না। হে বৎসে! তুমি অতিথি, গৃহাগত, সাধু, বালক, বৃদ্ধ ও গুরু জনের সৎকারে ব্যাপৃত হইয়া সময় যাপন করিবে। তোমাহইতে কুরুজাঙ্গলপ্রভৃতি প্রধান প্রধান জনপদে রাজা অভিষিক্ত হইবেন। অশ্বমেধ যজ্ঞে স্বামিদিগের বলবিক্রমার্জ্জিত বসুমতী বিপ্রসাৎ করিয়া এবং পৃথিবীর উৎকৃষ্ট বস্তুজাত প্রাপ্ত হইয়া শত শত বৎসর পরম সুখে কাল যাপন করিবে। হে বৎসে! অদ্য তোমাকে যেমন অভিনন্দন করিলাম, তুমি পুত্রবতী হও, পুনর্ব্বার এইরূপ অভিনন্দন করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কৃতদার পাণ্ডবদিগের যৌতুকস্বরূপ বিচিত্র বৈদূর্য্য মণি, সুবর্ণের আভরণ, নানা দেশীয় মহার্হ বসন, রমণীয় শয্যা, বিবিধ গৃহসামগ্রী বহুসংখ্যক দাস দাসী, সুশিক্ষিত গজবৃন্দ, উৎকৃষ্ট ঘোটকাবলী, অসংখ্য রথ এবং কোটি কোটি রজত কাঞ্চন, শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রেরণ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণপ্রেরিত দ্রব্যসামগ্রীসকল আহ্লাদপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন।

বৈবাহিক পর্ব্ব সমাপ্ত।

বিদুরাগমন পর্ব্বাধ্যায়।

দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এদিকে কৌরবকুলের বিশ্বাসভূমি গূঢ়চরেরা আসিয়া রাজাদিগকে সমাচার প্রদান করিল, যে পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। যে মহাত্মা সেই শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম অর্জ্জুন। তিনি সমস্ত বিজয়ীর শ্রেষ্ঠ। আর যিনি সমরসাগরে অবতীর্ণ হইয়া মদ্রাধিপতি শল্যকে উৎক্ষিপ্ত ও ভূতলে পাতিত করেন এবং পাদপাঘাতে অরাতিসকলকে সন্ত্রাসিত করিয়াছিলেন, সংগ্রামে যাঁহার ভয়সম্ভ্রমের লেশমাত্রও দেখিতে পাওয়া যায় নাই, যাঁহার স্পর্শ শত্রুসেনারা অনলস্পর্শসম ভীষণ বলিয়া বোধ করিয়াছিল, সেই মহাত্মার নাম ভীম। সেই প্রশান্তস্বভাব ব্রাহ্মণরূপী পুরুষদিগকে পাণ্ডব জানিয়া রাজগণ সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। পূর্ব্বে সকলেই শ্রবণ করিয়াছিলেন, যে কুন্তী পুত্রগণ সমভিব্যাহারে জতুগৃহে দহনদগ্ধ হইয়াছেন, এক্ষণে তাঁহারা জীবিত আছেন শুনিয়া, জন্মান্তর লাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। পুরোচনকৃত নৃশংস ব্যবহার রাজাদিগের স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মকে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। স্বয়ম্বর সম্পন্ন হইলে সকল রাজগণ পাণ্ডবদিগকে চিনিতে পারিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

অর্জ্জুন লক্ষ্য বিদ্ধ করিলেন দেখিয়া, রাজা দুর্য্যোধন সাতিশয় বিষণ্ণমনে

ভ্রাতৃগণ, অশ্বত্থামা, শকুনি, কৃপাচার্য্য ও কর্ণ সমভিব্যাহারে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। দুঃশাসন লজ্জিত হইয়া ধীরে ধীরে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! তিনি ব্রাহ্মণরূপী না হইলে দ্রৌপদীকে লাভ করিতে পারিতেন না। তাঁহাকে ধনঞ্জয় বলিয়া কেহই যথার্থ চিনিতে পারেন নাই। দৈব ও পুরুষকারের মধ্যে দৈবই শ্রেষ্ঠ, পুরুষকার নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। দেখ! আমরা পুরুষকার অবলম্বনপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের কতপ্রকার অনিষ্টচেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তাহারা অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছে; অতএব পুরুষকারকে ধিক্কার প্রদান করি। তাঁহারা দুঃখিত ও বিগতচেতা হইয়া এইরূপ কথোপকথন ও পুরোচনকে নিন্দা করত হাস্তিনপুরে প্রবেশ করিলেন। দুর্য্যোধনপ্রভৃতি সকলে মহাতেজা পাণ্ডবদিগকে অগ্নি হইতে বিনির্ম্মুক্ত ও দ্রুপদের সহিত সংযুক্ত দেখিয়া এবং শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অন্যান্য দ্রুপদপুত্রদিগকে যুদ্ধবিশারদ চিন্তা করিয়া সাতিশয় ভীত হইলেন এবং তাঁহাদিগের সংকল্পসকল শিথিল হইয়া পড়িল।

অনন্তর যখন বিদুর শ্রবণ করিলেন, পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর পাণিপীড়ন করিয়াছেন এবং ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা লজ্জিত ও ভগ্নদর্প হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছেন, তখন তাঁহার প্রীতির আর পরিসীমা রহিল না। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! ভাগ্যবলে কৌরবেরা বিজয় লাভ করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া আহ্লাদপূর্ব্বক কহিলেন, কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য! বিদুর! কি শুভ সমাচারই প্রদান করিলে! তৎকালে সেই প্রজ্ঞাচক্ষু রাজা বিশেষ বুঝিতে না পারিয়া মনে করিয়াছিলেন যে, দ্রৌপদী তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্য্যোধনকেই বরমাল্য প্রদান করিয়াছেন; এই নিমিত্ত তিনি আজ্ঞা প্রদান করিলেন, যেন দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে বহুবিধ ভূষণে ভূষিত করিয়া তাঁহার সমীপে আনয়ন করেন। বিদুর তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবেরা বরমাল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই কুশলে আছেন, দ্রুপদরাজ তাঁহাদিগের যথেষ্ট সমাদর ও সম্মান করিয়াছেন। সেই স্বয়ম্বরপ্রদেশে তুল্যবলশালী অনেকানেক বন্ধুবান্ধব আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভালই হইয়াছে। তাঁহারা পাণ্ডুর পুত্র বটে, কিন্তু আমি তাঁহাদিগকে স্বীয় সন্তান অপেক্ষাও অধিক মনে করি, তাঁহাদিগের প্রতি আমার সমধিক স্নেহ আছে। যখন সেই মহাবীর পাণ্ডবেরা ক্ষেমবান্ মিত্রবান্ এবং মহাবলপরাক্রান্ত বান্ধবগণের সহিত মিলিত হইয়াছেন, তখন বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, আমার দুরাত্মা পুত্রদিগের আর নিস্তার নাই। সবান্ধব দ্রুপদের সহিত মিত্রতা করিয়া, কোন্ ক্ষত্রিয় কৃতকার্য্য হইতে বাসনা না করে? বিদুর, ধৃতরাষ্ট্রকে পুনর্ব্বার কহিলেন, মহারাজ! চিরকাল যেন আপনার এইরূপ বুদ্ধি থাকে।

অনন্তর দুর্য্যোধন এবং কর্ণ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আগমনপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, তাত! বিদুরের সন্নিধানে আমরা কোন প্রকার দোষ কীর্ত্তন করিতে পারিব না; অতএব আমাদিগের অভিলাষ, যে বিজন প্রদেশে আপনাকে নিবেদন করি, এ আপনার কীদৃশ ইচ্ছা, বিপক্ষের বৃদ্ধিকে আপন বৃদ্ধি বলিয়া মনে করিতেছেন? বিদুরের নিকট সপত্নদিগের স্তুতিবাদ করিতেছেন এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মে মনোযোগ করিতেছেন না। হে তাত! শত্রুদিগের বল বিঘাত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য হইয়াছে।

এক্ষণে আপনার উত্তম সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব এমন একটি মন্ত্রণা করা আবশ্যক যে, তাহারা যেন আমাদিগের পুত্রগণ ও বন্ধুবান্ধবদিগকে গ্রাস করিতে না পারে।

একাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তোমাদিগের যাহা অভিলাষ, আমি তাহাতেই সম্মত আছি। বিদুরের নিকট অভিসন্ধি গোপন রাখাই আমাদের উচিত। আমি তন্নিমিত্তই তাহার নিকট সর্ব্বদা পাণ্ডবদিগের গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকি। বিদুর আকার বা ইঙ্গিত দ্বারা আমার অভিপ্রায় কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন না। হে সুযোধন! তুমি যাহা বিবেচনা করিয়াছ বল, হে রাধেয়! তুমিও যাহা মনে করিয়াছ বল, এসময়ে বলিবার কোন বাধা নাই। দুর্য্যোধন কহিলেন, তাত! অদ্য সুবিশ্বস্ত ও সুনিপুণ কতিপয় ব্রাহ্মণ দ্বারা গোপনে কুন্তীতনয় ও মাদ্রীসুতযুগলের পরস্পর ভেদোৎপাদন করিব, অথবা দ্রুপদরাজ এবং তদীয় পুত্রগণ ও অমাত্যবর্গকে বিপুল ধনরাশি দ্বারা বশীভূত করিব, যাহাতে তাঁহারা যুধিষ্ঠিরকে পরিত্যাগ করেন, কিংবা তথায় বাস করিতে প্রবৃত্তি দেন এবং যেন তাঁহাদিগের সমক্ষে সর্ব্বদা বলেন যে, তাঁহাদের হস্তিনাপুরে বাস করা অতীব দোষাবহ; এই রূপ করিলে তাঁহারা পরস্পর অনৈক্যপ্রযুক্ত কোন পরামর্শ না করিয়া তথায় বাস করিতে অভিরুচি করিবেন, সন্দেহ নাই। অথবা উপায়নিপুণ কুশল পুরুষেরা কুন্তীতনয়দিগের অনুগত হইয়া তাহাদিগের সৌভ্রাত্র ভঙ্গ করিয়া দিক, কিংবা বহুপতির অশেষ দোষোল্লেখ পূর্ব্বক কৃষ্ণার হৃদয় দূষিত করিয়া কলহোৎপাদন করুক, অথবা দ্রৌপদীর প্রতি পাণ্ডবগণের চিত্তভেদ, পশ্চাৎ পাণ্ডবদিগের প্রতি দ্রৌপদীর মনের মালিন্য জন্মাইয়া দিক। অথবা উপায়কুশল কতিপয় ছদ্মবেশী পুরুষ নির্জ্জনে ভীমসেনকে বিনষ্ট করুক, যে হেতু ভীমই তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবান্। অর্জ্জুন তাহার সাহসেই সাহসী হইয়া আমাদিগকে তৃণতুল্য জ্ঞান করে; যেহেতু ভীমই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ প্রচণ্ড ও পাণ্ডবগণের আশ্রয়ভূত। তাহাকে নিহত করিতে পারিলেই সকলে নিস্তেজ ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া রাজ্যের নিমিত্ত কিছুমাত্র যত্ন করিবে না। বৃকোদর পৃষ্ঠ রক্ষা করিলে অর্জ্জুনকে পরাজয় করা দুঃসাধ্য, কিন্তু ভীম ব্যতিরেকে অর্জ্জুন একাকী রণস্থলে কর্ণের চতুর্থাংশরূপে পরিগণিত হইতে পারে কি না সন্দেহ। তাহারা ভীম ব্যতীত আপনাদিগকে দুর্ব্বল ও আমাদিগকে বলাধিক জানিয়া আর রাজ্যের নিমিত্ত যত্ন করিবে না। যদ্যপি এখানে আসিয়া আমাদিগের নিদেশবর্ত্তী হইয়া চলে, তবে তাহাদের বিনাশচেষ্টা করিতে ত্রুটি করিব না। অথবা সুরূপা প্রমদাগণ দ্বারা একে একে তাহাদিগের সকলকেই প্রলোভ দেখান যাউক, তাহা হইলে কৃষ্ণা তাহাদিগের প্রতি বিরাগপ্রদর্শন করিবেন, সন্দেহ নাই। কিংবা তাহাদিগকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত রাধেয়কে প্রেরণ করুন, এবং বিবিধ কৌশল দ্বারা তাহাদিগকে একত্র করিয়া কালগ্রাসে পাতিত করুন।

হে তাত! উল্লিখত উপায়সমূহের মধ্যে আপনি যে উপায়টি উৎকৃষ্ট বিবেচনা করেন, অচিরাৎ তাহার প্রয়োগ করুন, কারণ ক্রমে সময় অতীত হইতেছে। তাহাদিগের নিগ্রহার্থ এই সকল চেষ্টাই শ্রেয়সী বোধ হইতেছে, কিন্তু ইহা ভাল কি মন্দ, তাহা বলিতে পারিনা, কেমন হে কর্ণ! তুমি কি বিবেচনা কর?

দ্ব্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

কর্ণ কহিলেন, দুর্য্যোধন! তোমার প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে না।

কৌশল দ্বারা তাহাদিগের অনিষ্ট চেষ্টা করা নিরর্থক। পূর্ব্বেও ত তুমি অতি সূক্ষ্ম উপায় দ্বারা তাহাদিগের নিগ্রহ চেষ্টা পাইয়াছিলে, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পার নাই। যখন পাণ্ডবেরা শৈশবাবস্থায় সহায়বিহীন হইয়া এই স্থানেই বর্ত্তমান ছিল, তুমি তৎকালেও তাহাদিগের কোন হানি করিতে পার নাই। এক্ষণে ত তাহারা বৈদেশিক ও সহায়সম্পন্ন হইয়া সর্ব্বতোভাবে প্রবল হইয়াছে, অতএব আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তুমি উক্ত উপায়কলাপ দ্বারা তাহাদিগকে নষ্ট করিতে পারিবে না, এবং কোন প্রকার ব্যসনেও কলুষিত করিতে পারিবে না। তাহারা দৈববলে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়া পিতৃপৈতামহ পদের ইচ্ছুক ও উপযুক্ত হইয়াছে। যাহারা এক পত্নীতে অনুরক্ত, তাহাদের সৌভ্রাত্র অবশ্যই বদ্ধমূল হইবে, সংশয় নাই, সুতরাং তাহাদিগের পরস্পর ভেদ উপস্থিত করাও নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। যে দ্রৌপদী তাদৃশী দীনাবস্থা নিরীক্ষণ করিয়াও পাণ্ডবদিগকে বরণ করিয়াছেন, অধুনা সেই দ্রৌপদী তাহাদিগের প্রতি বিরক্ত হইবেন, একথাও কোন ক্রমেই সঙ্গত বোধ হয় না। বিশেষতঃ বহুভর্ত্তৃতা স্ত্রীলোকদিগের অতীব আদরণীয়, কৃষ্ণা সেই রমণীকুলবাঞ্ছিত ফল বিনা যত্নে প্রাপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং পতির প্রতি তাঁহার বিদ্বেষবুদ্ধি উৎপাদন করিতে কোন ক্রমেই সমর্থ হইবে না। পাঞ্চালেশ্বর পরম ধার্ম্মিক ও ব্রতপরায়ণ; তাঁহার অর্থস্পৃহা নাই, তাঁহাকে ধনরাশি প্রদান করিলেও তিনি পাণ্ডবদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। তাঁহার পুত্রও গুণবান্ ও পাণ্ডবগণের প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত; অতএব স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, পাণ্ডবেরা উপায়সাধ্য নহে। অতএব হে তাত! পাণ্ডবেরা বদ্ধমূল না হইতেই তাহাদিগকে যুদ্ধে বিনষ্ট করা আমাদিগের পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প, আপনি তদ্বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগী হউন। অস্মৎপক্ষ প্রবল ও পাঞ্চালপক্ষ হীনবল থাকিতে থাকিতেই তাহাদিগকে প্রহার করুন, আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই। হে পার্থিব! যদবধি পাণ্ডবগণ গান্ধার রাজ্যে প্রভূত বাহন, অসংখ্যক বন্ধু ও আত্মীয় স্বজনের সাহায্য লাভ না করিতেছে; যদবধি পাঞ্চালরাজ, মহাবল পরাক্রান্ত স্বীয় পুত্রগণ সমভিব্যাহারে তাহাদিগের সাহায্যার্থ বদ্ধপরিকর না হইতেছে, এবং যদুবংশাবতংস কৃষ্ণ যাবৎ পাণ্ডবগণের রাজ্যের নিমিত্ত যাদব বাহিনী লইয়া পাঞ্চালরাজ-সদনে সমাগত না হইতেছেন; তৎকালমধ্যে আপনি বিক্রম প্রকাশ করুন। যদি পাণ্ডবগণের নিমিত্ত সমস্ত ধনসম্পত্তি, অশেষ ভোগসুখ ও রাজ্য পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে হয়, কৃষ্ণ তাহাতেও কখন পরাঙ্মুখ হইবেন না। হে মহারাজ! বিক্রমই ক্ষত্রিয়দিগের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। দেখুন! মহাত্মা ভরত বিক্রম দ্বারা পৃথিবী জয় করিয়াছেন, এবং ইন্দ্র ত্রিলোকীর আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা ভবদীয় চতুরঙ্গিনী সেনা সমভিব্যাহারে ত্বরায় দ্রুপদের প্রাণ সংহারপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগকে আনয়ন করি। তাহাদিগের প্রতি সাম, দান, ভেদ, এই ত্রিবিধ উপায় প্রযুক্ত করিলেও নিস্ফল হইবে। তাহাদিগকে পরাজয় করিতে কেবল একমাত্র বিক্রমই সাধীয়ান্ উপায় আছে, অতএব বিক্রম প্রকাশ দ্বারা তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া অখণ্ড সাম্রাজ্য নিষ্কণ্টকে সম্ভোগ করুন। মহারাজ! বিক্রম ভিন্ন বিজয় লাভের আর কোন উপযুক্ত উপায়ান্তর লক্ষ্য হয় না।

রাধের বচন শ্রবণানন্তর ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, হে কৃতাস্ত্র মহাপ্রাজ্ঞ সূতনন্দন! ঈদৃশ বিক্রমসম্পন্ন বাক্য প্রয়োগ করা তোমার উপযুক্ত বটে, সন্দেহ নাই, কিন্তু ভীষ্ম,

দ্রোণ, বিদুর, এবং তোমরা দুই জন পুনর্ব্বার মন্ত্রণা করিয়া যাহা আমাদিগের শ্রেয়স্কর বিবেচনা হয়, কর। অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রিদিগকে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

ত্র্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, পাণ্ডগণের সহিত সংগ্রাম করা আমার অত্যন্ত অনভিমত। আমার নিকট ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু উভয়ই তুল্য। গান্ধারীতনয়দিগের সহিত আমার যেরূপ সম্বন্ধ, কুন্তীপুত্রদিগের সহিত তাহার কিছুমাত্র ন্যূন নহে। হে ধৃতরাষ্ট্র! তাহারা আমার, তোমার, দুর্য্যোধনের ও অন্যান্য কৌরবগণের রক্ষণীয়, সুতরাং তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করা সর্ব্বতোভাবে অবিধেয়। বরং অর্দ্ধেক রাজ্য প্রদানপূর্ব্বক সন্ধি স্থাপন করা উচিত, কারণ ইহা তাহাদিগেরও পৈতৃক রাজ্য। বৎস দুর্য্যোধন! তুমি যেমন মনে করিতেছ, ইহা আমার পৈতৃক রাজ্য, পাণ্ডবেরাও সেইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকে। যদি সেই মহাযশা পাণ্ডবেরা রাজ্য প্রাপ্ত না হয়েন, তবে তুমি কোন্ শাস্ত্রানুসারে রাজ্য লাভ করিবে? এবং তোমাদের পর ভরতবংশে যে সকল রাজকুমারেরা জন্ম গ্রহণ করিবে, তাহারাই বা কিরূপে প্রাপ্ত হইবে? অথবা যেমন তুমি ধর্ম্মতঃ রাজ্য লাভ করিয়াছ, তাহারাও ইতিপূর্ব্বে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, অতএব বিবাদে প্রয়োজন নাই, সৌহার্দ্দপূর্ব্বক তাহাদিগকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিলেই উভয় পক্ষের মঙ্গল, ইহার অন্যথাচরণ করিলে আমাদিগের অত্যন্ত অহিত কর্ম্ম করা হইবে, এবং তোমারও অতিমাত্র অকীর্ত্তি ঘোষণা হইবে। অতএব হে তাত! কীর্ত্তি রক্ষণে যত্নবান্ হও, কীর্ত্তিই মানবজাতির অসাধারণ বল। কীর্ত্তিবিহীন মনুষ্যের জীবন ধারণ করা কেবল বিড়ম্বনামাত্র। যদবধি কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ থাকে, তাবৎ মনুষ্য সার্থকজন্মা। একবার কীর্ত্তি লোপ হইলে লোক জন্মের মত উৎসন্ন হইয়া যায়। অতএব হে মহাবাহো! তোমার ও ত্বদীয় পূর্ব্বপুরুষগণের অনুরূপ কীর্ত্তি-রক্ষারূপ কুলোচিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। পৃথা ও তৎপুত্রেরা ভাগ্যবলে জীবিত রহিয়াছেন, পাপাত্মা পুরোচনের দুষ্টাভিসন্ধি সিদ্ধ না হইতেই সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। যদবধি পাণ্ডবদিগের দাহবৃত্তান্ত প্রচারিত হইয়াছে, তৎকাল পর্য্যন্ত আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারি না। কুন্তীর তাদৃশী দুরবস্থা শ্রবণে সকলে তোমাতেই দোষারোপ করিয়া থাকে, পুরোচনকে অণুমাত্র দোষী বিবেচনা করে না। অতএব এক্ষণে পাণ্ডবদিগের জীবিকা নির্দ্ধারণ ও তাহাদিগের আনয়ন তোমার দোষ ক্ষালনের একমাত্র উপায় আছে। হে কুরুনন্দন! পাণ্ডবেরা জীবিত থাকিতে স্বয়ং ইন্দ্রও তাহাদিগের পৈতৃক অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। রাজ্যে উভয়েরই তুল্যাধিকার আছে বটে, কিন্তু বিশেষ এই যে, তাহারা সকলেই এক মতাবলম্বী, ধর্ম্মনিরত ও অধর্ম্মপরাঙ্মুখ। অতএব যদি ধর্ম্ম রক্ষা করা কর্ত্তব্য হয়, আমার প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান করা উচিত বোধ হয় এবং আত্মকুশলের অভিলাষ থাকে, তবে পাণ্ডবদিগকে অর্দ্ধ রাজ্য প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

চতুরধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, মহারাজ! শাস্ত্রে শ্রবণ করিয়াছি, মন্ত্রণার্থ আনীত হিতৈষী পুরুষদিগের ধর্ম্মার্থসঙ্গত ও যশস্কর কথা কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। এবিষয়ে মহাত্মা ভীষ্মের যে মত, আমারও সেই মত। কুন্তীপুত্রদিগকে রাজ্যভাগ প্রদান করাই বিধেয়, ইহা হইলেই সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা পায়। অতএব হে মহারাজ! পাণ্ডবদিগের নিমিত্ত প্রভূত রত্ন প্রদানপূর্ব্বক কোন এক প্রিয়দর্শন

ব্যক্তিকে অবিলম্বে দ্রুপদসন্নিধানে প্রেরণ কর। সেই ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়া দ্রুপদকে বলুক যে, আপনার সহিত সম্বন্ধ লাভে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পরম সৌভাগ্য বোধ করিয়াছেন। তুমি ও দুর্য্যোধন উভয়েই এবিষয়ে সাতিশয় প্রীত হইয়াছ, ইহাও যেন দ্রুপদ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট বারংবার উল্লেখ করে। তৎপরে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরাদি ও মাদ্রীতনয় নকুল সহদেবকে পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা করিয়া স্বজনসম্বন্ধের ঔচিত্য ও প্রিয়ত্ব কীর্ত্তন করিবে। হে রাজেন্দ্র! আপনার আদেশানুসারে ঐ পুরুষ সুবর্ণময় শুভ্র বহুবিধ আভরণ দ্রৌপদী, দ্রুপদতনয় ও কুন্তীর সহচরীদিগকে সমর্পণ করুক। দ্রুপদ ও পাণ্ডবদিগকে এইরূপ সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগ করিয়া পরিশেষে পাণ্ডবদিগের আগমনের কথা উত্থাপন করুক। দ্রুপদ পাণ্ডবদিগকে প্রত্যাগমনের আদেশ করিলে তাঁহাদিগকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত দুঃশাসন, বিকর্ণ ও সুশোভিত সৈন্যমণ্ডলী গমন করুক। পাণ্ডবেরা আগমনপূর্ব্বক প্রকৃতিগণ কর্ত্তৃক অনুমত হইয়া তোমার সহিত পৈতৃক পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। হে মহারাজ! ভীষ্ম ও আমার মত এই যে, আপনি স্বাত্মজতুল্য পাণ্ডবদিগের প্রতি এইরূপ উপায় প্রয়োগ করেন।

কর্ণ কহিলেন, মহারাজ! আপনি যাঁহাদিগকে সর্ব্বদা অর্থ মান দ্বারা সৎকার করিয়া থাকেন, এবং সর্ব্ব কার্য্যে যাঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করেন, সেই ভীষ্ম ও দ্রোণ আপনাকে সমন্ত্রণা প্রদান করিলেন না, ইহা অপেক্ষা অদ্ভুত ব্যাপার আর কি আছে। যিনি দুষ্ট মন ও প্রচ্ছন্ন অন্তঃকরণ দ্বারা অন্যকে হিতোপদেশ দেন, তিনি কিরূপে সাধুসম্মত হইতে পারেন। হিতার্থে হউক বা অহিতার্থে হউক, অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইলে মিত্রলাভ হওয়া দুর্ঘট। অর্থবান্ ব্যক্তি কৃতপ্রজ্ঞ হউন বা অকৃতপ্রজ্ঞ হউন, বালক হউন বা বৃদ্ধই হউন, সহায়সম্পন্ন হউন বা অসহায় হউন, সর্ব্বত্র সমুদায় লাভ করিতে পারেন।

এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, পূর্ব্ব কালে রাজগৃহ-নামক নগরে মগধ-রাজবংশীয় অমুবীচ-নামা এক রাজা ছিলেন। ইন্দ্রিয়বিকল ও শ্বাস রোগগ্রস্ত সেই ভূপাল কেবল অমাত্যগণের সাহায্যে সমুদায় রাজ্যকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। মহাকর্ণি নামে তাঁহার এক মন্ত্রী ছিল। ঐ মূর্খ মন্ত্রী রাজ্যমধ্যে একাধিপত্য লাভ ও আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা বলসম্পন্ন অনুমান করিয়া নানাপ্রকারে অবনিপালকে অবমাননা করিতে লাগিল এবং ভূপালভোগ্য অঙ্গনারত্ন ও ধনসম্পত্তি সমুদায় স্বয়ং সর্ব্বতোভাবে অধিকার করিল। এই সমস্ত অধিকার করিয়াও সেই লুব্ধপ্রকৃতি মন্ত্রীর অন্যান্য বস্তু লাভে লোভবৃত্তি পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। প্রভুর সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়াও তাহার উদর পূর্ত্তি হইল না। পরিশেষে সমস্ত রাজ্যসম্পত্তি হস্তগত করিবার নিমিত্ত লোলুপ হইল। আমরা শুনিয়াছি যে, ঐ মন্ত্রী বহুবিধ কৌশল করিয়াও তদীয় রাজ্যাধিকার অধিকার করিতে পারিল না। ইহাতে বুঝা গেল যে, তাঁহার সেই পুরুষেন্দ্রতা কোন অনির্ব্বচনীয় কারণ-প্রযুক্ত হইবে সন্দেহ নাই। অতএব হে মহারাজ! যদি ভাগ্যে থাকে, তবে সমুদায় লোক বিরোধী হইলেও আপনি অনায়াসে রাজ্য লাভ করিবেন; নতুবা একান্ত যত্ন করিলেও রাজ্য লাভ হওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিবে। এক্ষণে মন্ত্রিগণের সাধুতা ও অসাধুতা পর্য্যালোচনা করিয়া দুষ্টের ও সতের বাক্য বিবেচনা করুন।

দ্রোণ কহিলেন, কর্ণ! বুঝিলাম, তুমি কেবল আপনার মনোগত ভাবদোষে এই

কথার উল্লেখ করিতেছ। হে দুষ্ট! তুমি পাণ্ডবদিগের নিমিত্ত রাজার নিকট আমাদিগের প্রতি দোষারোপ করিতেছ। হে কর্ণ! আমি পরম হিতকর বাক্য কহিয়াছি, তুমি সেই বাক্যকে দুষ্ট বাক্য কহিতেছ, যদি ইহা অপেক্ষা কোন সুপরামর্শ প্রদান করিতে পার, কর, কিন্তু আমার মতে ইহার অন্যথা করিলেই কুরুবংশ সমূলে ধ্বংস হইবে, সন্দেহ নাই।

পঞ্চাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ! বান্ধবগণ আপনাকে অবশ্যই হিতোপদেশ প্রদান করিবেন, কিন্তু আপনার শ্রবণেচ্ছা না থাকিলে সেই বাগ্‌জাল সকলই বিফল হইবে। কুরুপ্রধান ভীষ্ম আপনাকে প্রিয় ও হিতবাক্যে উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু আপনি তাহা গ্রহণ করিলেন না, এবং দ্রোণও বহুতর শ্রেয়স্কর কথা কহিয়াছিলেন, কিন্তু রাধাপুত্র কর্ণ তাহা আপনার হিতকর বিবেচনা করিলেন না। এক্ষণে এই দুই পুরুষসিংহ অপেক্ষা কোন্ ব্যক্তি অধিক বুদ্ধিমান্ ও আপনার পরম মিত্র ইহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। ইহাঁরা বিদ্যা, বুদ্ধি ও বয়ঃক্রমে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তোমার ও যুধিষ্ঠিরাদির প্রতি সমভাবে স্নেহ করিয়া থাকেন। ইহাঁরা সত্যাচরণ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে দাশরথি রাম ও গয় অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন। ইহাঁরা পূর্ব্বে কদাচ আপনাকে অহিত বাক্যে উপদেশ দেন নাই এবং আপনার কোনরূপ অনিষ্ট চেষ্টা পাইয়াছেন, ইহাও লক্ষ্য হয় না, অতএব এক্ষণে দ্রোণ ও ভীষ্ম মহারাজের অশুভ সংকল্পে মন্ত্রণা করিবেন, ইহা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। এই জীবলোকে এই দুই ব্যক্তিই অধিকতর প্রাজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠ, সুতরাং ইহাঁরা আপনাকে কখন কুটপরামর্শ প্রদান করিবেন না। আর ইহাঁরা অর্থলোলুপ হইয়া অন্যতর পক্ষে পক্ষপাত প্রদর্শনপূর্ব্বক মন্ত্রণা করিবেন, ইহাও নিতান্ত অসম্ভব। অতএব হে মহারাজ! আপনকার পক্ষে ইহাই শ্রেয়ঃকল্প বোধ হইতেছে। দুর্য্যোধনপ্রভৃতি যেমন আপনার পুত্র, পাণ্ডবেরাও তদ্রূপ পুত্রস্থানীয় সন্দেহ নাই। যাঁহারা এই বৃত্তান্ত সম্যক্ না জানিয়া পাণ্ডবপক্ষে কুমন্ত্রণা প্রদান করিবেন, সেই মন্ত্রী কোন অংশে সাধুদর্শী নহেন। কিন্তু যদি আপনি স্বীয় সন্তানগণের নিমিত্ত অন্তঃকরণে কোন বিশেষ অভিসন্ধি করিয়া থাকেন, আর মন্ত্রীরা যদি তাহা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনার হিতানুষ্ঠান করা হইবে না। মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য এই নিমিত্ত আপনার মনোগত ভাব জিজ্ঞাসা করেন নাই।

হে মহারাজ! ইহাঁরা যে পাণ্ডবদিগের অজেয়ত্ব কীর্ত্তন করিলেন, তাহার যাথার্থ্য-বিষয়ে কোন সন্দেহ করিবেন না, আপনার মঙ্গল হউক! দেবরাজ ইন্দ্র কি সেই শ্রীমান্ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারেন? অযুত মাতঙ্গতুল্য বলশালী ভীমসেনকে দেবতারাও সংগ্রামে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। কোন্ ব্যক্তি জীবনেচ্ছা সত্ত্বে সেই যমসদৃশ যমজ নকুল সহদেবকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে অগ্রসর হইবে? ধৈর্য্য, ক্ষমা, সত্য ও দয়াগুণে অলঙ্কৃত পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে রণে সহ্য করে এমন লোক ত্রিজগতে লক্ষ্য হয় না। বিশেষতঃ বলদেব ও সাত্যকি যাঁহাদিগের পক্ষ, বাসুদেব মন্ত্রী, পাঞ্চালরাজ শ্বশুর এবং মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গ শ্যালক, সেই দুর্জ্জয় পাণ্ডবেরা যুদ্ধে কাহাকে না পরাজয় করিতে পারেন? অতএব এক্ষণে তাঁহাদিগকে নিতান্ত দুর্জ্জয় বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মানুসারে পৈতৃক ধন বিভাগ করিয়া দিন। অদ্য পাণ্ডবদিগের প্রতি অনুগ্রহ

প্রকাশ করিয়া পুরোচনকৃত যে মহতী অকীর্ত্তি ত্বৎকৃত বলিয়া লোকবিদিত হইয়াছে, তাহা ক্ষালন করুন। পাণ্ডবগণের প্রতি অনুগ্রহ ও তাঁহাদিগের জীবন আমাদিগের ক্ষত্রিয়-জাতির সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। পূর্ব্বে মহারাজ দ্রুপদের সহিত আমাদিগের বৈরভাব ছিল, এক্ষণে তাঁহাকে সংগ্রহ করিলেও স্বপক্ষের মঙ্গল করা হইবে। যাদবেরা বহুসংখ্যক ও মহাবলপরাক্রান্ত, বিশেষতঃ যে পক্ষে কৃষ্ণ তাঁহারাও সেই পক্ষে অবশ্যই থাকিবেন, সুতরাং যে পক্ষে কৃষ্ণ তৎপক্ষে নিশ্চয়ই জয় লাভ হইবে। হে রাজন্! যে কার্য্য সন্ধিদ্বারা সম্পাদন করিতে পারা যায়, কোন্ হতভাগ্য ব্যক্তি তাহার নিমিত্ত বিগ্রহ করিতে উদ্যত হইয়া থাকে!

মহারাজ! পৌর ও জানপদবর্গ, পাণ্ডবেরা জীবিত আছেন শুনিয়া, তাঁহাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত অতিমাত্র উৎসুক হইয়াছে, এক্ষণে তাহাদিগের প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করুন। দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি, ইহারা নিতান্ত অধার্ম্মিক, দুর্বুদ্ধি ও বালক, ইহাদিগের কথায় কর্ণপাত করিও না। আমি পূর্ব্বেই ত কহিয়াছি, দুর্য্যোধনের অপরাধে এই সুবিস্তীর্ণ রাজবংশ উচ্ছিন্ন হইবে।

ষড়ধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর! শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ও মহর্ষি দ্রোণ ইহাঁরা আমাকে শ্রেয়স্কর বিষয়েই উপদেশ দিয়াছেন, আর তুমি যাহা কহিতেছ, তাহাও অভ্রান্ত বটে। সংসারে কুন্তীপুত্রগণ যেমন পাণ্ডুর পুত্র, ধর্ম্মতঃ আমারও সেইরূপ পুত্রস্থানীয় সন্দেহ নাই, মৎপুত্রগণ যেমন এই রাজ্যের অধিকারী, তদ্রূপ পাণ্ডবেরাও অধিকারী সংশয় কি? অতএব হে বিদুর! তুমি যাও, সৎকার প্রদর্শনপূর্ব্বক কুন্তী ও দেবরূপিণী দ্রৌপদী সমভিব্যাহারে পাণ্ডুনন্দনদিগকে আনয়ন কর। আমাদিগের ভাগ্যবলে কুন্তী ও পাণ্ডবেরা জীবিত আছেন এবং আমাদিগের ভাগ্যবলেই তাঁহারা দ্রুপদকন্যা দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছেন। আমাদিগের কি সৌভাগ্য! যে দুর্ম্মন্ত্রী পুরোচন পাণ্ডবদিগের অপকার করিতে যাইয়া স্বয়ং পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ বিদুর, ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে বিবিধ রত্ন ও ধনসম্পত্তি গ্রহণপূর্ব্বক দ্রুপদ ও পাণ্ডবদিগের সন্নিধানে উপনীত হইয়া দ্রুপদকে সংবর্দ্ধনা করিলেন। মহারাজ দ্রুপদও ধর্ম্মপথ অনুসরণ করিয়া সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক বিদুরকে ন্যায়ানুসারে অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর বিদুর বাসুদেব ও পাণ্ডবগণকে নয়নগোচর করিয়া স্নেহভরে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কুশল প্রশ্ন করিলেন। তাঁহারাও যথাক্রমে বিদুরের পূজা করিলেন। তৎপরে মহাত্মা বিদুর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশক্রমে বারংবার সস্নেহ কুশল প্রশ্ন করিয়া তাঁহাদিগকে বিবিধ রত্ন ও বহুবিধ ধন প্রদান করিলেন। তদনন্তর কুন্তী, দ্রৌপদী ও দ্রুপদপুত্রদিগকে এবং পাণ্ডবগণকে যথাদত্ত ধন ও অলঙ্কার প্রদান করিয়া কেশব ও পাণ্ডবসন্নিধানে বিনীত বচনে দ্রুপদকে কহিলেন, মহারাজ! আমি যাহা নিবেদন করিতেছি, আপনি, আপন পুত্রগণ, ও আমাত্যবর্গ, সকলেই শ্রবণ করুন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পুত্র ও অমাত্য সহিত সাতিশয় প্রীত হইয়া বারংবার আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; আর তিনি আপনার সহিত এই সম্বন্ধ হওয়াতে নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়াছেন; শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ও কৌরবগণ আপনার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এবং আপনার প্রিয় সখা ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণ, আপনাকে উদ্দেশে আলিঙ্গন করিয়া কুশল প্রশ্ন করি-

য়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র ও কৌরবেরা আপনার সহিত সম্বন্ধ লাভে আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিয়াছেন। হে যজ্ঞসেন! তাঁহারা এই সম্বন্ধে সংযত হইয়া যাদৃশ প্রীত হইয়াছেন, ইহা অপেক্ষা তাঁহাদিগের পক্ষে রাজ্যলাভও তাদৃশ প্রীতিকর নহে। এক্ষণে এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া পাণ্ডবগণকে তথায় গমন করিতে আদেশ করুন। কুরুবংশীয়েরা পাণ্ডুনন্দনদিগকে সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত সাতিশয় উৎসুক আছেন। কুন্তী ও পাণ্ডবেরা বহু দিবসাবধি প্রবাসে আছেন, সুতরাং ইহাঁরাও রাজধানী দর্শন করিতে উৎসুক হইয়া থাকিবেন। পুরবাসী ও জনপদবাসী লোকেরা এবং কৌরবমহিলাগণ পাঞ্চালী দ্রৌপদীকে দেখিবার নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতেছেন। অতএব আপনি অনতিবিলম্বে সস্ত্রীক পাণ্ডবগণকে গমন করিতে আদেশ করুন। এবিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। ইহাঁরা তথায় গমন করিলে আমি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কতিপয় দ্রুতগামী দূত প্রেরণ করিব। তাহারা দ্রৌপদী, কুন্তী ও পাণ্ডুনন্দনদিগকে পুনরায় লইয়া আসিবে।

বিদুরাগমন পর্ব্ব সমাপ্ত।

রাজ্যলাভ পর্ব্বাধ্যায়।

সপ্তাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

দ্রুপদ কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর! তুমি যাহা কহিলে ইহা যথার্থ, কৌরবগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ হওয়াতে আমারও যথেষ্ট পরিতোষ জন্মিয়াছে। আর মহাত্মা পাণ্ডবগণেরও স্বদেশে গমন করা আমার মতে উচিত। কিন্তু আমি স্বয়ং ইহাঁদিগকে এ স্থান হইতে বিদায় করিতে পারি না। যাহা হউক, যদি মহাত্মা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, পুরুষশ্রেষ্ঠ নকুল ও সহদেব তথায় গমন করিতে মানস করেন এবং ইহাঁদের পরম প্রিয়কারী ধর্ম্মাত্মা বলদেব ও বাসুদেবের ইহাতে সম্মতি থাকে, তাহা হইলে স্বরাজ্যে গমন করুন; তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই।

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে রাজন! আমি এবং আমার অনুজগণ আপনারই অধীন, অতএব আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহা আমাদের শিরোধার্য্য ও অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য। কৃষ্ণ কহিলেন, পাণ্ডবগণের স্বদেশগমনে আমার সম্পূর্ণ মত আছে, অথবা সর্ব্ব-ধর্ম্ম-বিৎ মহারাজ দ্রুপদের যে মত আমারও সেই মত।

দ্রুপদ কহিলেন, মহাবাহু পুরুষশ্রেষ্ঠ বাসুদেব যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন, তদ্বিষয়ে আমারও সম্পূর্ণ মত আছে। মহাভাগ পাণ্ডবগণ আমার ও কৃষ্ণের উভয়েরই সুহৃৎ, বিশেষতঃ পুরুষোত্তম বাসুদেব পাণ্ডবগণের যেরূপ মঙ্গল চিন্তা করেন, মহাত্মা যুধিষ্ঠির স্বয়ং সেরূপ করিতে পারেন না।

পাণ্ডবগণ এইরূপে দ্রুপদ কর্ত্তৃক স্বরাষ্ট্র গমনে সমনুজ্ঞাত হইয়া কৃষ্ণা ও যশস্বিনী কুন্তীকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণ ও বিদুরের সমভিব্যাহারে পরম সুখে হস্তিনা নগরে গমন করিলেন, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুনন্দনগণ আগমন করিতেছেন শুনিয়া তাঁহাদের প্রত্যুদ্গমনের নিমিত্ত কৌরবগণ এবং ধনুর্দ্ধর বিকর্ণ, চিত্রসেন, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যকে পাঠাইলেন। মহাবলপরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ সেই সমুদয় জনগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া ক্রমে ক্রমে হস্তিনাপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা নগরে প্রবেশ করিবামাত্র নগরের সমস্ত লোক সাতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইল। তখন সমাগত যাবতীয় প্রিয়চিকীর্ষু পুরবাসিগণ মহাত্মা পাণ্ডুতনয়দিগকে নানাপ্রকার স্তব করিতে লাগিল। তা-

হারা কহিল, এই সেই ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষশ্রেষ্ঠ পুনর্ব্বার আগমন করিতেছেন, যিনি আমাদিগকে স্বীয় পুত্রের ন্যায় ধর্ম্মানুসারে প্রতিপালন করেন। এই ধর্ম্মাত্মা এখানে আসাতে বোধ হইতেছে যেন, সেই লোকপ্রিয় মহারাজ পাণ্ডু আমাদের হিত সাধনার্থে বন হইতে প্রত্যাগত হইলেন। আহা! আজি পাণ্ডুতনয়গণ নগরে পুনরাগত হওয়াতে আমাদের কিপর্য্যন্ত আহ্লাদ হইতেছে! আমরা যদি কখন দান করিয়া থাকি, যদি হোম করিয়া থাকি এবং যদি তপস্যা করিয়া থাকি; তবে সেই পুণ্যফলে পাণ্ডুনন্দনগণ শতায়ু হইয়া এই নগরে বাস করুন।

তদনন্তর পাণ্ডুতনয়গণ জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র ও পিতামহ ভীষ্ম এবং অন্যান্য গুরু জনের পাদ বন্দন করিলেন। পৌরগণ তাঁহাদিগকে কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। পরিশেষে তাঁহারা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডুনন্দনগণ কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলে পর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া আনিলেন। ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস কৌন্তেয়! তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত আমার বাক্য শ্রবণ ও তাহার মর্ম্ম বিবেচনা কর। তোমরা রাজ্যের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করত খাণ্ডবপ্রস্থে গিয়া বাস কর, তাহা হইলে দুর্য্যোধনাদির সহিত তোমাদিগের পুনরায় বিবাদ হইবার আর সম্ভাবনা নাই। যেমন সুরপতি দেবগণকে রক্ষা করেন, অর্জ্জুন খাণ্ডবপ্রস্থে তোমাদিগকে সেইরূপ রক্ষা করিলে আর কেহই তোমাদের অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

পাণ্ডবগণ অর্দ্ধ রাজ্য প্রাপ্তির অনুমতি পাইয়া রাজাজ্ঞা স্বীকার ও তদীয় চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃষ্ণ সমভিব্যাহারে অরণ্যপথে খাণ্ডবপ্রস্থে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদিগের আগমনে খাণ্ডবপ্রস্থ অলঙ্কৃত ও সুরনগরীর ন্যায় সুশোভিত হইল। তৎপরে তাঁহারা কোন পবিত্র স্থানে শান্তিকার্য্য সমাধা করিয়া নগরের পরিমাণ করিতে লাগিলেন। ঐ নগর সমুদ্রসদৃশ পরিখা দ্বারা অলঙ্কৃত; পাণ্ডুবর্ণ মেঘমালা ও হিমরশ্মির ন্যায় গগনস্পর্শী প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত; শ্বেতনাগ সমাবৃত পাতাল-গঙ্গা ভোগবতীর ন্যায় সুশোভিত; গরুড়ের ন্যায় দ্বিপক্ষ দ্বারসমূহ ও পরম রমণীয় সৌধসমূহে সমাকীর্ণ; মন্দর ভূধরের ন্যায় অত্যুন্নত; অস্ত্রশস্ত্র-সুরক্ষিত গোপুরসমুদায়ে সুশোভিত; ভীষণ ভুজঙ্গমাকার শক্তি, তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ, শতঘ্নী, লৌহচক্রপ্রভৃতি অস্ত্রকলাপ, যন্ত্রসমুদায় ও তৎসমূহ দ্বারা অলঙ্কৃত এবং যোধগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত। ঐ নগরমধ্যে সুবিস্তৃত রাজপথসকল সুবিভক্ত রহিয়াছে; কোনপ্রকার দৈবী পীড়া নাই; সুধা-ধবলিত বিবিধ পরমোৎকৃষ্ট ভবনসমুদায় চতুর্দ্দিকে শোভা পাইতেছে। ফলতঃ ইন্দ্রপ্রস্থ-নগর তৎকালে নভোমণ্ডলস্থ বিদ্যুৎসমাবৃত মেঘবৃন্দের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। উহার মধ্যে পরম রমণীয় প্রদেশে কুবের-গৃহ-তুল্য ধনসম্পন্ন কৌরবগৃহ বিরাজিত রহিয়াছে। নগরের চতুর্দ্দিকে আম্র, আম্রাতক, নীপ, অশোক, চম্পক, পুন্নাগ, নাগপুষ্প, লকুচ, পনস, শাল, তাল, তমাল, বকুল, কেতক, প্রাচীনামলক, লোধ্র, অঙ্কোল, জম্বু, পাটল, কুব্জক, অতিমুক্ত, করবীর, পারিজাতপ্রভৃতি ফলপুষ্প-ভরানমিত সুমনোহর বৃক্ষসমুদায়ে পরিপূর্ণ উদ্যানসকল শোভা পাইতেছে। ঐ সমস্ত উদ্যানে মত্ত ময়ূর কোকিলপ্রভৃতি বিবিধ সুকণ্ঠ পক্ষিগণ সর্ব্বদা মধুরস্বরে গান করিতেছে। আদ-

শের ন্যায় স্বচ্ছ বহুবিধ গৃহ, মনোহর লতা-গৃহ ও বিচিত্র চিত্রগৃহসকল উহার মনোহারিণী শোভা সম্পাদন করিতেছে। হংস, বক, চক্রবাক, কারণ্ডবপ্রভৃতি নানাজাতীয় জলচর পক্ষিগণে শোভিত, স্বচ্ছজল-পরিপূর্ণ, পদ্মরেণু-সুবাসিত, বৃহৎ বৃহৎ বাপী, সরোবর, পুষ্করিণী ও তড়াগসমুদায় উহাতে শোভা পাইতেছে। ঐ নগরমধ্যে ক্রমে ক্রমে সর্ব্ব বেদ-বেত্তা ব্রাহ্মণগণ সর্ব্ব-ভাষা-বিশারদ ব্যক্তিগণ, ধনাকাঙ্ক্ষী বণিক্‌গণ, এবং শিল্পোপজীবী সুনিপুণ জনগণ আসিয়া বাস করিতে লাগিল।

পাণ্ডবগণ খাণ্ডবপ্রস্থের পরম রমণীয় শোভা নিরীক্ষণ করিয়া অতিমাত্র প্রীত হইলেন এবং পিতামহ ভীষ্ম ও জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রতুল্য মহাধনুর্দ্ধর পঞ্চ পাণ্ডব বাস করাতে খাণ্ডবপ্রস্থের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর রমণীয়তা পরিবর্দ্ধিত হইল। মহাবীর বাসুদেব ও বলদেব পাণ্ডবদিগকে খাণ্ডবনগরে রাখিয়া তাঁহাদিগের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক দ্বারবতী প্রস্থান করিলেন।

অষ্টাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! মহাসত্ত্ব মহাবল পরাক্রান্ত মদীয় পিতামহগণ রাজ্য লাভানন্তর খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করত কোন্ কোন্ কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ধর্ম্মপত্নী দ্রৌপদী একাকিনী হইয়া কিরূপে তাঁহাদের পাঁচ জনের মনোরক্ষা করিয়াছিলেন, আর তাঁহারা পঞ্চ ভ্রাতাই বা কিপ্রকারে একাকিনী দ্রৌপদীতে অনুরক্ত হইয়া অবিবাদে কাল যাপন করিতেন; এই সমস্ত শ্রবণ করিতে আমার সাতিশয় অভিলাষ হইতেছে, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণা সমভিব্যাহারে খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিতে লাগিলেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাতেজা যুধিষ্ঠির রাজা হইয়া ভ্রাতৃচতুষ্টয় সমভিব্যাহারে ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। সেই শত্রুক্ষয়কারী মহাপ্রাজ্ঞ, সত্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মপরায়ণ, পঞ্চ ভ্রাতা পরমাহ্লাদে তথায় বাস করত রাজাসনে উপবিষ্ট হইয়া সমস্ত পৌরকার্য্য সম্পাদন করিতেন।

একদা তাঁহারা পঞ্চ ভ্রাতা একত্র হইয়া সুখে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। মহাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে উপবেশনার্থ এক মহার্হ আসন প্রদান করিলেন। দেবর্ষি উপবিষ্ট হইলে যথাবিধি অর্ঘ্য প্রদান পুরঃসর তাঁহাকে সৎকার করিলেন। দেবর্ষি পূজা গ্রহণানন্তর পরম প্রীত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসন পরিগ্রহ করিতে অনুমতি করিলেন। ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন দেবর্ষির নিদেশানুসারে আসনে উপবেশন করিয়া দ্রৌপদীসমীপে তদীয় আগমনবার্ত্তা পাঠাইলেন। দ্রুপদরাজ-দুহিতা নারদের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে শুচি ও সুসম্বৃতাঙ্গী হইয়া তাঁহার সমীপে আগমন করিলেন এবং চরণ বন্দনাপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। দেবর্ষিসত্তম নারদ রাজনন্দিনী দ্রৌপদীকে বিবিধপ্রকার আশীর্ব্বাদ করিয়া অন্তঃপুর গমনে অনুমতি করিলেন।

পাঞ্চালরাজতনয়া তথা হইতে গমন করিলে ঋষিশ্রেষ্ঠ নারদ নিভৃতে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ! তোমরা পঞ্চ ভ্রাতা; কিন্তু একাকিনী দ্রুপদতনয়া তোমাদের ধর্ম্মপত্নী; অতএব যাহাতে তোমাদের পরস্পর ভ্রাতৃবিচ্ছেদ

না হয়, এমন কোন উপায় বিধান কর। পূর্ব্ব কালে লোকত্রয়-বিশ্রুত সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দুই ভ্রাতা ছিল। তাহারা অন্যের অবধ্য। ঐ ভ্রাতৃদ্বয়ের পরস্পর এরূপ সৌহার্দ্দ ছিল, যে তাহারা একত্র শয়ন, একত্র উপবেশন ও এক রাজ্য শাসন করিত। কেবল তিলোত্তমার নিমিত্ত বিবাদ করিয়া তাহারা পরস্পরকে সংহার করিয়াছিল। তোমাদের পঞ্চ ভ্রাতারও এক্ষণে পরস্পর যৎপরোনাস্তি সৌহার্দ্দ আছে, অতএব দেখিও যেন বিবাদ না হয়, এই নিমিত্তই আমি কোন সদুপায় স্থির করিতে কহিতেছি।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহর্ষে! আপনি যে সুন্দ ও উপসুন্দের কথা কহিলেন, তাহারা কাহার পুত্র? কি প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছিল? কেনই বা তাহাদের পরস্পর ভেদ হইল? এবং কি করিয়াই বা পরস্পর পরস্পরকে সংহার করিয়াছিল? আর যে অপ্সরা তিলোত্তমার রূপলাবণ্য দর্শনে তাহারা কামান্ধ হইয়া পরস্পরের প্রাণ নাশ করে; সেই অপ্সরাই বা কাহার কন্যা? হে তপোধন! এই সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সবিস্তর বর্ণন করুন।

নবাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির! তুমি ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সেই সুন্দোপসুন্দের পুরাতন ইতিহাস শ্রবণ কর। পূর্ব্ব কালে মহাসুর হিরণ্যকশিপুর বংশে নিকুম্ভ নামে মহাবল পরাক্রান্ত তেজস্বী এক দৈত্য জন্ম গ্রহণ করে। ঐ দৈত্য যাবতীয় দানবগণের অধীশ্বর ছিল। ভীমপরাক্রম ক্রূরমনা সুন্দ ও উপসুন্দ তাহারই পুত্র। ঐ মহাবলপরাক্রান্ত একনিশ্চয় ও এককার্য্যনিরত ভ্রাতৃদ্বয় সর্ব্বদা সমদুঃখসুখ হইয়া কাল যাপন করিত। তাহারা কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করিয়া ভোজন, শয়ন বা গমন করিত না। সতত পরস্পর পরস্পরের প্রিয় কার্য্য করিত এবং পরস্পরকে প্রিয় বাক্য কহিত। ফলতঃ তাহাদিগের দুই ভ্রাতাকে দেখিলে বোধ হইত যেন, এক মূর্ত্তি দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। সেই সহোদরদ্বয় ক্রমে ক্রমে বয়ঃ প্রাপ্ত হইল।

কিয়দ্দিন পরে সুন্দ ও উপসুন্দ ত্রৈলোক্য-বিজয় সঙ্কল্পে দীক্ষিত হইয়া বিন্ধ্য-পূর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিল। সেই জটাবল্কলধারী বীরদ্বয় তপোনুষ্ঠান-কালে ক্ষুৎপিপাসা পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল বায়ু ভক্ষণ ও আপনাদের গাত্রমাংস ছেদন করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিত এবং অনিমিষ-লোচন ও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া চরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে নির্ভর করত দণ্ডায়মান থাকিত। এইরূপে তাহারা বহু কাল কঠোর তপস্যা করিল। বিন্ধ্যাচল তাহাদের অত্যুগ্র তপঃপ্রভাবে তাপিত হইয়া ধূম মোচন করিতে লাগিল।

দেবগণ সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া তাহাদের তপোবিঘ্ন সাধনে যত্নবান্ হইলেন। তাঁহারা কখন বিবিধ রত্ন, কখন বা সুন্দরী স্ত্রী সমুদায় দ্বারা তাহাদিগকে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু তাহারা কিছুতেই বিচলিত হইল না। তখন দেবগণ মায়াজাল বিস্তার করিয়া তাহাদের তপোবিঘ্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একদা তাহারা তপস্যা করিতে করিতে দেখিল, একটা শূলধারী বিকটাকার রাক্ষস তাহাদের মাতা, ভগিনী, পত্নী ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদিগকে প্রাণ সংহারার্থ লইয়া যাইতেছে। রাক্ষসভয়ে তাহাদিগের বসন, ভূষণ ও মাল্যাদি পরিভ্রষ্ট হইল। পরে তাহারা সেই দুই ভ্রাতাকে উদ্দেশ করিয়া "পরিত্রাণ কর,

পরিত্রাণ কর" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিল। সুন্দ ও উপসুন্দ তাহাতেও কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। তদ্দর্শনে সেই সমস্ত স্ত্রীগণ ও রাক্ষস অন্তর্হিত হইল।

তদনন্তর সর্ব্বভূত হিতকারী ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ং সেই মহাসুরদ্বয়ের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে বর প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। দৃঢ়বিক্রম সুন্দ ও উপসুন্দ ভগবান্ কমলযোনিকে সমাগত দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া কহিতে লাগিল, হে পিতামহ! আপনি যদি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর দিন, যেন আমরা সর্ব্বমায়াভিজ্ঞ, সর্ব্বাস্ত্রকোবিদ ও মহাবলপরাক্রান্ত হই; ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণ করিতে পারি এবং উভয়ে অমর হই। ব্রহ্মা কহিলেন, আমি অমরত্বভিন্ন তোমাদের অন্য সমুদায় প্রার্থনায় সম্মত হইলাম। অমরত্ব বিধান করিলে তোমরা দেবতাদিগের সমান হইবে। তোমরা সকলের উপর একাধিপত্য করিব বলিয়া এই কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছ, অতএব তোমাদিগকে অমরত্ব প্রদান করা বিধেয় নহে। তোমরা ত্রৈলোক্য বিজয়ের মানসে তপশ্চরণে সমুদ্যত হইয়াছ, এই নিমিত্ত তোমাদিগকে অমরত্ব প্রদান করিলাম না। তখন সুন্দ ও উপসুন্দ কহিল, হে পিতামহ! যদি আপনি নিতান্তই আমাদিগকে অমর না করেন, তবে এই বর প্রদান করুন যেন, ত্রৈলোক্যস্থ যাবতীয় স্থাবর বা জঙ্গম পদার্থ হইতে আমাদের কোন ভয় না থাকে; কেবল আমরা পরস্পর পরস্পরকে সংহার করিতে পারি। ব্রহ্মা কহিলেন, হে দানবেন্দ্রদ্বয়! আমি তোমাদের প্রার্থনায় সম্মত হইলাম; আমি বর দিতেছি, তোমরা যেরূপ প্রার্থনা করিলে, তোমাদের তদনুরূপ মৃত্যুই হইবে। ভগবান্ কমলযোনি দৈত্যদ্বয়কে এইরূপ অভিমত বর প্রদান দ্বারা কঠোর তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। সুন্দ ও উপসুন্দ ইহারাও সর্ব্ব-লোকপিতামহ ব্রহ্মার বরে সর্ব্ব লোকের অবধ্য হইয়া স্বীয় ভবনে প্রস্থান করিল।

স্বাভিলষিত বর লাভানন্তর প্রত্যাগত ভ্রাতৃদ্বয়কে অবলোকন করিয়া তাহাদের সুহৃদ্বর্গ পরম পরিতুষ্ট হইল। তৎপরে সুন্দ ও উপসুন্দ স্বীয় জটাভার পরিত্যাগপূর্ব্বক মস্তকে কিরীট, অঙ্গে মহার্হ আভরণ এবং দিব্য বসন পরিধান করিল। তৎকালে তাহারা যেন অকাল-কৌমুদীর সার্ব্বকালিক প্রাদুর্ভাব প্রবর্ত্তিত করিল। তাহাদিগের বান্ধবগণ আনন্দসলিলে ভাসমান হইল। স্থানে স্থানে নৃত্যগীত, স্থানে স্থানে বাদ্যোদ্যম, ও স্থানে স্থানে "দীয়তাং" "ভুজ্যতাং" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ হইতে লাগিল। কামরূপী দৈত্যগণ এইরূপে আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া অবিচ্ছিন্ন বিহার দ্বারা শত শত বৎসর এক মুহূর্ত্তের ন্যায় অতিবাহিত করিতে লাগিল।

দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, এইরূপে দৈত্যপুর আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। দানবেন্দ্র সুন্দ ও উপসুন্দ ত্রৈলোক্য জয় করিবার মানসে মন্ত্রণা করিয়া সৈন্যগণকে সুসজ্জিত হইতে আদেশে করিল। তৎপরে তাহারা সুহৃদ্গণ, বৃদ্ধ দৈত্যগণ ও মন্ত্রিগণের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক মঘা-নক্ষত্র-যুক্তা রজনীতে প্রাস্থানিক মঙ্গলাচরণ করত গদা, পাট্টশ, শূল, মুদ্গরপ্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্র-শস্ত্র-ধারিণী দানব-বাহিনী সমভিব্যাহারে যুদ্ধ যাত্রা করিল। গমনকালে চারণগণ মাঙ্গলিক স্তুতি পাঠ করিয়া তাহাদের প্রীতি বর্দ্ধন করিতে লাগিল।

তদনন্তর সেই যুদ্ধ-দুর্ম্মদ কামচারী দানবদ্বয় অন্তরীক্ষে গমন করত দেবগণের ভবনে প্রবেশ করিল। দেবগণ তাহাদের আ-

গমন দেখিয়া এবং ব্রহ্মার বর দানের বিষয় জানিতে পারিয়া স্বর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন। সুন্দ ও উপসুন্দ অনায়াসে ইন্দ্রলোক জয় করিয়া যক্ষ রক্ষঃ প্রভৃতি খেচরগণের প্রাণ নাশ করিতে লাগিল; এবং ক্রমে ক্রমে রসাতলস্থ নাগগণ ও সমুদ্রতীরবাসী ম্লেচ্ছজাতিদিগকে জয় করিল। পরে সমস্ত-মেদিনীমণ্ডল-বিজয়ার্থী মহাবল পরাক্রান্ত দানবদ্বয় স্বীয় সেনাগণকে আহ্বান করিয়া কহিল, দেখ রাজর্ষিগণ মহাযজ্ঞ দ্বারা এবং দ্বিজগণ হব্য কব্য দ্বারা দেবগণের তেজ, বল ও সম্পত্তি পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। চল আমরা সকলে একত্র হইয়া সেই অসুরদ্বেষী দুষ্ট রাজগণ ও ব্রাহ্মণগণের প্রাণ নাশ করি। সুন্দ ও উপসুন্দ সৈন্যগণকে এইরূপ আদেশ করিয়া মহাসমুদ্রের পূর্ব্ব তীরে গমন করিল। তথায় যে সকল ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ করিতেছিলেন, এবং যাঁহারা যজ্ঞ করাইতেছিলেন, তাঁহাদিগকে বিনাশ করিল। সৈন্যগণ তপোধনদিগের আশ্রমস্থিত অগ্নিহোত্র লইয়া জলে নিক্ষেপ করিল। মুনিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দিতে লাগিলেন, কিন্তু ব্রহ্মার বরপ্রভাবে সে শাপ কোন কার্য্যকারক হইল না। যখন তপোধনেরা দেখিলেন, তাঁহাদের শাপ শিলানিক্ষিপ্ত শিলীমুখের ন্যায় ব্যর্থ হইল, তখন তাঁহারা অগত্যা তপোনুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন-পরায়ণ হইলেন। অধিক কি কহিব, পৃথ্বীতলে যে সমস্ত মহর্ষিগণ তপঃসিদ্ধ, দান্ত ও শমপরায়ণ ছিলেন, তাঁহারাও গরুড়ভয়ে ভীত সর্পগণের ন্যায় পলায়ন করিতে লাগিলেন। তাহাদিগের উপদ্রবে আশ্রমসকল ভগ্ন ও কলস শ্রুব প্রভৃতি যজ্ঞীয় দ্রব্য সামগ্রীসকল চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইল। ফলতঃ তৎকালে সমুদায় জগৎ কালগ্রস্তের ন্যায় শূন্যপ্রায় বোধ হইতে লাগিল।

এইরূপে মহর্ষিগণ পলায়ন করিলে সুন্দ ও উপসুন্দ তাঁহাদিগকে বিনাশ করিবার মানসে নানাপ্রকার কৌশল আরম্ভ করিল। তাহারা কখন মদস্রাবী মত্ত কুঞ্জরের রূপ ধারণপূর্ব্বক, দুর্গমধ্যে লুক্কায়িত ঋষিগণকে বধ করিত; কখন সিংহরূপী কখন বা ব্যাঘ্ররূপী হইয়া তপোধনগণের প্রাণ সংহার করিত। সেই দুর্দ্দান্ত দানবদ্বয়ের দৌরাত্ম্যে বহুসংখ্যক নৃপতিগণ ও ব্রাহ্মণগণ প্রাণ ত্যাগ করিলেন। যজ্ঞানুষ্ঠান ও বেদাধ্যয়ন একবারে রহিত হইল; উৎসবের সম্পর্কও রহিল না। চতুর্দ্দিকে কেবল হাহাকার শব্দ, সকলেই ভয়ে কম্পান্বিতকলেবর। ক্রয়-বিক্রয়-ব্যবহার এবং কৃষি গোরক্ষা কার্য্য সমুদায় নিবৃত্ত হইল। দেবকার্য্য, পিতৃকার্য্য ও পুণ্যোদ্বাহ প্রভৃতি শুভ কর্ম্মসকল বিলুপ্তপ্রায় এবং নগর ও আশ্রম সমুদায় উৎসন্ন হইয়া গেল। চতুর্দ্দিকে কেবল অস্থি ও কঙ্কাল দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে ভূমণ্ডল একবারে দুষ্প্রেক্ষ্য হইয়া উঠিল। চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণ, তারাসমুদায়, নক্ষত্রমণ্ডল ও অন্যান্য দেবগণ সেই ক্রূরকর্ম্মা দানবদ্বয়ের নৃশংসাচরণ দর্শনে বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। এইরূপে সুন্দ ও উপসুন্দ ক্রূর কর্ম্ম দ্বারা সমস্ত দিক্ বিজয় করিয়া নিষ্কণ্টকে কুরুক্ষেত্রে বাস করিতে লাগিল।

একাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, তদনন্তর সমস্ত দেবর্ষিগণ, সিদ্ধগণ ও পরমর্ষিগণ সুন্দোপসুন্দকৃত সেই উপদ্রব দর্শনে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন। ঐ সকল জিতক্রোধ, জিতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয়গণ জগতের দুরবস্থা দর্শনে অনুকম্পা-পরতন্ত্র হইয়া ব্রহ্মার ভবনে গমন করিলেন। তথায় দেখিলেন, সর্ব্বলোক-পিতামহ ভগবান্ কমলাসন দেবগণের সহিত সুখে উপবিষ্ট রহিয়াছেন,

সিদ্ধগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তখন দেবাদিদেব মহাদেব, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ্র, ঋষিগণ, বৈখানসগণ, বালিখিল্যগণ, ও মরীচিপায়ী বানপ্রস্থগণ পিতামহের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। মহর্ষিগণ তথায় গমন করিয়া অতি কাতর স্বরে সুন্দোপসুন্দকৃত উপদ্রব বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন। তখন দেবগণ, সিদ্ধগণ ও পরমর্ষিগণও ঐ দানবদ্বয়ের দৌরাত্ম্য-বৃত্তান্ত পিতামহকে জানাইলেন।

ভগবান্ কমলাসন তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণানন্তর কর্ত্তব্য বিষয়ে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করত সুন্দ ও উপসুন্দকে সংহার করিবার বাসনায় বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন সর্ব্বলোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কামিনী নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা যে আজ্ঞা বলিয়া ব্রহ্মার বাক্য স্বীকার ও তাঁহাকে নমস্কার করিয়া পুনঃপুনঃ চিন্তা করত তাঁহার আজ্ঞানুরূপ রমণী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ত্রিলোকমধ্যে কি স্থাবর কি জঙ্গম যে কোন বস্তু অতীব রমণীয় বলিয়া খ্যাত, বিশ্ববিৎ বিশ্বকর্ম্মা সেই সমস্ত বস্তু তথায় আনয়ন করিলেন। তিনি নির্ম্মাণকালে সেই কামিনীর গাত্রে কোটি কোটি রত্ন সন্নিবেশিত করিলেন। বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিত রত্নসংঘাত-খচিত সেই কামিনী ত্রিলোকস্থ সমস্ত মহিলাগণের অধিক্ষেপস্বরূপ হইল। তাহার গাত্রে এমন একটিও স্থান ছিলনা যে, দর্শকগণের দৃষ্টি যে স্থানে পতিত হইলে আসক্ত না হয়। ফলতঃ মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীরূপা সেই কামিনী সর্ব্ব-ভূতের মনোনয়ন-হারিণী হইলেন। ঐ লোকললামভূতা ললনা রত্নসমূহের তিল তিল অংশ লইয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার নাম তিলোত্তমা রাখিলেন। তিলোত্তমা ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, ভগবন্! কিনিমিত্ত আমাকে সৃষ্টি করিলেন, আজ্ঞাকরুন্। ব্রহ্মা কহিলেন, তিলোত্তমে! তুমি দানবরাজ সুন্দ ও উপসুন্দের সমীপে গমনপূর্ব্বক স্বীয় রূপসম্পত্তি দ্বারা তাহাদিগকে এইরূপে প্রলোভিত কর, যেন, তাহারা তোমার অলোকসামান্য রূপলাবণ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া পরস্পর বিরোধ করে।

তিলোত্তমা যে আজ্ঞা বলিয়া পিতামহকে নমস্কার করিল, এবং দেবগণকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। দেবসভায় ভগবান্ বিষ্ণু পূর্ব্বমুখে, মহেশ্বর দক্ষিণমুখে, অন্যান্য দেবগণ উত্তরমুখে এবং ঋষিগণ সর্ব্বতোমুখে উপবিষ্ট ছিলেন। তিলোত্তমা অতি সাবধনতাপূর্ব্বক ভগবান্ মহাদেব ও ইন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিল। প্রদক্ষিণকালে সে মহাদেবের দক্ষিণ পার্শ্বে গমন করিলে তদীয় অলোকসামান্য লাবণ্য দর্শনার্থ দক্ষিণ দিকে তাঁহার এক মুখ নির্গত হইল, পশ্চাৎ ভাগে গমন করিলে পশ্চাৎ ভাগে আর এক মুখ নির্গত হইল এবং উত্তর দিকে গমন করিলে সে দিকেও আর একটি মুখ নির্গত হইল। ভগবান্ পুরন্দরেরও সর্ব্বাঙ্গে অতি বিশাল সহস্র লোচন আবির্ভূত হইল। এইরূপে পূর্ব্ব কালে ভগবান্ মহাদেব চতুর্ম্মুখ এবং বলনিসূদন ইন্দ্র সহস্রলোচন হইয়াছিলেন। অধিক কি বলিব, তৎকালে সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা ব্যতীত তত্রস্থ সমস্ত দেবগণ ও ঋষিগণ তিলোত্তমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। এইরূপে তিলোত্তমা দেবগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া সুন্দ ও উপসুন্দকে প্রলোভিত করিতে গমন করিল। তিলোত্তমা গমন করিলে দেবগণ ও পরমর্ষিগণ তাহার অতীব রমণীয় রূপলাবণ্য স্মরণ করিয়া পিতামহের অভিসন্ধি সিদ্ধপ্রায় বিবেচনা করিলেন।

পরিশেষে ভগবান্ ভূতভাবন কমলযোনি সমস্ত ঋষিগণ ও দেবগণকে বিদায় করিলেন।

দ্বাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন; এদিকে দানবরাজ সুন্দ ও উপসুন্দ স্বীয় বাহুবলে ত্রিভুবন-বিজয়-কার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়া নিষ্কণ্টক হইল। দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, নাগ, রাক্ষস ও ভূপতিগণের সমস্ত রত্নজাত অপহরণপূর্ব্বক পরমাহ্লাদে কালাতিপাত করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা যখন দেখিল যে, ত্রিলোকমধ্যে কেহই তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, তখন একবারে যুদ্ধাদি চেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল উত্তমোত্তম স্ত্রী, মাল্য, গন্ধ, ভক্ষ্য, ও পানীয়প্রভৃতি বিবিধ মনোহর উপভোগ্য বস্তু ভোগ করত অমরের ন্যায় কখন অন্তঃপুরোদ্যানে কখন পর্ব্বতে কখন বনে কখন বা অন্যান্য অভিলষিত স্থানে বিহার করিতে লাগিল।

একদা ঐ দানবদ্বয় বিহারার্থ সমশিলাতলসম্পন্ন ও নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পে সুশোভিত পাদপপুঞ্জে পরিপূর্ণ বিন্ধ্যপর্ব্বতের প্রস্থদেশে গমন করিল। পরিচারকগণ তথায় সর্ব্বপ্রকার ভোগ্য বস্তু প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। তখন সুন্দ ও উপসুন্দ সন্তুষ্টচিত্তে কামিনীগণ সমভিব্যাহারে মহামূল্য আসনে উপবিষ্ট হইল, এবং রমণীগণ নৃত্য, গীত, বাদ্য ও স্তুতিবাদ দ্বারা তাহাদিগকে আহ্লাদিত করিতে লাগিল। ঐ সময়ে বরবর্ণিনী তিলোত্তমা সূক্ষ্ম রক্তাম্বর পরিধান ও মনোহারিণী বেশভূষা ধারণপূর্ব্বক ঐ পর্ব্বতস্থ কাননে পুষ্প চয়ন করিতে আরম্ভ করিল। সে নদীতীরজাত কর্ণিকারসকল চয়ন করিয়া অল্পে অল্পে সুন্দোপসুন্দ-সমীপে সমুপস্থিত হইল। দানবদ্বয় তৎকালে সুরাপানে মত্ত হইয়াছিল। চারুহাসিনী তিলোত্তমা তাহাদের নয়নগোচর হইবামাত্র উভয়েই এককালে কন্দর্পশরে জর্জ্জরিত হইল। তখন তাহারা দুই জনেই তিলোত্তমা গ্রহণাভিলাষে আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাহার নিকট গমন করিয়া, সুন্দ তাহার দক্ষিণকর ও উপসুন্দ বামকর ধারণ করিল। বরপ্রদান-মদ, ধনমদ, বলমদ এবং সুরাপান-মদপ্রভৃতি নানা মদে মত্ত এবং কন্দর্প-শরে জর্জ্জরিত সেই দানবদ্বয় ভ্রুকুটি বন্ধনপূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরকে কহিতে লাগিল। সুন্দ কহিল, এ আমার ভার্য্যা, সুতরাং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী বলিয়া তোমার গুরু হইল। উপসুন্দ কহিল, এ আমার ভার্য্যা, সুতরাং কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী বলিয়া তোমার বধূ হইল। এইরূপে এ আমার ভার্য্যা তোমার নয়, আমার ভার্য্যা তোমার নয়, এই কথা বারংবার কহিতে কহিতে তাহারা কামে মোহিত হইয়া চির পরিচিত সৌভ্রাত্র ও সৌহার্দ্দে এককালে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক ক্রোধভরে উভয়ে ভয়ঙ্কর গদা গ্রহণ করিল; এবং "আমি পূর্ব্বে বধ করিব", "আমি পূর্ব্বে বধ করিব" বলিয়া পরস্পর পরস্পরকে প্রচণ্ড আঘাত করিতে করিতে রুধিরাক্ত-কলেবর হইয়া গগনচ্যুত সূর্য্যদ্বয়ের ন্যায় দুই জনেই ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন সেই মহাবীর-যুগলকে ভূতলশায়ী দেখিয়া তত্রস্থ রমণীগণ ও দানবসমুদায় ভয়ে কম্পিত-কলেবর হইয়া পাতালতলে পলায়ন করিল।

তদনন্তর সর্ব্বলোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা দেবগণ ও মহর্ষিগণ সমভিব্যাহারে তিলোত্তমাসমীপে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। বিধাতা হৃষ্টচিত্ত হইয়া তাহাকে বর প্রদান করিবার মানসে কহিলেন, হে ভাবিনি! সূর্য্য যে পথে গতায়াত করেন, তুমি সেই পথে গমনাগমন করিবে, তেজঃপ্রভাবে কেহই তোমাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইবে না। ব্রহ্মা তিলোত্তমাকে এইরূপ বর প্রদানানন্তর

ইন্দ্রহস্তে ত্রৈলোক্য রক্ষার ভারার্পণপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন।

হে পাণ্ডবগণ! পূর্ব্ব কালে সুন্দ ও উপসুন্দ এইরূপে বাল্যকালাবধি একনিশ্চয় থাকিয়াও কেবল তিলোত্তমার নিমিত্তই উভয়ে বিবাদ করত পরস্পর পরস্পরকে সংহার করিয়া ছিল। অতএব আমি তোমাদের প্রতি একান্ত স্নেহবান্ হইয়া উপদেশ দিতেছি যে, যাহাতে দ্রৌপদীর নিমিত্ত তোমাদের পরস্পর ভেদ না হয় এমত কার্য্য কর, তাহা হইলে আমি পরম প্রীত হইব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা পাণ্ডুনন্দনগণ মহর্ষি নারদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সমক্ষে পরস্পর এই নিয়ম করিলেন, যে, আমাদের পাঁচ জনের মধ্যে এক জন যখন দ্রৌপদীর নিকটে থাকিবে, তখন অন্য জন তথায় যাইতে পারিবে না। যে এই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবে, তাহাকে ব্রহ্মচারী হইয়া দ্বাদশ বৎসর বনে বাস করিতে হইবে। ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবগণ এইরূপ নিয়ম করিলে তপোধন নারদ পরম প্রীত হইয়া স্বাভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে ভরতবংশাবতংস জনমেজয়! পাণ্ডুতনয়গণ এইরূপে নারদের উপদেশানুসারে নিয়ম করিয়াছিলেন; তন্নিমিত্তই তাঁহাদের পরস্পর প্রণয় ভঙ্গ হয় নাই।

রাজ্যলাভ পর্ব্ব সমাপ্ত।

অর্জ্জুনবনবাস পর্ব্বাধ্যায়।

ত্রয়োদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবগণ নারদসমক্ষে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্বীয় শস্ত্রবলে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য ভূপতিগণকে বশীভূত করিলেন। দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা সেই অপরিমিত বলশালী পঞ্চ ভ্রাতার বশবর্ত্তিনী হইলেন। পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে পত্নী লাভ করিয়া যেরূপ প্রীত হইয়াছিলেন, দ্রৌপদীও তাঁহাদিগকে পতি পাইয়া তদ্রূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন। মহাত্মা পাণ্ডবগণের ধর্ম্মানুষ্ঠানজন্য সমস্ত কুরুদেশ দোষশূন্য ও সুখসমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল।

তাঁহাদের রাজ্য প্রাপ্তির বহুদিন পরে কতিপয় তস্কর একত্র হইয়া এক ব্রাহ্মণের কতকগুলি গোধন অপহরণ করিল। তাহাতে ব্রাহ্মণ ক্রোধে কম্পিত হইয়া খাণ্ডবপ্রস্থে আগমনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে পাণ্ডবগণের নিকট কহিতে লাগিল, হে পাণ্ডবগণ! ক্ষুদ্র নৃশংস চৌরগণ এই রাজ্য হইতে আমার গোধন হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, তোমরা ত্বরায় রক্ষা কর। হে পাণ্ডবগণ! নৃশান্ত ব্রাহ্মণের হবিঃ কাকে ভক্ষণ করিতেছে; নীচ পশু শৃগাল শার্দ্দূলের শূন্য গুহায় প্রবেশ করিতেছে। যে রাজা ষষ্ঠাংশ কর গ্রহণ করিয়াও প্রজাগণকে রক্ষা না করেন, তিনি রাজ্যস্থ সমস্ত লোকের সমগ্র পাপের ভাগী হয়েন। হে পাণ্ডবগণ! চৌরে ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করিতেছে, ধর্ম্মার্থ নাশ হইতেছে এবং আমি কাতর স্বরে ক্রন্দন করিতেছি; অতএব তোমরা আমাকে রক্ষা কর।

কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয়সমীপে রোরুদ্যমান ব্রাহ্মণের সেই সকল কাতরোক্তি শ্রবণে অনুকম্পাপরতন্ত্র হইয়া "মা ভৈঃ" বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। ঐ সময়ে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আয়ুধাগারে দ্রৌপদীর সহিত অধ্যাসীন ছিলেন। অর্জ্জুন দুঃখার্ত্ত ব্রাহ্মণের রোদনে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াও পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে আয়ুধাগারে প্রবেশ করিতে পারিলেন না এবং যুধিষ্ঠিরের অনুমতি না লইয়া গমন করিতেও

সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি দোলাচলচিত্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণের ধন অপহৃত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ রোদন করিতেছেন, উহাঁর অশ্রু প্রমার্জ্জন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য; এদিকে মহারাজকেও উপেক্ষা করিয়া গমন করিলে মহান্ অধর্ম্ম জন্মে। কি করি! যদি দ্বারস্থ রোরুদ্যমান ব্রাহ্মণকে রক্ষা না করি, তাহা হইলে জনসমাজে আমাদের রাজ্যপালনে উপেক্ষাজন্য কলঙ্ক ঘোষণা হইবে, আর যদি মহারাজের অনুমতি না লইয়া যাই, তাহা হইলে তাঁহার অপমান করা হয়, এবং যদি তাঁহার অনুমতি লইবার নিমিত্ত আয়ুধাগারে প্রবেশ করি, তাহা হইলে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন জন্য আমাকে বনে গমন করিতে হয়। কিন্তু রাজসন্নিধানে গমন করিলে আর সকল দোষই পরিহার করা হয়। যাহা হউক, প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন জন্য মহান্ অধর্ম্মই হউক বা বনে বাসই হউক, ব্রাহ্মণের গোধন রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; যেহেতু শরীর রক্ষা অপেক্ষাও ধর্ম্মের গৌরব অধিক।

কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া শস্ত্রাগারে প্রবেশ করিলেন, এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া হৃষ্টচিত্তে ধনুঃশর গ্রহণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ! শীঘ্র আমার সহিত আগমন করুন। পরস্বাপহারী সেই ক্ষুদ্র চৌরগণ এখনও বহু দূরে পলায়ন করিতে পারে নাই; আমি ত্বরায় তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া আপনার গোধন আনয়ন করিতেছি। মহাবাহু অর্জ্জুন ব্রাহ্মণকে এই কথা বলিয়া ধনু ও বর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। পরে অল্প ক্ষণের মধ্যেই বাণদ্বারা দস্যুগণকে সংহার করিয়া ব্রাহ্মণের গোধন লইয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপে উপকৃত হইয়া প্রসন্নচিত্তে তাঁহার যশ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা ধনঞ্জয় এইরূপে ব্রাহ্মণের উপকার করিয়া স্বভবনে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং সমস্ত গুরু জনকে অভিবাদন করিয়া ও তাঁহাদের কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া মহারাজ ধর্ম্মরাজের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে প্রভো! আপনি দ্রৌপদীসহবাসে আয়ুধাগারে অবস্থিত ছিলেন, সেই সময়ে আমি তথায় প্রবেশ করিয়া নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়াছি, তন্নিমিত্ত এক্ষণে পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞানুসারে বনে গমন করিব, আপনি অনুমতি করুন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সহসা অর্জ্জুনমুখে এই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন, এবং সবাষ্প গদ্গদ স্বরে কহিতে লাগিলেন, হে ভ্রাতঃ! যদি তুমি আমাকে প্রভু বলিয়া জ্ঞান কর, তবে আমি যাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। তুমি কেবল ব্রাহ্মণের উপকারার্থে আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলে, তাহাতে আমার কিছুমাত্র অপ্রিয়ানুষ্ঠান করা হয় নাই, আমার সেবিষয়ে সম্মতি আছে। সস্ত্রীক কনিষ্ঠের গৃহে প্রবেশ করিলেই জ্যেষ্ঠের অধর্ম্ম হইয়া থাকে, কিন্তু সপত্নীক জ্যেষ্ঠের গৃহে প্রবেশ করাতে কনিষ্ঠের কিছুমাত্র পাপ নাই, অতএব হে মহাবাহো! তুমি আমার বচনানুসারে বনগমনে নিবৃত্ত হও; তোমার ধর্ম্ম লোপ হইবে না; তুমি যাহা করিয়াছ, তাহাতে আমার অণুমাত্রও অবমাননা হয় নাই।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে মহারাজ! আপনিই কহিয়াছেন, ছলপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে না; অতএব আয়ুধ স্পর্শ করিয়া কহিতেছি, আমি কদাচ সত্য হইতে বিচলিত হইব না। মহাত্মা অর্জ্জুন এই বলিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক দ্বাদশ বর্ষ বনবাসে যাত্রা করিলেন।

চতুর্দ্দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুরুকুলপ্রদীপ মহাবাহু অর্জ্জুন বনে প্রস্থান করিলে বেদ-বেদাঙ্গ ও দিব্যাখ্যানবেত্তা এবং অধ্যাত্ম-শাস্ত্রবিশারদ ব্রাহ্মণগণ, ভিক্ষোপজীবিসকল, পৌরাণিক সূতগণ, কথকগণ এবং বনবাসী সংন্যাসিসকল তাঁহার অনুগমন করিলেন। পাণ্ডুনন্দন সেই সমস্ত মধুরভাষী মহাত্মাগণ ও অন্যান্য সহায়ে পরিবৃত হইয়া দেবগণ-সমাবৃত অমররাজের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। গমন করিতে করিতে রমণীয় বিচিত্র কানন, সরোবর, নদী, সাগর, বিবিধ দেশ ও পুণ্য তীর্থসকল দর্শন করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে গঙ্গাদ্বারে গমন করিয়া তথায় আশ্রম নির্দ্ধারিত করিলেন।

বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে রাজন্! সেই স্থানে বিশুদ্ধাত্মা ধনঞ্জয় যে অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে তথায় বাস করিলে বিপ্রগণ স্থানে স্থানে অগ্নিহোত্র আরম্ভ করিলেন। গঙ্গাতীরস্থ পুষ্পোপহারালঙ্কৃত সেই সমস্ত মন্ত্রপূত হুতাশন এবং কৃতাভিষেক, সংযমী, সৎপথাবলম্বী মহাত্মা দ্বিজগণ দ্বারা গঙ্গাদ্বার অতীব শোভাকর হইল। এইরূপে আশ্রম পর্য্যাকুল হইলে একদা অর্জ্জুন অভিষেকার্থ গঙ্গায় অবতীর্ণ হইলেন। তথায় স্নান ও পিতামহগণের তর্পণ করিয়া অগ্নিকার্য্য করিবার নিমিত্ত যেমন জল হইতে উঠিতেছিলেন, অমনি নাগরাজদুহিতা উলূপী আপনার মনোরথ পূর্ণ করিবার আশয়ে তাঁহাকে জলমধ্যে আকর্ষণ করিয়া লইল। অর্জ্জুন পরমার্চ্চিত নাগরাজভবনে সমুপস্থিত হইয়া হুতাশন অবলোকন করিয়া সেই স্থানেই অগ্নিকার্য্য সমাধা করিলেন। তিনি অসঙ্কুচিতচিত্তে হোমক্রিয়া সম্পাদিত করিলেন দেখিয়া, হুতাশন পরম পরিতুষ্ট হইলেন। অগ্নিকার্য্য সমাধা হইলে অর্জ্জুন ঈষৎ হাস্য করিয়া নাগরাজদুহিতাকে কহিলেন, হে ভীরু! তুমি কি সাহসে এরূপ সাহসিক কার্য্য করিলে! হে ভাবিনি! এপ্রদেশের নাম কি? তুমিই বা কে? এবং কাহার কন্যা?

উলূপী কহিল, হে রাজন্! ঐরাবতকুলে সমুদ্ভূত কৌরব্য নামে এক নাগ আছেন, আমি তাঁহার দুহিতা, আমার নাম উলূপী। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে অভিষেকার্থ গঙ্গায় অবতীর্ণ দেখিয়া কন্দর্পশরে জর্জ্জরিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আত্মপ্রদান দ্বারা এ অশরণা অবলার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ কর।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে ভদ্রে! আমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিদেশানুসারে দ্বাদশবার্ষিক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছি; সুতরাং আমি স্বাধীন নহি, হে জলচারিণি! তোমার প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ আছে বটে, কিন্তু আমি পূর্ব্বে কখনই মিথ্যা কহি নাই, অতএব হে ভুজঙ্গমে! যাহাতে আমার অনৃতানুষ্ঠান না হয়, তোমারও প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করা হয় এবং ধর্ম্ম হানি না হয়, এমন কোন উপায় চিন্তা কর।

উলূপী কহিল, হে পাণ্ডবেয়! তুমি যে নিমিত্ত ভূমণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছ, এবং তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যে নিমিত্ত তোমাকে ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে অনুমতি করিয়াছেন, আমি তৎসমুদায় অবগত আছি। তোমরা পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে, যে সময় আমাদের এক জন দ্রৌপদীর সমীপে থাকিবেন, তৎকালে অন্য কেহ তথায় গমন করিলে তাঁহাকে দ্বাদশ বর্ষ বনে বাস ও ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করিতে হইবে। হে ধর্ম্মাত্মন্! তোমরা দ্রৌপদীর নিমিত্ত পরস্পর এই রূপ বনবাসের নিয়ম করিয়াছিলে

অতএব আমার অভিলাষ সফল করিলে তোমার অধর্ম্ম হইবে না। হে পৃথুলোচন! আর্ত্ত ব্যক্তিকে পরিত্রাণ করা তোমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম; অতএব আমাকে পরিত্রাণ করিলে তোমার অধর্ম্ম হইবে না। যদিও ইহাতে তোমার যৎকিঞ্চিৎ ধর্ম্ম হানি হয়, আমার প্রাণ দান করিলে ততোধিক ধর্ম্ম লাভ হইবে। হে পার্থ! আমি তোমাতে নিতান্ত ভক্ত এবং একান্ত অনুরক্ত হইয়াছি। তুমি সাধুগণের পদবী অবলম্বনপূর্ব্বক আমার বাসনা পরিপূর্ণ কর। যদি তুমি ইহাতে অসম্মত হও, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণ ত্যাগ করিব; অতএব আমার প্রাণ দান করিয়া পরমোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম উপার্জ্জন কর। হে পুরুষোত্তম কৌন্তেয়! তুমি প্রত্যহ অনাথ দীনগণকে রক্ষা করিয়া থাক, আমি অদ্য তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, এবং আমার অভিলাষ পূর্ণ কর বলিয়া বারংবার প্রার্থনা করিতেছি; তুমি আত্মপ্রদান দ্বারা মনোরথ সফল করিয়া আমার প্রিয়ানুষ্ঠান কর।

কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় নাগরাজদুহিতা উলূপী কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ধর্ম্মবুদ্ধিতে তদীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। তিনি সেই রাত্রি তথায় বাস করিয়া সূর্য্যোদয়কালে নাগভবন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক উলূপী সমভিব্যাহারে পুনরায় গঙ্গাদ্বারে প্রত্যাগমন করিলেন। পতিব্রতা উলূপী, অর্জ্জুনকে "তুমি সমস্ত জলচরগণকে জয় করিতে পারিবে" এই বর প্রদান করিয়া এবং তাঁহাকে তথায় রাখিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর ইন্দ্রাত্মজ অর্জ্জুন ব্রাহ্মণদিগকে সেই সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া হিমাচলের পার্শ্বদেশে গমন করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে অগস্ত্যবট, বশিষ্ঠপর্ব্বত ও ভৃগুতুঙ্গে গমন করিয়া পরম পবিত্রতা লাভ করিলেন। কুরুসত্তম অর্জ্জুন অসংখ্য বাসভবন ও সহস্র সহস্র গোধন বিপ্রসাৎ করিয়া হিরণ্যবিন্দুর-তীর্থে অবগাহনপূর্ব্বক অনেকানেক পুণ্য স্থান সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। পরে বিপ্রগণ সমভিব্যাহারে হিমগিরি হইতে অবতীর্ণ হইয়া উৎসুকমনে পূর্ব্ব দিক্ দর্শনে যাত্রা করিলেন। এইরূপে নন্দা, অপরনন্দা, কৌশিকী, গঙ্গাপ্রভৃতি মহানদীসকল এবং গয়াপ্রভৃতি পুণ্য তীর্থ পর্য্যটন করিয়া আপনাকে পবিত্র করিলেন। অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গপ্রভৃতি জনপদে যে সকল তীর্থ, দেবালয় এবং সিদ্ধাশ্রম আছে, অর্জ্জুন সর্ব্বত্র গমন, দর্শন ও ধন দান করিয়াছিলেন। অনন্তর সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণেরা কলিঙ্গ রাজ্যের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় অত্যল্পমাত্র সহায়সম্পন্ন হইয়া সাগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি কলিঙ্গদেশ ও তত্রত্য পুণ্য তীর্থসকল অতিক্রম করিয়া সুরম্য হর্ম্ম্যাবলী অবলোকন করিতে করিতে চলিলেন। মহাবাহু অর্জ্জুন তাপসগণ-পরিশোভিত মহেন্দ্রপর্ব্বত নিরীক্ষণ করিয়া মহাসাগরের উপকূলমার্গে মণিপুরে গমন করিলেন এবং তত্রত্য দেবালয় ও পুণ্য তীর্থসকল সন্দর্শন করিয়া তদ্দেশীয় রাজার নিকটে উপনীত হইলেন। মণিপুরেশ্বর পরম ধার্ম্মিক। চিত্রাঙ্গদা নামে তাঁহার এক পরম সুন্দরী দুহিতা ছিল। রাজকুমারী স্বেচ্ছাক্রমে পুরমধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে অর্জ্জুন তাঁহাকে নয়নগোচর করিয়া মনে মনে সেই বরবর্ণিনীর পাণিগ্রহণ করিবার বাসনা করিলেন। পরে রাজার নিকটে উপনীত হইয়া স্বীয় অভিলাষ প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! আমি ক্ষত্রিয়,

এই কন্যা আমাকে সম্প্রদান করুন। তাহা শ্রবণ করিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কাহার পুত্র এবং তোমার নাম কি? অর্জ্জুন কহিলেন, আমি কুন্তীপুত্র, নাম ধনঞ্জয়! মণিপুরেশ্বর তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! অস্মদ্বংশে প্রভঞ্জন নামে এক জন রাজর্ষি ছিলেন। তিনি নিঃসন্তানতাপ্রযুক্ত পুত্রকামনায় অতি কঠোর তপস্যা করেন। ভগবান ভবানীপতি তদীয় উগ্র তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া "তোমাদিগের প্রত্যেকের এক এক পুত্র হইবে" বলিয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিয়াছিলেন। তদবধি আমাদিগের বংশে এক একটি করিয়া পুত্র উৎপন্ন হয়। হে ভরতর্ষভ! আমার পূর্ব্ব পুরুষদিগের সকলেরই পুত্র জন্মিয়াছিল, কিন্তু আমার এই একমাত্র কন্যা, সুতরাং আমি ইহাঁকে পুত্র বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি। ইহাঁদ্বারা বংশ রক্ষা হইবে, এই আশয়ে আমি ইহাঁকে পুত্রিকা গ্রহণ করিয়াছি, অতএব ইহাঁর গর্ভজাত পুত্র আমারই বংশকর হইবে, হে পাণ্ডব! যদি এই নিয়মে সম্মত হও, তাহা হইলে আমার কন্যার পাণিপীড়ন করিতে পারিবে। অর্জ্জুন নিয়মানুরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই কামিনীর পাণিগ্রহণপূর্ব্বক তথায় তিন বৎসরকাল বাস করিয়া রহিলেন। পরে পুত্র উৎপন্ন হইলে তিনি চিত্রাঙ্গদাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক রাজার নিকট বিদায় লইয়া গমন করিলেন।

ষোড়শাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর অর্জ্জুন দক্ষিণসাগরে তপস্বিজন-সুশোভিত অতি পবিত্র তীর্থস্থানে গমন করিলেন, কিন্তু পূর্ব্বে যে সকল তীর্থস্থানে অনেকানেক তপস্বিজনের সমাগম হইত, মহর্ষিগণ সেই পঞ্চতীর্থ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অগস্ত্যতীর্থ, সৌভদ্র, পৌলোম, অশ্বমেধ-ফলোৎপাদক কারন্ধম তীর্থ ও অশেষ পাপাপহারক ভারদ্বাজ তীর্থ, অর্জ্জুন এই পঞ্চ তীর্থ দর্শন করিলেন। তিনি সেই সমস্ত তীর্থ জনশূন্য এবং ধর্ম্মবুদ্ধিপরায়ণ মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক ত্যজ্যমান দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহর্ষিগণ! ব্রহ্মবাদীরা কি নিমিত্ত এই সকল তীর্থ পরিত্যাগ করেন? তাপসেরা প্রত্যুত্তর করিলেন, হে কুরুনন্দন। এই তীর্থে পাঁচটি কুম্ভীর বাস করিতেছে; তাহারা অবগাহনমাত্রেই তাপসদিগকে সংহার করিয়া থাকে; এই কারণে আমরা ঐ পঞ্চ তীর্থ পরিহার করিয়াছি।

মহর্ষিগণের বাক্য শ্রবণানন্তর মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহাদের কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও সেই সমস্ত তীর্থস্থান দর্শনার্থে যাত্রা করিলেন, এবং সৌভদ্রতীর্থে উপস্থিত হইয়া সহসা অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করিতে লাগিলেন। এই অবসরে এক কুম্ভীর আসিয়া তাঁহার পাদগ্রহণ করিল। ধনঞ্জয় সেই ভয়ঙ্কর কুম্ভীরকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া উত্থিত হইলেন। কুম্ভীর অর্জ্জুনকর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইবামাত্র সর্ব্বালঙ্কার-শোভিতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এক নারীরূপ পরিগ্রহ করিল। এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া অর্জ্জুন প্রীতমনে সেই নারীকে কহিলেন, হে কল্যাণি! তুমি কে? কি নিমিত্ত জলচরী হইয়াছ? আর পূর্ব্বে এমনই বা কি পাপ করিয়াছিলে? দিব্যাঙ্গনা কহিল, হে মহাভাগ! আমি দেবারণ্যবিহারিণী এক অপ্সরা, আমার নাম বর্গা, ধনপতি কুবের আমাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া থাকেন। একদা আমি চারি সহচরীর সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের ভবনে গমন করিয়াছিলাম। প্রত্যাবর্ত্তনকালে অধ্যয়নপর পরম রূপবান একান্তচারী এক ব্রাহ্মণকে নয়নগোচর করিলাম। তিনি স্বকীয় তেজঃ ও তপঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত দিবাকরের ন্যায় সকল বনবিভাগ আলোকময় করি-

তেছেন। আমরা আকাশমার্গ হইতে তপঃপ্রভাব, আকার ও সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া তাঁহার তাদৃশ তপস্যার বিঘ্ন সম্পাদন করিবার নিমিত্ত তথায় অবতীর্ণ হইলাম। তৎপরে সৌরভেয়ী, সমীচী, বুদ্বুদা ও লতা এই চারি সহচরী সমভিব্যাহারে তপস্বিসন্নিধানে গমন করিলাম। গমন করিয়া মধুর সংগীত ও হাস্যালাপে তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে প্রলোভন দেখাইতে লাগিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। তৎকালে তিনি ধ্যানে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, আমরা কোন মতেই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারি নাই। অনন্তর ব্রাহ্মণ আমাদিগের এইরূপ ভাবভঙ্গী দর্শনে তৎক্ষণাৎ ক্রোধপরবশ হইয়া অভিসম্পাত করিলেন, "রে অপ্সরাগণ! আমার শাপপ্রভাবে তোরা শতবৎসর কুম্ভীরযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাক্।

সপ্তদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বর্গা কহিল, হে ভরতবংশাবতংস! অনন্তর আমরা অভিশাপগ্রস্ত ও একান্ত দুঃখিত হইয়া ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হইলাম। কহিলাম, হে বিপ্র! আমরা রূপ, যৌবন ও কন্দর্পমদে মত্ত হইয়া আপনার নিকট যে অপরাধ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন। আপনি মহাত্মা, আমরা যে আপনাকে প্রলোভন দেখাইবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলাম, তাহাতেই আমাদিগের বধ পর্য্যাপ্ত হইয়াছে। ধার্ম্মিকেরা স্ত্রীলোকদিগকে অবধ্যা কহেন, অতএব হে তপোধন! আপনি বধ প্রতিপালন করুন, আমাদিগের প্রতিহিংসা করিয়া আপনার কি উপকার দর্শিবে? ব্রাহ্মণই সর্ব্ব জীবের বন্ধু, একথা যেন নিতান্ত অমূলক না হয়। শরণাগত লোকদিগকে আশ্রয় প্রদান করাই সাধুদিগের কার্য্য, এক্ষণে আমরা আপনার শরণাগত হইয়াছি, ক্ষমা করুন।

তখন চন্দ্রসূর্য্য-সমতেজা দ্বিজবর অপ্সরাদিগের এইরূপ স্তুতিবাক্যে প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, হে অপ্সরাগণ! শত বা শতসহস্র শব্দ আনন্ত্যবাচক বটে, কিন্তু আমি যে শতবৎসর শব্দ নির্দ্দেশ করিয়াছি, উহা কেবল পরিমাণবাচকমাত্র, আনন্ত্যবাচক নহে। কিন্তু যৎকালে তোমরা কুম্ভীরযোনি প্রাপ্ত হইয়া জলমধ্যে মনুষ্যের পাদগ্রহণ করিবে, তদবসরে যদি কেহ তোমাদিগকে জলমধ্য হইতে উদ্ধার করিতে পারেন, তাহা হইলে তোমরা পুনর্ব্বার স্বমূর্ত্তি লাভ করিতে পারিবে। আমি পরিহাসচ্ছলেও কদাচ মিথ্যা কহি নাই। আর তোমরা যে তীর্থে বাস করিবে, তাহা তদবধি পবিত্র নারীতীর্থ বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইবে।

বর্গা কহিল, অনন্তর আমরা বিপ্রকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদনপূর্ব্বক দুঃখিতমনে তথা হইতে অপসৃত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম, যিনি আমাদিগকে স্থলে আকর্ষণপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ রূপসম্পন্ন করিবেন, আমরা সেই মহাত্মাকে কত কালে সন্দর্শন পাইব! আমরা মুহূর্ত্তকাল এইরূপ চিন্তা করিতেছি, ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদ আমাদিগের নয়নপথে পতিত হইলেন। তাঁহাকে দৃষ্টিগোচর করিবামাত্র আমরা সন্তুষ্টমনে অভিবাদন করিয়া লজ্জাবনতমুখে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলাম। দেবর্ষি আমাদিগকে দুখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরাও আদ্যোপান্ত সমুদায় নিবেদন করিলাম। তখন তিনি সবিশেষ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দক্ষিণ মহাসাগরের কচ্ছদেশে পঞ্চতীর্থ নামে অতি পবিত্র ও রমণীয় স্থান আছে, তোমরা তথায় যাইয়া বাস কর। পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন অচিরকালমধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া তোমাদিগের দুঃখ মোচন করিবেন, সন্দেহ নাই। তৎপরে আমরা তদীয় আদেশানুসারে এই স্থানে আগমন করিয়াছি। অদ্য আমার দুঃখ মোচন হইল সত্য বটে,

কিন্তু আমার অপর চারি সহচরী এই জলমধ্যে বাস করিতেছেন, আপনাকে তাঁহাদিগেরও দুঃখশান্তিরূপ শুভ কর্ম্ম করিতে হইবে।

অনন্তর পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন তাহাদিগেরও শাপ মোচন করিয়াদিলেন। তাহারা জলমধ্য হইতে উত্থিত ও পূর্ব্বাকার প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন তীর্থশুদ্ধি সম্পাদনপূর্ব্বক অপ্সরাদিগকে গমনের আদেশ দিয়া চিত্রাঙ্গদাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার মণিপুরে গমন করিলেন। তথায় চিত্রাঙ্গদাগর্ভে বভ্রুবাহন-নামক পুত্র উৎপাদন করিয়া গোকর্ণতীর্থে যাত্রা করিয়াছিলেন।

অষ্টাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর অমিত-বিক্রম অর্জ্জুন ক্রমে ক্রমে অপরান্ত প্রদেশস্থ সমস্ত তীর্থ ও পবিত্র আয়তনে গমন করিলেন। পশ্চিম সমুদ্রের উপকূলে যে সমস্ত তীর্থ ও পুণ্যায়তন আছে, সেই সমস্ত স্থানেও পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে প্রভাসে উপস্থিত হইলেন। প্রিয় সখা অর্জ্জুন প্রভাসে আসিয়াছেন শুনিয়া, বৃষ্ণিবংশাবতংস কৃষ্ণ তথায় গমন করিলেন। কৃষ্ণার্জ্জুন সাক্ষাৎকার লাভে পরম পরিতোষে পরস্পর আলিঙ্গন ও কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া সেই স্থানে অবস্থিতি করিলেন। পরে কৃষ্ণ প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি কিনিমিত্ত এই সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিতেছ? অর্জ্জুন বাসুদেব-সমক্ষে আপনার তীর্থ-পর্য্যটন-বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত কীর্ত্তন করিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ "সঙ্গত হইয়াছে" বলিয়া তদ্বাক্যে প্রত্যুত্তর দিলেন। তৎপরে তাঁহারা প্রভাসে স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিয়া বাসার্থ রৈবতক-পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। বাসুদেবের আদেশানুসারে তদীয় অধিকৃত পুরুষেরা ইতিপূর্ব্বেই রৈবতক-পর্ব্বত সুসজ্জিত ও আহারসামগ্রীসকল আহরণ করিয়া রাখিয়াছিল। অর্জ্জুন সেই সমস্ত ভোজনীয় দ্রব্য গ্রহণ ও উপযোগ করিয়া কৃষ্ণের সহিত নটগণের নৃত্যগীত দর্শন ও শ্রবণ করিলেন। তৎপরে তাহাদিগকে সমুচিত সৎকার ও পারিতোষিক প্রদানপূর্ব্বক বিদায় করিয়া সুপরিচ্ছন্ন শয়নমন্দিরে গমন করিলেন। তথায় দুগ্ধফেণধবল শয্যায় শয়ন করিয়া প্রিয় সখার নিকট বহু[illegible]র নদী, পল্বল, পর্ব্বত ও বনবৃত্তান্ত সকল বর্ণন করিতে লাগিলেন। সেই স্বর্গসন্নিভ শয্যায় শয়ান অর্জ্জুন যথাবৃত্তান্ত সকল বর্ণন করিতে করিতে নিদ্রায় [illegible]চেতন হইলেন। প্রভাত কালে সুমধুর স[illegible]ীত ধ্বনি, বীণাবাদ্য ও মঙ্গল স্তুতিবাদ দ্বা[illegible] প্রতিবোধিত হইলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন তৎকালোচিত সন্ধ্যাবন্দ[illegible]াদি কার্য্য সমাধানন্তর বাসুদেব কর্ত্তৃক [illegible]ভিনন্দিত হইয়া কাঞ্চননির্ম্মিত রথে আরো[illegible]হণপূর্ব্বক দ্বারকায় যাত্রা করিলেন। তাঁহার [illegible] সৎকারার্থ দ্বারকাপুরী ও তত্রত্য ক্রীড়াক[illegible]াননসকল অলঙ্কৃত ও সুশোভিত হইল। [illegible]র্জ্জুন পুর প্রবেশ করিলে তাঁহাকে দেখিবার [illegible] নিমিত্ত দ্বারকাবাসী শতসহস্র লোক স[illegible]র রাজমার্গে আগমন করিতে লাগিল। [illegible]ন্ধক, ভোজ ও বৃষ্ণিবংশীয় মহিলাগণ গ[illegible]ক্ষদ্বারে দণ্ডায়মান রহিল। অর্জ্জুন এ[illegible]পে যাবদগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত ও সৎকৃত হ[illegible]য়া নমস্তবর্গকে নমস্কার করিলেন। তৎপরে [illegible] রাজকুমারেরা আসিয়া তাঁহার সৎকার করিলে[illegible]ন। অর্জ্জুন সমস্ত সমবয়স্কদিগকে আলিঙ্গ[illegible] করিয়া কৃষ্ণের সহিত সুরম্য হর্ম্ম্যে কতিপয় দিবস সুখে অতিবাহিত করিতে লাগিলে[illegible]।

অর্জ্জুন[illegible]াস পর্ব্ব সমাপ্ত।

সুভদ্রাহরণ পর্ব্বাধ্যায়।

ঊনবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর কিয়দ্দিবস রৈবতকপর্ব্বতে অন্ধক ও যদুবংশীয়দিগের মহান্ উৎসব আরম্ভ হইল। উক্তবংশোদ্ভূত বীরপুরুষেরা উৎসবোপলক্ষে রৈবতকবাসী ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর অর্থ দান করিলেন। সেই পর্ব্বতের সন্নিহিত প্রদেশসকল, রত্নমণ্ডিত অট্টালিকাবলী ও কল্পপাদপসমূহ দ্বারা সুশোভিত হইল; এবং স্থানে স্থানে নৃত্যগীত, স্থানে স্থানে বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। যদুবংশীয় রাজকুমারেরা বহুবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া সুসজ্জিত সুবর্ণযানে আরোহণপূর্ব্বক বারংবার ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। শত সহস্র পুরবাসীরা কেহ বহুবিধ দিব্য যানে, কেহ সামান্য যানে কেহ বা পুত্রকলত্র সমভিব্যাহারে পাদচারে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। বলদেব মধুপানে মত্ত ও গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক অনুগত হইয়া নিজ ভার্য্যা রেবতীর সহিত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। প্রবলপ্রতাপ যদুবংশীয় রাজা উগ্রসেনও অঙ্গনাসহস্রে পরিবৃত হইয়া গন্ধর্ব্বদিগের সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণপূর্ব্বক পরম সুখে বিহার করিতে ছিলেন। রুক্মিণীতনয় ও শাম্ব, ইহাঁরাও মধুপানে নিতান্ত উন্মত্ত হইয়া দিব্যাম্বর পরিধান ও দিব্য মাল্য ধারণপূর্ব্বক বিহার করিতে ছিলেন। অক্রূর, সারণ, গদ, বভ্রু, বিদূরথ, নিশঠ, চারুদেষ্ণ, পৃথু, বিপৃথু, সত্যক, সাত্যকি, ভঙ্গকার, মহারব, হার্দ্দিক্য ও উদ্ধব, ইহাঁরা এবং অন্যান্য যদুবংশীয়েরাও পৃথক্ পৃথক্ গন্ধর্ব্বগণ ও অঙ্গনাগণে পরিবৃত হইয়া উৎসব করিতেছিলেন।

এই পরমাদ্ভুত কৌতূহল আরম্ভ হইলে বাসুদেব অর্জ্জুন সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া উৎসবসমাজে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছেন, এই অবসরে তাঁহারা, সখীজনপরিবৃতা সর্ব্বালঙ্কারশোভিতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বসুদেবদুহিতা সুভদ্রাকে দর্শন করিলেন। দর্শন করিবামাত্র অর্জ্জুনের অন্তঃকরণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। তখন কৃষ্ণ প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে তদেকান্তমনা দেখিয়া হাস্যমুখে কহিলেন, সখে! বনচর হইয়াও অনঙ্গশরে চঞ্চল হইলে! এ কি! ইনি বসুদেবের কন্যা, সারণের সহোদরা, এবং আমারই ভগিনী; ইহাঁর নাম সুভদ্রা। হে সখে! যদি তোমার মন নিতান্তই ইহাঁর প্রতি অনুরক্ত হইয়া থাকে, তবে বল, আমি এই কথা পিতার কর্ণগোচর করি। অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! পরমরূপসম্পন্না সুভদ্রা বসুদেবের কন্যা ও বাসুদেবের ভগিনী; সুতরাং কাহার না মনোমোহিনী হইবেন? কিন্তু ইনি আমার মহিষী হইলেই সকল মঙ্গল সম্পাদিত হয়। অতএব এক্ষণে কি উপায়ে আমার সুভদ্রা লাভ হইবে, অনুসন্ধান কর। তাহা যদি মনুষ্যের সাধ্যাতীত না হয়, তদ্বিষয়ে আমি অবশ্যই যত্ন করিব। বাসুদেব প্রত্যুত্তর করিলেন, হে অর্জ্জুন! স্বয়ম্বরই ক্ষত্রিয়দিগের বিধেয়, কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রবৃত্তির কথা কিছুই বলা যায় না, সুতরাং তদ্বিষয়ে আমার সংশয় জন্মিতেছে। আর ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা কহেন, বিবাহোদ্দেশে বলপূর্ব্বক হরণ করাও মহাবীর ক্ষত্রিয়দিগের প্রশংসনীয়। অতএব স্বয়ম্বর কাল উপস্থিত হইলে তুমি আমার ভগিনীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইবে; কারণ স্বয়ম্বরে সে কাহার প্রতি অনুরক্ত হইবে, কে বলিতে পারে।

অনন্তর বাসুদেব ও অর্জ্জুন এইরূপ ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থগত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট দ্রুতগামী দূত প্রেরণ করিলেন। যুধিষ্ঠির এই বৃত্তান্ত শ-

বর্ণন করিয়া তদ্বিষয়ে অর্জ্জুনকে অনুমোদন করিলেন।

বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে এই সম্বাদ প্রদান ও তাঁহার মত গ্রহণপূর্ব্বক, রৈবতকপর্ব্বতে সুভদ্রা গমন করিয়াছেন, ইহা অবগত হইয়া তথায় যাইবার নিমিত্ত বাসুদেবের অনুজ্ঞা লাভ করিলেন। তিনি কবচ, বর্ম্ম ও অঙ্গুলিত্রাণ ধারণপূর্ব্বক সুবর্ণকিঙ্কিণীজালালঙ্কৃত অস্ত্রশস্ত্রোপেত প্রজ্বলিত হুতাশনকল্প অপূর্ব্ব দিব্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক মৃগয়াব্যপদেশে কৃষ্ণকে ইতি কর্ত্তব্যতা নিবেদন করত রৈবতকপর্ব্বতে গমন করিলেন।

এদিকে সুভদ্রা মহাগিরি রৈবতক ও দেবতাদিগকে অর্চ্চনা ও দ্বিজাতিগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক শৈলকে প্রদক্ষিণ করিয়া দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিতেছেন, ইত্যবসরে মহাবীর অর্জ্জুন মদনবাণে একান্ত আহত হইয়া সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সুভদ্রাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া রথে আরোহিত করিলেন।

তদনন্তর তিনি সুভদ্রাকে সেই সুবর্ণময় রথে আরোহিত করিয়া নিজ রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান করিলেন। সৈনিক পুরুষেরা সুভদ্রাকে অপহৃতা দেখিয়া মহাকোলাহলপূর্ব্বক দ্বারকাপুরীর উভয় পার্শ্বে ধাবমান হইল। তাহারা তত্রত্য সুধর্ম্মানাম্নী সভায় সমুপস্থিত হইয়া সভাপালসন্নিধানে অর্জ্জুনের বলবিক্রমের বিষয় সমুদায় নিবেদন করিল। সভাপাল সৈন্যমুখে সুভদ্রাহরণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মহাসুবর্ণময় রণভেরী বাদন করিতে লাগিলেন। সেই ভেরীরব শ্রবণ করিবামাত্র ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়েরা অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া অন্নপান পরিত্যাগপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে আগমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া বিচিত্র মণিবিদ্রুমাদিখচিত, অপূর্ব্ব আস্তরণপটে আচ্ছাদিত, শত শত সুবর্ণময় সিংহাসনে প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় উপবিষ্ট হইলেন। সভাপাল অনুচরবর্গের সহিত সমুপবিষ্ট দেবতুল্য যাদবদিগের নিকট অর্জ্জুন বৃত্তান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন।

মহাবীর যাদবেরা অর্জ্জুনের এই অসহ্য অত্যাচার শ্রবণে ক্রোধে লোহিতলোচন হইয়া অহঙ্কার প্রকাশপূর্ব্বক আসন হইতে উত্থিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সারথিদিগকে আদেশ করিলেন, তোমরা শীঘ্র রথযোজনা কর এবং প্রাস, মহার্হ ধনু ও বৃহৎ কবচসকল আনয়ন কর। কেহ কেহ উচ্চৈঃস্বরে সারথিকে আহ্বান করিয়া রথ যোজনা করিতে আদেশ দিলেন। কেহ বা স্বয়ংই সুবর্ণালঙ্কৃত তুরঙ্গমগণ যানে যোজনা করিতে লাগিলেন। রথ, কবচ এবং ধ্বজপতাকাসকল আনয়ন করিলে সেই বীরসম্মর্দ্দ তুমুল হইয়া উঠিল। তদনন্তর মধুপানে মত্ত নীলাম্বরধর মহাবীর হলধর তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা কি করিতেছ? কৃষ্ণ মৌনভাবে রহিয়াছেন, তাঁহার অভিপ্রায় না জানিয়া ক্রোধ প্রকাশ করা, কিংবা তর্জন গর্জন করা সকলই বৃথা, বৃথা কেন আস্ফালন করিতেছ। মহামতি বাসুদেব প্রথমতঃ স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন, পরে ইহাঁর যেরূপ ইচ্ছা, তোমরা তদনুসারে কার্য্য করিবে। বলদেবের এইরূপ যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারা সকলেই সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক মৌনভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

বলদেবের বাক্যাবসানে তাঁহারা পুনরায় সভামধ্যে উপবেশন করিলেন। সকলে

উপবিষ্ট হইলে বলদেব কৃষ্ণকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! দেখ সকলেই তোমার মুখ নিরীক্ষণ করিতেছেন, এ সময়ে কেন মৌনাবলম্বন করিয়া রহিয়াছ? আমরা তোমার উপরোধেই সেই কুলপাংশুল অর্জ্জুনকে সৎকার করিয়াছি, কিন্তু সে সৎকারের উপযুক্ত পাত্র নহে। কোন পুরুষ আপনাকে কুলীন বিবেচনা করিয়া, কি যে পাত্রে ভোজন করে সেই পাত্র চূর্ণ করিয়া থাকে? কোন্ মূঢ় ব্যক্তি পূর্ব্বকৃত সম্বন্ধে আদর ও নূতন সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়া এবং ঐশ্বর্য্যের অভিলাষ রাখিয়া এইরূপ সাহসিক কার্য্য করিতে সমর্থ হয়? অর্জ্জুন আমাদিগকে তাদৃশ অবমাননা ও তোমাকে অনাদর করিয়া অদ্য বলপূর্ব্বক আপন মৃত্যুস্বরূপ সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছে। হে গোবিন্দ! মস্তকে পদাঘাত-তুল্য তাহার এই অসহ্য অত্যাচার কিরূপে সহ্য করিব? সর্পকে পদাঘাত করিলে সে কি তাহা ক্ষমা করিয়া থাকে? আমি একাকীই অদ্য এই বসুন্ধরাকে নিষ্কৌরব করিব, অর্জ্জুনের এই ব্যতিক্রম আমি কখনই সহ্য করিব না। তখন অন্ধকগণও নিবিড় মেঘবৎ গভীরস্বরে গর্জ্জমান বলদেবের বাক্যে অনুমোদন করিলেন।

সুভদ্রাহরণ পর্ব্ব সমাপ্ত।

হরণাহরণ পর্ব্বাধ্যায়।

একবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যাদবেরা এইরূপে স্ব স্ব বলবীর্য্য প্রকটনপূর্ব্বক তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বাসুদেব অর্থভূয়িষ্ঠ বাক্যে কহিলেন, অর্জ্জুন আমাদিগের কুলের অবমাননা করেন নাই, বরং সমধিক সম্মান রক্ষাই করিয়াছেন। তিনি তোমাদিগকে অর্থলুব্ধ মনে করেন না বলিয়াই অর্থদ্বারা সুভদ্রাকে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন নাই। স্বয়ম্বরে কন্যা লাভ করা অতীব দুরূহ ব্যাপার, এইজন্য তাহাতেও সম্মত হন নাই, এবং পিতামাতার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক প্রদত্তা কন্যার পাণিগ্রহণ করা তেজস্বী ক্ষত্রিয়ের প্রশংসনীয় নহে। অতএব আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় উক্ত দোষসমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া বলপূর্ব্বক সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধ আমাদিগের কুলোচিত হইয়াছে। এবং কুল, শীল, বিদ্যা ও বুদ্ধিসম্পন্ন পার্থ বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছেন বলিয়া, সুভদ্রাও যশস্বিনী হইবেন সন্দেহ নাই। অর্জ্জুনকে সামান্য জ্ঞান করিও না; তিনি সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; সেই মহাযশা সুপ্রসিদ্ধ অর্জ্জুন কুন্তিভোজের দৌহিত্র। তদীয় জন্মে ভরতকুল অলঙ্কৃত হইয়াছে। মহাদেব ব্যতিরেকে তাঁহাকে যুদ্ধে পরাভব করিতে পারে, এমন ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। তাদৃশ রথ, মদীয় ঘোটক এবং লঘুহস্ত পার্থ যোদ্ধা, এই সমস্ত একত্র হইলে ত্রিভুবনমধ্যে এমন বীর কে আছে যে, তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারে? অতএব আমার বিবেচনায় প্রফুল্লমনে শীঘ্র ধনঞ্জয়সন্নিধানে যাইয়া সান্ত্ববাদ দ্বারা তাঁহাকে নিবৃত্ত করা সকলের কর্ত্তব্য; কারণ যদি পার্থ তোমাদিগকে বলে পরাভব করিয়া স্বনগরে গমন করেন, তাহা হইলে তোমাদিগের যশোরাশি সদ্যই বিনষ্ট হইবে, কিন্তু সান্ত্ববাদে পরাজয়ের সম্ভাবনা নাই। যাদবগণ কৃষ্ণের উপদেশানুসারে অর্জ্জুনকে প্রতিনিবৃত্ত করিলে তিনি যথাবিধি সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করিলেন, এবং যাদবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া যথেষ্ট বিহার করত দ্বারকাতে সম্বৎসর অতিবাহিত করিলেন। পরে পুষ্করতীর্থে গমন করত একাদশ বৎসর অতিবাহিত করিলেন। এইরূপে

দ্বাদশবর্ষ পরিপূর্ণ হইলে পুনরায় খাণ্ডবপ্রস্থে প্রত্যাগমন করিলেন।

অর্জ্জুন যথানিয়মে নৃপসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে অর্চ্চনা করিয়া দ্রৌপদীর নিকট উপনীত হইলেন। দ্রৌপদী রমণীস্বভাবসুলভ ঈষৎ প্রণয়কোপ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, হে কৌন্তেয়! যে স্থানে সাত্বতকুমারী আছে; তথায় গমন কর। অথবা তোমারও নিতান্ত দোষ নাই। গুরুভার বস্তু দৃঢ়রূপে বদ্ধ থাকিলেও কালক্রমে তাহার পূর্ব্ব বন্ধ শিথিল হইয়া যায়। কৃষ্ণা এবম্বিধ নানাপ্রকার পরিহাস করিতে আরম্ভ করিলে ধনঞ্জয় তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা এবং তাঁহার নিকট বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পরে অর্জ্জুন রক্তবস্ত্রপরিধানা সুভদ্রাকে গোপালিকার বেশ ধারণপূর্ব্বক শীঘ্র অন্তঃপুরে প্রস্থান করিতে আজ্ঞা দিলেন। বরাঙ্গনা সুভদ্রা সেইরূপ বেশভূষায় অধিকতর শোভমানা হইয়া গৃহ প্রবেশপূর্ব্বক পৃথার চরণ বন্দনা করিলেন। কুন্তী প্রীতমনে সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীর মস্তকে আঘ্রাণ করিয়া ভূরি ভূরি আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। সুভদ্রা তথা হইতে দ্রৌপদীসন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, আমি অদ্যাবধি আপনার অনুচরী হইলাম। কৃষ্ণা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কৃষ্ণভগিনীকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, তোমার পতি নিঃসপত্ন হউন। মাধবভগিনী "তাহাই হউক" বলিয়া দ্রৌপদীকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। পাণ্ডবগণ এবং কুন্তীর আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন নির্ব্বিঘ্নে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়াছেন শুনিয়া বাসুদেব, বলদেব, ও যদুবংশীয় অন্যান্য বীর পুরুষেরা ভ্রাতৃবর্গ, কুমারগণ এবং অসংখ্য সেনাগণ সমভিব্যাহারে তথায় যাত্রা করিলেন। অসাধারণ-ধীশক্তি-সম্পন্ন যাদবচমূপতি অক্রূর, মহাতেজা অনাধৃষ্টি, মহানুভব উদ্ধব, সত্যক, সাত্যকি, কৃতবর্ম্মা, সাত্বত, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, নিশঠ, শঙ্কু, চারুদেষ্ণ, হিল্লী, বিপৃথু, সারণ, গদ এবং অন্যান্য যাদব, ভোজ ও অন্ধকবংশীয়েরা বহুল যৌতুক গ্রহণপূর্ব্বক খাণ্ডবপ্রস্থে আগমন করিলেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ সমাগত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া, তাঁহার অভ্যর্থনার নিমিত্ত নকুল ও সহদেবকে প্রেরণ করিলেন। কৃষ্ণ সাদরে পরিগৃহীত হইয়া ধ্বজপতাকা-পরিশোভিত খাণ্ডবপ্রস্থে প্রবেশ করিলেন। তদানীং রাজ-পথসকল নির্ধূলীকৃত এবং শীতল সুগন্ধি চন্দনরসে অভিষিক্ত হইয়াছিল। কোন কোন প্রদেশ দহ্যমান অগুরুধূমে সুরভিত, কোন্ স্থান কুসুমমালায় সুশোভিত, এবং কোন স্থান বণিক্‌গণের কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়াছে, কোথাও বা নগরবাসী লোকেরা প্রফুল্লমনে ভ্রমণ করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশীয় ভূপতিগণ ও বলদেব সমভিব্যাহারে নগরে প্রবেশপূর্ব্বক পৌর জন ও ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ইন্দ্রালয় সদৃশ রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির বলরামের যথোচিত সৎকার করিয়া কৃষ্ণের মস্তকাঘ্রাণ এবং বাহুযুগল দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। কৃষ্ণ বিনীতভাবে ধর্ম্মরাজ ও ভীমসেনকে অভিবাদন করিলেন। যুধিষ্ঠির সেই সমস্ত যাদবগণ ও প্রধান প্রধান অন্ধকদিগকে যথাবিধি সৎকার করিলেন। তিনি কাহাকেও গুরুবৎ পূজা করিলেন, কাহাকেও বয়স্যের ন্যায় প্রিয় সম্ভাষণ করিলেন এবং কাহারও নিকটে বা স্বয়ং অভিবাদিত হইলেন। কৃষ্ণ ধনঞ্জয়কে জ্ঞাতিদেয় রত্নসমূহ যৌতুক প্রদান করিয়া বাহন চতুষ্টয়-সংযুক্ত, কিঙ্কিণীজাল-জড়িত সহস্রসংখ্যক সুবর্ণরথ, সুশিক্ষিত সারথি, মাথুরদেশীয় অযুত গো, শ্বেতবর্ণ বড়বাসমূহ

দ্রুতগামী অশ্বতরসহস্র, সুবর্ণালঙ্কারবিভূষিত সেবাকুশল কিঞ্চিৎ অধিকবয়স্কা সহস্র দাসী, বাহ্লিকদেশীয় ঘোটকসমূহ, উৎকৃষ্ট সুবর্ণ রাশি, মদস্রাবী অত্যুন্নত রণপরিচিত হস্তীপক-বিশিষ্ট গজযূথপ্রভৃতি কন্যাধনসকল সুভদ্রাকে প্রদান করিলেন। বলরাম সেই সম্বন্ধের বহুমানপূর্ব্বক অমূল্য রত্নসমূহ, মহার্হবস্ত্র, বহুল নাগেন্দ্র এবং শত পতাকাপ্রভৃতি বস্তুজাত যৌতুক দান করিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির উক্ত সমস্ত দ্রব্য প্রতিগ্রহ করিয়া সমাগত যাদব ও অন্ধকগণের যথোচিত সৎকার করিলেন। যেমন পুণ্যাত্মা লোকেরা পরম সুখে স্বর্গ ভোগ করেন, তদ্রূপ সেই সকল মহাত্মারা তথায় গীতবাদ্য দ্বারা যথেষ্ট বিহার করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বহুদিবস অতিবাহিত হইলে বলদেবপুরঃসর সেই সকল মহাত্মারা কৌরবগণ কর্ত্তৃক রত্নসমূহও সম্মান দ্বারা পূজিত হইয়া দ্বারবতী-নগর প্রত্যাগমন করিলেন। কৃষ্ণ পার্থের সহিত পরম রমণীয় ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দুই জনে মৃগয়াসক্ত হইয়া মৃগ বরাহ বিদ্ধ করত যমুনাতীরে ক্রীড়া করিতেন। অনন্তর শচী যেমন জয়ন্তকে প্রসব করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কৃষ্ণের প্রিয়তমা ভগিনী সুভদ্রা সুবিখ্যাত ও সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত এক পুত্র প্রসব করিলেন। তিনি স্বভাবতঃ অভী ও মন্যুমান্ অর্থাৎ নির্ভয় ক্রোধান্বিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম অভিমন্যু হইল। লোকে তাঁহাকে আর্জ্জুনি বলিয়াও সম্বোধন করিত। যেমন সংঘর্ষণ দ্বারা শমীবৃক্ষ হইতে অগ্নি সমুদ্ভূত হয়, তদ্রূপ ধনঞ্জয় হইতে অভিমন্যু উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অভিমন্যুর জন্ম হইলে ধর্ম্মরাজ অযুত গো ও সুবর্ণরাশি বিপ্রসাৎ করিলেন। তিনি জন্মিয়া অবধি কৃষ্ণের সাতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। শারদ শর্ব্বরীনাথ সন্দর্শনে লোকের যাদৃশ প্রীতি হয়, তাঁহাকে দেখিয়া পিতৃগণ ও প্রজাগণের সেই রূপ আহ্লাদ হইত। তাঁহার জাত কার্য্যপ্রভৃতি সমুদায় শুভ কর্ম্ম বাসুদেব স্বয়ং সম্পন্ন করেন। তিনি শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। পরে অর্জ্জুনের নিকট নিখিল ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন, এবং বিজ্ঞানপ্রভৃতি প্রধান প্রধান শাস্ত্র ও বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াকলাপে সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। ধনঞ্জয়, আগম ও শস্ত্রপ্রয়োগবিষয়ে আত্মজকে আত্মতুল্য এবং সর্ব্বাংশে কৃষ্ণসদৃশ দেখিয়া আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

এই সময়ে সুভলক্ষণা দ্রৌপদীও পঞ্চ পতি হইতে ভূধরতুল্য দৃঢ়কায় মহাবল পরাক্রান্ত পঞ্চ পুত্র লাভ করিলেন। আদিত্যজননী অদিতির ন্যায় পাঞ্চালী যুধিষ্ঠির হইতে প্রতিবিন্ধ্য, বৃকোদর হইতে সুতসোম, অর্জ্জুন হইতে শ্রুতকর্ম্মা, নকুল হইতে শতানীক এবং সহদেব হইতে শ্রুতসেন, এই পঞ্চ বীর প্রসব করিলেন। দ্রৌপদীতনয়েরা প্রত্যেকে এক এক বৎসরান্তরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। মহর্ষি ধৌম্য আনুপূর্ব্বিক তাঁহাদিগের জাত কর্ম্ম, চূড়া ও উপনয়নাদি সম্পন্ন করেন। তাঁহারা বেদাধ্যায়ন সমাপনপূর্ব্বক অর্জ্জুনের নিকট নিখিল অস্ত্র ও ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিলেন। হে ভরতর্ষভ। এই রূপে পাণ্ডবেরা দেবকুমার সদৃশ আত্মজগণের সহিত পরম সুখে খাণ্ডবপ্রস্থে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

হরণাহরণ পর্ব্ব সমাপ্ত।

খাণ্ডবদহন পর্ব্বাধ্যায়।

দ্বাবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করত রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ও শান্তনব ভীষ্মের আদেশে অন্যান্য রাজগণকে বিনষ্ট করিলেন। যেমন জীবাত্মা সুলক্ষণসম্পন্ন সৎকর্ম্মশালী পুরুষের শরীরে সুখে বাস করেন, সেইরূপ সমুদায় লোক পুণ্যকর্ম্মা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। নীতিমান্ ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মার্থকাম ত্রিবর্গ ও আত্মতুল্য ভ্রাতৃবর্গের প্রতি নির্ব্বিশেষ অনুরাগ করিতেন। রাজা স্বয়ং ধর্ম্মার্থকাম ত্রিবর্গের চতুর্থ মোক্ষের ন্যায় শোভান্বিত হইলেন। বেদাধ্যায়নশীল, যজ্ঞশীল ও শিষ্টপ্রতিপালক ভূপালকে প্রাপ্ত হইয়া প্রজাগণের কমলা, অচঞ্চলা এবং বুদ্ধি ও ধর্ম্মের উৎকর্ষ হইতে লাগিল। যেমন উচ্চার্য্যমাণ বেদচতুষ্টয় দ্বারা জ্যোতিষ্টোমাদি মহৎ যজ্ঞ সুশোভিত হয়, রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সহিত তদ্রূপ নিরতিশয় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। যেমন দেবতারা বেষ্টন করিয়া প্রজাপতির উপাসনা করেন, বৃহস্পতিতুল্য ধৌম্যাদি ব্রাহ্মণগণও ভূপাল যুধিষ্ঠিরকে সেইরূপে উপাসনা করিতেন। যেমন নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্রের অবলোকনে প্রজাগণের নেত্র ও হৃদয় প্রফুল্ল হয়, সেইরূপ ভূপাল যুধিষ্ঠিরকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগের নেত্র ও হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইত। তাহারা যে দৈবাধীন তাঁহার প্রজা হইয়াছে বলিয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্ত থাকিত এমন নহে, রাজা ও সর্ব্বদা প্রজাগণের মনোরঞ্জন করিতেন। ধীমান্ মিষ্টভাষী যুধিষ্ঠিরের মুখ হইতে অনুচিত, মিথ্যা, অসভ্য বা অপ্রিয়-বাক্য কদাচ নির্গত হইত না। মহাতেজা যুধিষ্ঠির সতত আপনার ও অন্যের হিতসাধনেচ্ছু হইয়া পরম পরিতোষে কালাতিপাত করিতেন। সুস্থশরীর ও হৃষ্টচিত্ত পাণ্ডবেরা স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে অন্যান্য রাজগণকে তাপিত করত ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিতে লাগিলেন।

একদা অর্জ্জুন কৃষ্ণকে কহিলেন, হে জনার্দ্দন! গ্রীষ্মের অতিমাত্র প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, অতএব আমরা সপরিবারে যমুনায় যাইয়া জলবিহার করিতে অভিলাষ করি; সায়ংকালে সকলে প্রত্যাগমন করিব, তোমার কি অভিরুচি হয়? বাসুদেব কহিলেন, হে অর্জ্জুন! আমারও সম্পূর্ণ ইচ্ছা হইতেছে যে, আমরা সুহৃজ্জনপরিবৃত হইয়া যথেচ্ছ জলবিহার করি। বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া সুহৃদ্গণের সহিত যমুনায় গমন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা নানাবিধ বৃক্ষে সমাকীর্ণ ইন্দ্রপুরসদৃশ, বিবিধ খাদ্য দ্রব্যযুক্ত ও সুগন্ধি মাল্যজালে পরিবৃত বিহারদেশে উপস্থিত হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তথায় সকলেই আনন্দে বিহার করিতে আরম্ভ করিলেন। বিপুলনিতম্বা পীনোন্নতপয়োধরা মদস্খলিতগমনা বামলোচনারা ক্রীড়ামদে মত্ত হইয়া উঠিল। কেহ বনবিহার, কেহ জলবিহার, কেহ বা গৃহমধ্যে বিহার করিতে লাগিল। দ্রৌপদী ও সুভদ্রা বিবিধ বিচিত্র বসন ও নানাবিধ অলঙ্কার কামিনীগণকে প্রদান করিলেন। কোন কামিনী হৃষ্টান্তঃকরণে নৃত্যগীত আরম্ভ করিল; কেহ সুমধুর স্বরে শব্দ করিতে লাগিল; কেহ হাস্য পরিহাসে মত্ত হইল; কেহ অত্যুৎকৃষ্ট সুরাপান করিয়া গদ্গদ স্বরে কথা কহিতে লাগিল; কেহ বা কাহার সহিত বিরোধ আরম্ভ করিল; কেহ বা নির্জ্জন স্থানে যাইয়া গোপনীয় বিষয় লইয়া কথোপকথন করিতে লাগিল; এবং তত্রস্থ

সমৃদ্ধিশালী অট্টালিকাসকল বেণু, বীণা ও মৃদঙ্গের সুমনোহর শব্দে পরিপূর্ণ হইল। অনন্তর মহাত্মা বাসুদেব ও অর্জ্জুন এক মনোহর প্রদেশে গমন করিয়া মহামূল্য আসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহারা আসনে উপবেশনপূর্ব্বক অতীত ও অন্যান্য বৃত্তান্ত লইয়া নানাপ্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণার্জ্জুন অশ্বিনীকুমারের ন্যায় আসনে উপবিষ্ট হইয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছেন, ইত্যবসরে তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ তরুণারুণসঙ্কাশ পিঙ্গোজ্জ্বল-শ্মশ্রুজালজড়িত জটাচীরধারী এক দীর্ঘকায় ব্রাহ্মণ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সেই দ্বিজবরকে সমীপে আগত দেখিয়া আসন পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন।

ত্রয়োবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ আসন পরিগ্রহানন্তর মানবশ্রেষ্ঠ বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে কহিলেন, আমি ব্রাহ্মণ, অধিক আহার করিয়া থাকি, এবং সর্ব্বদাই অপরিমিত ভোজন করি; অতএব আপনাদের নিকটে ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছি, আপনারা আমার প্রার্থনা সফল করুন। ব্রাহ্মণ এইরূপ প্রার্থনা করিলে, কৃষ্ণ ও পাণ্ডব তাঁহাকে কহিলেন, আপনি নানাবিধ অন্নের মধ্যে কিপ্রকার অন্ন প্রার্থনা করেন বলুন, আমরা তাহা আহরণ করিতে যত্নবান হই। ব্রাহ্মণ এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, আমি অন্ন ভোজন করি না; আমি অগ্নি, অতএব আমার অনুরূপ অন্ন প্রদান করুন। ইন্দ্রের সখা পন্নগরাজ তক্ষক স্বীয় পরিবারবর্গের সহিত খাণ্ডববনে বাস করে। বজ্রভৃৎ ইন্দ্র ঐ খাণ্ডববন সর্ব্বদাই রক্ষা করিয়া থাকেন। আমি তাঁহার প্রভাবে খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে পারি না। ইন্দ্র আমাকে প্রজ্বলিত দেখিলেই মুষলধারে জল বর্ষণ করিতে থাকেন, তন্নিমিত্ত আমার অভিলষিত খাণ্ডবদাহ সম্পন্ন করিতে পারিতেছি না। অতএব আপনাদের নিকটে এই ভিক্ষা প্রার্থনা করি যে, আপনারা আমার সহায় হইয়া অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক উদকধারা ও তত্রস্থ ইন্দ্রসম্বন্ধীয় প্রাণিগণকে নষ্ট করুন, তাহা হইলে আমি খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে সমর্থ হই।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবান্ হব্যবাহন যে নিমিত্ত অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, মহেন্দ্র কর্ত্তৃক রক্ষ্যমাণ নানাসত্ত্বসমাকুল খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন, বোধহয়, তাহা সামান্য কারণ নহে; অতএব হে দ্বিজবর! আমি সেই বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি, বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আমি ঋষিগণপ্রশংসিত খাণ্ডববনদাহাশ্রিত পৌরাণিকী কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহারাজ শুনিয়া থাকিবেন, পূর্ব্ব কালে শ্বেতকি নামে মহাবল পরাক্রান্ত এক সুবিখ্যাত ভূপাল ছিলেন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, সেই রাজর্ষি অতিশয় যাজ্ঞিক ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তিনি প্রভূত দক্ষিণা দানপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন। ক্রিয়ারম্ভ, যজ্ঞানুষ্ঠান ও বিবিধ ধন দানবিষয়ে প্রতিদিনই তাঁহার যেরূপ অনুরাগ হইত, অন্য কোন বিষয়েই সেরূপ অনুরাগ জন্মিত না। এইরূপে মহারাজ শ্বেতকি ঋত্বিক্‌গণ সমভিব্যাহারে অনেকানেক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অনন্তর ঋত্বিক্‌গণ অনবরত উত্থিত যজ্ঞধূম দ্বারা ব্যাকুললোচন ও বহুকাল যাজন কার্য্য সমাধানপূর্ব্বক একান্ত খিন্ন হইয়া রাজাকে কহিলেন, আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করুন। রাজা তাঁহাদিগকে বিকলনেত্র ও যজ্ঞানুষ্ঠানে নিতান্ত অপটু বিবেচনা করিয়া বিদায় করিলেন, এবং তাঁ-

হাদিগের অনুমত্যনুসারে অপরাপর ঋত্বিক্‌গণ সমভিব্যাহারে যজ্ঞ কর্ম্ম সমাপন করিলেন।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে রাজা শত-বর্ষ-ব্যাপী এক দীর্ঘ সত্র আহরণ করিবার নিমিত্ত সেই সমস্ত ঋত্বিক্‌গণকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু তাঁহারা উপস্থিত হইলেন না। তখন তিনি বন্ধুবান্ধবের সহিত ঋত্বিক্‌গণকে অনুনয় করিতে লাগিলেন। প্রণিপাত, সান্ত্ববাদ ও ধন দান দ্বারা বারংবার তাঁহাদিগকে অনুনয় করিলেন, তথাচ তাঁহারা রাজার মনোরথ সফল করিলেন না। তখন মহীপাল রোষপরবশ হইয়া আশ্রমবাসী মহর্ষিদিগকে কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! যদি আমি পতিত হইতাম এবং আপনাদিগের শুশ্রূষায় নিরত না হইতাম, তাহা হইলে আপনারা ও অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা আমাকে ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করিতে পারিতেন; কিন্তু আমি সেরূপ নহি, অতএব মদীয় যজ্ঞনিষ্ঠার ব্যাঘাত বা অযোগ্য সময়ে আমাকে পরিত্যাগ করা আপনাদিগের বিধেয় নহে। এক্ষণে আমি আপনাদিগের শরণাপন্ন হইয়াছি, প্রসন্ন হউন। সান্ত্ববাদ, দান ও যথার্থ বাক্য দ্বারা আপনাদিগকে প্রসন্ন করিয়া যাহা কর্ত্তব্য, সমুদায় নিবেদন করিব। অথবা যদি বিদ্বেষবশতঃ আপনারা আমাকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমি যাজন কার্য্য সমাধা করিবার নিমিত্ত অন্যান্য ঋত্বিক্‌গণের নিকট গমন করিব। মহারাজ শ্বেতকি এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। মহর্ষিগণ রাজার যাজন কার্য্য অস্বীকার করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, মহারাজ! আমরা বহুকালাবধি আপনকার অবিচ্ছিন্ন যজ্ঞ কার্য্যে নিরন্তর দীক্ষিত হইয়া একান্ত ক্লান্ত ও নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছি। এক্ষণে আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করুন। আপনার নিতান্ত বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, এই কারণে আমাদিগকে বারংবার এইরূপ অনুরোধ করিতেছেন। এক্ষণে আপনি রুদ্রদেবসন্নিধানে গমন করুন; তিনিই আপনার যাজন কার্য্য করিবেন।

রাজা মহর্ষিগণের এইরূপ তিরস্কারবাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন, এবং কৈলাসপর্ব্বতে গমন করিয়া অতি কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান ও ব্রতোপবাসাদি দ্বারা দেবদেব মহাদেবকে আরাধনা করত সুদীর্ঘ কাল বাস করিতে লাগিলেন। তিনি কখন দ্বাদশ দিবস, কখন ষোড়শ দিবসে বন্য ফল মূল আহার করিতেন, কখন বা ঊর্দ্ধবাহু হইয়া ছয় মাস অনিমেষলোচনে নিশ্চল স্থাণুর ন্যায় অবস্থান করিতেন। ভগবান্ চন্দ্রশেখর রাজার এইরূপ অতি কঠোর তপস্যায় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তথায় আবির্ভূত হইয়া ভূপালকে কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমার তপস্যায় অতিশয় প্রীত হইয়াছি, তোমার মঙ্গল হউক! এক্ষণে স্বেচ্ছানুসারে বর প্রার্থনা কর। রাজর্ষি রুদ্রের এইরূপ কথা শুনিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনি সর্ব্বজন-পূজিত, এক্ষণে যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আপনি স্বয়ং আমার যাজন কার্য্য সমাধা করিবেন, এই বর প্রদান করুন। ইহা শুনিয়া ভগবান্ উমাপতি প্রীতমনে ও সস্মিতবচনে কহিলেন, মহারাজ! যজ্ঞ কার্য্য করিতে পারে, এমন লোক এই প্রদেশে কাহাকেও দেখি না। তুমিও আমার নিকটে বরার্থী হইয়া অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছ; কিন্তু আমার সহিত তোমাকে একটি নিয়ম সংস্থাপন করিতে হইবে, যদি তুমি দ্বাদশ বৎসর সমাহিত ও ব্রহ্মচারী হইয়া নিরবচ্ছিন্ন ঘৃতধারা দ্বারা অনলকে পরিতৃপ্ত করিতে পার, তাহা হইলে তুমি আমার

নিকট যে বিষয় প্রার্থনা করিবে, তাহা সুসম্পন্ন করিব।

রাজা রুদ্র কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত ও আদিষ্ট হইয়া দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিলেন। অনন্তর দ্বাদশ বৎসর সম্পূর্ণ হইলে তিনি পুনরায় ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেবের নিকটে উপস্থিত হইলেন। মহাদেব রাজাকে দেখিয়া প্রীতমনে কহিলেন, মহারাজ! আমার আজ্ঞা পালন করিয়াছ বলিয়া আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু যাজন কার্য্যে দীক্ষিত হওয়া ব্রাহ্মণদিগেরই বিধেয়, এই কারণে আমি স্বয়ং তোমার যাজন কার্য্য করিতে পারিব না। এই ভূমণ্ডলে দুর্ব্বাসা নামে এক মহর্ষি আছেন, তিনি অতিশয় সুবিখ্যাত ও আমারই অংশভূত। তিনিই তোমার যাজন কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। এক্ষণে স্বনগরে গমন করিয়া যজ্ঞীয় দ্রব্যসামগ্রীসকল আহরণ কর। রাজা ভগবান্ পশুপতির আদেশানুসারে স্বনগরে প্রতিগমনপূর্ব্বক যজ্ঞীয় দ্রব্যজাত আহরণ করিলেন। দ্রব্যসম্ভার সম্ভূত হইলে তিনি পুনরায় রুদ্রসন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্ভার ও উপকরণসমস্ত আহৃত হইয়াছে, এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হইয়া অনুমতি করিলে আমি পর দিনেই যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিত হই। রুদ্র রাজার এই কথা কর্ণগোচর করিয়া মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, হে দ্বিজেন্দ্র! এই মহানুভাব ভূপতির নাম শ্বেতকি, আমার নিদেশপ্রযুক্ত তোমাকে ইহাঁর যাজনক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে। মহর্ষি তৎক্ষণাৎ "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার করিলেন। অনন্তর যজ্ঞকার্য্য যথাবিধানে আরব্ধ হইল। সেই যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে মহর্ষি দুর্ব্বাসার আদেশানুসারে দীক্ষিত যাজক, ও সদস্যগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর ভগবান্ হুতাশন বিকৃতভাবাপন্ন ও তেজোহীন হইয়া ক্রমশঃ গ্লানিযুক্ত হইতে লাগিলেন। তখন তিনি আপনাকে তেজোহীন বিবেচনা করিয়া অতি পবিত্র ও লোকপূজিত ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তথায় ব্রহ্মাকে আসনে আসীন দেখিয়া নিবেদন করিলেন, ভগবন্! আমি তেজোহীন ও নির্বীর্য্য হইয়াছি; এক্ষণে আপনকার অনুকম্পায় পুনরায় স্বীয় নিশ্চলা প্রকৃতি প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করি। ইহা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ বিশ্বনির্ম্মাতা বিধাতা হাস্যমুখে বহ্নিকে কহিলেন, হে মহাভাগ! তুমি দ্বাদশ বৎসর বসুধারাহুত ঘৃত উপযোগ করিয়াছিলে বলিয়াই এইরূপ গ্লানিযুক্ত হইয়াছ; কিন্তু তেজোহীনতাবশতঃ সহসা ভগ্নাশ হইও না; তুমি পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ হইবে। পূর্ব্বে দেবনিয়োগক্রমে দেবশত্রু অসুরগণের আলয়ভূত যে ভয়ঙ্কর খাণ্ডবারণ্য দগ্ধ করিয়াছিলে, তথায় নানাবিধ জন্তুগণ বাস করে, তুমি তাহাদিগের মেদোমাংস ভক্ষণে পরিতৃপ্ত হইয়া পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইবে। অতএব শীঘ্র যাইয়া খাণ্ডববন দগ্ধ কর, তাহা হইলে অবশ্যই গ্লানিরূপ পাপ হইতে আশু মুক্ত হইতে পারিবে।

হুতাশন ব্রহ্মার মুখে এই কথা শুনিয়া প্রচণ্ডবেগে খাণ্ডবারণ্যে গমন করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া ক্রোধভরে সহসা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন, বায়ু তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিলেন। খাণ্ডববন প্রদীপ্ত দেখিয়া তত্রত্য প্রাণিগণ দাহশান্তির নিমিত্ত একান্ত যত্নবান্ হইল। করিযূথ ক্রোধপরবশ হইয়া সত্বরে শুণ্ডদ্বারা জলানয়নপূর্ব্বক অনলোপরি সেক করিতে লাগিল, বহুশীর্ষ সর্পগণ ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া মস্তক দ্বারা জলসেক করিতে আরম্ভ করিল এবং অন্যান্য প্রাণিগণও নানাপ্রকার উপায়দ্বারা অনতিকালমধ্যে দাবদাহ শান্তি করিল।

বহ্নি ক্রমে ক্রমে সাতবার প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন, তাহারা সাতবারই নির্ব্বাণ করিল।

চতুর্ব্বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে সর্ব্বদা গ্লানিযুক্ত ভগবান্ হুতাশন বারংবার হতাশ হইয়া তৎক্ষণাৎ কোপাকুলিতচিত্তে ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা মনোমধ্যে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বহ্নিকে কহিলেন, হে অনল! অদ্য দেবরাজ ইন্দ্রের সমক্ষে যে প্রকারে তুমি খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে পারিবে, আমি এই রূপ এক উপায় অবধারণ করিয়াছি শ্রবণ কর। দেবকার্য্য অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বদেব নর ও নারায়ণ মর্ত্ত্য লোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। লোকে তাঁহাদিগকে কৃষ্ণার্জ্জুন বলিয়া আহ্বান করিয়াথাকে। তুমি কৃষ্ণার্জ্জুন সমভিব্যাহারে খাণ্ডববনে গমন করিয়া দাব দাহ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের সাহায্য গ্রহণ কর। তৎপরে দেবগণ রক্ষা করিলেও তুমি অবলীলাক্রমে সেই অরণ্য দগ্ধ করিতে পারিবে। কৃষ্ণার্জ্জুনসমবেত হইয়া সমস্ত বন্য জন্তুদিগকে, এবং অধিক কি বলিব, দেবরাজ ইন্দ্রকেও যত্নপূর্ব্বক নিবারণ করিতে পারিবেন, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই কথা শুনিয়া হুতাশন কৃষ্ণার্জ্জুন-সন্নিধানে উপনীত হইয়া সাহায্যদানার্থে প্রার্থনা করিলেন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া অগ্নি যেরূপে প্রার্থনা করিয়া ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই আপনাকে অবগত করিয়াছি। তৎপরে অর্জ্জুন অগ্নিবাক্য শ্রবণ করিয়া তৎকালোচিত প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া কহিলেন, হে অগ্নে! আমার বহুতর দিব্যাস্ত্র আছে, তদ্দ্বারা আমি শত শত বজ্রধরের সহিত যুদ্ধ করিতে পারি। কিন্তু যৎকালে আমি সমরক্ষেত্রে বিক্রম প্রকাশ করিব, তখন আমার ভুজবেগ সহ্য করিতে পারে এমন ধনু নাই। আমি অতি সত্বরে শর ক্ষেপ করিতে পারি, আমার শরের আবশ্যকতা নাই। আমার রথ মদীয় শস্ত্রপুঞ্জ বহন করিতে অসমর্থ, অতএব বায়ুবৎ বেগশালী পাণ্ডুরবর্ণ দিব্য অশ্ব ও এক উৎকৃষ্ট রথ প্রদান করিতে হইবে। আর কৃষ্ণেরও বাহুবলতুল্য অস্ত্র নাই, যদ্দ্বারা তিনি নাগ ও পিশাচগণকে সংহার করিতে পারিবেন। হে ভগবন্! যদ্দ্বারা আমরা বজ্রধর ইন্দ্রকে নিবারণ করিতে পারি, তাহার উপায় অবধারণ করিয়া দিন। আমরা কেবল পৌরুষ প্রকাশ করিয়া কার্য্য সংসাধনে প্রবৃত্ত হইব, কিন্তু আপনাকে তদুপযোগী উপকরণ সকল আহরণ করিতে হইবে।

পঞ্চবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান হুতাশন অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া উদকমধ্যবাসী জলেশ্বর বরুণদেবকে স্মরণ করিলেন। চতুর্থ লোকপাল বরুণ তাঁহার চিন্তা অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ হুতাশন সমাগত বরুণকে যথোচিত সৎকার করিয়া কহিলেন, হে জলেশ্বর! সোমরাজ তোমাকে যে ধনুঃ, তূণীরদ্বয় ও কপিলক্ষণ রথ প্রদান করিয়াছিলেন, তৎ সমুদায় আমাকে শীঘ্র প্রদান কর। পার্থ গাণ্ডীব দ্বারা, ও কৃষ্ণ চক্র দ্বারা কোন মহৎ কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন। বরুণরাজ অগ্নির প্রার্থনায় সম্মত হইয়া যশঃ-কির্ত্তীবর্দ্ধন সর্ব্বশস্ত্রপ্রমাথী, সর্ব্বায়ুধ-সারভূত সেই বিচিত্রবর্ণ পরমাদ্ভুত দিব্য শরাসন, অক্ষয় তূণীরদ্বয় এবং এক রমণীয় রথ প্রদান কারলেন। ঐ রথ সুবর্ণালঙ্কারে ভূষিত রক্তবর্ণ মহাবেগশালী গান্ধর্ব্ব্য অশ্বগণে সংযোজিত ছিল, উহা সমস্ত যুদ্ধোপকরণসংযুক্ত, দেবদানবগণের অজেয়, সর্ব্বরত্ন

সুশোভিত, কিরণরাজিবিরাজিত, গভীরগর্জ্জনবিশিষ্ট এবং কপিকেতনে অলঙ্কৃত। ভুবনপ্রভু বিশ্বকর্ম্মা ঐ রথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মহারাজ সোম ঐ রথে আরোহণপূর্ব্বক দানবগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সেই নবমেঘাকৃতি পরম রমণীয় রথের নিকটবর্ত্তী হইয়া ইন্দ্রায়ুধের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ঐ রথের ধ্বজযষ্টি সুবর্ণময়; উহার উপরি ভাগে শার্দ্দূলবৎ ভয়ঙ্কর এক প্রকাণ্ডকলেবর বানর সন্নিবেশিত এবং ধ্বজে বিবিধ বৃহৎকায় জীবজন্তুর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত আছে। রথের ধ্বনি শ্রবণ করিলে শত্রুসৈন্যগণ বিলুপ্তচেতন হয়। যেমন সুকৃতী ব্যক্তি বিমানে আরোহণ করে, তদ্রূপ অর্জ্জুন কবচ পরিধান, খড়্গ ধারণ, গোধাঙ্গুলিত্র বন্ধন ও দেবগণকে নমস্কার করিয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক সেই রথে আরোহণ করিলেন। পরে ব্রহ্মনির্ম্মিত গাণ্ডীবধনু গ্রহণ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তখন তিনি হুতাশন-সমক্ষে বলপূর্ব্বক ধনু গ্রহণ করিয়া তাহাতে জ্যা রোপণ করিলেন। জ্যারোপণকালে এরূপ ভয়ানক শব্দ হইতে লাগিল যে, উহা শ্রবণে সকলেরই মন ব্যথিত হইল। কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন রথ, ধনু ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় প্রাপ্ত হইয়া অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন।

তদনন্তর ভগবান্ হুতাশন কৃষ্ণকে সুদর্শনাস্ত্র প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, হে মধুসূদন! তুমি এই চক্র দ্বারা যুদ্ধে দেবদানবদিগকেও অনায়াসে পরাজয় করিতে পারিবে। কি মনুষ্য, কি দেব, কি রাক্ষস, কি পিশাচ, কি দৈত্য, কি নাগ, তুমি যুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক-প্রভাব-সম্পন্ন এবং তাহাদের পরাজয়ে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই। হে মাধব! তুমি শত্রুর প্রতি যত বার এই চক্র নিক্ষেপ করিবে, ইহা তত বারই শত্রু নিপাত করিয়া পুনরায় তোমার হস্তে আসিবে। তৎপরে বরুণদেব কৃষ্ণকে দৈত্যান্তকারিণী কৌমোদকীনাম্নী গদা প্রদান করিলেন। ঐ গদার শব্দ বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় ভয়ঙ্কর।

তখন অস্ত্রশস্ত্রসম্পন্ন রথারূঢ় কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন অগ্নিকে কহিলেন, হে ভগবন্! এক্ষণে আমরা সমস্ত সুরাসুরগণের সহিতও যুদ্ধ করিতে পারি, ইন্দ্র একাকী পন্নগের নিমিত্ত যুদ্ধ করিয়া আমাদের কি করিবেন? অর্জ্জুন কহিলেন, এক চক্রপাণি যুদ্ধে ভ্রমণপূর্ব্বক চক্রাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে যাহা না করিতে পারেন, এমন কার্য্য ত্রিজগতে লক্ষ্য হয় না; বিশেষতঃ আমি আবার গাণ্ডীব ধনুঃ ও অক্ষয় তূণীর লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি, অতএব হে পাবক! আপনি খাণ্ডববনের চতুর্দ্দিকে প্রজ্জ্বলিত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে উহা দগ্ধ করুন; আমরা আপনার সাহায্য করিতেছি।

ভগবান্ হুতাশন কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তৈজস রূপ গ্রহণপূর্ব্বক সপ্ত শিখা বিস্তার করত চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত হইয়া খাণ্ডবারণ্য দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন, তৎকাল যুগান্ত কালের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ঘনঘটার গভীর নির্ঘোষের ন্যায় প্রজ্বলিত অনলের শব্দ শ্রবণে সমস্ত জীবজন্তু কম্পান্বিতকলেবর হইল। খাণ্ডবারণ্য হুতাশন কর্ত্তৃক দহ্যমান হইয়া সূর্য্যকিরণে ব্যাপ্ত পর্ব্বতেন্দ্র মেরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

ষড়্‌ংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন রথদ্বয়ে আরোহণপূর্ব্বক খাণ্ডববনের উভয় পার্শ্বে থাকিয়া নানাবিধ প্রাণিগণ দগ্ধ করাইতে আরম্ভ করিলেন। খাণ্ডবারণ্যবাসী জন্তুগণকে যে দিকে পলায়ন করিতে দেখিলেন, তাঁহারা সেই সেই দিকে বেগে ধাবমান হইতে লাগিলেন। গমনকালে সেই বায়ুবেগগামী রথদ্বয়ের অন্তর্গত অবকাশ-

সকল অলক্ষ্য হইল, কেবল অলাতচক্রের ন্যায় ভ্রাম্যমাণ রথিদ্বয় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। এইরূপে খাণ্ডববন দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে শত শত প্রাণিগণ ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে করিতে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতে লাগিল। কোন কোন জন্তু তীব্র তাপে দগ্ধৈকদেশ, স্ফুটিতচক্ষুঃ ও বিশীর্ণ হইয়া দৌড়িতে লাগিল। কেহ কেহ পিতা, পুত্র ও ভ্রাতৃগণকে আলিঙ্গন করিয়া স্নেহবশতঃ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে না পারাতে তথায় প্রাণ ত্যাগ করিল। কেহ কেহ দশনে দশন নিপীড়নপূর্ব্বক ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল এবং বিঘূর্ণিতকলেবরে অগ্নিতে পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। পক্ষিগণ দগ্ধপক্ষ, দগ্ধচক্ষুঃ ও দগ্ধচরণ হইয়া মহীতলে বিলুণ্ঠনপূর্ব্বক প্রাণ ত্যাগ করিতে লাগিল। জলাশয়সকল তীব্র তাপে কাথ্যমান হওয়াতে তত্রস্থ কূর্ম্ম ও মৎস্যসমুদায় বিনষ্ট হইয়াগেল। কোন কোন জন্তুর সমস্ত কলেবর প্রজ্বলিত হওয়াতে মূর্ত্তিমান্ বহ্নির ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। কোন কোন পক্ষী তীব্র তাপে সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া উড্ডয়নপূর্ব্বক পলায়ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু পার্থ তীক্ষ্ণ শর দ্বারা তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া অগ্নিতে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। কতিপয় পক্ষী অর্জ্জুনের তীব্র শরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া চীৎকাররবে বেগে উড্ডীন ও পুনরায় খাণ্ডবাগ্নিমধ্যে পতিত হইতে লাগিল। শত শত বনবাসী জন্তুগণ খর শরে জর্জ্জরিতকলেবর হইয়া ভয়ানকস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তাহাদের ঘোরতর নিনাদ মথ্যমান সমুদ্রের গভীর শব্দের ন্যায় শ্রুত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে প্রজ্বলিত হুতাশনের শিখাসমুদায় নভোমণ্ডল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া দেবগণেরও মহান্ উদ্বেগ জন্মাইল। তখন তীব্র তাপে সন্তপ্ত দেবগণ ঋষিগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া সুরপতি ইন্দ্রের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, হে অমরেশ্বর! বহ্নি কিনিমিত্ত অদ্য সমুদায় মর্ত্য লোক দগ্ধ করিতেছেন? অদ্য কি লোকসংক্ষয় সমুপস্থিত হইয়াছে?

সুররাজ ইন্দ্র দেবগণের মুখে সেই ভয়ঙ্কর ব্যাপার শুনিয়া এবং স্বয়ং দর্শন করিয়া খাণ্ডববন রক্ষার্থে গমন করিলেন। তিনি নানাবিধ রথসমূহ দ্বারা আকাশমণ্ডল ব্যাপ্ত করত বারি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মেঘগণ দেবরাজের আদেশানুসারে খাণ্ডবারণ্যমধ্যে মুষলধারে বারি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কিন্তু ঐ সমস্ত বারিধারা হুতাশনের তীব্রতাপবশতঃ অন্তরীক্ষেই শুষ্ক হইয়াগেল; অগ্নির উপর এক বিন্দুও পতিত হইল না। তখন সুররাজ পুরন্দর সাতিশয় সংক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় মহামেঘ দ্বারা বেগে বারি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে খাণ্ডবারণ্য বারিধারাপাতে ধূমাকীর্ণ ও অগ্নিশিখা দ্বারা ব্যাপ্ত হওয়াতে বিদ্যুৎ-সমাকুল ঘনঘটার ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিল।

সপ্তবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর অর্জ্জুন অসংখ্য শরবর্ষণ দ্বারা বারিবর্ষণ নিবারণ করিলেন। যেমন নীহারজালে চন্দ্রমা সমাচ্ছন্ন হয়েন, তদ্রূপ অর্জ্জুন শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক সমস্ত খাণ্ডববন আচ্ছাদিত করিলেন। তদীয় শস্ত্রকলাপে অন্তরীক্ষ পরিব্যাপ্ত হইলে একটি প্রাণীও পলায়ন করিতে পারিল না। তৎকালে নাগরাজ তক্ষক কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র অশ্বসেন তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি অগ্নি হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত অশেষ প্রকার যত্ন করিলেন, কিন্তু অর্জ্জুনের শরজালে অবরুদ্ধ হওয়াতে কোন ক্রমেই বহির্গত হইতে সমর্থ হইলেন না। তদ্দর্শনে তাঁহার মাতা স্নেহপরবশ হইয়া বিপন্ন

পুত্রের রক্ষার্থে আসন্নমৃত্যুমুখে ধাবমানা হইলেন। ইতিপূর্ব্বে অশ্বসেনের মস্তক ও লাঙ্গুল দগ্ধ হইয়াছিল। নাগপত্নী অগ্নি হইতে পুত্রকে মুক্ত করিতে যাইয়া আপনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অর্জ্জুন তীক্ষ্ণধার শর দ্বারা নাগভার্য্যার মস্তকচ্ছেদন করিলেন। দেবরাজ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া তক্ষকতনয়ের প্রাণরক্ষার্থ বাতবর্ষণ দ্বারা অর্জ্জুনকে অচেতন করিলেন। ইত্যবসরে অশ্বসেন পলায়ন করিল। অর্জ্জুন ইন্দ্রের মায়া ও সর্পের প্রবঞ্চনা পর্য্যালোচনা করত তত্রস্থ সমস্ত প্রাণীকে দ্বিধা ত্রিধা খণ্ড করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও পাবক সেই জিহ্মগামীকে "নিরাশ্রয় হইবে" বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন।

অনন্তর ক্রোধাবিষ্ট জিষ্ণু পূর্ব্বকৃত বঞ্চনা স্মরণ করিয়া আশুগ শরসমূহ দ্বারা বজ্রধরের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। দেবরাজ অর্জ্জুনকে সমরে সংরব্ধ নিরীক্ষণ করিয়া অনবরত অস্ত্র নিক্ষেপে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিলেন। প্রবল বায়ুবেগে সমুদ্রসকল সংক্ষোভিত হইয়া বেলাভূমি অতিক্রম করিতে লাগিল, জলধারাবনত মেঘমালায় নভোমণ্ডল সমাকুল হইল, ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ, অবিশ্রান্ত বজ্রাঘাত ও ঘনঘটার গভীর গর্জ্জনে যেন প্রলয়কাল উপস্থিত হইল। অর্জ্জুন সেই ঘোরতর মেঘের নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত অত্যুৎকৃষ্ট অস্ত্রসকল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। যুক্তিবিশারদ ধনঞ্জয় প্রথমতঃ মন্ত্রপূত বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা অশনি ও মেঘের বলবীর্য্য তিরোহিত করিলেন। জলধারা শুষ্ক ও ক্ষণপ্রভা বিলীন হইয়া গেল। এইরূপে ক্ষণকালমধ্যে ব্যোমতল তমোমুক্ত ও প্রশান্তরজ হইল, সুশীতল গন্ধবহ মন্দ মন্দ সঞ্চারে বহিতে লাগিল, অর্কমণ্ডল প্রকৃতিস্থ হইল এবং হুতাশন প্রাণিগণের দেহনিঃসৃত বসা দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া পুনরায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। অগ্নির শব্দে সমুদয় জগৎ পরিপূর্ণ হইল। সুপর্ণাদি পতত্রিবর্গ কৃষ্ণার্জ্জুন কর্ত্তৃক খাণ্ডববন পরিরক্ষিত দেখিয়া গর্ব্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক আকাশমার্গে উড্ডীন হইল। গরুড় বজ্রতুল্য স্বীয় নখ, তুণ্ড ও পক্ষদ্বারা কৃষ্ণার্জ্জুনকে প্রহার করিবার মানসে আকাশ হইতে নামিলেন। উরগসমূহ দগ্ধানন হইয়া পাণ্ডবসমীপে তীব্র বিষ উদ্গার করিতে করিতে নিপতিত হইতে লাগিল। অর্জ্জুন শরদ্বারা তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিলেন। তাহারা পুনর্ব্বার প্রজ্বলিত হুতাশনে পতিত হইয়া ভস্মসাৎ হইল। যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, গন্ধর্ব্ব ও অসুরগণ যুদ্ধার্থী হইয়া ঘোরতর নিনাদ করত উত্থিত হইল। অর্জ্জুন তীক্ষ্ণ শরদ্বারা সেই ক্রোধমূর্চ্ছিত জিঘাংসুদিগের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। অরাতিকুলনিহন্তা কৃষ্ণ চক্রদ্বারা দৈত্য দানবগণের প্রাণ সংহার করিলেন। কেহ কেহ কৃষ্ণের চক্রাস্ত্রদ্বারা চালিত ও বাণবিদ্ধ হওয়াতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

অনন্তর ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র শ্বেত গজে অধিরূঢ় হইয়া কৃষ্ণার্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন, এবং অতি বেগে অশনি গ্রহণপূর্ব্বক অপর কতকগুলি অস্ত্র সৃষ্টি করিয়া সুরগণকে কহিলেন, এই বারে কৃষ্ণার্জ্জুন নিহত হইয়াছেন। দেবরাজ অশনি উদ্যত করিয়াছেন দেখিয়া, দেবতারা স্ব স্ব অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিলেন। কৃতান্ত কালদণ্ড, ধনপতি গদা, বরুণ পাশ ও বজ্র, মহাবল স্কন্দ শক্তি গ্রহণ করিয়া সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন। অশ্বিনীকুমারেরা দীপ্যমান ওষধী, বিধাতা ধনু, জয় মুষল, বিশ্বকর্ম্মা পর্ব্বত, অংশ শক্তি, যম পরশু এবং সূর্য্য অতি ভয়ঙ্কর পরিঘাস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক মহাস্ফালন করিতে লাগিলেন।

মিত্র চক্র ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, পূষা, ভগ এবং সবিতা ক্রুদ্ধ হইয়া শরাসন ও নিস্ত্রিংশ গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। রুদ্র, বসু, মরুৎ, বিশ্বেদেব এবং অন্যান্য অসংখ্য দেবগণ কৃষ্ণার্জ্জুনের জিঘাংসায় বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিলেন। দেবতারা রণক্ষেত্রে অত্যদ্ভুত ব্যাপারসকল নিরীক্ষণ করিলেন, এবং কল্পান্ত সময়ের ন্যায় ভূতগণের মোহ উপস্থিত দেখিলেন। দেবগণ-সমভিব্যাহারী ইন্দ্রকে ক্রোধান্বিত অবলোকন করিয়া যুদ্ধবিশারদ কৃষ্ণার্জ্জুন সজ্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক নির্ভয়ে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহারা অমর্ষপ্রদীপ্ত হইয়া বজ্রসদৃশ শরসমূহ দ্বারা শক্র-সমভিব্যাহারী সুরগণকে দুরীকৃত করিলেন। দেবতারা বারংবার ভগ্নমনোরথ হইয়া ভয়ে যুদ্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দেবতাদিগকে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ দেখিয়া নভোমণ্ডলস্থিত ঋষিগণ সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। দেবরাজও পুনঃ পুনঃ তাঁহাদিগের বল, বীর্য্য ও অসামান্য রণনৈপুণ্য সন্দর্শনে পরম প্রীত হইলেন। পাকশাসন, অর্জ্জুনের ভুজবীর্য্য পরীক্ষার্থে অনবরত শিলা বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন অনায়াসে তাহা প্রতিহত করিলেন। তদ্দর্শনে শতক্রতু পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে অশ্মবর্ষণ আরম্ভ করিলেন, কিন্তু অর্জ্জুনের বাণে সকলই লয় প্রাপ্ত হইল।

অনন্তর দেবরাজ জিঘাংসাপরতন্ত্র হইয়া স্বীয় বাহুবলে তরুলতার সহিত মন্দর গিরির শিখর উৎপাটনপূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন অজিহ্মগ মহাবেগবান্ শরসমূহ দ্বারা সেই অদ্রিশৃঙ্গ শতধা বিচ্ছিন্ন করাতে বোধ হইল যেন, নভোমণ্ডল হইতে পতনোন্মুখ সূর্য্যমণ্ডল ও গ্রহগণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। গিরিশিখর খাণ্ডববনে পতিত হইবামাত্র তত্রস্থ সমস্ত প্রাণী যুগপৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

অষ্টাবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, খাণ্ডবারণ্যনিবাসী দানব, রাক্ষস, নাগ, তরক্ষু, ভল্লূক, মদস্রাবী হস্তী, শার্দ্দূল ও সিংহপ্রভৃতি জন্তুগণ এবং অন্যান্য প্রাণিসমুদায় শৈলপতনে ভীত হইয়া উদ্বিগ্নচিত্তে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উদ্যতাস্ত্র হইয়া সেই বন রক্ষা করিতে লাগিলেন। পলায়মান জন্তুগণের চীৎকাররবে এবং ঔৎপাতিক শব্দ সদৃশ শৈলনিপাতশব্দে খাণ্ডববন সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল। অরণ্য দগ্ধ হইতেছে, এবং কৃষ্ণ অস্ত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, দেখিয়া জন্তুগণ ভয়ানক স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। জন্তুগণের ভয়ঙ্কর নিনাদ ও অগ্নির ভীষণ শব্দে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তখন মহাবাহু বাসুদেব ঐ সমস্ত জন্তুগণকে বিনাশ করিবার মানসে তেজঃপ্রদীপ্ত তীক্ষ্ণ চক্র নিক্ষেপ করিলেন। ক্ষুদ্রজাতীয় প্রাণী, দানব ও নিশাচরগণ চক্রাঘাতে জর্জ্জরিতকলেবর হইয়া প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রদীপ্ত পাবকমধ্যে পতিত হইতে লাগিল। কৃষ্ণচক্রে বিদারিতাঙ্গ দৈত্যগণ বসারুধিরচর্চ্চিত হইয়া সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ভগবান্ চক্রপাণি সহস্র সহস্র পিশাচ, পক্ষী, নাগ ও পশুগণকে বিনাশ করত কালান্তক যমের ন্যায় তথায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অমিত্রঘাতী কৃষ্ণ যত বার চক্র নিক্ষেপ করেন, চক্র ততবারই বহুসংখ্যক প্রাণী বিনাশ করিয়া তাঁহার হস্তে ফিরিয়া আইসে। এইরূপে বহুসংখ্যক পিশাচ, সর্প ও রাক্ষসগণ বিনাশ করাতে সর্ব্বভূতাত্মা বাসুদেবের রূপ অতীব ভয়ঙ্কর

হইয়া উঠিল। ঐ সময় সমস্ত দেবগণ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাদিগকে পরাজয় করিতে পারিলেন না। সুরগণ কৃষ্ণার্জ্জুনহস্ত হইতে খাণ্ডবারণ্য রক্ষা করিতে না পারিয়া পরিশেষে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তদ্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সুরগণ প্রতিনিবৃত্ত হইলে ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া এই দৈববাণী হইল, "দেবরাজ! তোমার সখা ভুজগেশ্বর তক্ষক বিনষ্ট হন নাই। খাণ্ডবারণ্যদাহকালে তিনি কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। আমার বাক্য শ্রবণ কর, এই বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে তুমি কখনই পরাজয় করিতে পারিবে না। ইহাঁরা পূর্ব্বে নর ও নারায়ণ নামে সুরপুরে বিখ্যাত ছিলেন। তুমিও উহাঁদের বীর্য্য ও পরাক্রমের বিষয় সমুদায় অবগত আছ। এই দুরাধর্ষ, সর্ব্বলোকবিশ্রুত, পুরাণ মহর্ষিদ্বয় যুদ্ধে পরাজিত হইবার নহেন। ইহাঁরা সমুদায় দেব, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, নর, কিন্নর ও পন্নগগণের পূজনীয়। অতএব হে বাসব! তুমি সুরগণ সমভিব্যাহারে স্বস্থানে প্রস্থানপূর্ব্বক এই খাণ্ডবদাহ নিরীক্ষণ কর।"

অমররাজ ইন্দ্র এইপ্রকার অশরীরিণী বাণী শ্রবণ করিয়া সত্য বিবেচনায় ক্রোধদ্বেষ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। অন্যান্য দেবগণ দেবরাজকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। সুরপতি অমরগণ সমভিব্যাহারে স্বস্থানে প্রস্থান করিলে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিঃশঙ্কচিত্তে খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে লাগিলেন। যেমন বায়ু মেঘমালাকে দূরীভূত করে, তদ্রূপ অর্জ্জুন সুরগণকে তথা হইতে নিঃসারিত করিয়া বাণবর্ষণ দ্বারা খাণ্ডববনস্থ জন্তুগণকে ব্যস্তসমস্ত করিলেন। অর্জ্জুনের শরাঘাতে ছিন্নকলেবর হওয়াতে কোন জন্তুই প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে পারিল না। মহাবল পরাক্রান্ত জন্তুগণ, অমোঘাস্ত্র অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, তৎকালে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হইল না। শত শত পক্ষিগণ অর্জ্জুনশরাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক অগ্নিতে পতিত হইতে লাগিল। হস্তী, মৃগ, তরক্ষু, ও অন্যান্য প্রাণিগণ কি তীরভূমি, কি বিষম প্রদেশ, কি পিতৃদেবনিবাস, কোথাও গিয়া প্রাণ রক্ষা করিতে না পারিয়া কাতরস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তাহাদের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া গঙ্গামধ্যস্থ ও সমুদ্রগর্ভস্থ মীনগণ সাতিশয় ত্রাসযুক্ত হইল। তত্রত্য বিদ্যাধরগণ ও অন্যান্য জন্তুগণ কৃষ্ণার্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবে কি, তাঁহাদের সম্মুখীন হইতেই পারিল না। পলায়মান জন্তুগণের মধ্যে যাহারা এক বর্ষের অনধিকবয়স্ক, কৃষ্ণ স্বীয় চক্র দ্বারা তাহাদিগকেও ছেদন করিতে লাগিলেন। মহাকায় জীবগণ কৃষ্ণার্জ্জুনের অস্ত্রাঘাতে ছিন্নশির ও ভিন্নমস্তক হইয়া প্রদীপ্ত হুতাশনে পতিত হইতে লাগিল। এইরূপে ভগবান্ হব্যবাহন কৃষ্ণার্জ্জুনপ্রভাবে মাংস, রুধির ও বসা দ্বারা তর্পিত হইয়া মহাবেগে গগনস্পর্শপূর্ব্বক ধূমশূন্য হইলেন এবং দীপ্তাক্ষ, দীপ্তজিহ্ব, দীপ্তানন ও দীপ্তকেশ হইয়া প্রাণিগণের বসা পান করত পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

হুতাশন প্রচণ্ড বেগে খাণ্ডবারণ্য দগ্ধ করিতেছেন, এমন সময়ে ভগবান্ মধুসূদন ময়দানবকে তক্ষকের ভবন হইতে পলায়ন করিতে দেখিলেন। মূর্ত্তিমান্ অগ্নি কৃষ্ণের নিকট গমন করিয়া ময়াসুরকে দগ্ধ করাইতে প্রার্থনা করিলেন। কৃষ্ণ অগ্নির প্রার্থনানুসারে অসুরকে ছেদন করিবার জন্য চক্র উত্তোলন করিলেন। ময় তদ্দর্শনে অ-

তীব ভীত হইয়া "রক্ষা করুন, রক্ষা করুন," বলিয়া অর্জ্জুনসমীপে গমন করিতে লাগিল। শরণাগতপ্রতিপালক ধনঞ্জয় তাহার সেই করুণ স্বর শ্রবণে দয়াপরবশ হইয়া "ভয় নাই" বলিয়া আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক তাহাকে জীবিতপ্রায় করিলেন। অর্জ্জুন এইরূপে অভয় প্রদান করাতে ভগবান্ চক্রপাণি তাহাকে বধ করিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন; অগ্নিও তাহাকে দগ্ধ করিলেন না।

হে পৌরববংশাবতংস জনমেজয়! এইরূপে কৃষ্ণার্জ্জুন কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া ভগবান্ হুতাশন পঞ্চদশ দিবসে সেই বন দগ্ধ করিলেন। এই পঞ্চদশ দিনের মধ্যে তত্রস্থ সমস্ত জীবজন্তুই সেই প্রচণ্ডানলে দগ্ধ হইল; কেবল অশ্বসেন, ময় ও চারিটি শার্ঙ্গক রক্ষা পাইয়াছিল।

ঊনত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! সেই খাণ্ডববন দাহকালে অশ্বসেন ও ময়দানব যেরূপে পরিত্রাণ পাইল, তাহা শুনিয়াছি; এক্ষণে শার্ঙ্গকদিগের অনাময় কারণ শ্রবণ করিতে সাতিশয় ঔৎসুক্য হইতেছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে শত্রুনিপাতন! শার্ঙ্গকচতুষ্টয় যে নিমিত্ত সেই প্রবল খাণ্ডববনানল হইতে পরিত্রাণ পাইল, তদ্বিষয় সবিশেষ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মন্দপাল নামে এক পরম ধার্ম্মিক তপঃপরায়ণ, বেদপারগ মহর্ষি ছিলেন। ঐ তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় তপোধন ঊর্দ্ধরেতাঃ ঋষিগণের আচরিত মার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিয়দ্দিনানন্তর তিনি তপস্যার পরাকাষ্ঠায় উত্তীর্ণ হইয়া দেহ ত্যাগপূর্ব্বক পিতৃলোকে গমন করিলেন; কিন্তু তথায় তপস্যার ফল প্রাপ্ত হইলেন না। মহর্ষি বহুদিনানুষ্ঠিত তপস্যা নিষ্ফল হইল দেখিয়া ধর্ম্মরাজের সমীপস্থ দেবগণকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সুরগণ! আমি কি নিমিত্ত বহুদিবসার্জ্জিত তপস্যার ফলভোগে বঞ্চিত হইলাম, বলুন। আমি মর্ত্ত্য লোকে কোন্ কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি নাই; যাহাতে আমার তপস্যা নিষ্ফল হইল, আমি এক্ষণেই তাহা করিতেছি। হে দেবগণ! মদনুষ্ঠিত তপস্যার ফল কি আজ্ঞা করুন।

দেবগণ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! মনুষ্য জন্মিবামাত্র দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ, এই ঋণত্রয়গ্রস্ত হয়। ঐ ঋণত্রয়ের মধ্যে যজ্ঞ দ্বারা দেবঋণ, তপস্যা দ্বারা ঋষিঋণ ও সন্তানোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারে। তুমি তপশ্চরণ ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছ, কিন্তু তোমার সন্তান নাই; এই নিমিত্ত তোমার সমুদায় কর্ম্ম নিষ্ফল হইয়াছে। অতএব তুমি পরম যত্ন সহকারে অপত্যোৎপাদন কর, তাহা হইলেই এই অমরলোকে পরম সুখসমৃদ্ধি ভোগ করিতে পারিবে। হে দ্বিজোত্তম! শাস্ত্রে কথিত আছে যে, পুত্র পিতাকে পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ করে, অতএব তুমি অবিলম্বে অপত্যোৎপাদনে যত্নবান্ হও।

মহর্ষি মন্দপাল দেবগণের সেই বাক্য শ্রবণানন্তর কিরূপে অল্পকালমধ্যে বহু অপত্য উৎপাদন করিবেন, তদ্বিষয়িণী চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বহুপ্রসবশালী বিহঙ্গমমণ্ডলে গমন করত শার্ঙ্গকমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক জরিতানাম্নী এক শার্ঙ্গিকার গর্ভে চারিটি ব্রহ্মবাদী পুত্র উৎপাদন করিলেন। সেই পুরুষচতুষ্টয় অণ্ডমধ্যস্থ থাকিতে থাকিতেই তাহাদিগকে জরিতার নিকট সমর্পণপূর্ব্বক লপিতার নিকট গমন করিলেন। জরিতা মহর্ষি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অণ্ডস্থ ঋষিগণকে পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া প্রাণপণে তাহাদিগকে পোষণ করত খাণ্ডববনেই বাস করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দিনানন্তর ভগবান্ হুতাশন খাণ্ডববন দাহ করিবার মানসে তথায় আগমন করিলেন। ঐ সময়ে মহর্ষি মন্দপাল লপিতার সহিত সেই বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি অগ্নিকে দেখিবামাত্র তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া এবং স্বীয় সন্তানগণের বাল্যাবস্থা স্মরণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সেই মহাতেজা হুতাশনের স্তব করিতে লাগিলেন, "হে অগ্নে! তুমি সমস্ত লোকের মুখস্বরূপ; তুমি হব্যবাহন; তুমি গুপ্তভাবে সর্ব্ব ভূতের অন্তঃকরণে বিচরণ কর; কবিগণ তোমাকে অদ্বিতীয় ও ত্রিবিধ কহেন; এবং তোমাকে অষ্টধা কল্পনা করিয়া যজ্ঞকর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন। হে হুতাশন! মহর্ষিগণ কহেন, তুমিই এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছ; তুমি না থাকিলে এই সমস্ত জগৎ ক্ষণকালমধ্যে ধ্বংস হইয়া যায়; বিপ্রগণ স্ত্রীপুত্র সমভিব্যাহারে তোমাকে নমস্কার করিয়া স্বধর্ম্মবিজিত ইষ্ট গতি প্রাপ্ত হন। হে অগ্নে! সজ্জনগণ তোমাকে আকাশবিলগ্ন সবিদ্যুৎ জলধর বলিয়া থাকেন; তোমা হইতে অস্ত্রসমুদায় নির্গত হইয়া সমস্ত ভূতগণকে দগ্ধ করে; হে জাতবেদঃ! এই সমস্ত চরাচর বিশ্ব তুমিই নির্ম্মাণ করিয়াছ; তুমিই সর্ব্বাগ্রে জলের সৃষ্টি করিয়া তৎপরে তাহা হইতে সমস্ত জগৎ উৎপাদন করিয়াছ; তোমাতেই হব্য ও কব্য যথাবিধি প্রতিষ্ঠিত থাকে; হে দেব! তুমি দহন; তুমি ধাতা; তুমি বৃহস্পতি; তুমি অশ্বিনীকুমার; তুমি মিত্র; তুমি সোম এবং তুমিই পবন।"

ভগবান্ হুতাশন অমিততেজা মহর্ষি মন্দপালের এইপ্রকার স্তুতিবাক্য শ্রবণে যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি তোমার স্তবে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে বল তোমার কি অভিলাষ পূর্ণ করিব। তখন মহর্ষি কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে হব্যবাহন! আপনার নিকট আমার এই প্রার্থনা যে, যৎকালে আপনি খাণ্ডববন দহন করিবেন, অনুগ্রহ করিয়া আমার পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। ভগবান্ হব্যবাহন "তথাস্তু" বলিয়া মহর্ষির প্রার্থনা পূরণে সম্মতি প্রদান করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ ভয়ঙ্কর বেগে খাণ্ডববনমধ্যে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন।

ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! তদনন্তর ভগবান্ হুতাশন প্রবল বেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে সেই শার্ঙ্গকচতুষ্টয় আপনাদিগকে অশরণ বোধ করিয়া সাতিশয় দুঃখিত ওউৎকণ্ঠিতচিত্ত হইলেন। তাহাদের মাতা দীনা জরিতা স্বীয় শাবকগণকে তদবস্থ দেখিয়া দুঃখ-শোকাকুলিত চিত্তে বিলাপ করত কহিতে লাগিলেন, হায়! এখন কি করি! ঐ প্রজ্বলিত হুতাশন ভূমণ্ডল সমুদ্দীপিত করিয়া ভয়ঙ্কর বেগে অরণ্য দগ্ধ করিতে করিতে এই দিকেই আসিতেছেন; আর আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের পরিত্রাণকারণ এই শাবকগুলিও আমার চিত্তাকর্ষণ করিতেছে। আমি কি করিয়া ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করি! ইহারা সকলেই অজাতপক্ষ এবং ইহাদিগের চরণ অতিশয় দুর্ব্বল, সুতরাং স্বয়ং পলায়নে অসমর্থ। আমারও এমন সামর্থ্য নাই যে, ইহাদিগের চারি জনকে লইয়া প্রস্থান করি; কিংবা ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাই। এখন কি করি! কাহাকে পরিত্যাগ করি, কাহাকেই বা লইয়া যাই! হে পুত্রগণ! তোমরা বল, এক্ষণে আমার কি করা কর্ত্তব্য। আমি বিস্তর চিন্তা করিয়াও তোমাদের মোচনোপায় স্থির করিতে পারিলাম না, অতএব আমি স্বীয় গাত্রদ্বারা তোমাদিগকে আচ্ছাদন করিয়া তোমাদের সহিত এক কালে হুতাশনমুখে প্রাণ সমর্পণ করি। তো-

মাদিগের পিতা নিতান্ত নিষ্ঠুর। তিনি গমনকালে বলিয়া গিয়াছেন যে, জরিতারি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, ইহাতেই কুলের প্রতিষ্ঠা হইবে; সারিস্বক্ক অপত্যোৎপাদন দ্বারা বংশ বর্দ্ধন করিবে; স্তম্বমিত্র তপস্যা করিবে এবং দ্রোণ বেদবেত্তাদিগের অগ্রগণ্য হইবে, তিনি এইমাত্র বলিয়া আমাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছেন। এখন আমি কাহাকে অবলম্বন করিয়া এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার হই! শার্ঙ্গিকা এইরূপে ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া স্বীয় শাবকগণ রক্ষার কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না, কেবল বিলাপ করিতে লাগিলেন।

শার্ঙ্গকগণ স্বীয় জননি শার্ঙ্গিকার এইরূপ বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মাতঃ! আমাদিগের স্নেহ পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিশূন্য স্থানে পলায়ন কর। দেখ আমরা এস্থানে বিনষ্ট হইলে তোমার অন্যান্য অনেক সন্তান হইতে পারিবে, কিন্তু তুমি প্রাণ ত্যাগ করিলে বংশ রক্ষার উপায়ান্তর নাই। অতএব হে মাতঃ! এই উভয় পক্ষ বিবেচনা করিয়া যাহাতে আমাদের কুলের শ্রেয়ঃ হয়, তাহা কর। আমাদিগের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিয়া সর্ব্বদিক্ বিনষ্ট করিও না এবং ইহা করিলে আমাদের পিতার বাঞ্ছাও ব্যর্থ হইবে না।

জরিতা কহিলেন, হে পুত্রগণ! এই বৃক্ষের অতি সমীপবর্ত্তী ভূতলে এক মূষিকের গর্ত্ত আছে; তোমরা অতি ত্বরায় তন্মধ্যে প্রবেশ কর; তথায় অগ্নিভয়ের সম্ভাবনা নাই। হে পুত্রগণ! তোমরা ঐ গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে আমি পাংশুদ্বারা আপাততঃ উহার মুখ রুদ্ধ করিয়া দিব, তাহা হইলে তোমরা এক্ষণে অগ্নি হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিবে। পরে অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে পর আমি পুনরায় আসিয়া পাংশুরাশি প্রক্ষেপপূর্ব্বক ঐ গর্ত্তের মুখ পরিষ্কার করিয়া দিলে পুনর্ব্বার উঠিবে। হে বৎসগণ! প্রজ্বলিত হুতাশন হইতে মুক্ত হইবার এই একমাত্র উপায় আছে, ইহা অবলম্বন করিয়া প্রাণ রক্ষা কর।

শার্ঙ্গকগণ কহিলেন, হে মাতঃ! মূষিক স্বভাবতঃ মাংসলোলুপ, বিশেষতঃ আমরা অজাতপক্ষ মাংসপিণ্ডভূত; আমরা গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেই সে আমাদিগকে ভক্ষণ করিবে, সন্দেহ নাই; এই ভয়ে গর্ত্তে প্রবেশ করিতে সাহস হইতেছে না। পরে তাহারা কাতরস্বরে কহিতে লাগিল, হায়! এখন কিরূপে আমরা প্রজ্বলিত হুতাশন হইতে রক্ষা পাই! কিরূপেই বা মূষিকহস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই! কিপ্রকারে আমাদের পিতার অপত্যোৎপাদন নিষ্ফল না হয় এবং কি করিয়াই বা মাতা জীবিত থাকিবেন! গর্ত্তে প্রবেশ করিলে মূষিকে ভক্ষণ করে, অন্তরীক্ষে থাকিলে অগ্নিদাহে প্রাণ যায়; এই উভয় পক্ষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে গর্ত্তে গিয়া মূষিকমুখে প্রাণ ত্যাগ করা অপেক্ষা অগ্নিতে ভস্ম হওয়া শ্রেয়ঃকল্প; যেহেতু মূষিকমুখে মৃত্যু হইলে গর্হিত মরণ হইবে, কিন্তু হুতাশনে কলেবর পরিত্যাগ করিলে সদ্গতি লাভ হইতে পারিবে।

একত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দীনা জরিতা পুত্রগণের এইপ্রকার কাতরোক্তি শ্রবণানন্তর তাহাদিগকে কহিলেন, হে বৎসগণ! একদা এই গর্ত্ত হইতে সেই মূষিক বহির্গত হইয়াছিল, সেই সময়ে একটা শ্যেনপক্ষী তাহাকে শিকার করিয়া লইয়া গিয়াছে; অতএব তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ কর। শার্ঙ্গকগণ কহিলেন, মাতঃ! আমরা শ্যেনপক্ষীকে মূষিক লইয়া যাইতে দেখি নাই। আর যদিও সেই মূষিককে লইয়া গিয়াথাকেন, তথাপি ঐ গর্ত্তমধ্যে অন্য মূ-

ষিক থাকিবার সম্ভাবনা, তাহাও আমাদের ভয়াবহ। দেখ, বায়ুবেগ ক্রমে নিবৃত্ত হইয়া আসিতেছে, অতএব অগ্নি আমাদিগের সমীপ পর্য্যন্ত আসিতে পারে না পারে সন্দেহ, কিন্তু আমরা গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিলে মূষিকহস্তে পতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিব, সন্দেহ নাই। এক পক্ষে মৃত্যুর নিশ্চয়, পক্ষান্তরে সংশয়; অতএব সংশয়িত পক্ষ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। হে মাতঃ! আমাদের মায়া পরিত্যাগ করিয়া উপযুক্ত স্থানে পলায়ন কর; আমরা বিনষ্ট হইলেও তোমার অন্যান্য পরমোৎকৃষ্ট পুত্র হইতে পারিবে।

জরিতা কহিলেন, হে পুত্রগণ! যৎকালে সেই মহাবল পরাক্রান্ত শ্যেনপক্ষী গর্ত্ত হইতে মূষিককে লইয়া যায়, আমি তৎকালে সেই স্থানে উপস্থিত থাকিয়া তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং সত্বরে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছি, হে শ্যেনরাজ! তুমি আমাদের শত্রু, কিন্তু এই মূষিককে হরণ করিয়া আমাদিগকে নিষ্কণ্টক করিলে, এই পুণ্যফলে তুমি পর লোকে সুবর্ণময় কলেবর প্রাপ্ত হইয়া অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করিবে। তৎপরে ঐ শ্যেনপক্ষী মূষিককে ভক্ষণ করিলে পর আমি তাহার অনুজ্ঞা লইয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। অতএব হে পুত্রগণ! তোমরা সচ্ছন্দে গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ কর, কিছুমাত্র শঙ্কা করিও না; আমার সমক্ষে শ্যেন মূষিককে ভক্ষণ করিয়াছে।

শার্ঙ্গকগণ কহিলেন, মাতঃ! শ্যেন যে মূষিককে লইয়া গিয়াছে, আমরা তাহার কিছুমাত্রই জানিনা; অতএব কি প্রকারে গর্ত্তে প্রবেশ করি।

জরিতা কহিলেন, আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, শ্যেন মূষিককে ভক্ষণ করিয়াছে; তোমাদের কিছুমাত্র ভয় নাই, আমার বচনানুসারে কার্য্য কর। শার্ঙ্গকগণ কহিলেন, মাতঃ! তুমি কেন মিথ্যা প্রবোধবাক্য দ্বারা আমাদের ভয় ভঞ্জন করিবার চেষ্টা পাইতেছ? ঐ গর্ত্তমধ্যে যখন শত্রু থাকিবার সম্ভাবনা, তখন আমাদের কোন ক্রমেই উহাতে প্রবেশ করা বিধেয় নহে। দেখ, আমরা তোমার কখন কোন উপকার করি নাই; অধিক কি, আমরা যে কে, তাহাও তুমি বিশেষরূপে জান না, তবে কিনিমিত্ত তুমি এত কষ্ট সহ্য করিয়াও আমাদিগকে লালন পালন করিতেছ। তুমি আমাদের কে? আর আমরাই বা তোমার কে? আরও দেখ, তুমি অল্পবয়স্কা এবং দর্শনীয়াও বট, অতএব হে মাতঃ! তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর নিকট গমন করত সুন্দর পুত্র প্রাপ্ত হও, আমরা এই খানে থাকিয়া হুতাশনে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক সদ্গতি লাভ করি। হে মাতঃ! যদি আমরা কোন ক্রমে অগ্নি হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি তাহা হইলে তুমি পুনরায় আমাদের নিকটে আসিও।

শার্ঙ্গী শাবকগণের এইপ্রকার বাক্য পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়া অগ্নিশূন্য প্রদেশে পলায়ন করিলেন। শার্ঙ্গী প্রস্থান করিলে অগ্নি দ্রুতবেগে মন্দপাল মহর্ষির পুত্র শার্ঙ্গকগণের সমীপবর্ত্তী হইলেন।

দ্বাত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! প্রজ্বলিত হুতাশন অরণ্যানী দগ্ধ করিতে করিতে ক্রমশঃ মহর্ষি মন্দপালের পুত্র শার্ঙ্গকচতুষ্টয়ের সমীপবর্ত্তী হইলে তাহাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ জরিতারি পাবকসন্নিধানে ভ্রাতাদিগকে কহিতে লাগিলেন। বিপৎকাল উপস্থিত হইলে বুদ্ধিমান্ পুরুষ সর্ব্বদা জাগরূক থাকেন; বিপৎকালে কদাচ ব্যথিত হন না। যে মূঢ় ব্যক্তি বিপৎকাল উপস্থিত হইলে সতর্ক না থাকে; সে তৎকালে যৎপরোনাস্তি

কষ্ট ভোগ করে এবং চরমে মোক্ষ লাভ করিতে পারে না।

তখন সারিস্বক্ক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! এক্ষণে আমাদের প্রাণসংশয় উপস্থিত হইয়াছে। তুমি ধ্যানবান্ ও উহাপোহকুশল; তুমি কোন না কোন উপায় দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর, যেহেতুক এক প্রাজ্ঞ অসংখ্য অপ্রাজ্ঞ লোক অপেক্ষা বলবান্।

স্তম্বমিত্র কহিলেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য; তিনি কনিষ্ঠদিগকে বিপদ্ হইতে মুক্ত করেন। যদি জ্যেষ্ঠ স্বীয় প্রজ্ঞাবলে বিপদ্ উদ্ধার না করেন, তবে কনিষ্ঠের কি সাধ্য যে, তাহার প্রতিকার করে।

দ্রোণ কহিলেন, ঐ দেখ সপ্তাস্য সপ্তজিহ্ব ক্রুর হিরণ্যরেতা শিখা বিস্তারপূর্ব্বক আমাদের গৃহে আগমন করিতেছেন।

মহর্ষি মন্দপালের পুত্রগণ এইরূপে পরস্পর কথোপকথন করত পরিশেষে প্রয়ত হইয়া অগ্নির স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

জরিতারি কহিলেন, হে জ্বলন! তুমি বায়ুর আত্মা; লতাসমূহের শরীর; পৃথিবী ও জল তোমাহইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। হে মহাবীর্য্য! তোমার শিখাসমুদায় সূর্য্যকিরণের ন্যায় ঊর্দ্ধ দেশ, অধোদেশ, পূর্ব্ব দেশ ও পার্শ্ব দেশে বিস্তৃত হইতেছে।

সারিস্বক্ক কহিলেন, হে ধূমকেতো! মাতা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন; পিতা কোথায় আছেন, কিছুই জানিনা; আমাদের অদ্যাবধি পক্ষোদ্ভেদ হয় নাই; অতএব হে অগ্নে! তুমি আমাদিগকে রক্ষাকর; তুমি ভিন্ন এই বালকদিগের আর শরণান্তর নাই। হে অগ্নে! আমরা নিতান্ত কাতর হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইতেছি; তুমি আপন কল্যাণ মূর্ত্তি ও সপ্ত শিখা দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর। হে জাতবেদঃ! এই ত্রিলোকীমধ্যে তুমিই এক তপস্বী আছ; তোমার তুল্য তপোবলসম্পন্ন আর কেহই নাই। আমরা একে বালক তাহাতে আবার ঋষিকুমার; তুমি অনুকম্পা প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাদিগকে রক্ষা কর।

স্তম্বমিত্র কহিলেন, হে অগ্নে! তুমি এক হইয়াও অনেক, এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তোমাকে অবলম্বন করিয়া আছে, তুমি সর্ব্ব ভূত ও ভুবন ধারণ করিতেছ; তুমি অগ্নি, তুমি হব্যবাহ এবং তুমিই পরমোৎকৃষ্ট হবিঃ; পণ্ডিতগণ তোমাকে একরূপ এবং তোমাকেই বহুরূপ বলিয়া জানেন। হে হব্যবাহ! তুমি এই ত্রিলোকী সৃষ্টি কর; এবং প্রলয়কালে তুমিই প্রজ্বলিত হইয়া ইহা ধ্বংস কর। হে অগ্নে! তুমি এই ভুবনত্রয়ের প্রসূতি এবং তুমিই ইহার আশ্রয়।

দ্রোণ কহিলেন, হে জগৎপতে! তুমি প্রাণিগণের অন্তর্গত থাকিয়া ভুক্ত অন্ন পরিপাক কর; তোমাতেই সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে। হে বহ্নে! তুমি সূর্য্যরূপে পার্থিব রসসমুদায় আকর্ষণ কর এবং মেঘরূপে পরিণত সেই সমুদায় রস যথাকালে বর্ষণ করিয়া পৃথিবীকে সর্ব্বশস্যসম্পন্ন কর। হে প্রচণ্ডকিরণ হুতাশন! এই সমুদায় হরিতচ্ছদসম্পন্ন লতা, যাবতীয় পুষ্করিণী এবং বরুণাধিকৃত মহোদধি তোমা হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছে। হে পিঙ্গাক্ষ! হে লোহিতগ্রীব! হে কৃষ্ণবর্ত্মন্! হে হুতাশন! তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর, দগ্ধ করিও না।

ভগবান্ অনল ব্রহ্মবাদী দ্রোণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, মহর্ষি মন্দপালসন্নিধানে কৃত স্বীয় প্রতিজ্ঞা অনুস্মরণপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, হে দ্রোণ! তুমি ঋষি বটে; তুমি আমাকে বেদবাক্যে স্তব করিলে; তোমার ভয় নাই। আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব। পূর্ব্বে মহর্ষি মন্দপালও তোমাদের নিমিত্ত আমার নিকট এই

প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, আপনি খাণ্ডবারণ্য দাহকালে আমার পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিবেন। হে দ্রোণ! মহর্ষি মন্দপালের সেই বাক্য এবং তোমার এই বাক্য এই উভয়ই আমার পক্ষে গুরুতর, অতএব বল এক্ষণে তোমার কি হিত সাধন করিতে হইবে। আমি তোমার স্তব শুনিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি!

দ্রোণ কহিলেন, হে হুতাশন! এই বিড়ালগণ আমাদিগকে সর্ব্বদা বিরক্ত করে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া উহাদিগকে সবংশে ভস্মীভূত করুন। ভগবান বহ্নি দ্রোণের বাক্যানুসারে বিড়ালগণকে তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ করিয়া শার্ঙ্গকচতুষ্টয়কে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রবল বেগে খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এদিকে মহর্ষি মন্দপাল স্বীয় পুত্রচতুষ্টয়ের নিমিত্ত সাতিশয় চিন্তাকুল হইলেন। তিনি পুত্রগণের পরিত্রাণার্থ অগ্নির নিকট নিবেদন করিয়াও তৎকালে মনে মনে অসুখী হইতে লাগিলেন। মহর্ষি মন্দপাল সন্তানদিগের নিমিত্ত নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া অতি কাতরস্বরে লপিতাকে সম্বোধিয়া কহিলেন; লপিতে! এক্ষণে আমার পুত্রগণ না জানি কিরূপ কাতর হইতেছে। তাহারা অজাতপক্ষ এবং আত্মরক্ষায় অশক্ত। অগ্নি ক্রমে ক্রমে অধিকতর প্রজ্বলিত হইতেছেন এবং বায়ুও প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছেন, বোধকরি তাহারা অগ্ন্যুৎপাত হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না। আহা! তাহাদের মাতা দীনা জরিতা স্বীয় পুত্রগণকে পরিত্রাণ করিতে না পারিয়া এবং তাহাদিগকে অশরণ দেখিয়া যৎপরোনাস্তি শোকার্ত্ত হইবে, সন্দেহ নাই। আমার পুত্রগণ অদ্যাপি উড্ডয়ন বা গমন করিতে সমর্থ হয় নাই, জরিতা কিপ্রকারে তাহাদিগকে লইয়া পলায়ন করিবে! হা! পুত্র জারিতারে! হা বৎস সারিসৃক্ক! হা স্তম্বমিত্র! হা পুত্র দ্রোণ! হা প্রিয়ে জরিতে! না জানি, তোমরা এখন কত কষ্ট পাইতেছ!

লপিতা মহর্ষি মন্দপালের এইরূপ বিলাপ বাক্য শ্রবণে সাতিশয় অসূয়াপরতন্ত্র হইয়া কহিতে লাগিলেন। দেখ! তোমার পুত্রদিগের নিমিত্ত কিছুমাত্র চিন্তা নাই; তুমি স্বয়ং কহিয়াছ, তাহারা ঋষি। হে মহর্ষে! উহারা বীর্য্যবান্ ও তেজস্বী; অগ্নি হইতে উহাদের কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। বিশেষতঃ তুমি তাহাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অগ্নিকে অনুরোধ করিয়াছিলে। মহাত্মা হুতাশনও তোমার অনুরোধ শ্রবণে "তথাস্তু" বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; তিনি কখনই আপনার প্রতিজ্ঞা বিফল করিবেন না। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে, তুমি পুত্রগণের নিমিত্ত কিছুমাত্র উৎকণ্ঠিত নও; কেবল আমার অমিত্রা সেই জরিতাকে মনে হইয়াছে বলিয়াই এত অনুতাপ করিতেছ। নিশ্চয় বুঝিলাম, আমার প্রতি তোমার আর পূর্ব্বের মত স্নেহ নাই। স্নেহবান্ ব্যক্তির পুত্র কলত্রাদি সুহৃজ্জনের প্রতি উপেক্ষা করা নিতান্ত অবিধেয়; অতএব তুমি সেই জরিতার নিকটেই গমন কর, আর বৃথা অনুতাপ করিবার আবশ্যকতা নাই। আমি কুপুরুষাশ্রিতা নারীর ন্যায় একাকিনী জীবন যাপন করিব।

মন্দপাল কহিলেন, লপিতে! তুমি মনে করিয়াছ, আমি নিতান্ত কামান্ধ লোকের ন্যায় কেবল স্ত্রীসম্ভোগার্থে পৃথিবীমণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছি, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। অপত্যোৎপাদন করাই আমার উদ্দেশ্য। আমার সেই অপত্যগণ এক্ষণে বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছে। যে মূঢ় ব্যক্তি ভূতার্থ পরিত্যাগ করিয়া ভবিষ্যৎ অবলম্বন করে, সে সমস্ত

লোকের অবমাননাস্পদ হয়। ঐ দেখ, প্রজ্বলিত হুতাশন কাননস্থ সমস্ত বৃক্ষ দগ্ধ করিয়া আমার মন সাতিশয় সন্তাপিত ও উদ্বেজিত করিতেছে। আমি আর স্থির হইতে পারিতেছি না। পুত্রগণের নিকট চলিলাম। তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, কর।

এদিকে অগ্নি মন্দপালের পুত্রচতুষ্টয়ের নিকট হইতে দূরতর প্রদেশে গমন করিলে পুত্রবৎসলা জরিতা শারকগণের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া দেখিল, তাহারা সকলেই অগ্নিহইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে; কিন্তু সাতিশয় রোদন করিতেছে। জরিতা তাহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া পুত্রবাৎসল্য-প্রযুক্ত পুনঃ পুনঃ স্নেহাশ্রু মোচনপূর্ব্বক অতি কাতরস্বরে একে একে তাহাদের সকলের নিকট গমন করিয়া স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর মহর্ষি মন্দপাল সহসা তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তাহারা কেহই তাঁহাকে অভিনন্দন করিলেন না। তিনি ব্যাকুলহৃদয়ে বারংবার পুত্রগণকে ও জরিতাকে সম্বোধন করত জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। তখন মহর্ষি জরিতাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, জরিতে! তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র কে? তৎকনিষ্ঠ কে? তৃতীয় কে? এবং সর্ব্ব কনিষ্ঠই বা কে? আমি দুঃখিত হইয়া বারংবার তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি প্রত্যুত্তর করিতেছ না। আমি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছি বটে; কিন্তু তোমাদের নিমিত্ত আমার মন এক মুহূর্ত্তও সুস্থির নহে।

জরিতা মহর্ষির ঐরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! জ্যেষ্ঠ পুত্রে তোমার প্রয়োজন কি? তৎকনিষ্ঠেই বা প্রয়োজন কি? এবং মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্রেই বা তোমার আবশ্যকতা কি? তুমি এই হতভাগিনীকে পরিত্যাগ করিয়া যাহার নিকট গমন করিয়াছিলে, সেই চারুহাসিনী তরুণী লপিতার নিকটেই পুনর্ব্বার গমন কর।

মন্দপাল কহিলেন, জরিতে! স্ত্রীলোকের পুরুষান্তরসেবন ও সপত্নীর সহিত বিবাদ করা অপেক্ষা পারত্রিকবিনাশক, বৈরাগ্নিদীপক ও উদ্বেগজনক আর কিছুই নাই। সুব্রতা সর্ব্বভূতবিশ্রুতা অরুন্ধতী বিশুদ্ধভাব, প্রিয়কারী, হিতসাধনতৎপর, সপ্তর্ষিমধ্যস্থ মহাত্মা বশিষ্ঠ ঋষির মহিলান্তর-সংসর্গাশঙ্কা করিয়া তাঁহার অবমাননা করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত তিনি লক্ষ্যালক্ষ্য ও অনভিরূপা হইয়াছেন। আমি অপত্য দর্শনাভিলাষে আগমন করিয়াছি, তুমিও আমাকে সেইরূপ অপমান করিতেছ। পুরুষের ভার্য্যার প্রতি সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাস করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু পতিপরায়ণা কামিনীও পুত্রবতী হইলে স্বামীর প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় অনুরক্তা থাকে না।

মহর্ষি মন্দপালের বাক্যাবসানে তাঁহার পুত্রচতুষ্টয় তৎসমীপে সমুপস্থিত হইয়া যথোচিত পিতৃভক্তি প্রদর্শন করিল এবং মহর্ষিও সাতিশয় সমাদরপূর্ব্বক স্বীয় সন্তানগণকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

চতুস্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহর্ষি মন্দপাল পুত্রগণের সান্ত্বনার নিমিত্ত প্রবোধবাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে পুত্রগণ! পূর্ব্বে আমি তোমাদের রক্ষার নিমিত্ত ভগবান্ হুতাশনের সমীপে প্রার্থনা করিয়া ছিলাম, তিনিও আমার প্রার্থনাবাক্য স্বীকার করিয়াছিলেন। আমি অগ্নির বাক্য, তোমাদের জননীর ধর্ম্মজ্ঞতা এবং তোমাদের বীর্য্যের উপর বিশ্বাস করিয়া তৎকালে তোমাদের নিকট আগমন করি নাই, অতএব হে বৎসগণ! তোমরা আমার নৃশংসাচরণ মনে করিয়া সন্তপ্ত হইও না। ভগবান্ হুতাশন তোমাদিগকে বেদবিৎ ঋষি বলিয়া জানেন। মহর্ষি

স্বীয় পুত্রগণকে এইরূপে সান্ত্বনা করত তাহাদিগকে এবং ভার্য্যা জরিতাকে লইয়া সে প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে ভগবান্ হুতাশন, প্রচণ্ড বেগে প্রজ্বলিত হইয়া কৃষ্ণার্জ্জুনসাহায্যে খাণ্ডবারণ্য দগ্ধ করত তত্রস্থ জীবজন্তুগণের অপরিমিত বসা ও মেদ পান করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলেন।

তদনন্তর ভগবান্ পুরন্দর দেবগণ সমভিব্যাহারে অন্তরীক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে কহিলেন, তোমরা যে মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, ইহা দেবতাদিগেরও দুষ্কর; আমি তোমাদের পরাক্রম দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি; এক্ষণে তোমরা অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন অর্জ্জুন, "আমাকে সমস্ত অস্ত্র প্রদান করুন" বলিয়া দেবরাজের নিকট বর প্রার্থনা করিলেন। ইন্দ্র সময় নির্দ্দেশপূর্ব্বক কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! যে সময়ে তুমি তপস্যা দ্বারা ভগবান্ দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিবে, আমি তৎকালে তোমারে সমস্ত অস্ত্র প্রদান করিব। হে পাণ্ডব! তুমি সেই সময়ে আগ্নেয়, বায়ব্য ও মদীয় অস্ত্রসমুদায় লাভ করিবে। কৃষ্ণ কহিলেন, সুররাজ! আমি এই মাত্র বর প্রার্থনা করি, যেন অর্জ্জুনের সহিত আমার কদাচ প্রণয় বিচ্ছেদ না হয়। ইন্দ্র "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিলেন।

সুররাজ এইরূপে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বর প্রদান করিয়া অগ্নির অনুজ্ঞা গ্রহণপুরঃসর দেবগণ সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার সুরপুরে গমন করিলেন। ভগবান্ হুতাশন পঞ্চদশ দিবস প্রবল বেগে প্রজ্বলিত হইয়া মৃগপক্ষিসমাকুল খাণ্ডবারণ্য দগ্ধ করত তাহাদিগের মাংস ভোজন এবং মেদ ও রুধির পানদ্বারা পরম পরিতুষ্ট হইয়া বিরত হইলেন, পরিশেষে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে মহাবীরদ্বয়! তোমরা আমাকে পরম পরিতুষ্ট করিয়াছ; এক্ষণে অনুমতি করিতেছি, তোমরা যথা ইচ্ছা গমন কর। ভগবান্ হুতাশনের অনুজ্ঞা লাভানন্তর কৃষ্ণার্জ্জুন ও ময়দানব তিন জনে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া তথা হইতে সেই পরম রমণীয় যমুনা নদীর উপকূলে আসিয়া উপবেশন করিলেন।

খাণ্ডবদহন পর্ব্ব সমাপ্ত।

আদিপর্ব্ব সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আদিপর্ব্বে সপ্তবিংশত্যধিক দ্বিশত অধ্যায় রচনা করিবেন; কিন্তু ইহাতে চতুস্ত্রিংশদধিক দ্বিশত অধ্যায় দৃষ্ট হইতেছে; বোধ হয়, পূর্ব্বতন লিপিকরদিগের প্রমাদবশতঃ অধ্যায়গত সংখ্যার বৈলক্ষণ্য হইয়াছে। অধ্যায়সংখ্যার বৈষম্য হওয়াতে সুতরাং শ্লোকসংখ্যারও ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

আসিয়াটিক সোসাইটির অধ্যক্ষগণ অনেকানেক পুস্তকের সহিত ঐক্য করিয়া যে মূল মহাভারত মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তদ্দৃষ্টে এই পুস্তক সঙ্কলিত হইল।